তাযকিয়াতুন নাফস

ড. আহমদ আলী

www.icsbook.info

www.icsbook.info

তাযকিয়াতুন নাফস

(আত্মশুদ্ধি)

ড. আহমদ আলী

প্রফেসর

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

www.icsbook.info

প্রকাশক
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৩৯
ফাল্গুন ১৪২৪
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : **একশত পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র।**

Tazkiatun Nafs Written by Prof. Dr. Ahmad Ali & Published by Dr. Md. Samiul Haque Faruqui Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition June-2016 2nd Edition February 2018 Price Taka 165.00 only.

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

নাবী ও রাসূলগণের প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি চিরায়ত কর্মসূচী ছিল 'তাযকিয়াতুন নাফস' বা আত্মশুদ্ধি। তাঁদের কাজই ছিল মানুষকে মহান আল্লাহর পথে ডাকা এবং তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা। আর এই আত্মশুদ্ধির কাজটি তাঁরা করতেন মহান আল্লাহর কিতাব তথা তাঁর দেয়া হিদায়াত এবং তাঁরই দেখানো পদ্ধতিতে। তাই এক্ষেত্রে যার যার ইচ্ছামতো মনগড়া পদ্ধতি বানিয়ে নিয়ে তা অনুসরণ করার কোন সুযোগ নেই।

সাহাবায়ে কিরাম, বিশেষ করে খুলাফা-আর-রাশিদূন এবং তৎপরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ এক্ষেত্রে আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ উপস্থাপন করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছামতো তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি চালু করেছেন এবং তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন নামে দরবার, খানকাহ ও তরীকার উদ্ভাবন করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও সাহীহ্ সুন্নাহর নিরিখে বিশুদ্ধতার মানদন্ডে এগুলোকে যাচাই করা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবী। কেননা 'তাযকিয়াতুন নাফস' এর শার'ঈ মর্যাদা ও এর গুরুত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ডক্টর আহমদ আলী এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। বিভিন্ন 'ইবাদাত ও মু'আমালাতের বেলায় 'তাযকিয়াতুন নাফস' এর প্রকৃত রূপ ও দাবী কী লেখক তা দালিলিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। দুনিয়ায় চলার পথে মানুষের প্রভুত্বের বেড়াজাল মুক্ত হয়ে একমাত্র মহান দাসত্বের অধীন হওয়ার লক্ষ্যে 'তাযকিয়াতুন নাফস' বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের এ প্রয়োজন মেটাতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে বইটি প্রকাশ করে সুধী পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বইটিতে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে পাঠকগণ তা আমাদের জানিয়ে কৃতার্থ করবেন বলে আশা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

www.icsbook.info

www.icsbook.info

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৯
নাফসের পরিচয় ॥ ১৫
পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য ॥ ১৯
তাযকিয়াতুন নাফস-এর মর্ম ॥ ২৩
নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ॥ ২৬
তাযকিয়াতুন নাফসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ॥ ৩০
কালবের ব্যাধি ও তা দূরীকরণের গুরুত্ব ॥ ৩৩
তাযকিয়াতুন নাফস-এর বিশুদ্ধ পথ ॥ ৪২
ক. সাহীহ দীনী 'ইলম অর্জন ও তার চর্চা ॥ ৪৪
খ. বিশুদ্ধ 'আকীদা পোষণ ॥ ৫০
গ. হালাল উপার্জন ॥ ৫৪
ঘ. যথার্থ ও সুন্দরতম উপায়ে ফারযসমূহ আদায় ॥ ৬০
ঘ.১. সালাত ॥ ৬১

- ❖ সহজাত আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ ॥ ৬২
- ❖ অন্তরের সজীবতা ও প্রাণশক্তির উৎস ॥ ৬২
- ❖ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ॥ ৬৩
- ❖ আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম ॥ ৬৪
- ▪ সালাত থেকে সুফল পাওয়ার শর্ত ॥ ৬৫

ঘ.২. যাকাত ॥ ৬৮

- ❖ আত্মশুদ্ধি লাভ ॥ ৬৯
- ❖ রূহানী শক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৭০
- ❖ উন্নত ও পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে ॥ ৭১

ঘ.৩. সাওম (রোযা) ॥ ৭১

- ❖ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ ॥ ৭২
- ❖ মানবিক ও সামাজিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধন ॥ ৭৬

ঘ.৪. হাজ্জ ॥ ৭৮

- ❖ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ॥ ৭৯
- ❖ নাফসকে নিয়ন্ত্রণ ও পাপ বর্জনের প্রশিক্ষণ ॥ ৮০
- ❖ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ॥ ৮২
- ❖ আখিরাতের অনুভূতি শাণিতকরণ ॥ ৮৩

ঘ.৫. জিহাদ ॥ ৮৩
ঘ.৬. আল-আম্‌রু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহয়ু 'আনিল মুনকার ॥ ৮৯
ঙ. ঈমান ও ভক্তি সহকারে নিয়মিত কোরআন বুঝে পড়া ॥ ৯২

www.icsbook.info

❖ পাক-পবিত্রতা সহকারে কোরআন পাঠ করা ॥ ৯৬
❖ পূর্ণ ঈমান ও ভক্তিসহকারে কোরআন পাঠ করা ॥ ৯৬
❖ ধীরে ধীরে কোরআন পাঠ করা ॥ ৯৭
❖ চিন্তা-ভাবনা সহকারে কোরআন পাঠ করা ॥ ৯৮
❖ কেঁদে কেঁদে কোরআন তিলাওয়াত করা ॥ ৯৯
❖ আয়াতের মর্মানুযায়ী যথাযথ কর্তব্য পালন করা ॥ ১০০
❖ প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বেঁচে থাকা ॥ ১০১
❖ মধুর ও সুন্দর স্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা ॥ ১০২
❖ পারিশ্রমিকের আশায় কোরআন তিলাওয়াত না করা ॥ ১০৩
চ. ইস্তিকামাত (সর্বপরিস্থিতিতে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকা) ॥ ১০৪
ছ. সর্বাবস্থায় ও সকল কাজে সুন্নাতের অনুসরণ ॥ ১১০
❖ সুন্নাত শব্দের বহুবিধ ব্যবহার ॥ ১১৩
১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনাচার ও রীতি-নীতি ॥ ১১৩
২. ওয়াজিবের নিচের এবং মুস্তাহাব্বের ওপরের স্তরের কাজ ॥ ১১৩
৩. আদাব, শিষ্টাচার ॥ ১১৩
৪. সম্পূর্ণ নির্মোহ ও সাধারণ জীবন যাপন ॥ ১১৪
৫. অভ্যাসগত রীতি-নীতি ॥ ১১৪
❖ সুন্নাত নয়- এমন কাজকে সুন্নাত মনে করা ॥ ১১৫
জ. সুন্দর চরিত্র ও আচরণ ॥ ১১৯
জ.১. আখলাকে হামীদাহ ॥ ১২১
জ.১.১. ইখলাস ॥ ১২১
জ.১.২. সততা ॥ ১২৬
■ 'আকীদা-বিশ্বাসে সততা ॥ ১২৭
■ কাজে-কর্মে সততা ॥ ১২৮
■ নৈতিক সততা ॥ ১২৯
জ.১.৩. সাবর বা ধৈর্য ॥ ১৩০
জ.১.৪. শুকর (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করা ॥ ১৩৩
■ অন্যের উপকার ও অবদান স্বীকার করা ॥ ১৩৫
জ.১.৫. বিনয় ও নম্রতা ॥ ১৩৭
জ.১.৬. দয়া ও সহানুভূতি ॥ ১৩৯
জ.১.৭. অন্যের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করা ॥ ১৪১
জ.১.৮. সত্য কথা বলা ॥ ১৪৪
জ.১.৯. ওয়াদা প্রতিপালন করা ॥ ১৪৫
জ.১.১০. আমানত আদায় করা ॥ ১৪৬
জ.১.১১. অল্পে তুষ্ট থাকা ॥ ১৫১

www.icsbook.info

জ.১.১২. সকলের সাথে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা ॥ ১৫২
জ.১.১৩. অপরের কল্যাণ কামনা ॥ ১৫৪
জ.১.১৪. অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া ॥ ১৫৫
জ.১.১৫. প্রীতি ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে মেলামেশা করা ॥ ১৫৮
জ.২. আখলাকে রাযীলাহ (মন্দ গুণাবলি) ॥ ১৬০
জ. ২.১. লোভ-লালসা ॥ ১৬০
জ. ২.২. আত্মপ্রীতি ॥ ১৬৩
জ. ২.৩. হিংসা-বিদ্বেষ ॥ ১৬৬
জ. ২.৪. গর্ব-অহঙ্কার ॥ ১৬৯
জ. ২.৫. মিথ্যাচার ॥ ১৭৪
জ. ২.৬. প্রদর্শনেচ্ছা ॥ ১৭৫
জ. ২.৭. জাগতিক স্বার্থচিন্তা ॥ ১৮০
জ. ২.৮. গীবাত (পরনিন্দা) ॥ ১৮৫
জ. ২.৯. ছিদ্রান্বেষণ ॥ ১৮৮
জ. ২.১০. চুগলখোরি করা ॥ ১৮৮
জ. ২. ১১. রাগ ॥ ১৯০
জ. ২. ১২. অপ্রয়োজনীয়, অযাচিত ও অনর্থক কথা বলা ॥ ১৯৩
জ. ২. ১৩. অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক কাজ করা ॥ ১৯৭
ঝ. বেশি বেশি নাফল 'ইবাদাত ॥ ১৯৯
ঝ. ১. নাফল সালাত ॥ ২০০
- সালাতুত তাহাজ্জুদ (কিয়ামুল লাইল) ॥ ২০৩
- সালাতুল ইশরাক ॥ ২০৮
- সালাতুদ দুহা ॥ ২০৮
- সালাতুল আউয়াবিন ॥ ২০৯
- সালাতু তাহিয়্যাতিল অযু ॥ ২১০
- সালাতু তাহিয়্যাতিল মাসজিদ ॥ ২১১
- সালাতুল ইস্তিখারাহ ॥ ২১১
- ঘরে প্রবেশ ও নির্গমনের সালাত ॥ ২১২
- সালাতুত তাওবাহ ॥ ২১৩
ঝ. ২. নাফল সাওম ॥ ২১৩
- একদিন পর পর রোযা রাখা ॥ ২১৩
- 'আশূরার রোযা রাখা ॥ ২১৪
- শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখা ॥ ২১৫
- প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা ॥ ২১৫
- সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ॥ ২১৬

www.icsbook.info

❖ 'আরাফার দিন রোযা রাখা ॥ ২১৭
❖ শা'বান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখা ॥ ২১৮
❖ সপ্তাহে শনি ও রোববার রোযা রাখা ॥ ২১৮
ঝ. ৩. নাফল সাদাকাহ ॥ ২১৯
ঝ. ৪. নাফল হাজ্জ ও 'উমরাহ ॥ ২২৩
ঝ. ৫. ই'তিকাফ ॥ ২২৫
ঝ. ৬. রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ ॥ ২২৬
ঞ. নাবী-রাসূল ও সাহাবীগণের জীবনী অধ্যয়ন ॥ ২২৯
ট. সর্বক্ষণ আল্লাহর কথা স্মরণ রাখা ॥ ২৩
❖ যিকরের ফাযীলাত ও উপকারিতা ॥ ২৩৪
● আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহর কথা স্মরণ করা ॥ ২৩৪
● অন্তরের প্রশান্তি ॥ ২৩৪
● অন্তরের জীবনী শক্তি অর্জন ॥ ২৩৫
● আত্মিক রোগের প্রতিষেধক ॥ ২৩৫
● সর্বোত্তম 'আমাল ॥ ২৩৬
ট.১. নির্দিষ্ট সময়, অবস্থা ও কাজের জন্য প্রযোজ্য দু'আ মা'সূরাগুলো পড়া ॥ ২৩৬
ট.২. বেশি বেশি দু'আ করা ॥ ২৪০
● দু'আর আদাব ॥ ২৪২
● দু'আর সর্বোত্তম সময়সমূহ ॥ ২৪৪
● দু'আর সর্বোত্তম স্থানসমূহ ॥ ২৪৪
● দু'আর সর্বোত্তম অবস্থাসমূহ ॥ ২৪৪
ট.৩. বেশি বেশি তাওবাহ ও ইস্তিগফার করা ॥ ২৪৫
ট.৪. সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে কাজ করা ॥ ২৪৭
ট.৫. মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা ॥ ২৪৯
ঠ. যালিম, দুরাচারী ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা ॥ ২৫১
ড. মানবসেবা ॥ ২৫৪
ঢ. সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন (যুহদ) ॥ ২৫৯
ণ. আত্মসমালোচনা করা (মুহাসাবাহ) ॥ ২৬৩
ত. নাফসকে শাস্তি দান (বিশেষ মুজাহাদাহ) ॥ ২৬৬
থ. সৎ ও মুত্তাকী লোকদের সুহবাত ॥ ২৬৮

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ২৭৫

www.icsbook.info

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرًا .

ভূমিকা

নাফসের পরিশুদ্ধি দীনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাফস পরিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া মানুষের ঈমান ও ইসলাম কখনো বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। উল্লেখ্য যে, মানুষের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক, অপরটি হলো অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক দিককে পূত-পবিত্র করতে চায়, তেমনি তার ভেতরের দিকটিকেও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত ও সুন্দর করতে চায়। মানুষের এ অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আত্মিক দিকটির পরিশুদ্ধিকেই কোরআনের ভাষায় 'তাযকিয়াহ' বলা হয়। বস্তুত একজন মানুষ তার নাফসকে পবিত্রকরণ ও মনের কলুষ দূরীকরণের মাধ্যমে নিজের আবেগ-অনুভূতিকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দীনের বাহ্যিক 'ইবাদাতসমূহ স্বয়ং তার আবেগ ও নাফসের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে। যদি কেউ বাহ্যিক ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ পালন করে; কিন্তু তার নাফস পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে তার সে 'আমাল ঐ ফুলের মতো, যার রং সুন্দর ও আকর্ষণীয়; কিন্তু তাতে কোনো সুঘ্রাণ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হয়, তা হলে অবশ্য দেখতে হবে যে, তার অন্তর কতোখানি পবিত্র ও কলুষমুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর অন্তরকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন; বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে নয়। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

www.icsbook.info

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ؛ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের বাহ্যিক রূপের দিকে তাকাবেন না; বরং তোমাদের অন্তরের দিকেই তাকাবেন।" (মুসলিম, *আস-সাহীহ*, কিতাবুল বির্‌র.., হা.নং: ৪৬৫০)

নুবুওয়াতের চারটি মহান কর্তব্যের মধ্যে আত্মার পরিশুদ্ধকরণ অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মু'মিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন, অথচ তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (আল কোরআন, সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৬৪)

কাজেই নাফস পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দীনের একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য ও সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ। ইসলামের সকল 'আলিমের মতে, নাফস পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা ফারযে 'আইন। কেননা, নাফস ত্রুটিযুক্ত ও কলুষিত হলে যেমন বান্দাহর কোনো 'আমালই নির্দোষ ও পবিত্র হতে পারে না, তেমনি নাফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া কারো পক্ষে সত্যিকার অর্থে ঈমানের স্বাদ লাভ করা, দীনের বিধি-বিধান প্রতিপালন করা, দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় নাফসের মন্দ প্রবণতাসমূহ দূরীকরণ ও তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর কেউ যদি নাফস পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট না হয়, তার ব্যাপারেও চরম সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাইয়িদুনা নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

www.icsbook.info

নিশ্চয়ই শরীরে গোশতের একটি টুকরো আছে, যা ঠিক হয়ে গেলে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো! সেই টুকরোটি হলো কালব (অন্তর)। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং: ৫২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, কিতাবুল মুসাকাত, হা.নং: ৪১৭৮)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো শরীরের 'আমালের ইসলাহ ও সংশোধনকে অন্তরের ইসলাহ ও সংশোধনের ওপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, অন্তরে ত্রুটি দেখা দিলে পুরো শরীরের 'আমালের মধ্যেও ত্রুটি ও বিপর্যয় দেখা দেয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম [৬৯১-৭৫১ হি.] (রাহ.) বলেন,

إن لله على العبد عبوديتين : عبودية باطنة ، وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية ، وعلى لسانه وجوارحه عبودية ، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ، ولا يوجد له الثواب وقبول عمله .

বান্দাহর ওপর আল্লাহ তা'আলার দু প্রকারের 'ইবাদাতের দায়িত্ব রয়েছে। এক. বাতিনী (অপ্রকাশ্য) 'ইবাদাত ও দুই. যাহিরী (প্রকাশ্য) 'ইবাদাত। বান্দাহকে যেমন তার কালবের মাধ্যমে আল্লাহর 'ইবাদাত করতে হয়, তেমনি তাকে তার জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোগেও তাঁর 'ইবাদাত করতে হয়। বাতিনী 'ইবাদাতের সারবিহীন 'ইবাদাতের বাহ্যিক রূপের চর্চা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সহায়ক নয়। তদুপরি এ জাতীয় 'ইবাদাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং এ 'আমাল কবূল ও হবে না। (ইবনুল কাইয়্যিম, *বাদা'য়িউল ফাওয়া'য়িদ*, খ. ৩, পৃ. ৭১০)

'তাযকিয়াতুন নাফস'-এর যথার্থ ও বিশুদ্ধ পথ কী?- এ সম্পর্কে প্রত্যেক মু'মিনেরই স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ, এ গুরু কাজের সঠিক পথ জানা না থাকলে পদে পদে বিপথগামী ও সত্যচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কার্যতও আমরা এ বিষয়ে অনেকের মধ্যে বহু বিভ্রান্তি লক্ষ্য করি। আমরা তাদেরকে ভুল পথে চলতে ও পরিচালিত হতে দেখতে পাই। তারা নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের নামে তাদের মনগড়া আবেগাশ্রিত ও প্রবৃত্তিতাড়িত এমন অনেক 'আমাল করে, যা একদিকে কোরআন ও হাদীসের ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থার পরিপন্থী, অপরদিকে তা তাদের নাফসের পরিশুদ্ধির জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থাও নয়। ফলে দেখা যায় যে, এ সব 'আমালের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে তাদের নাফস পরিশুদ্ধ তো হয় না; বরং উল্টো তাদের নাফস আরো কলুষিত ও রোগাক্রান্ত হয়, সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হবার পরিবর্তে মন্দ ও অশিষ্ট বৃত্তিসমূহই বিকাশ

www.icsbook.info

লাভ করে। বিশিষ্ট সূফী শাইখ 'আলী আল-হাজবিরী [৪০০-৪৬৫ হি.] (রাহ.) অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেন,

এ যুগের কিছু কিছু 'আলিম পর্যন্ত সত্যপথ থেকে বিমুখ থাকে। প্রভাব-প্রতিপত্তির নাম সম্মান, অহঙ্কারের নাম 'ইলম, লোক দেখানো 'ইবাদাতের নাম তাকওয়া, হিংসা ত্যাগ করার পরিবর্তে অন্তরে গোপন রাখার নাম সহনশীলতা, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও হীনমন্যতার সাথে সংগ্রাম করার নাম মহত্ত্ব, মুখে যা আসে তা বলে দেওয়ার নাম মা'রিফাত, ব্যক্তিস্বার্থের নাম আল্লাহপ্রেম, নাস্তিকতার নাম দরবেশী, আল্লাহকে অস্বীকার করার নাম ফানা এবং নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারী'আতকে পরিত্যাগ করার নাম তারীকাত রেখেছে। (হাজবিরী, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ.১৯-২০)

বিশিষ্ট সূফী আবুল 'আব্বাস আদ-দীনাউরী (রাহ.) বলেন,

نَقَضُوا أَرْكَانَ التَّصَوُّفِ، وَهَدَمُوا سَبِيْلَهَا، وَغَيَّرُوا مَعَانِيْهَا بِأَسَامِي أَحْدَثُوهَا: سَمُّوا الطَّمْعَ زِيَادَةً، وَسُوْءَ الْأَدَبِ إِخْلَاصاً وَالْخُرُوجَ عَنِ الْحَقِّ شَطْحاً وَالتَّلَذُّذَ بِالْمَذْمُومِ طَيِّبَةً، وَاتِّبَاعَ الْهَوَي اِبْتِلَاءً وَالرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا وَصْلًا، وَسُوءَ الْخُلُقِ صَوْلَةً، وَالْبُخْلَ جَلَادَةً وَالسُّؤَالَ عَمَلاً وَبَذَاءَةَ اللِّسَانِ مَلَامَةً. وَمَا هٰذَا كَانَ طَرِيْقَ الْقَوْمِ.

তারা তাসাউফের স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলেছে, এর রাস্তা নষ্ট করে দিয়েছে এবং এর নানা বিষয়কে নতুন নতুন নাম দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলেছে। যেমন- তারা পার্থিব লালসাকে অতিরিক্ত চাহিদা, বে-আদাবীকে ইখলাস, সত্যচ্যুত হওয়াকে বিশেষ অবস্থা, গর্হিত বিষয়ে (যেমন- গান বাজনা, নর্তন-কুর্দনে) মত্ত হওয়াকে পবিত্র স্বাদ আস্বাদন, প্রবৃত্তির অনুসরণকে পরীক্ষা, দুনিয়ার প্রতি রুজূ হওয়াকে মিলন, বদ চরিত্রকে পরাক্রমতা, কার্পণ্যকে সাহসিকতা, ভিক্ষাবৃত্তিকে 'আমাল ও অশ্লীল কথাবার্তাকে তিরস্কার নাম রেখেছে। এটা সূফীদের তারীকা ছিল না। (কুশাইরী, *আর-রিসালাহ*, পৃ.২৯; ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস*, পৃ.৩০৯)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ [৬৬১-৭২৮ হি.] (রাহ.) বলেন,

... وَلِهَذَا كَثُرَ فِي الْمُتَفَقِّهَةِ مَنْ يَنْحَرِفُ عَنْ طَاعَاتِ الْقَلْبِ وَعِبَادَاتِهِ : مِنْ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ . وَالْخَشْيَةِ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . كَثُرَ فِي الْمُتَفَقِّرَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ مَنْ يَنْحَرِفُ عَنْ الطَّاعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.... وَهَؤُلَاءِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ ؛ فَقَدْ شَابُوا الْإِسْلَامَ إِمَّا بِيَهُودِيَّةٍ وَإِمَّا بِنَصْرَانِيَّةٍ

www.icsbook.info

وَإِمَّا بصابئية ؛ إِذَا كَانَ مَا انْحَرَفُوا إِلَيْهِ مُبَدَّلًا مَنْسُوخًا وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَشْرُوعًا فموسوية أَوْ عيسوية .

... ফাকীহগণের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা কালবের 'ইবাদাত-বন্দেগী (অর্থাৎ ইখলাস, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, তাঁর ভালোবাসা ও ভয় প্রভৃতি) ব্যাপারে উদাসীন, সত্যচ্যুত। আবার ফকীর-দরবেশ ও সূফীগণের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যারা শারী'আতের নির্দেশাবলির আনুগত্য ছেড়ে অন্য 'আমালের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ... বস্তুতপক্ষে এ তিন প্রকারের লোক যদি সত্যিই মু'মিন-মুসলিম হন, তবে তাঁরা অবশ্যই ইসলামকে হয়তো ইয়াহুদী ধর্মের সাথে অথবা খ্রিস্টান ধর্মের সাথে বা সাবি'য়াহ ধর্মমতের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে। আর যে সব 'আমালের দিকে তাঁরা ঝুঁকে পড়েছেন, যদিও তা মূলগত বিচারে বিধিবদ্ধ ছিল; কিন্তু সেগুলো পরিবর্তিত ও রহিত হয়ে গেছে, তদুপরি সেগুলো হলো মূসা 'আলাইহিস সালাম কিংবা 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম-এর শারী'আতেরই 'আমাল; (ইসলামী শারী'আতের 'আমাল নয়।) (ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, খ. ২০, পৃ. ৭৪)

এটা অত্যন্ত ভাবনার বিষয় যে, আমাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আত্মশুদ্ধি কামনা করে এবং এ পথে চেষ্টাও করছে; কিন্তু সঠিক পথ জানা না থাকার কারণে তাদের কেউ কেউ পথচ্যুত হয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ যদিও সম্পূর্ণ পথচ্যুত হচ্ছে না; তবুও আসল পথ না জানার কারণে অনেক পেরেশানী উঠাচ্ছে এবং কষ্টের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। জনৈক কবি কতোই চমৎকার বলেছেন,

یك سبد بر نان ترا بر فوق سر   تو همي جوئے لب نان در بدر

تا بزانوئے میاں جوئے آب   وز عطش وزجوع کشتستے خراب

টুকরী ভরা রুটি তোমার মাথার ওপর থাকা সত্ত্বেও (না জানার কারণে) তুমি সামান্য এক টুকরো রুটির জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরতেছো। হাঁটু পর্যন্ত পানির মধ্যে রয়েছো, তা সত্ত্বেও (না জানার কারণে) পিপাসায় ছটফট করতেছো। অর্থাৎ অনেক সময় আসল পথ না জানা থাকলে উদ্দেশ্য সঠিক হওয়া সত্ত্বেও অনেক পেরেশানী ও কষ্ট পেতে হয়। (থানবী, *কাছদুছ ছবীল*, পৃ. ২-৩)

আমি এ গ্রন্থটিতে আমার সামান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বক্ষ্যমাণ বিষয়ে গবেষণা করে যতটুকু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি, তা-ই কেবল 'ইলমের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বানুভূতি থেকেই তোলে ধরতে চেষ্টা করবো এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে কী বোঝায়, নাফস ও কালবের ব্যাধি ও ত্রুটিগুলো কী কী এবং এগুলো দূরীভূত

www.icsbook.info

করার কী কী পথ রয়েছে? প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো, ইনশা আল্লাহ। আমার এ প্রয়াস কতোখানি সফল হয়েছে, তা পাঠকসমাজই বিচার করবেন। যদি আমার এ প্রয়াস আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা প্রচারে সামান্য কাজও করতে সক্ষম হয়, তা হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

আমি অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি যে, বক্ষ্যমাণ বিষয়ে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অতি অল্প। কাজেই আমার কথার মধ্যে ভুল-ত্রুটি ও চিন্তার অপরিপক্কতা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনা করি, যদি আমার কথায় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তিনি যেন আমাকে তা ক্ষমা করে দেন এবং সংশোধনের সুযোগ দান করেন। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের কাছে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সকলের নিকট আমার অনুরোধ রইলো, কেউ যেন আমার উক্ত কথার এরূপ অর্থ বের না করে যে, 'আমি দাবি করছি, আমার নাফস পূত-পবিত্র এবং আমি আত্মিক ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্ত।' বরং আমি মনে করি যে, আমার নাফসই সবচেয়ে বেশি কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত। ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾- " আমি নিজের নাফসের পবিত্রতা দাবি করছি না। নিশ্চয়ই নাফস স্বভাবতই মন্দ কর্মপ্রবণ।" (আল কোরআন, সূরা ইউসূফ, ১২ : ৫৩) আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং সকলকে আত্মশুদ্ধির তাওফীক দান করুন! আমীন! إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.-"আমি শুধু আমার সামর্থ্যানুযায়ী সংশোধন করতে চাই। আল্লাহই কেবল তাওফীকদাতা।" (আল কোরআন, সূরা হূদ, ১১ : ৮৮)

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বন্ধুবর পরিচালক ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দু' জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন! মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন! এর অসীলায় আমাকে, আমার মাতা-পিতা, পরিবার, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং এ বই লিখতে ও প্রকাশ করতে যারা নিষ্ঠার সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন! আমীন !!

ড. আহমদ আলী
০১. ০৬. ২০১৫

www.icsbook.info

নাফসের পরিচয়

'নাফস' হলো মূলত মানুষের স্বভাবগত চাহিদা ও প্রবণতার নাম, যাকে এক কথায় 'মানবপ্রবৃত্তি' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টি করার সময় তার স্বভাবের মধ্যে কতিপয় চাহিদা ও প্রবণতাও দান করেছেন। এ চাহিদা ও প্রবণতাগুলো হলো- পানাহারের চাহিদা, যৌন লিপ্সা মেটানোর চাহিদা, আরাম-আয়েশের চাহিদা ও অন্যের ওপর কর্তৃত্ব চালাবার চাহিদা প্রভৃতি। এ চাহিদাগুলোকে এক কথায় 'জৈবিক চাহিদা' বলা হয়। তদুপরি এ চাহিদাগুলো যথেচ্ছ পূরণের নিমিত্ত আল্লাহ্ তা'আলা মানবপ্রবৃত্তির মধ্যে লোভ-লালসার মতো জঘন্য অশিষ্ট চরিত্রও দান করেছেন। বিশিষ্ট মুফাসসির আবুল কাসিম আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) ও বাহাউদ্দীন আল-আবশীহী [৭৯০-৮৫২ হি.] (রাহ.) প্রমুখ বলেন,

> قِيلَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَجَنَ بِطِيْنَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ : الْحِرْصَ وَالطَّمَعَ وَالْحَسَدَ؛ فَهِيَ تَجْرِي فِي أَوْلَادِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْعَاقِلُ يُخْفِيْهَا وَالْجَاهِلُ يُبْدِيْهَا.
>
> বলা হয়ে থাকে যে, আদাম 'আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাটির খামিরের মধ্যে তিনটি বিষয় দান করেছিলেন। এগুলো হলো- লোভ, লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষ। কাজেই তা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বংশানুক্রমে সংক্রমিত হতে থাকবে। তবে বিবেকবান লোক তাকে প্রকাশ হতে দেবে না আর অজ্ঞ লোক তা প্রকাশ করবে।[১]

বলাই বাহুল্য, লোভ-লালসা হলো নাফসের সবচে' মারাত্মক গোপন ঘাতক ব্যাধি। এর বহু উপসর্গ ও লক্ষণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, গর্ব-অহঙ্কার, কাম-ক্রোধ, প্রদর্শনেচ্ছা, কৃত্রিমতা, কলহ-বিবাদ, অপরের ছিদ্রান্বেষণ, দোষচর্চা ও অশিষ্ট আচরণ প্রভৃতি। কারো মধ্যে এ উপসর্গগুলো খুবই প্রকটরূপে, আর কারো মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত জৈবিক চাহিদা ও প্রবণতাগুলো প্রত্যেক পশুকেও আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন। এ স্বভাবগত চাহিদাগুলোর দিক থেকে পশু ও মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটি পশু সাধারণত তার এ জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে

---

১. যামাখশারী, *রাবী'উল আবরার*, খ. ১, পৃ. ২৬৪; আবশীহী, *আল-মুস্তাতরাফ*, খ. ১, পৃ. ১৭৪

www.icsbook.info

অসাধারণ আত্মপরায়ণ ও লোভাতুর হয়ে থাকে। সে যেভাবেই হোক তার ঐ চাহিদাগুলো পূরণ করতে তৎপর হয়। এ ক্ষেত্রে সে ন্যায়-অন্যায় কিংবা অন্যের স্বার্থ বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করে না। অনেক সময় সে এ জন্য খুবই অসংযত, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। কাজেই মানবপ্রবৃত্তিও মজ্জাগতভাবে- যেভাবে হোক- তার এ জৈবিক চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে প্রবৃত্ত হয় এবং এ জন্য সে ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম পার্থক্য করে দেখার কোনো প্রয়োজনও অনুভব করতে চায় না। এ দিকে ইঙ্গিত করেই ইউসূফ 'আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾-"নিশ্চয়ই **নাফস** স্বভাবতই মন্দ কর্মপ্রবণ; তবে যদি আমার রাব্ব দয়া করেন।"[২] পবিত্র **কোরআনের** এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য মানুষকে তার প্রবৃত্তি স্বভাবতই ভেতর থেকে প্রবলভাবে তাড়না দেয় এবং প্রেরণা যোগায়। এ কারণে সেও অনেক সময় এমন অসংযত ও উদ্ধত আচরণ (যেমন চুরি-ডাকাতি, সম্পদ আত্মসাৎ, কলহ-বিবাদ, ব্যভিচার-ধর্ষণ, চুগলি ও পরনিন্দা প্রভৃতি) করে, যাতে অন্যের অধিকারসমূহ দারুণভাবে লঙ্ঘিত ও ক্ষুণ্ন হয়।

উল্লেখ্য যে, নাফসের এ স্বভাবগত মন্দ প্রবণতা ও তার অশিষ্ট চরিত্রসমূহ সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিক ইচ্ছা ও কঠোর সাধনা (মুজাহাদাহ)। মন্দ কর্মপ্রবণ নাফস (নাফস আম্মারাহ) সাধনার ফলে বশীভূত হয়, তার লাগামহীন তাড়না বন্ধ হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে কল্যাণপ্রবণ ও সুস্থ মননশীল নাফসে পরিণত হয়। এ অবস্থায় নাফসের মনুষ্যসুলভ স্বভাব ও চরিত্রসমূহ এবং তার শিষ্ট ও সুকুমার বৃত্তিগুলো (যেমন- সততা, বিনয়-নম্রতা, দয়া-অনুগ্রহ, উদারতা, মহানুভবতা, ক্ষমা, ধৈর্য, ও শুকর প্রভৃতি) উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরূপ নাফসকে "النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ" (প্রশান্ত নাফস)[৩] বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ হলো- সে আল্লাহর যিক্‌র, 'ইবাদাত ও আনুগত্য দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি অনুভব করে। এক কথায়, আল্লাহর যিক্‌র, 'ইবাদাত ও আনুগত্য এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। এরূপ নাফস আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (رَاضِيَةً) এবং আল্লাহ তা'আলাও তার

---

২. আল কোরআন, সূরা ইউসূফ, ১২ : ৫৩

৩. আল কোরআন, সূরা আল-ফাজ্‌র, ৮৯: ২৭

www.icsbook.info

প্রতি সন্তুষ্ট (مَرْضِيَّةً)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ নাফস চেয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করার শিক্ষা দেন। তিনি বলেন,

قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ.

বলো, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন নাফসের জন্য প্রার্থনা করছি, যা আপনার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং যা আপনার সাক্ষাতে বিশ্বাস রাখে, আপনার ফায়সালা সানন্দে মেনে নেয় এবং আপনার দানের ওপর তুষ্ট থাকে।[৪]

অপরদিকে যদি নাফসকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছেড়ে রাখা হয় এবং তা পরিশুদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তা হলে তার মন্দ প্রবণতা ক্রমে ক্ষীপ্র থেকে ক্ষীপ্রতর হবে। বস্তুতপক্ষে নাফস ছোট্ট দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। যদি তাকে দুধ দিতেই থাকি অর্থাৎ তার মন্দ ও অবাঞ্ছিত চাহিদাগুলো পরপর পূরণ করতেই থাকি, তা হলে সে আরো লোভাতুর ও হিংস্র হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি দুধ ছাড়িয়ে নিই এবং তার মন্দ চাহিদাগুলো দূর করার জন্য চেষ্টায় নিবিষ্ট হই, তা হলেই নাফস ক্রমশ তার মন্দ ও অপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো ছেড়ে দিতে অভ্যস্ত হবে এবং তা ক্রমে শান্ত ও শিষ্ট হয়ে যাবে। বিশিষ্ট কবি শারফুদ্দীন আল-বুসিরী [৬০৮-৬৯৬ হি.] (রাহ.) বলেন,

والنفسُ كالطفلِ إن تُهملهُ شَبَّ على ** حُبِّ الرَّضاعِ وإنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ.

নাফস শিশুর মতো। যদি তুমি তাকে দুধ পান করাতেই থাকো, তা হলে সে ক্রমে দুধের জন্য আরো লোভাতুর হয়ে যাবে। আর যদি তুমি তাকে দুধ পান করা থেকে বিরত রাখো, তা হলে অনায়াসে সে দুধের অভ্যাস ত্যাগ করবে।[৫]

নাফসের উপর্যুক্ত দুটি পর্যায় ছাড়াও অপর একটি পর্যায় রয়েছে। ঐ পর্যায়ে পৌঁছে নাফস নিজের কার্যকলাপের হিসাব নিয়ে নিজেকে তিরস্কার করে, ধিক্কার

---

৪. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, (বাব: সোয়াদ/ সুদী ইবনুল 'আজালান) হা. নং: ৭৪৯০ ও *মুসনাদুশ শামিয়ীন*, (মুসনাদু লুকমান ইবনু 'আমির), হা. নং: ১৫৯৮
হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে কয়েকজন 'মাজহুল' (অখ্যাত রাবী) রয়েছেন। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দা'ঈফাহ* ..., খ. ৯, পৃ. ৫৬, হা. নং: ৪০৬০) তবে 'আল্লামা সুয়ূতী (রাহ.) হাদীসটিকে সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (সুয়ূতী, *আল-জামি'উস সাগীর*.., খ. ২, পৃ. ১৪৮, হা. নং: ৬১৩৬)
৫. বুসীরী, *দিওয়ানুল বুসীরী*, পৃ. ২৩৮

www.icsbook.info

দেয়। অর্থাৎ কৃত গুনাহ্ বা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটি করার কারণে নিজেকে ভৎর্সনা করে যে, তুমি এরূপ করলে কেন? আবার অনেক সময় নিজের সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে ভৎর্সনা করে যে, আরো বেশি সৎকর্ম সম্পাদন করে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করলে না কেন?[৬] ঐ পর্যায়ে উপনীত নাফসকে النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (তিরস্কারকারী নাফস)[৭] বলা হয়। কারো কারো মতে, এই নাফস 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটা তার একটি বিশেষণ।[৮] কারো মতে, প্রত্যেক নাফসই তিরস্কারকারী এবং এ তিরস্কার দুনিয়াতে নয়; বরং আখিরাতে বদকার ও নেককার নির্বিশেষে প্রত্যেকের নাফসই নিজেকে তিরস্কার করবে। বদকারের নাফস নিজের গুনাহের জন্য নিজেকে তিরস্কার করবে এবং বলবে, তুমি এ কাজগুলো কেন করলে এবং নেককারের নাফস নিজেকে এ বলে তিরস্কার করবে, তুমি আরো বেশি সৎ কাজ করলে না কেন?[৯]

---

৬. ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ৮, পৃ. ২৭৫; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৮, পৃ. ২৭৬

বর্ণনা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت كيف لم أزد منه وإن عملت شراً قالت ليتني قصرت .

"ন্যায়নিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাফসই কিয়ামাতের দিন নিজেকে ভৎর্সনা করবে। যদি সে সৎকর্ম করে থাকে, তা হলে সে বলবে, কেন আমি আরো বেশি ভালো কাজ করলাম না? আর যদি সে কুকর্ম করে থাকে, তা হলে সে বলবে, যদি আমি তা থেকে বিরত থাকতাম!" (বাইদাবী, *আনওয়ারুত তানযীল...*, পৃ. ৪১৯)

আমি এ রিওয়ায়াতটি হাদীসের কোনো গ্রন্থে খোঁজেই পাইনি। সম্ভবত এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা নয়; পূর্ববর্তী কোনো মুফাসসির বা আলিমের কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য। যতটুকু জানা যায়, এটা বিশিষ্ট আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ ইমাম আল-ফাররা' [মৃ.২০৭হি.] (রাহ.) -এর কথা। বিশিষ্ট মুফাসসির বাগাভী [মৃ.৫১০ হি.] (রাহ.) এটা ফাররা'র বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৮, পৃ. ২৮০)

৭. আল কোরআন, সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ২

৮. ইবনু 'উজাইবাহ, *আল-বাহরুল মাদীদ*, খ. ৮, পৃ. ২৮০

৯. ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ -এর ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী [২১-১১০ হি.] (রাহ.) বলেন, ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. -"কিয়ামাতের দিন আসমান ও যমীনবাসীদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে তিরস্কার করবে।" (ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ৮, পৃ. ২৭৫)

www.icsbook.info

অনেকের মতে, 'লাওয়ামাহ' নাফসের একটি পৃথক ও মধ্যবর্তী পর্যায়।[১০] তাঁদের মতে, ধারাবাহিকভাবে নাফসের পর্যায়গুলো হলো- আম্মারাহ (মন্দপ্রবণ), লাওয়ামাহ (তিরস্কারকারী) ও মুতমায়িন্নাহ (প্রশান্ত)। নাফস স্বভাব ও মজ্জাগতভাবে 'আম্মারাহ' হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরালোভাবে নির্দেশ দেয়। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও মুজাহাদার বলে সে নাফস ক্রমে 'লাওয়ামাহ'য় পরিণত হয় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে করতে যখন শারী'আতের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শারী'আত বিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এ নাফসই 'মুতমায়িন্নাহ'য় পরিণত হয়।

পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অন্যান্য পশুর ওপর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা দ্বারা সে অন্যান্য পশুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। সে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হলো- তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক, যা দ্বারা সে তার ভালো-মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ উপলব্ধি করতে পারে এবং সে তার স্বভাবগত জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারাম পার্থক্য করে চলে। বস্তুত এতেই তার মনুষ্যত্ব ও মানবিক দিকের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে। কাজেই কোনো মানুষ যদি তার জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে অন্য পশুর মতো আত্মপরায়ণ ও চরম লোভাতুর হয়, ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম পার্থক্য না করে, অপরের স্বার্থহানি করে এবং অসংযত ও উদ্ধত আচরণ করে, তবে তার ও পশুর মধ্যে যে পার্থক্যটা রয়েছে তা আর অবশিষ্ট থাকে না। তার এ অসংযত ও উদ্ধত আচরণের ফলে সে কেবল অন্য পশুর মতো একটি

---

১০. সূফীদের মধ্যে অনেকের মতে, নাফস তিনটি। আম্মারাহ, লাওয়ামাহ ও মুতমায়িন্নাহ প্রভৃতি এক একটি নাফসের নাম। তবে বিশিষ্ট 'আলিমগণের মতে, নাফস একটিই। আম্মারাহ, লাওয়ামাহ ও মুতমায়িন্নাহ প্রভৃতি নাফসের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থার বিশেষণ। আমি মনে করি, দু দলের কথার মধ্যে কার্যত কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, বস্তুতপক্ষে নাফস সত্তাগত বিচারে যদিও একটি; তবে গুণ ও বৈশিষ্ট্যগত বিচারে নাফস তিনটি। বিশিষ্ট 'আলিমগণ কেবল নাফসের সত্তাকেই দেখেছেন আর এ কারণেই তাঁরা নাফস একটি বলে উল্লেখ করেছেন এবং সূফীগণ নাফসের গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে দেখেছেন আর এ কারণেই তাঁরা নাফস তিনটি বলে উল্লেখ করেছেন।

www.icsbook.info

পশুতেই পরিণত হয়, তা নয়; বরং পশুত্বের চরম নিম্নস্তরে নেমে যায়। সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) কতোই চমৎকার বলেছেন,

مَا أَكْثَرَ النَّاس لا بَلْ مَا أَقَلَّهُمْ ** اللَّهُ يَعلَمُ أَنِّي لَم أَقُلْ فَنَدا.

إِنِّي لأفتحُ عيني حين أفتحها ** على كثيرٍ ولكن لا أرى أحداً.

(লোকেরা বলে,) মানুষ কতোই না বেশি! (আর আমি বলি,) না; বরং তারা কতোই না কম! আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি কোনো মিথ্যা কথা বলিনি।

আমি যখন চোখ খুলি, তখন অনেক কিছুই দেখি; কিন্তু কোনো (সত্যিকার) মানুষকে দেখতে পাই না।[১১]

আল্লাহ তা'আলা নাফসের পূজারী মানুষগুলোকে 'আন'আম' অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু বা এর চাইতেও নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

আর আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি বহু জিন্ ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে; কিন্তু তা দ্বারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে; কিন্তু তা দ্বারা দেখে না। তাদের কান রয়েছে; কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারা হলো উদাসীন।[১২]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾-"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট জন্তু[১৩] হলো যারা বধির ও বোবা এবং যারা উপলব্ধি করে না।"[১৪]

---

১১. *দিওয়ানু 'আলী রা.*, পৃ.৭৬

১২. আল কোরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭: ১৭৯

১৩. অভিধান অনুযায়ী যমীনের ওপর বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীকেই دابة বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دابة বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর নিকট সে সব লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য, যারা সত্য ও ন্যায় শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে বোবা। বস্তুত বধির ও বোবার মধ্যে সামান্য বুদ্ধি থাকলেও সে ইশারা-ইঙ্গিতে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে। অথচ এরা বধির ও বোবা হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে।

১৪. আল কোরআন, সূরা আল-আনফাল, ৮: ২২

www.icsbook.info

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে জন্তুর সাথে তুলনা করে বলেন,

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

বস্তুত এই সব লোক- যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা ঠিক রাখাল চরানো জন্তুর ন্যায়; রাখাল জন্তুগুলোকে ডাকে, কিন্তু তারা তার ডাকের আওয়াজ ও চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনতে পায় না। এরা বধির, বোবা এবং অন্ধ। এ কারণে তারা কোনো কথাই অনুধাবন করতে পারে না।[১৫]

এ আয়াতগুলোর মর্ম এ নয় যে, তারা নিজেদের জৈবিক প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে বোঝে না কিংবা এতদসংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখতে বা শোনতে পায় না; বরং তারা এ সব বিষয় যথেষ্ট বোঝে এবং দেখে ও শোনে। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শন ক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু কেবল সে পর্যায়েই সীমিত থাকে, যে পর্যায়ে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের থাকে (অর্থাৎ শুধু পেট ও লিঙ্গের সেবা করা, সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের পরিচর্যা সম্পর্কে কোনো কিছুই না ভাবা বা না দেখা), সেহেতু তারা দুনিয়ার বস্তুগত পর্যায়ে যতোই উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করুক না কেন, তা সবই তাদের পেট ও লিঙ্গের সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। কাজেই পবিত্র কোরআন বিভিন্ন জায়গায় এ জাতীয় লোককে নির্বোধ, অন্ধ ও বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি, দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বোঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল, তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যা কিছু বোঝেছে, দেখেছে এবং শোনেছে, তা

---

১৫. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১৭১
এ উদাহরণটির দু'টি দিক রয়েছে। একটি হলো- যে সব লোক আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে প্রস্তুত নয়; বরং বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে তাদের পেছনে পেছনে ভ্রান্ত পথ ধরে চলে, তাদের অবস্থা সেই সব নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারের মতো, যাদের পাল নিজ নিজ রাখালের পেছনে থাকে এবং কোনো কিছু না বোঝে অন্ধভাবে শুধু তাদের ধ্বনির পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে। দ্বিতীয় দিক হলো- ঐ সব লোকের নিকট দীনের দা'ওয়াত পৌছানো হয়, তখন মনে হয় যে, কোনো মানুষকে নয়, যেন কতকগুলো নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারকেই সম্বোধন করা হচ্ছে। তারা কেবল শব্দ শোনতে পায়; কিন্তু তাদেরকে কী বলা হয়েছে, তা তারা মোটেই বোঝতে পারে না।

www.icsbook.info

সবই হলো জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ের বোঝা, দেখা ও শোনা, যাতে গাধা-ঘোড়া-গরু-ছাগল সবই সমান।
অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

আপনি কি মনে করেন, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে, আপনি কি তার যিম্মাদার হতে পারবেন? আপনি কি মনে করেন, তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতোই; বরং আরো নিকৃষ্টতর।[১৬]

এ আয়াতে প্রবৃত্তির অনুসরণকে প্রবৃত্তির দাসত্ব ও পূজা বলা হয়েছে। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, الهوى إله يعبد من دون الله.-"প্রবৃত্তিও একপ্রকার 'ইলাহ', আল্লাহকে ছেড়ে যার দাসত্ব ও পূজা করা হয়।" তিনি এর প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন।[১৭] কাজেই এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ অমান্য করে প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি মতো চলে, তারা মানুষ নামে আখ্যায়িত হওয়ার উপযোগী নয়। বস্তুতপক্ষে তারা একটি চতুষ্পদ জন্তুই। এর কারণ হলো- চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার যেমন জৈবিক চাহিদাসমূহ পূরণের কাজে সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকে এবং পেট ও লিঙ্গই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর, তেমনি প্রবৃত্তিপূজারী মানুষও কেবল তার জৈবিক চাহিদাসমূহ পূরণের কাজে সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকে এবং পেট ও লিঙ্গই হয় তার চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অধিকন্তু, আয়াতে তাকে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, চতুষ্পদ জন্তুগুলো শারী'আতের বিধি-নিষেধের আওতাধীন নয়, তাদের জন্য কোনো সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাই তাদের লক্ষ্য যদি -যেভাবে হোক- শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমিত থাকে, তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং এ জন্য তাকে সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাই যে কোনোভাবেই শুধু জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণকেই নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে নেয়া জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধিক

---

১৬. আল কোরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫: ৪৪
১৭. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫; রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, খ. ২৪, পৃ. ৭৫

www.icsbook.info

নির্বুদ্ধিতা। তা ছাড়া জন্তু-জানোয়ার নিজের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ-নাফরমান মানুষ স্বীয় মালিক রাব্বুল 'আলামীনের আনুগত্যে ত্রুটি করে থাকে। সে কারণেও তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট ও নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়।

তাযকিয়াতুন নাফস-এর মর্ম

'তাযকিয়াহ' একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ পরিশুদ্ধ করা, পূত-পবিত্র করা, বৃদ্ধিসাধন করা। অতএব, 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে নাফসের পরিশুদ্ধি, পবিত্রকরণ, পরিগঠন ও উন্নতিসাধনকে বোঝানো হয়। পরিভাষায় 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে নাফসকে তার পশুত্বসুলভ বক্রচিন্তা, কুবৃত্তি ও অসৎপ্রবণতাসমূহ থেকে মুক্ত ও পবিত্রকরণ এবং মানবিক মূল্যবোধ, সৎচিন্তা, সুকুমার বৃত্তি ও সুন্দর চরিত্রসমূহ দ্বারা তার উন্নতিসাধনকে বোঝানো হয়।[১৮] তাযকিয়াহর বিপরীত শব্দ হলো- 'তাদসিয়াহ'। এর অর্থ হলো- নাফসকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখা।[১৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾-"যে নিজের নাফসকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজের নাফসকে পাপের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়া আল-গাদিরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে আরয করেন, مَا تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ؟-"ব্যক্তি কর্তৃক তার নাফসের তাযকিয়াহ বলতে কী বোঝায়?" তিনি উত্তর দেন, أَن يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ.-"ব্যক্তির নাফসের তাযকিয়া হলো, সে এই মর্মে বিশ্বাস পোষণ করবে যে, সে যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তা'আলা তার সাথেই রয়েছেন।"[২১] অর্থাৎ প্রতিটি কাজের

---

১৮. ইবনু 'আশূর, *আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর*, খ. ১, পৃ. ৫৩৪; সালিহ আল-ফাওযান, *ইয়া'নাতুল মুস্তাফীদ*, খ. ৩, পৃ. ৪২৯

১৯. বিশিষ্ট মুফাসসির যামাখশারী (রাহ.)-এর মতে, 'তাদসিয়াহ' হলো- . النقص والإخفاء بالفجور - "'নাফসকে ত্রুটিযুক্ত করা ও পাপের মধ্যে লিপ্ত করে রাখা।" (যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৪, পৃ. ৭৬৩)

২০. আল কোরআন, সূরা আশ্ শাম্স, ৯১: ৯-১০

২১. তাবারানী, *আল-মু'জামুস সাগীর*, (বাব : 'আইন/আলী) হা. নং: ৫৫৫; শইবানী, *আল-আহাদ ওয়াল মাসানী*, হা. নং: ১০৬২; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আয-যাকাত), হা. নং: ৭৫২৫
বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটির সানাদ সাহীহ। (আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সাহীহাহ*, খ. ৩, পৃ. ১২০, হা. নং: ১০৪৬)

www.icsbook.info

সময় সে এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত, তার কোনো কিছুই আল্লাহর নিকট গোপনীয় ও অস্পষ্ট নয়। কাজেই সে প্রতিটি কাজ করার সময় তাঁকে স্মরণ করবে এবং তাঁকে ভয় করে ও একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করবে।

বিশিষ্ট মুফাসসির শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী [১২১৭-১২৭০হি.] (রাহ.) 'তাযকিয়াতুন নাফস'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, الاستقامة على التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى والتبري عن الشرك. "- তা হলো তাওহীদের ওপর অটল থাকা, নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'আমাল করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা।"[২২]

মোট কথা, 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে 'আকীদা-বিশ্বাস, 'আমাল-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুরই পরিশুদ্ধিকরণকে বোঝায়।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম একটি স্বভাবগত ও বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জৈবিক চাহিদাসমূহকে অস্বীকার করে না এবং এগুলো পূরণের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করতেও বলে না। বরং ইসলামের নির্দেশ হলো- মানুষ তার স্বভাবগত জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণ করবে এবং এ জন্য চেষ্টাও চালাবে।[২৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা "أن الله معه حيث كان" প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আয-যুহালী [মৃ.২৫৮ হি.] (রাহ.) বলেন, এ কথার উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ তা'আলার 'ইলম সর্বত্র ব্যাপ্ত, কোনো কিছুই তাঁর 'ইলমের বহির্ভূত নয়। বলাই বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের ওপরই রয়েছেন।" (তুওয়াইজারী, *ইসবাতু 'উলূয়িল্লাহ..*, পৃ. ৪৮; হাফিয আয-যাহাবী (রাহ.)-এর " العلو " কিতাব থেকে সংগৃহীত।) এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, ড. আহমদ আলী রচিত *বিদ'আত, ৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৬২-৭৯

২২. আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ. ১৮, পৃ. ১৫৭

২৩. সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কয়েকজন সাহাবী মিলিত হয়ে তাঁদের নিজ নিজ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, তিনি রাতে ঘুমোবেন না। সারা রাত জেগে থেকে 'ইবাদাত করবেন। আর একজন সাহাবী বললেন, তিনি দিনে খাবেনই না। প্রত্যহ রোযা রাখবেন। অন্য একজন বললেন, তিনি গোশত খাবেন না। আর এক সাহাবী বললেন, তিনি বিয়ে-শাদীতো করবেনই না; কোনো নারীর কাছেও গমন করবেন না। তাঁদের এ সব ইচ্ছার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরে বললেন,

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

"খবরদার! এ রূপ চিন্তা করো না। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তাঁকে মেনে চলি। কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি, রোযা রাখা ছেড়েও দেই,

www.icsbook.info

তবে তাকে এ ক্ষেত্রে নাফ্সের ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে তার চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম বাছ-বিচার করতে হবে, অন্যের অধিকার, প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রাখতে হবে। এরূপ কর্ম অনুশীলনের ফলে ক্রমে নাফসের পশুত্বসুলভ ভাব ও চরিত্র (যেমন- লোভ-লালসা, আত্মপ্রীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহঙ্কার, অবাধ যৌনাচার, ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের প্রতি প্রবল মোহ প্রভৃতি) দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, পক্ষান্তরে তার বিবেক-বোধ ও সুকুমার বৃত্তি (যেমন- সততা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, ক্ষমা, মহানুভবতা, বিনয় ও নম্রতা প্রভৃতি) জাগ্রত ও সবল হয়। ফলে ক্রমে তার মনুষ্যসুলভ ভাব ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিকশিত হয়। এভাবে মন্দকর্মপ্রবণ নাফস (নাফস আম্মারাহ্) পর্যায়ক্রমে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহঙ্কার প্রভৃতি অশিষ্ট প্রবণতা থেকে পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হয় এবং তা ক্রমে সুকর্মপ্রবণ প্রশান্ত নাফসে (নাফসে মুতমায়িন্নাহ্) রূপান্তরিত হয়। বিশিষ্ট সূফী শাইখ নাসির উদ্দীন চেরাগী দেহলভী (রাহ.) বলেন,

> মানুষের নাফস একটি বৃক্ষের মতো। শাইতানী কুমন্ত্রণার সাহায্যে এর অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে। অতঃপর এটা বৃহৎ আকারের বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যদি মানুষ স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি, 'ইবাদাত, তাকওয়া, ভালোবাসা ও আল্লাহ্ প্রেমের মাধ্যমে এই গাছ আন্দোলিত করে, তবে নিঃসন্দেহে এ নাফস আম্মারা নিস্তেজ হয়ে পড়বে, যার ফলে তার মূলোৎপাটন সম্ভবপর হবে।[২৪]

(রাতে) নামাযও পড়ি, ঘুমাইও, মেয়েদের বিয়েও করি। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত মেনে চলবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (বুখারী, *আস-সাহীহ,* [কিতাবঃ আন-নিকাহ], হা. নংঃ ৪৬৭৫; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* [কিতাবঃ আন-নিকাহ], হা. নংঃ ২৪৮৭)

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, যে ব্যক্তি শারী'আত সম্মত 'ওযর ছাড়া অতি ধার্মিকতার নামে কোনো জৈবিক বৈধ চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকবে, সে মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকেই পরিত্যাগ করে। ইমাম শাতিবী [মৃ.৭৯০ হি.] (রাহ.) বলেন,

كُلُّ مَنْ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ تَنَاوُلِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَالْعَامِلُ بِغَيْرِ السُّنَّةِ تَدَيُّنًا هُوَ الْمُبْتَدِعُ بِعَيْنِهِ .

"আল্লাহ তা'আলা যে সব বিষয় হালাল করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো শারী'আত সম্মত 'ওযর ছাড়া সে সব বিষয় থেকে নিজেকে বারণ করে রাখবে, সে মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতই পরিত্যাগ করেছে। আর যে ব্যক্তি সুন্নাত নয়- এমন কোনো বিষয়কে ধার্মিকতা মনে করেই মেনে চলবে, সে মূলত বিদ'আতীই।" (শাতিবী, *আল-ই'তিসাম,* খ. ১, পৃ. ৪৪)

২৪. ঈযাজ আহমাদ আজমী, তাসাউফ : পরিচিতি, (মাওলানা মুহাম্ম আবদুল জব্বার রাহ. কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত *'আল-ইহসান'* গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, পৃ.৩২)

www.icsbook.info

নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

নাফস পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠাকে 'নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো- নাফসের মন্দপ্রবণতা ও অবাঞ্ছিত কামনা-বাসনার বিরোধিতা করা এবং সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুসরণ করতে নাফসকে বাধ্য করা। কোনো কোনো হাদীসে এ জিহাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিহাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ।" তিনি জবাব দিলেন, أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ.-"নিজের নাফস ও লালসার বিরুদ্ধে লড়াই।"[২৫] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. -"আর সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো, যে আল্লাহর জন্য নিজের নাফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে।"[২৬] তিনি আরো বলেন, الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ.- "(পরিপূর্ণ) মুজাহিদ হলো সে-ই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নাফসের সাথে লড়াই করে।"[২৭]

'নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ'কে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলার কারণ হলো- প্রথমত, একজন মুসলিমকে সত্যিকারভাবে তার দীন ও ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকার জন্য নাফসের বিরুদ্ধে নিরন্তর ও প্রাণান্তকর জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয়ত, নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ মানুষের স্বভাবগত চাহিদা ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে হওয়ায় তা অন্য জিহাদের চাইতে অধিকতর কঠিন ও দুঃসাধ্য। তৃতীয়ত, আল্লাহর দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে লড়াই করার জন্যও নাফসের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জিহাদের প্রয়োজন পড়ে। নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ব্যতীত কারো পক্ষে দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ

---

২৫. সুয়ূতী, *আল-জামি'উস সাগীর,* হা. নং: ১২৪৭ (ইবনুন নাজ্জার-এর সূত্রে বর্ণিত)।
সুয়ূতী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি দা'ঈফ। কিন্তু আলবানী (রাহ,)-এর গবেষণা মতে, এ হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু ওয়া দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর,* খ. ৫, পৃ. ৪২৬, হা. নং: ১৯৭৯)

২৬. মারওয়াযী, *তা'যীমু কাদরিস সালাত,* হা. নং: ৬৩৯; সুয়ূতী, *আল-জামি'উল সাগীর,* হা. নং: ১২৯২
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এ হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু* ও *দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর,* হা. নং: ২০০৯)

২৭. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাব : ফাদা'য়িলুল জিহাদ), হা. নং: ১৬২১; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাব : আল-ঈমান), হা. নং: ২৪; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান* (৭৭), হা. নং: ১০৬১১
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

www.icsbook.info

হওয়া সম্ভব নয়।[২৮] ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.] (রাহ.) বলেন,

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهادِ العبد نفسه في ذاتِ الله، كما قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المجاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ الله، والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللهُ عنه" . كان جهادُ النفس مُقَدَّماً على جِهَادِ العدوِّ في الخارج، وأصلاً له، فإنه ما لم يُجاهِدْ نفسه أوَّلاً لِتفعل ما أُمِرَتْ به، وتتركَ ما نُهِيتْ عنه، ويُحارِبْهَا في الله، لم يُمكِنْهُ جهادُ عدوه في الخارج.

যেহেতু বান্দাহর নাফসের সাথে লড়াই করার একটি ফল হলো বাইরে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পরিপূর্ণ মুজাহিদ হলো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নাফসের সাথে লড়াই করে। আর পরিপূর্ণ মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বিষয়াবলি ছেড়ে দেয়।' কাজেই নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বাইরে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ওপর অগ্রগণ্য এবং এর মূল (প্রেরণাদানকারী শক্তি)। যদি বান্দাহ প্রথমে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াই না করে, তবে তার পক্ষে বাইরে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হওয়া সম্ভব হবে না।[২৯]

---

২৮. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১১, পৃ. ৩৩৮; মুনাভী, *ফাইযুল কাদীর*, খ. ২, পৃ. ৪০; বাকরী, *দালীলুল ফালিহীন*, খ. ২, পৃ. ৪৪-৪৫

কারো কারো মতে, নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো- ন্যায়ের প্রতিপালন ও আদেশ দান অর্থাৎ নিজে ব্যক্তিগত জীবনে ন্যায় মেনে চলবে এবং অপরকে ন্যায় মেনে চলতে আদেশ দেবে। দ্বিতীয় স্তর হলো- অন্যায় থেকে বিরত থাকা ও বাধা দান। অর্থাৎ নিজে ব্যক্তিগত জীবনে অন্যায় থেকে বিরত থাকবে এবং অপরকে অন্যায় থেকে বাধা দেবে। তৃতীয় স্তর হলো- উত্তম ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ আল্লাহর পথে দাওয়াত দান ও সৎ পথে চলতে গিয়ে যে সকল বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলোর ওপর উত্তমভাবে ধৈর্য ধারণ করা। আর চতুর্থ স্তর হলো- দুরাচারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ত্যাগ করা। (মুনাভী, *আত-তাইসীরু বি-শারহিল জামি'ইস সাগীর*, খ. ১, পৃ. ৯৯৮)

কারো মতে, নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি স্তরগুলো হলো- ক. নাফসকে দীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য করা। খ. নাফসকে দীনের শিক্ষা ও অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করা। গ. অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের নিকট দীনের শিক্ষা পৌঁছিয়ে দিতে নাফসকে বাধ্য করা। ও ঘ. লোকদেরকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানো এবং তাদের মধ্যে যারা দীনের বিরোধিতা করবে তাদের সাথে লড়াই করা। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১১, পৃ. ৩৩৮)

২৯. ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, খ. ৩, পৃ. ৬

www.icsbook.info

জিহাদের মতো হিজরাত প্রসঙ্গেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ধরনের কথা বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ।-"(পরিপূর্ণ) মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বিষয়াবলি ছেড়ে দেয়।"[৩০]

এক শ্রেণির লোকদের মতে, 'নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ' হলো- কৃচ্ছ্র সাধনা ও চরম ব্রতাচার অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে নাফসের প্রয়োজনীয় ও বৈধ চাহিদাগুলো (যেমন- বিয়েশাদী, পানাহার ও বিশ্রাম প্রভৃতি)কে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ বা ত্যাগ করে নিভৃতে সারাক্ষণ বিভিন্নরূপ 'ইবাদাতের মধ্যে রত থাকা। এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা রুচিসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করেন না, ঠাণ্ডা সুপেয় পানি পান করেন না এবং মাত্রাতিরিক্ত অল্প ভোজন করে থাকেন। তদুপরি তাঁরা স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক বর্জন করেন এবং পশমের মোটা ও খসখসে কাপড় পরিধান করেন। কেউ কেউ আবার সংসার-সমাজ ছেড়ে বনেও চলে যান, প্রয়োজনীয় ঘুম ও বিশ্রাম নেন না। তাঁরা এ রূপ কৃচ্ছ্র সাধনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ 'জিহাদ' মনে করেন। বলাই বাহুল্য, 'নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ'-এর এ রীতি ইসলামী তারীকা নয়। এটি 'ইবাদাত ও মুজাহাদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার নামান্তর, যা অন্যান্য ধর্ম-দর্শন থেকে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে।[৩১]

বস্তুতপক্ষে এরূপ কৃচ্ছ্র সাধনা ও চরম ব্রতাচার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা কিরাম ও তাবি'উন (রা.)-এর তারীকা ছিল না। তাঁরা অবশ্যই খাবারের জন্য কিছু না পেলে অভুক্ত থাকতেন। কিন্তু খাবারের জন্য যখন যা পেতেন তা-ই কৃতজ্ঞ চিত্তে খেতেন। যখন যে পোশাক পেতেন তা-ই কৃতজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করতেন, ঘর-সংসার করতেন, প্রয়োজনীয় ঘুম ও

---

৩০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ১০

৩১. বস্তুতপক্ষে এ কৃচ্ছ্রসাধনা ও চরম ব্রতাচার সনাতন হিন্দু ও খ্রিষ্ট ধর্ম থেকেই ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। সনাতন হিন্দুধর্মে আত্মশুদ্ধি ও মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে গৃহ ও সংসার ত্যাগ করে বনে গমন করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ সময় অনশন, অগ্নি সহযোগে ভোগ্য বস্তু গ্রহণ বর্জন, ফলমূলাদি ভক্ষণ ও ভূমি শয্যায় শয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সাধন-মার্গে পৌঁছার চেষ্টা করা হয়। (ভবেশ রায়, *সনাতন হিন্দুধর্ম কী এবং কেন,* পৃ. ৫৪) এ ধর্ম মতে- ধর্মানুরাগ, প্রজ্ঞা ও স্রষ্টার নৈকট্য লাভ শুধু সভ্যসমাজ ছেড়ে নির্জন তেপান্তরে কালাতিপাতের মাধ্যমেই সম্ভব। সাধু-সন্ন্যাসীরা রূঢ় নিবৃত্তি অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁদের জীবনকে কৃচ্ছ্র সাধন ও চরম ব্রতাচারে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলে। খ্রিষ্ট ধর্মেও সম্পদ উপার্জনকে ঘৃণা করা হয় এবং অনশন, ভোগ্য বস্তু বর্জন, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান প্রভৃতির প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। (মথি, ১৯: ১৬-২৪, লূক, ১৪: ৩৩)

www.icsbook.info

বিশ্রাম নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠতম যাহিদ (দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত)। কিন্তু তিনি গোস্ত খেতেন ও পছন্দ করতেন, মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধু খেতে ভালোবাসতেন এবং ঠাণ্ডা সুপেয় পানি পান করতেন, যখনই পেতেন ভালো ও সুন্দর পোশাক পরতেন, ঘর-সংসার করতেন, প্রয়োজনীয় ঘুম যেতেন, বিশ্রাম নিতেন।[৩২] উপরন্তু, সুচারুরূপে সৎ কর্মগুলো সম্পাদন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যও প্রত্যেককেই নিজের স্বাস্থ্য ও শরীরের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের প্রতি যত্ন নেয়া এবং তার সাথে সদয় আচরণ করা উচিত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং সৎকর্ম করো। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[৩৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নাবী-রাসূলগণকে দুটি নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হলো- পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ করা, অপরটি হলো সৎকর্ম সম্পাদন করা। এ দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে পবিত্র ও হালাল খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব অপরিসীম।

'উম্মুল মু'মিনীন সাইয়িদা 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী 'উসমান ইবনু মায'উন (রা.)কে সতর্ক করে বললেন,

... فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ .

...'উসমান! আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমার ওপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে, তোমার মেহমানের অধিকার রয়েছে, এমনকি তোমার ওপর

---

৩২. শাইখ আবুল হাসান 'আলী আল-মাকদিসী [৫৪৪ - ৬১১ হি.] (রাহ.) বলেন,

لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من طعام لأجل طيبه قط ، بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এরূপ কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি কেবল সুস্বাদু হবার কারণে কোনো খাবার খেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। বরং তিনি হালুয়া, মধু, খরমুজ ও তাজা খেজুর প্রভৃতি খেতেন।" (কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ৭, পৃ. ১৯৯)

৩৩. আল কোরআন, সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩: ৫১

www.icsbook.info

তোমার নিজেরও অধিকার রয়েছে। অতএব, রোযাও রাখো এবং রোযা রাখা ছেড়েও দাও। নামাযও পড়ো এবং ঘুমাও ।[৩৪]

অতএব, যেহেতু নিজের ওপর নিজের, পরিবারের ও অন্যান্যের অধিকার রয়েছে, তাই এসব অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে যাতে কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটে, এ কারণে শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর বিষয়গুলো সঠিক ও যথার্থভাবে গ্রহণ করা এবং ক্ষতিকর সব বিষয় পরিহার করে চলা একান্ত প্রয়োজন।[৩৫] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী [৬৭৩-৭৪৮হি.] (রাহ.) বলেন,

الطريقة المثلي هي المحمدية ، وهو الأخذ من الطيبات ، وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف ، فلم يشرع لنا الرهبانية ولا الوصال ولا صوم الدهر والجوع.

সর্বোত্তম রীতি হলো- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রীতি। আর তা হলো- পবিত্র বস্তুগুলো গ্রহণ করা ও কোনোরূপ অপচয় ব্যতীত বৈধ চাহিদাগুলো পূরণ করা। তিনি আমাদের জন্য বৈরাগ্য চর্চা, ইফতার ব্যতীত কয়েক দিন লাগাতার রোযা রাখা, বছর ধরে রোযা রাখা ও ক্ষুধার্ত থাকা অনুমোদন করেননি।[৩৬]

তাযকিয়াতুন নাফসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যদি কেউ কামনা করে যে, সে আল্লাহর একান্ত খাঁটি ও প্রিয় বান্দাহতে পরিণত হবে এবং তার নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবে, তা হলে তাকে অবশ্যই তার নাফসের মন্দপ্রবণতাগুলো দূরীভূত করতে হবে এবং তার যাবতীয় অশিষ্ট চরিত্রসমূহ সংশোধন করতে হবে। তবেই তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে একটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং তার আচার-আচরণ হবে অত্যন্ত পরিশীলিত ও মার্জিত। এতে যেমন তার পার্থিব জীবন সুন্দর ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যময় হবে, তেমনি তার পরকালীন জীবনও অত্যন্ত সুখ ও শান্তিময় হবে। নুবুওয়াতের চারটি মহান কর্তব্যের মধ্যে আত্মার পরিশুদ্ধকরণ অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

---

৩৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাব: আত-তাতাওউ'), হা. নং: ১৩৭১
এ হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু সুনানি আবী দাউদ,* খ. ৫, পৃ. ১১২)

৩৫. সুয়ূতী, *আল-আমরু..*, পৃ. ২৫

৩৬. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা',* খ. ১২, পৃ. ৮৯-৯০
এ বিষয়ে আমি আমার *বিদ'আত ৫ম খণ্ডে* বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ।

www.icsbook.info

﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾-"তিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।"[৩৭]

কাজেই নাফস পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দীনের একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য ও সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ। ইসলামের সকল 'আলিমের মতে, নাফস পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা ফারযে 'আইন। কেননা নাফস অপরিশুদ্ধ ও কলুষিত হলে বান্দাহর কোনো 'আমালই নির্দোষ ও পবিত্র হবে না। এরূপ অবস্থায় 'আমাল করার অর্থ হলো ময়লাযুক্ত শরীরে সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করার মতোই। ধরুন, সালাত একটি শ্রেষ্ঠ 'ইবাদাত। কিন্তু কেউ যদি এ সালাত লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আদায় করে, তবে তার এ 'ইবাদাত কবূল তো হবেই না; বরং তা ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং এ জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর রাস্তায় শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা একটি শ্রেষ্ঠ 'ইবাদাত। কিন্তু কেউ যদি এ জিহাদ সুখ্যাতি অর্জন কিংবা গানীমাত লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে করে, তার এ প্রাণপণ সংগ্রামও কবূল হবে না; বরং তা ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং এ জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ...

'কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে (দৃশ্যত আল্লাহর পথে লড়াই করতে করতে) শাহাদাত বরণ করেছিল। তাকে (বিচারের জন্য) হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর প্রদত্ত নি'মাতসমূহের কথা জানিয়ে দেবেন। লোকটি তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

৩৭. আল-কুর-আন, সূরা আলু-'ইমরান, ৩: ১৬৪; সূরা আল-জুমু'আহ, ৬২: ২
আরো দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১২৯

www.icsbook.info

তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এর বিনিময়স্বরূপ তুমি কী 'আমাল করেছিলে? লোকটি জবাব দেবে, আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো; বরং তুমি লড়াই করেছিলে বীররূপে সুখ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে। আর (দুনিয়ায়) তুমি সেই খিতাব পেয়ে গেছো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাকে উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩৮]

মোট কথা, নাফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া কারো পক্ষে সত্যিকার অর্থে দীনের বিধি-বিধান প্রতিপালন করা, দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় নাফসের মন্দ প্রবণতা দূরীকরণ ও তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও প্রায়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর নাফসের পরিশুদ্ধি কামনা করে দু'আ করতেন। তিনি বলতেন,

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

হে আল্লাহ! আমার নাফসে সংযম শক্তি দান করুন! তাকে পরিশুদ্ধ করুন! আপনিই হলেন নাফসের সর্বোত্তম পরিশুদ্ধি দানকারী। আপনিই এর মালিক ও অভিভাবক।[৩৯]

কাজেই যদি কারো নাফসের মন্দ প্রবণতা দূরীভূত করা না হয় এবং তার নাফসের মধ্যে পশুত্বসুলভ ভাব ও চরিত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে তার পক্ষে যথার্থরূপে দীনের বিধি-বিধান প্রতিপালন তো সম্ভবই নয়; বরং এ আশঙ্কাও বিদ্যমান রয়েছে, সে যতটুকু দীনের বিধিবিধান পালন করে, তা পণ্ডশ্রম হবে ও বিফলে যাবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾-"যে নিজের নাফসকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজের নাফসকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"[৪০] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,

---

৩৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল ইমারাহ), হা. নং: ৫০৭২
৩৯. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আয-যিকর...), হা. নং: ৭০৮১
৪০. আল কোরআন, সূরা আশ্ শাম্স, ৯১: ৯-১০
আরো দ্রষ্টব্য, আল কোরআন, সূরা আল-আ'লা, ৮৭: ১৪-১৫

www.icsbook.info

قد أفلح من زكّى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عزّوجلّ، وقد خاب من دسّاها قال : من أهلكها وأضلّها وحملها على معصية الله.

যে নিজের নাফসকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করতে পেরেছে এবং তাকে আল্লাহর 'ইবাদাতে নিয়োজিত করতে পেরেছে, সে-ই সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নাফসকে ধ্বংস করলো, বিপথগামী করলো এবং তাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজে নিয়োজিত করলো, সে ব্যর্থ মনোরথ হলো।[৪১]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দিয়ে বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নাফসকে কুপ্রবণতা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।[৪২]

কালবের ব্যাধি ও তা দূরীকরণের গুরুত্ব

যেভাবে অসতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার কারণে মানুষের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সেখানে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে নাফসের প্ররোচনার অনুকরণের দরুন এবং মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুশীলন না করার কারণে মানুষের অন্তরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। কাফির ও মুনাফিকরা যেহেতু পুরোপুরিই নাফসের পূজারী ও স্বার্থান্ধ, তাই তাদের অন্তরসমূহ পুরোপুরি অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর প্রসঙ্গে বলেন, ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾-"তাদের অন্তঃকরণে রয়েছে ব্যাধি।"[৪৩] অর্থাৎ তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ। তবে একজন মু'মিনের নিকট ঈমানের একান্ত দাবি হলো, তার অন্তর পুরো সুস্থ ও পরিশুদ্ধ হবে।[৪৪] তবে তাদের যে কেউ যতটুকু পরিমাণ নাফসের প্ররোচনার অনুকরণ করবে এবং গুনাহে লিপ্ত হবে, তার অন্তর ততটুকু রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হবে।[৪৫]

---

৪১. বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৮, পৃ. ৪৩৯; ছা'লাবী, *আল-কাশফু ওয়াল বায়ান*, খ. ১০, পৃ. ২১৪

৪২. আল কোরআন, সূরা আন-নাযি'আত, ৭৯: ৪০-৪১

৪৩. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১০

৪৪. কোরআনের ভাষায় এরূপ কালবকে ' قلب سليم ' (সুস্থ ও নীরোগ কালব) বলা হয়। দ্র. আল কোরআন, সূরা আশ-শু'আরা', ২৬: ৮৯; সূরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ৮৪

৪৫. কোরআনে নারীলিপ্সু ব্যক্তির অন্তরকে রোগাক্রান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾-"..ফলে সে ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।" (আল কোরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩২)

www.icsbook.info

হাদীসে রয়েছে, কোনো মু'মিন যদি নাফসের তাড়নায় কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয়, তবে তার কালবের ওপর একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর তার পাপের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেখানে একের পর এক দাগও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে এ দাগগুলো বাড়তে বাড়তে পুরো অন্তর ছেয়ে যায়। এর ফলে তার অন্তর অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে সে সত্য-ন্যায়-সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে অন্যায়-অসুন্দর ও মিথ্যার প্রতি তার ঝোঁক প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾-"কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"[৪৬] অর্থাৎ তারা গুনাহ্ করতে করতে তাদের অন্তরে গুনাহের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দেয়। ফলে তারা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার উপলব্ধি ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ/ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }.

মু'মিন/বান্দাহ যখন কোনো পাপ করে, তখন তার কালবের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তার অন্তর স্বচ্ছ হয়ে যায়। আর যদি সে তাওবা না করে বরং আরো পাপ করে, তবে সে কালো দাগটি বৃদ্ধি পেতে থাকে, এক পর্যায়ে তা তার পুরো অন্তরে ছেয়ে যায়।

আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক [১১৮-১৮১হি.] (রাহ.) বলেন,

رأيتُ الذنوبَ تميتُ القلوبَ ** ويُتبِعُها الذُّلَّ إدمانُها.

وتركُ الذنوبِ حياةُ القلوبِ ** وخيرٌ لنفسكَ عصيانُها.

"আমি দেখছি যে, গুনাহগুলো অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলছে। বলাই বাহুল্য, গুনাহে নিমগ্নতা লাঞ্ছনা ডেকে আনে। আর গুনাহ-ত্যাগ অন্তরগুলোর জন্য প্রাণসদৃশ। অর্থাৎ এতে অন্তরগুলো প্রাণ ও সজীবতা ফিরে পায়। কাজেই তোমার নাফসের জন্য উত্তম ব্যবস্থা হলো- তুমি তার অবাধ্যতা করবে।" (ইবনুল মুবারাক, *দিওয়ান*, পৃ.২৬)

৪৬. আল কোরআন, সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩: ১৪

www.icsbook.info

আর এটাই হলো 'রাইন', যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) বলেন,

الإيمَانُ يَبْدَأُ نُقْطَةً بَيْضَاءَ فِي الْقَلْبِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإيمَانُ ازْدَادَتْ بَيَاضًا حَتَّى يَبْيَضَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالنِّفَاقُ يَبْدَأُ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ النِّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًا حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسْوَدَ الْقَلْبِ .

ঈমান কালবের মধ্যে শুচিশুভ্র দাগ রূপে প্রতিভাত হয়। ঈমান বৃদ্ধির সাথে সাথে তার শুচিতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে পুরো অন্তর শুচিশুভ্রতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নিফাক কালবের মধ্যে কালো দাগরূপে প্রতিভাত হয়। নিফাক বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্তরের কৃষ্ণবর্ণও বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে পৌঁছে পুরো অন্তর কালো দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে যাতের কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! যদি তোমরা কোনো মু'মিনের কালব বিদীর্ণ করো, তা হলে তোমরা অবশ্যই তাঁর কালবকে শুচিশুভ্র দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কোনো মুনাফিকের কালব বিদীর্ণ করো, তা হলে তোমরা অবশ্যই তাঁর কালবকে কালো দেখতে পাবে।[৪৮]

উল্লেখ্য যে, কালবে পাপের মরিচা জমতে জমতে একপর্যায়ে তা গাঢ় কালো আস্তরণে পরিণত হয়। পবিত্র কোরআনে এ অবস্থাকে 'খাতাম'[৪৯] (মোহর লাগা) বলা হয়েছে। কালব এ অবস্থায় পৌঁছে সত্য, ন্যায়, ঈমান ও ইসলামের প্রতি সব ধরনের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং এ সব তাঁর কালবে প্রবেশের কোনো সম্ভাবনা আর বাকী থাকে না। কোরআনের অন্য আয়াতে কালবের এ অবস্থাকে 'তাব'আ'[৫০] ও বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো- যাবতীয় কুকর্ম ও অসৎগুণ কালবের

---

৪৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব : তাফসীরুল কোরআন), হা. নং: ৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪২৪৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭৯৫২
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ। বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি হাসান। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ.৭, পৃ. ৩৩৪)

৪৮. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩০৯৫৭
ইমাম বাইহাকী (রাহ.) তাঁর *'শু'আবুল ঈমান'* (হা. নং: ৩৭) -এর মধ্যেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে نُقْطَةً-এর পরিবর্তে لُمْظَةً রয়েছে।

৪৯. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৭

৫০. আল কোরআন, সূরা আন-নিসা', ৪: ১৫৫; সূরা আন-নাহল, ১৬: ১০৮; সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১৬

www.icsbook.info

স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। এ অবস্থায় কালবের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের কথা গ্রহণের যোগ্যতা পুরোটাই নিঃশেষ হয়ে যায়।[৫১] স্মতর্ব্য যে, কাফির ও মুনাফিকের কালবে যে আস্তরণ জমে তা অত্যন্ত গাঢ় এবং কঠিন পাথরের সাথে তুলনা করা যায়। ফলে তাদের কালবের এ আস্তরণ কখনো অপসারণ হবার মতো নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ - "কিন্তু আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে গেছে; বরং তার চেয়েও কঠিনতর।"[৫২] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির-ইয়াহুদীদের অন্তরগুলোকে পাথরের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন, তাদের অন্তরগুলো পাথরের মতো বা পাথর অপেক্ষাও বেশি কঠিন।

অপরদিকে মু'মিনের অন্তরে যে আস্তরণ জমে তা হালকা হয় এবং তাকে আয়নার সাথে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে হয়তো কিছুটা মরিচা পড়ে; তবে তা একটু ঘষামাজা করলেই স্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে।[৫৩] কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে

---

৫১. এরূপ কালবকে কোরআনের ভাষায় ميت (মৃত অন্তর) বলা হয়। দ্র. কোরআন, সূরা আল-আন'আম, ৬: ১২২

সাইয়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, -هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ الْمَعْرُوفَ، وَيُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ. "ধ্বংস হয়ে গেছে সে ব্যক্তি, যার অন্তর ন্যায় চিনে না এবং অন্যায় প্রত্যাখ্যান করে না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির অন্তর ন্যায়বোধ হারিয়ে ফেলেছে এবং অন্যায়ই তার অন্তরের প্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে, সে প্রকৃতই ধ্বংস হয়ে গেছে। (তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৮৬৬৪) এরূপ ব্যক্তি যদিও জীবিত; কিন্তু তার অন্তর প্রকৃতই মৃত। 'আসিম আল-আহওয়াল [মৃ. ১৪২ হি.] (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রা.) প্রায়ই নিম্নের এ চরণটি আবৃত্তি করতেন,

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ ... إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ.

"যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে স্বস্তি লাভ করলো সে প্রকৃত অর্থে মৃত নয়; প্রকৃত মৃত ব্যক্তি হলো জীবিতদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিই। অর্থাৎ যার অন্তর মৃত।"

এরপর তিনি বলতেন, صَدَقَ وَاللهِ ، إِنَّهُ لَيَكُونُ حَيًّا وَهُوَ مَيِّتُ الْقَلْبِ. - "আল্লাহর কসম! কবি সত্য কথাই বলেছেন। সে যদিও জীবিতই হয়; কিন্তু বাস্তবে তার অন্তর মৃত।" (ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, [কালামুল হাসান আল-বাসরী রাহ.], হা. নং: ৩৬৩৬৭; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান* [৪৭: মু'আলাজাতু কুল্লি যানবিন], হা. নং: ৬৯১৬)

৫২. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৭৪

৫৩. বিশিষ্ট সূফী শাইখ 'আলী আল-হাজবিরী [৪০০-৪৬৫ হি.] (রাহ.) মু'মিনের অন্তরের এরূপ আস্তরণকে 'গাইনী হিজাব' নামে অভিহিত করেছেন। এর বিপরীত হলো 'রাইনী' হিজাব। 'গাইনী হিজাব' এক প্রকার সাময়িক হিজাব বা আস্তরণ। সামান্য চেষ্টা করলে এবং আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলে এ আস্তরণ দূরীভূত হয়ে যায়। এ জাতীয় আস্তরণ কম-বেশি সকলের মধ্যেই হয়ে থাকে।

www.icsbook.info

হবে যে, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি নিজে পাথরের আকৃতি ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে আয়নাতে পরিণত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾-"যখন তারা নিজেরা বক্র পথ অনুসরণ করেছে, তখন আল্লাহও তাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিয়েছেন।"[৫৪] কেননা আল্লাহর এটা রীতি নয় যে, তিনি অন্যায় পথের পথিককে জবরদস্তি করে হিদায়াত দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾-"আল্লাহ তা'আলা যালিম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না।"[৫৫] তবে যারা স্বেচ্ছায় ও সরল অন্তঃকরণে হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে চায়, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে হিদায়াত দান করেন। তিনি বলেন, ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾-"আল্লাহ তা'আলা তাকেই সৎপথ প্রদর্শন করেন, যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ দান করে।"[৫৬] তিনি আরো বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

> অতএব, যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং উত্তম বাণীকে সত্য বলে মেনে নেয়, আমি তাকে সুখের বিষয় (অর্থাৎ জান্নাত) লাভের জন্য পথ সহজ করে দেবো। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে, বে-পরওয়া হয়ে চলে এবং উত্তম বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয় (জাহান্নাম) লাভের জন্য পথ সহজ করে দেবো।[৫৭]

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, যারা যে পথে তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম নিয়োজিত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সে পথ সহজ করে দেবেন। কাজেই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে ভয় করে চলে এবং তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম সহজ করে দেবেন এবং এগুলো ক্রমে তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾-"হে মু'মিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদেরকে ভালো-মন্দের পার্থক্যের শক্তি

এটা দূর করার পদ্ধতি হলো, সরল অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। (গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ১৫)

৫৪. আল কোরআন, সূরা আস-সাফ্ফ, ৬১: ৫

৫৫. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ২৫৮

৫৬. আল কোরআন, সূরা আশ-শূরা, ৪২: ১৩

৫৭. আল কোরআন, সূরা আল-লাইল, ৯২: ৫-১০

www.icsbook.info

দান করবেন।" অর্থাৎ তাদের বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে সে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যে ভুল করে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, তাঁকে ভয় করে চলে না এবং তাঁর পথে সম্পদও ব্যয় করে না, তাদের বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার-বিবেচনা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং এ কারণে তারা ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে না। ফলে জাহান্নামের কাজকর্ম তাদের জন্য সহজ হয়ে যায় এবং এগুলোই ক্রমে তাদের মজ্জায় পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, মানুষের শরীরের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালবের অধীন। তাই ইসলাম চায়, কালবের মরীচা দূর করে তাকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

নিশ্চয় শরীরের মধ্যে গোশতের এমন একটি টুকরো রয়েছে, যা সংশোধিত হলে অন্যান্য সমস্ত অঙ্গই সংশোধিত হয়। আর তা নষ্ট হলে অন্যান্য সমস্ত অঙ্গই নষ্ট হয়। সাবধান! সেই টুকরোটি হলো কালব (অন্তর)।[৫৮]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ.- "অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দাহর ঈমান ঠিক হবে না এবং যবান ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অন্তর ঠিক হবে না।"[৫৯]

কাজেই কালবকে সদা স্বচ্ছ, পবিত্র ও আলোকিত রাখা ইসলামের কাম্য এবং প্রত্যেক মুসলিমের ওপর তার ঈমানের একান্ত দাবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর দেহাবয়ব ও 'আকৃতির দিকে দৃষ্টি দেন না; তার কালবের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

---

৫৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ৫২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আল-মুসাকাত), হা. নং: ৪১৭৮

৫৯. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৩০৪৮; কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ৮৮৭
হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে হাসান পর্যায়ের। (আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ.. ২, পৃ. ৩৪৩, হা. নং: ২৫৫৪

www.icsbook.info

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও তোমাদের 'আমালের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।[৬০]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মানব জীবনের পরিশুদ্ধি একান্তই কালবের পরিশুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। আর কালবের পরিশুদ্ধি 'আমালের পরিশুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল এবং 'আমালের পরিশুদ্ধি সর্বতোভাবে নাফসের পরিশুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। অতএব, মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন হলো, নাফসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত কর্ম থেকে বিরত থেকে কালবকে পরিচ্ছন্ন রাখা, অপরদিকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর নির্দেশিত বিষয়সমূহ পালন করে কালবের ঔজ্জ্বল্য ও সুস্থতা বৃদ্ধি করা। শাইখ 'আবদুল কাদির 'ঈসা (রাহ.) বলেন, فتنقية القلب وتهذيب النفس من أهم الفرائض العينية وأوجب الأوامر الإلهية.-"কালবকে পরিচ্ছন্ন করা ও নাফসকে সংশোধন করা প্রত্যেকের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফারয ও আল্লাহর প্রদত্ত নির্দেশ।"[৬১] বলাই বাহুল্য, এ ধরনের সুস্থ কালব সম্পন্ন লোকেরাই আখিরাতে নাজাতপ্রাপ্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾-"যে দিন (অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন) কোনো অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তিই নাজাত পাবে, যে ব্যক্তি সুস্থ ও নীরোগ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছবে।"[৬২] এ আয়াতে সুস্থ

---

৬০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আল-বির্র...), হা. নং: ৬৭০৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭৮২৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ৩৯৪; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আয-যুহদ), হা. নং: ৪১৪৩

সর্বসাধারণকে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করতে দেখা যায়-

« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم »

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতির দিকেও দৃষ্টি দেবেন না এবং তোমাদের 'আমালের দিকেও দৃষ্টি দেবেন না; বরং তোমাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেবেন।"

উল্লেখ্য যে, এরূপ রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ নয়। তদুপরি তা উপরে বর্ণিত সাহীহ হাদীসের পরিপন্থীও। ইমাম বাইহাকী (রাহ.) বলেন, فهذا لم يبلغنا من وجه يثبت مثله ، وهو خلاف ما في الحديث الصحيح .-"এ রূপ রিওয়ায়াত আমাদের নিকট কোনো সুদৃঢ় সূত্রে পৌঁছেনি। তা ছাড়া এর বক্তব্যও সাহীহ হাদীসের পরিপন্থী।" (বাইহাকী, *আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত*, হা. নং: ৯৫০, খ. ৩, পৃ. ৩৬)

৬১. 'আবদুল জব্বার, *এলমে তাছাউফের হাকীকত*, পৃ.২৪

৬২. আল কোরআন, ২৬ (সূরা আশ-শু'আরা'): ৮৯

www.icsbook.info

অন্তঃকরণ দ্বারা কুফর, শিরক, নিফাক ও বিভিন্ন আত্মিক কদর্যতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র অন্তঃকরণকেই বোঝানো হয়েছে।[৬৩] আর এরূপ অন্তঃকরণ কেবল সৎ ও একনিষ্ঠ মু'মিনেরই হতে পারে। কাফির, মুনাফিক ও পাপিষ্ঠদের অন্তঃকরণ মৃত, রুগ্ন ও অসুস্থ হয়ে থাকে।[৬৪]

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার বিভিন্ন ধান্ধায় মত্ত থাকা এবং অধিক মাত্রায় অর্থহীন কথাবার্তা ও বাজে কার্যকলাপে লিপ্ত হবার কারণে অনেক সময় মু'মিনের কালবও অত্যন্ত কঠিন ও গাফিল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পৌঁছে কালব আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে না, ওয়ায-নাসীহাতে নরম ও বিগলিত হয় না এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় চোখে অশ্রু আসে না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي.
>
> আল্লাহর যিকর ছাড়া অধিক কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিকর ব্যতীত অধিক কথা বলার কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। (সাবধান!) আল্লাহর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী লোক হলো কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি।[৬৫]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, অন্তরের কঠিনত্ব এমন এক মারাত্মক অবস্থা, যা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য ও সামীপ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত করে। বিশিষ্ট 'আবিদ ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ [১০৫-১৮৭ হি.] (রাহ.) বলেন,

---

৬৩. কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কোরআন*, খ.১৩, পৃ.১১৩-৪; ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ.৬, পৃ.১৪৯

৬৪. বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাহ.) বলেন, القلب السليم: هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض- "'কালবে সালীম' দ্বারা উদ্দেশ্য সুস্থ অন্তঃকরণ। এটা মু'মিনেরই অন্তর। কেননা কাফির ও মুনাফিকের অন্তর রুগ্ন হয়ে থাকে।" (কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ১৩, পৃ. ১১৩-৪; ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ৬, পৃ. ১৪৯)

৬৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ২৪১১
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি দা'ঈফ। (আলবানী, *সাহীহ্ ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ. ৫, পৃ. ৪১১, হা. নং: ২৪১১)
উল্লেখ্য যে, হাদীসটির অনুরূপ বক্তব্য সাইয়িদুনা 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম থেকেও বর্ণিত রয়েছে। (মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, হা. নং: ৩৬১৫)

www.icsbook.info

خَمْسٌ مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ: الْقَسْوَةُ فِي الْقَلْبِ، وَجُمُودُ الْعَيْنِ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ، وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا، وَطُولُ الْأَمَلِ.

পাঁচটি বিষয় দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এগুলো হলো- অন্তরের কঠিনতা, চোখের জড়তা, লজ্জাস্বল্পতা, পার্থিব মোহ ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা।[৬৬]

পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে কালবের এ অবস্থা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন[৬৭] এবং তা থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন 'আমাল করার নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। যেমন- গভীর চিন্তা-ভাবনাসহ কোরআন তিলাওয়াত করা, রাতে জেগে 'ইবাদাত করা ও কান্নাকাটি করা, বেশি বেশি মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করা, হালকা ভোজন করা, অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করা, সৎ লোকদের সাথে মেলামেশা করা ও গরীব-অসহায় লোকদের সেবা করা প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ে আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ। জনৈক কবি বলেন,

دَوَاءُ قَلْبِكَ خَمْسٌ عِنْدَ قَسْوَتِهِ ... فَدُمْ عَلَيهَا تَفُزْ بِالخَيْرِ وَالظَّفَرِ
خَلَاءُ بَطْنٍ وَقُرْآنٌ تَدَبُّرُهُ ... كَذَا تَضَرُّعُ بَاكٍ سَاعَةَ السَّحَرِ
كَذَا قِيَامُكَ جُنْحَ اللَّيلِ أَوْسَطَهُ ... وَأَن تُجَالِسَ أَهْلَ الخَيْرِ وَالخَبَرِ.

তোমার কালবের কঠিনত্বের পাঁচটি প্রতিষেধক রয়েছে। এ প্রতিষেধকগুলো নিরন্তর ব্যবহার করো, তবেই তুমি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে। এগুলো হলো- পেট খালি রাখা (অর্থাৎ উদরপূর্তি করে পানাহার না করা), চিন্তা-ভাবনাসহ কোরআন

---

৬৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৫৪: আল-হায়া'), হা. নং: ৭৩৫৪
বিশিষ্ট যাহিদ ও ফাকীহ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' [মৃ. ১২৩ হি.] (রাহ.) থেকেও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, [৭১: আয-যুহ্দ], হা. নং:১০২৯৭)

৬৭. যেমন সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في دعائه : اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الهرم و القسوة و الغفلة ...
"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কার্পণ্য, বার্ধক্য, কঠিনতা ও গাফলতি .... থেকে পানাহ চাই।" (হাকিম, *আল-মুস্তাতরাক*, কিতাব: আদ-দু'আ, হা. নং: ১৯৪৪; তাবারানী, *আল-মু'জামুস সাগীর*, হা. নং: ৩১৬ ও *আদ-দু'আ*, হা. নং: ১৩৪৩)
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল-হাকিম (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

www.icsbook.info

তিলাওয়াত করা, রাতের শেষভাগে কাতরতার সাথে ক্রন্দন করা, রাত জেগে 'ইবাদাত করা এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ও 'আলিমগণের সাথে ওঠাবসা করা।[৬৮]

তাযকিয়াতুন নাফস-এর বিশুদ্ধ পথ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নাফস পরিশুদ্ধ করা এবং তার অশিষ্ট চরিত্র ও প্রবণতাসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফারয। অতএব, এ গুরু কাজের যথার্থ ও বিশুদ্ধ পথ কী?- তাও জানা থাকা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ, এ কাজের সঠিক পথ জানা না থাকলে পদে পদে বিপথগামী ও সত্যচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কার্যতও আমরা এ বিষয়ে অনেকের মধ্যে বহু বিভ্রান্তি লক্ষ্য করি। আমরা তাদেরকে ভুল পথে চলতে ও পরিচালিত হতে দেখতে পাই। তারা নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের নামে এমন সকল 'আমাল করেন, একদিকে তা কোরআন ও হাদীসের ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থার পরিপন্থী, অপরদিকে তা তাদের নাফসের পরিশুদ্ধির জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থাও নয়। ফলে দেখা যায় যে, এ সব 'আমালের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে তাদের নাফস পরিশুদ্ধ তো হয় না; বরং উল্টো তাদের নাফস আরো কলুষিত ও বলবান হয়, সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হবার পরিবর্তে মন্দ ও অশিষ্ট বৃত্তিসমূহই বিকাশ লাভ করে।

অনেক 'আলিম ও শাইখই নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ অন্তরের লোক মনে করেন এবং দাবি করেন যে, তাঁরা লোকদের নাফসের তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো- বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁদের আচার-আচরণ থেকে প্রতিভাত হয় যে, তাঁদের মধ্যে অনেকের নিজেদের নাফসই কলুষিত ও রোগগ্রস্ত। তাঁরা হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহঙ্কার, পার্থিব মোহ, লোভ-লালসা, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি আত্মিক ব্যাধিসমূহে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। অতএব, যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘ সাধনার পরেও তাঁদের নিজেদের নাফসকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হননি, তা হলে তাঁরা কীভাবে তাঁদের শিষ্যদের নাফসের সংশোধন করবেন, তাদের অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্যই বা কী ব্যবস্থাপত্র দেবেন? বিশিষ্ট 'আবিদ ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ [১০৫-১৮৭হি.] (রাহ.) বলেন,

---

৬৮. 'আবদুল হাদী, *ইসলাহুল কুলূব*, পৃ. ৬৫

www.icsbook.info

الْعَالِمُ طَبِيبُ الدِّينِ وَدَوَاءُ الدُّنْيَا فَإِذَا كَانَ الطَّبِيبُ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَمَتَى يُبْرِئُ غَيْرَهُ؟

'আলিম হলো দীনের চিকিৎসক ও দুনিয়ার প্রতিষেধক। অতএব, চিকিৎসক যদি নিজেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে সে অন্য লোককে কীভাবে সুস্থ করে তোলবে?[৬৯]

জনৈক কবি কতোই চমৎকার বলেছেন,

وَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَى ... طَبِيبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ سَقِيمٌ.

মুত্তাকী নয়- এমন ব্যক্তি লোকদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়। এরূপ ব্যক্তির উদাহরণ হলো ঐ চিকিৎসক, যে নিজে রোগাক্রান্ত; কিন্তু লোকদের চিকিৎসা করে চলেছে।[৭০]

আমরা মনে করি না যে, আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে উপর্যুক্ত 'আলিম ও শাইখদের মধ্যে সকলেরই আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। বরং তাঁদের এ বিচ্যুতির প্রধান কারণ হলো- তাঁদের অনেকেই সঠিকভাবে জানেন না যে, 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে কী বোঝায়, নাফস ও কালবের ব্যাধি ও ত্রুটিগুলো কী কী এবং এগুলো দূরীভূত করার শারী'আতসম্মত কী কী পথ রয়েছে? ফলে তাঁরা এতদুদ্দেশ্যে গতানুগতিক ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতি কিংবা আবেগাশ্রিত ও প্রবৃত্তিতাড়িত মনগড়া পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যা আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো যথার্থ সুফল বয়ে আনে না। এ কারণে কেউ কেউ তাদেরকে সে চিকিৎসকের সাথেও তুলনা করেছেন, যে ধ্বংসাত্মক বিষ প্রয়োগ করে রোগের চিকিৎসা করে। এতে রোগী সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে মারাই যায়।[৭১]

নিম্নে আমরা কোরআন ও হাদীসের আলোকে নাফসকে পরিশুদ্ধ করার ও তার সাথে জিহাদ করার যথার্থ ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো।

---

৬৯. খাদিমী, *বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাতুন...*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুফইয়ান আস-সাওরী (রাহ.) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে। (আবূ নু'আইম, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৬, পৃ. ৩৬১; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ. ৭, পৃ. ২৪৩)

৭০. ইবনু রাজাব, *লাতা'য়িফুল মা'আরিফ*, পৃ. ১৭, ৮১; ইবনুল হাজ্জ, *আল-মাদখাল*, খ. ৩, পৃ. ২৭৪; খাদিমী, *বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাতুন...*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪

৭১. 'আবদুল হাদী, *ইসলাহুল কুলূব*, পৃ. ১৬

www.icsbook.info

ক. সাহীহ দীনী 'ইলম অর্জন ও চর্চা

নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো সাহীহ দীনী 'ইলম অর্জন। বলাই বাহুল্য, 'ইলম ও 'আমালের সম্পর্ক পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। বলা হয় যে, 'ইলম হলো বীজ এবং আমাল হলো তার ফসল।[৭২] মুজাহাদার ক্ষেত্রে একজন মু'মিনকে তার 'ইবাদাত ও 'আমালসমূহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ 'ইলম রাখতে হবে। 'ইলম ব্যতীত মুজাহাদার কোনো কাজই সঠিক ও সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর মা'রিফাত ও সন্তুষ্টি লাভ তো অনেক দূরের ব্যাপার। বলা হয় যে, . اَلْمُتَعَبِّدُ بِلَا فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ -" দীনের সঠিক ও ব্যাপক 'ইলম ব্যতীত 'ইবাদাতকারী কলুর গাধার মতো।"[৭৩] এ কথা থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি সাহীহ 'ইলম ব্যতীত 'ইবাদাত করে, বস্তুতপক্ষে তার পক্ষে একজন সত্যিকার 'আবিদ হওয়া সম্ভবপর নয়। কেননা সাহীহ 'ইলমের মাধ্যমেই কেবল বিশুদ্ধ তরীকায় 'ইবাদাত ও সাধনা করার পথ জানা যায়। যদি কারো সাহীহ 'ইলম না থাকে, তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার সাধনা কোরআন ও হাদীস সমর্থিত তরীকায় সম্পাদিত না হবার কারণে কিংবা কোনো অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণে বিফলে যাবে। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের নানা জায়গায় 'ইলম অর্জন ও চর্চার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ প্রথম বাণী ছিল-

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

---

৭২. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৭৮

৭৩. কোনো কোনো গ্রন্থে উপর্যুক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্যরূপে বর্ণিত রয়েছে। (দ্র. দাতাগঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব* (বাংলা), পৃ. ২৪; মাকদিসী, *যাখীরাতুল হুফফায*, হা. নং: ৫৬৮৪) তবে আমি কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থে এটি খোঁজে পাইনি। সম্ভবত এটি কোনো বুযর্গ ব্যক্তির উক্তি হতে পারে। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আলবানী (রাহ.) একে মাওদূ' (জাল) বলে উল্লেখ করেছেন। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিদ দা'য়ীফাতু ওয়াল মাওদূ'আহ*, খ.২,পৃ.১৯৮, হা. নং: ৭৮২) ইবনুল জাওযী ও মুল্লা আলী আল-কারী (রাহ.) প্রমুখও একে মাওদূ'আতের মধ্যে গণ্য করেছেন। (ইবনুল জাওযী, *আল-মাওদূ'আত*, খ. ১, পৃ. ২৬২; মুল্লা আল-কারী, *আল-মাওদূ'আতুল কুবরা*, পৃ. ৩৫১, হা. নং: ৩৫১)

www.icsbook.info

পড়ো তোমার রাব্বের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে মানুষকে। পড়ো! তোমার প্রভু অতীব দয়াময়। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সে সব শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।[৭৪]

এখানে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন কাজের কথা না বলে প্রথমেই পড়ার জন্য পর পর দু বার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশের গুরুত্ব মানুষকে অনুধাবন করতে হবে, কেন আল্লাহ তা'আলা পড়ার প্রতি এতো গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃত মু'মিন হতে হলে এবং মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই তাকে 'ইলম অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ -"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল 'আলিমরাই তাঁকে ভয় করে থাকেন।"[৭৫] বলাই বাহুল্য, আল্লাহর ভয়ই হলো বান্দাহর 'আমালের পেছনে একটি প্রধান প্রেরণাদায়ক শক্তি।[৭৬] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ ভয় কেবল 'ইলমের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে। তদুপরি ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভ করতে হলেও 'ইলম অর্জন ছাড়া বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ - "যারা জানে এবং যারা জানে না এ দু সম্প্রদায় কি সমান?"[৭৭] অর্থাৎ শিক্ষিত আর অশিক্ষিত কখনো সমান হতে পারে না। এ দু' শ্রেণির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পৃথক সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। একই কথা আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন, ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ - "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করে দিবেন।"[৭৮] পবিত্র কোরআনে যেখানে

---

৭৪. আল কোরআন, সূরা আল-'আলাক, ৯৬ : ১-৫

৭৫. আল কোরআন, সূরা আল-ফাতির, ৩৫ : ২৮

৭৬. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾-"যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নাফসকে কুপ্রবণতা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।" (আল কোরআন, সূরা আন-নাযি'আত, ৭৯: ৪০-৪১)
এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কেবল আল্লাহর ভয়ই নাফসকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে।

৭৭. আল কোরআন, সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৯

৭৮. আল কোরআন, সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮: ১১

www.icsbook.info

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নামাযের তাগিদ এসেছে প্রায় ৮২ বার[৭৯], সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে শতাধিক বার। আমাদের প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইলম অর্জনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই নির্দেশ দিয়েছেন,.طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ - "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফারয।"[৮০] এ কথা থেকে জানা যায় যে, যে মুসলিম 'ইলম অর্জন করছে না, সে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে চলছে।

বলাই বাহুল্য, ইসলাম 'ইলম চর্চাকে নাফল 'ইবাদাতের ওপরে স্থান দিয়েছে। একটি হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে যে, تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا. - "রাতে এক ঘণ্টা জ্ঞান চর্চা করা রাত জেগে 'ইবাদাত করার চাইতে উত্তম।"[৮১] অন্য এক হাদীসে রয়েছে, مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ . - "যে ব্যক্তি শিক্ষার জন্য ঘর থেকে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে।"[৮২] ইসলাম এখানেই ক্ষান্ত হয় নি; ইসলামে 'ইলম চর্চার মাজলিসকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাজনক আসন দেয়া হয়েছে। 'ইলম চর্চার মাজলিসকে 'বেহেশতী উদ্যান'[৮৩] বলে অভিহিত করা হয়েছে।

---

৭৯. আল কোরআনের প্রায় ৫৫টি জায়গায় সরাসরি সালাতের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আরো বহু জায়গায় পরোক্ষভাবে সালাতের কথা এসেছে। অনেকেই মনে করেন যে, সব মিলে কোরআনে নামাযের তাগিদ এসেছে প্রায় ৮২ বার।

৮০. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (বাব : ফাদলুল 'উলামাহ), হা. নং: ২২৪; বাইহাকী,*শু'আবুল ঈমান*, (১৭: তালাবুল 'ইলম), হা. নং : ১৫৪৩, ১৫৪৪; তাবারানী, *আল-মু'জামুস সাগীর*, হা. নং: ২২, ৬১
শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪৪, হা. নং: ১৮৩)

৮১. দারিমী, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ২৬৪, ৬১৪
শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি দা'ঈফ। (তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, তাহকীক: শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫, খ. ১, পৃ. ৫৫, হা. নং: ২৫৬)

৮২. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-'ইলম), হা. নং: ২৬৪৭
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি দা'ঈফ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ১৪৭, হা. নং: ২৬৪৭)

৮৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র 'ইলম চর্চার নির্দেশ দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি; শিক্ষার ওপর তিনি যে কতো গুরুত্ব প্রদান করতেন, তা বাদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণে উপলব্ধি করা যায়। তিনি প্রত্যেক অসচ্ছল শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীর মুক্তিপণ হিসেবে ১০ জন মুসলিম বালকের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নির্ধারণ করেন।[৮৪] লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, মুসলিমদের আর্থিক অনটনের মুহূর্তে মোটা অংকের মুক্তিপণ নিয়ে যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়াই ছিল স্বাভাবিক যুক্তির চাহিদা। কিন্তু বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক অর্থের লোভে তা করেননি; বরং জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার মহান মানসে চরম শত্রুদেরকেও শিক্ষকের মতো সম্মানজনক মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধও করলেন না। হিজরাতের পূর্বে যাইদ ইবন আরকাম (রা.)-এর বাড়িতে তিনি সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার দায়িত্বে ছিলেন। হিজরাতের পর তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে মাসজিদে নাবাবীসহ মাদীনার অন্য নয়টি মাসজিদে নিয়মিত শিক্ষা প্রদানের সুবন্দোবস্ত করা হয়।[৮৫] 'ইলম বিস্তারের ক্ষেত্রে নাবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অসাধারণ ভূমিকার ফলেই চরম মুর্খ ও বর্বর আরব জাতির মাঝে 'ইলম অর্জন ও চর্চার প্রতি এতো অধিক অনুরাগ সৃষ্টি হয় যে, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আরবগণ শিক্ষার আলোতে উদ্ভাসিত হয়েই

"যে ব্যক্তি 'ইলম অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোনো রাস্তা দিয়ে চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন। যে কোনো দল আল্লাহর কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং তা নিয়ে তারা পরস্পর একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়, রাহমাত তাদেরকে ঘিরে ধরে, ফেরেশতাগণ চতুর্দিক থেকে তাঁদেরকে বেষ্টিত করে রাখেন এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের কাছে ঐ সমুদয় ব্যক্তির কথা আলোচনা করেন।" (মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যিকর...), হা. নং: ৭০২৮)

এ হাদীস থেকে জানা যায়, যে মাজলিসে 'ইলম ও কোরআনের চর্চা হয়, তা অত্যন্ত পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। ইমাম ইবনুল জাওযী [৫৮০-৬৫৬হি.] (রাহ.) বলেন, وليحضر مجالس العلماء فإنها رياض الجنة-"প্রত্যেকের উচিত, 'আলিমগণের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া। কেননা তা জান্নাতের উদ্যান স্বরূপ।" অর্থাৎ তা জান্নাতের উদ্যানের মতোই পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। (ইবনুল জাওযী, *আত-তাযকিরাতু ফিল ওয়ায*, পৃ. ৫৫)

৮৪. শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ..*, খ. ৪, পৃ. ৬৯; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৭৩

৮৫. আস-সালিহ, ড. সুবহী, *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু*, (বৈরূত : দারুল 'ইলম, ১৯৯১), পৃ.১৭

www.icsbook.info

একদিকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহতে পরিণত হন এবং অপরদিকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামে শিক্ষার গণ্ডী কেবল দীনী শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকারের বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় তাও অর্জন করতে হবে। বৈচিত্রময় প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করে তা মানব কল্যাণে ব্যবহার করার প্রেরণা যুগিয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন।[৮৬] সুতরাং প্রকৃতি ও সৃষ্টজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং মানুষের কল্যাণে তা **ব্যবহার** করা একটি মহৎ উচ্চ পর্যায়ের 'ইবাদাতও বটে। তবে এ সব 'ইলম অর্জন করা যেমন প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি প্রত্যেকের জন্য তা ফারয ও নয়। কিন্তু 'আকীদা-বিশ্বাস, 'ইবাদাত, লেনদেন, আখলাক ও ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান, যা নাফসের পরিশুদ্ধি ও মুজাহাদার জন্য একান্ত প্রয়োজন, তা অর্জন ও চর্চা করা প্রত্যেকের জন্য ফারয। এ 'ইলম ছাড়া কোনো 'আমালই উপকারী হবে না। এ 'ইলম অর্জন করা ব্যতীত কাউকে 'আলিম, যাহিদ বা সূফী বলে আখ্যায়িত করা যেমন সমীচীন নয়, তেমনি কেউ নিজেকে 'আলিম, যাহিদ বা সূফী বলে পরিচয় দেয়াও সমীচীন নয়।

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু দীনী 'ইলমই মানুষের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়। যুগে যুগে আমরা অনেক খ্যাতিমান 'আলিমকেও বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হতে দেখতে পাই। বস্তুতপক্ষে দীনী 'ইলম হলো হিদায়াত লাভের একটি প্রধান মাধ্যম মাত্র। অর্থাৎ তা কেবল সঠিক পথপ্রাপ্তিতে সাহায্যই করতে পারে। এ কারণে হিদায়াত অনুসন্ধানকারীদের জন্য এ 'ইলম অর্জন করা অপরিহার্য বটে; তবে আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়ায় হিদায়াত লাভ করা যায়। এ জন্য প্রয়োজন অন্তরের সদিচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ। এ কারণে 'ইলম অর্জনের সাথে সাথে প্রত্যেককেই অতি বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং সেই সাথে হিদায়াত অর্জন ও ঐ পথে অবিচল থাকার জন্য 'আকীদা ও 'আমাল পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে নিরন্তর প্রচেষ্টা (মুজাহাদাহ) চালাতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾- "যারা আমাকে পাওয়া জন্য নিরন্তর সাধনা করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমাকে পাওয়ার রাস্তাসমূহ প্রদর্শন

---

৮৬. দ্র. আল কোরআন, সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৯০-১; সূরা আল-জাসিয়াহ, ৪৫: ১৩

www.icsbook.info

করবো। আর আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের সাথেই রয়েছেন।"[৮৭] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পথ পাওয়ার জন্য কেবল 'ইলমই যথেষ্ট নয়; বরং 'ইলমের সাথে মুজাহাদারও প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই যে 'ইলমের সাথে মুজাহাদা নেই, সে 'ইলম উপকারী তো নয়ই; বরং তা আল্লাহ তা'আলার রোষের কারণও হতে পারে। এ প্রকারের 'আলিম ও শাইখদের থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। শাইখ ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয [মৃ.২৫৮ হি.] (রাহ.) বলেন,

اجْتَنِبْ صحبةَ ثلاثةِ أصنافٍ من النَّاس :العلماءِ الغافلين، والقُرَّاءِ/الفقراء المداهنين، والمتَصَوِّفَة الجاهلين.

আমি তিন প্রকারের লোকের সংশ্রব থেকে দূরে থাকি। এক. গাফিল 'আলিম, দুই. তোষমুদে কারী/দরবেশ ও তিন. জাহিল সূফী।[৮৮]

গাফিল 'আলিম ও তোষমুদে কারী বা দরবেশ হলো এমন ব্যক্তিরা, যাদের মূল উদ্দেশ্য হলো পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ। তারা যালিম ও স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহদের দরবারে যাতায়াত করে, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের নিকট সম্মান ও 'ইযযাত আশা করে এবং এ লক্ষ্যে তারা তাদের নিজেদের 'ইলম এবং নিজেদের 'আলিমানা ও ফকিরানা বেশভূষাকে ব্যবহার করে। কাদী আবুল হাসান 'আলী আল-জুরজানী [মৃ.৩৯২ হি.] (রাহ.) 'আলিমগণের এ বীভৎস চরিত্র তাঁর নিম্নের দুটি চরণে অতীব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,

و لم أقض حقَّ العلم إن كان كلّما ... بدا طمع صيّرته لي سلّما

و لم أبتذل في خدمة العلم مهجتي ... لأخدم من لاقيت لكن لأخدما.

আমি 'ইলমের দাবি পূরণ করিনি। বরঞ্চ যখনই কোনো লোভ-লালসার উদয় হয়েছে, তখন তা অর্জনের জন্য আমি তাকে সিঁড়িতে পরিণত করেছি। 'ইলমের সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করিনি। যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তাদের সেবা তো করিনি; বরঞ্চ আমি তাদের সেবা লাভের জন্য 'ইলমকে ব্যবহার করেছি।[৮৯]

---

৮৭. আল কোরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, ২৯ : ৫৯

৮৮. কোনো কোনো গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদের নাম 'ফাকীর' (অর্থাৎ দরবেশ), আবার কোনো কোনো গ্রন্থে 'কারী' উল্লেখ করা হয়েছে। (সুলামী, *তাবাকাতুস সূফিয়াহ*, পৃ. ৪৬; দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ৩৬; ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস*, পৃ. ৩২৭)

৮৯. সা'লাবী, *ইয়াতীমাতুদ দাহ্‌র*, খ. ১, পৃ. ৪৭৮; আবশীহী, *আল-মুস্তাতরাফ*, খ. ১, পৃ. ২১

www.icsbook.info

জাহিল সূফী হলো ঐ সকল লোক, যাদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু নিজেরা নিজেদেরকে জনসমাজে সূফী হিসেবে প্রচার করে থাকে।

খ. বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ

মু'মিনমাত্রই আল্লাহ, নাবী-রাসূল ও আখিরাত প্রভৃতি সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাস ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং এগুলো তার অন্তরে গভীরভাবে স্থান করে নেয়ার কারণে এগুলোকে 'আকীদা' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, মানুষের অন্তরের সবচেয়ে বড় কলুষ হলো আকীদা বা বিশ্বাসগত ভ্রান্তি যেমন- কুফর, শিরক ও নিফাক। পবিত্র কোরআনের ভাষায় কাফির ও মুশরিকরা অপবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾-"মুশরিকরা অপবিত্রই।"[৯০] এ আয়াতে কাফির ও মুশরিকরা 'শারীরিকভাবে অপবিত্র' তা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের মন-চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস নিখাদ নয়; বিভিন্ন কলুষযুক্ত। বস্তুতপক্ষে তাদের আত্মার বিশ্বাসগত এ কলুষ দূর করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। মূসা 'আলাইহিস সালাম ফির'আউনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ﴿هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾-"তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি?"[৯১] এখানেও পবিত্রতা অর্জন বলতে বিশ্বাসগত পবিত্রতাকেই বোঝানো হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আরোপিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, মানবাত্মাগুলোকে বিশ্বাসগত ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা এবং তদস্থলে নিখাদ তাওহীদী বিশ্বাসের বীজ বপন করা আর এর ভিত্তিতে আত্মাগুলোকে পূত-পবিত্র ও আলোকিত করে তোলা। ইসলামের প্রধান প্রধান বিধান ফারয করবার পেছনেও মানবাত্মাগুলোকে পরিশুদ্ধ করা এবং বিশ্বাসগত ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

বলাই বাহুল্য, মানব জীবনে 'আকীদার একটি শক্ত অবস্থান রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে 'আমালের সুউচ্চ বৃক্ষ। বস্তুতপক্ষে 'আকীদার দৃঢ়তার ওপরই 'আমালের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে এবং তা যতোই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে

---

৯০. আল কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ২৮
৯১. আল কোরআন, সূরা আন-নাযি'আত, ৭৯: ১৮

www.icsbook.info

থাকে, 'আমালেও সেভাবে তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন উপমা পেশ করেছেন: পবিত্র কালিমা হলো একটি পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

এ আয়াতটিতে একজন মু'মিনের 'আকীদাকে বৃক্ষের শিকড়ের সাথে এবং তার 'আমালকে ডালপালার সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একজন মু'মিনের ঈমান ও তার যাবতীয় 'ইবাদাত ও মুজাহাদার দৃষ্টান্ত হলো, এমন একটি বৃক্ষ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং তার কাণ্ড ও ডালপালা মজবুত ও সুউচ্চ। ভূগর্ভস্থ ঝরণা থেকে সে সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এতোই শক্ত যে, দমকা বাতাসে ভূমিস্মাৎ হয়ে যায় না এবং এর ডালপালা ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উর্ধ্বে থাকার কারণে বৃক্ষটি ও এর ফল ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত।

কাজেই যদি কোনো বৃক্ষের শিকড় সুস্থ ও নীরোগ হয়, তবেই সে বৃক্ষটি সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠবে এবং ডাল-পালায় বিস্তৃতি লাভ করবে। অপরদিকে যদি এর শিকড় বিনষ্ট ও পচা হয়, তা হলে সে শিকড়ই মাটির অভ্যন্তরে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং তা থেকে কোনো ডাল-পালা অঙ্কুরিত হবে না, আর কোনো ডাল-পালা গজালেও তা একান্তই সাময়িক; কিছু দিন যেতে না যেতেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কারো ঈমান-'আকীদা যদি সঠিক ও ভ্রান্তিমুক্ত না হয়, তা হলে তার 'ইবাদাত ও মুজাহাদাও কোনো সুফল বয়ে আনবে না এবং তার সকল 'আমালই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾

এবং অপবিত্র কালিমা হলো নষ্ট বৃক্ষের মতো। একে মাটির ওপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোনো স্থিতি নেই।[৯২]

---

৯২. আল কোরআন, সূরা ইব্রাহীম, ১৪: ২৬

www.icsbook.info

এ আয়াতে খারাপ 'আকীদাকে খারাপ বৃক্ষের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। খারাপ বৃক্ষের শিকড় যেমন ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশি যায় না, যে কেউ যখন ইচ্ছা করে তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে, অনুরূপভাবে খারাপ 'আকীদার ভিত্তিও সুদৃঢ় নয়। যে কোনো সময় তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তা কোনোরূপ ফলদায়ক নয়। এ কারণে আল্লাহ্র মা'রিফাত (পরিচয়) লাভ ও 'আমালের বিশুদ্ধতা এবং সেই সাথে নাফসের কাঙ্খিত পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ঈমান-'আকীদার বিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তা একান্তই প্রয়োজন। বিশুদ্ধ ও নির্ভুল 'আকীদা ব্যতীত যেমন সত্যিকার মা'রিফাত লাভ সম্ভব নয়, তেমনি নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনও সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। (হে নাবী!) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা ঈমান গ্রহণ করোনি; বরং বলো, আমরা বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করেছি। কেননা, ঈমান আজো তোমাদের অন্তরে সত্যিকারভাবে অনুপ্রবেশ করেনি।[৯৩]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কেবল সত্যিকার ও সুদৃঢ় ঈমান গ্রহণ করার পরই মানুষের প্রতিটি কথা, কাজ ও আচার-আচরণে ঈমানের উজ্জ্বলতম পরিচয় ফুটে ওঠে। অন্যথায় তা কেবল দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সমাজে এমন অনেক মুসলিম রয়েছে, যারা নিজেদেরকে ঈমানদাররূপে যাহির করে, অথচ তারা প্রকৃত অর্থে ঈমানদার নয়। তাদের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত ও অসুন্দর। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.-"লোকদের কাছে এমন একটি যুগ অবশ্যই আসবে, যখন লোকেরা মাসজিদের মধ্যে একত্রিত হবে; কিন্তু তাদের মধ্যে (প্রকৃত) ঈমানদার বলতে কেউ থাকবে না।"[৯৪]

---

৯৩. আল কোরআন, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১৪

৯৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাব: আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম), হা. নং: ৮৪৮৪; তাহাবী, *মুশকিলুল আছার,* হা. নং: ৫৭০; এ হাদীস প্রসঙ্গে বিশিষ্ট হাফিযুল হাদীস আল-হাকিম আন-নাইশাপুরী (রাহ.) বলেন, هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين.-"এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহ.) প্রমুখের শর্তে উত্তীর্ণ একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

www.icsbook.info

অতএব, যে কোনো ব্যক্তি যখন সে আল্লাহর মা'রিফাত লাভ এবং নিজের নাফসের পরিশুদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে মুজাহাদার পথে চলতে মনস্থ করবে, তাকে সর্বপ্রথম তার ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় করার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া উচিত। তাকে আল্লাহ্ তা'আলার যাত, সিফাত, ইখতিয়ার ও কার্যাবলি প্রভৃতি সম্পর্কে একান্ত নির্ভুল ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হবে। পাশাপাশি ঈমানের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তাকে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে। বিশিষ্ট সূফী শাইখ দাতা গঞ্জে বখশ (রাহ.)-এর মতে, প্রত্যেক মু'মিনকেই দীনের উসূল অর্থাৎ মৌলিক বিষয়সমূহের 'ইলম লাভ করা ফারয।[৯৫] তিনি অন্যত্র বলেন,

> 'আমালের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে দ্বিতীয় যে বিষয় বান্দাহর সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলো আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে ধারণার অশুদ্ধতা। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তাওহীদের বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার 'আমাল বা 'ইবাদাত অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।[৯৬]

আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সূফীই ঈমান-'আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা ছাড়া আল্লাহ্ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধনা করতে গিয়ে নানা 'আকীদাগত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে এবং তারা ইসলামে নতুন নতুন বিভিন্ন মত ও দর্শন উদ্ভাবন করেছে, যা সুস্পষ্টত তাওহীদী ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। তদুপরি তারা যাওক, ওয়াজ্দ ও কাশ্ফ প্রভৃতির কথা বলে দীন ও শারী'আতের সুপ্রতিষ্ঠিত 'আকীদাগুলো নানাভাবে বিকৃত করেছে।[৯৭] এ কারণে বিশিষ্ট 'আলিমগণ, এমনকি তারীকাতের বিভিন্ন বিশিষ্ট শাইখ ও সবসময় উম্মাতকে জাহিল সূফীদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক [১১৮-১৮১হি.] (রাহ.) কতোই বাস্তব কথা বলেছেন-

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إلا المُلوكُ ... وَأَحبارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا؟

---

৯৫. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ.২৬

৯৬. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ.১৩৯

৯৭. আমি এ সম্পর্কে আমার **বিদ'আত ৪র্থ (আকা'ঈদ) ও ৫ম (তাসাউফ) খণ্ডে** বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ। সম্মানিত পাঠক ভাইদেরকে খণ্ডদ্বয় থেকে সংশ্লিষ্ট অংশগুলো অধ্যয়ন করার জন্য অনুরোধ করছি।

www.icsbook.info

দীনের যা কিছু নষ্ট হয়েছে তা রাজা-বাদশাহ, অসৎ আলিম ও দরবেশরাই করেছে।[৯৮]

বিশিষ্ট শাইখ ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয [মৃ.২৫৮ হি.] (রাহ.) নিজে সবসময় জাহিল সূফীদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতেন এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন।

গ. হালাল উপার্জন

'ঈমান-আকীদার পর হালাল উপার্জন ও পবিত্র উপায়ে জীবন যাপন বান্দাহর জন্য প্রধান ফারয হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম একটি পবিত্র ও স্বচ্ছ জীবন ব্যবস্থার নাম। এতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা অবলম্বনের জন্য কড়া নির্দেশ রয়েছে। একজন মু'মিন কেবল হালাল ও বৈধ উপায়ে আয়-উপার্জন করবে, তা নয়; বরং তাকে সন্দেহযুক্ত আয়-উপার্জন থেকেও বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। তবে এতদুভয়ের মধ্যে কতিপয় সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব, যে সন্দেহজনক বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করলো, সে-ই মূলত নিজের দীন ও 'ইযযাত-আব্রুকে রক্ষা করলো।[৯৯]

কাজেই একজন মু'মিনের আয়-উপার্জন, খাওয়ার আহার্য ও পানীয়, পরিধানের পোশাক-পরিচ্ছদ, বসবাসের ঘরবাড়ি ও আরোহনের গাড়ি প্রভৃতি সম্পূর্ণ হালাল ও সন্দেহমুক্ত উপায়ে অর্জিত হতে হবে। বলাই বাহুল্য, আল্লাহর 'ইবাদাতের ঘাঁটি অতিক্রম করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্য হালাল উপার্জন ও পবিত্র উপায়ে জীবন যাপন একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। যদি কারো উপার্জন হালাল বা বৈধ না হয় এবং থাকা-খাওয়া-পরা পবিত্র না হয়, তা হলে তার কোনো 'আমালই- তা যতোই বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন- আল্লাহ তা'আলার

---

৯৮. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম, খ. ৪, পৃ. ৩৮; কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন, খ. ৮, পৃ. ১২০

৯৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-ঈমান), হা. নংঃ ৫২; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-মুসাকাত), হা. নংঃ ৪১৭৮ (মাতন সাহীহ মুসলিমের)

www.icsbook.info

নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার কোনো দু'আও আল্লাহর নিকট কবূল হবে না। এরূপ লোকের বাহ্যিক 'আমাল- যতোই বেশি ও চাকচিক্যময় হোক না কেন, তা তার নাফসের পরিশুদ্ধি বা উন্নয়নের কাজে আসবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

« أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».

হে লোকেরা, আল্লাহ তা'আলা হলেন পূত-পবিত্র। কাজেই তিনি পবিত্র ছাড়া অপর কিছু কবূল করেন না। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সে নির্দেশই দান করেছেন, যা তিনি তাঁর রাসূলগণকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, [হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং সৎ কর্ম করো। আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।] তিনি আরো বলেন, [হে মু'মিনগণ, তোমরা আমার প্রদত্ত রিয্‌ক থেকে পবিত্র বস্তুগুলোই ভক্ষণ করো।]" রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোনো মুসাফির দীর্ঘ সফর শেষে মলিন বদনে দু হাত বিস্তার করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে যে, ইয়া রাব্ব! ইয়া রাব্ব! অথচ তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় পোশাক হারাম, অধিকন্তু সে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে, তা হলে কীভাবে তার দু'আ কবূল হতে পারে?[১০০]

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ .

যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে কোনো কাপড় কিনলো, তন্মধ্যে একটি দিরহাম হলো হারামের, তা হলে কাপড়টি যতদিন তার পরনে থাকবে, ততদিন তার কোনো নামায আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেন না।[১০১]

---

১০০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যাকাত), হা. নং: ২৩৯৩

১০১. আহমাদ, ইমাম ইবনু হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং: ৫৪৭৩
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.) বলেন, এ হাদীসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

www.icsbook.info

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহগণ কোনো হারাম খাবার তো খেতেনই না; বরং কোনো সন্দেহযুক্ত খাবারও গ্রহণ করতেন না। এমন কি তাঁদের কেউ কেউ নিজের কোনোরূপ অসাবধানতার কারণে কখনো সন্দেহযুক্ত কোনো কিছু তাঁর পেটে চলে গেলে তাঁর পাকস্থলী তা গ্রহণ করতে পারতো না। তিনি সাথে সাথে তা বমি করে ফেলে দিতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা ও কায়স ইবনু আবী হাযিম (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, সাইয়িদুনা আবূ বাকর (রা.)-এর এক গোলাম তাঁর কাছে প্রায়ই খাবার নিয়ে আসতো। তবে গোলামটি যখনই কোনো খাবার নিয়ে আসতো, আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না। যদি তাঁর পছন্দের কিছু হতো, তা হলে খেতেন। আর তাতে অপছন্দের কিছু থাকলে খেতেন না। নিয়ম মতো গোলামটি এক রাতে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট কিছু খাবার নিয়ে আসলো। এ সময় আবূ বাকর (রা.) এতোই ক্ষুধার্ত ছিলেন যে, খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি খাবারটি পেয়ে তৎক্ষণাৎ এক লুকমা খেয়ে ফেললেন। তারপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো, আজকে এ খাবার তুমি কিভাবে সংগ্রহ করেছো? সে জবাব দিলো,

كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَٰلِكَ فَهَٰذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ.

> আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনার কাজ করেছিলাম। তবে তা আমি ভালো করে জানতামও না। প্রতারণাই করেছিলাম। আজকে তার সাথে সাক্ষাত হবার পর সে আমাকে তার বিনিময় দিয়েছে। এ খাদ্য, যা আপনি খেয়েছেন, ঐ কাজেরই বিনিময়।

এ কথা শোনেই আবূ বাকর (রা.) গলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং বমি করে পেটে যা কিছু ছিল সবই বের করে ফেলে দিলেন।[১০২]

যায়িদ ইবনু আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, গোলামের মুখে ঐ কথা শোনেই আবূ বাকর (রা.) গলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই ভুক্তদ্রব্য বের হয়ে আসছিল না। তখন তিনি পেট ভরে পানি খেতে লাগলেন। অবশেষে পেটে যা কিছু ছিলো সবই বমি বের করে ফেলে দিলেন এবং বললেন,

---

১০২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-মানাকিব), হা. নংঃ ৩৫৫৪; আহমাদ, *আয-যুহদ,* হা. নংঃ ৫৭৩

www.icsbook.info

لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا مَعَ نَفْسِي لَأَخْرَجْتُهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. فَخَشِيْتُ أَنْ يَنْبُتَ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِيْ مِنْ هَذِهِ اللُّقْمَةِ.

ভুক্তদ্রব্য বের করতে আমার প্রাণও যদি চলে যেতো, তা হলেও আমি অবশ্যই তা বের করতাম। কেননা আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হারাম খাদ্য দ্বারা বেড়ে ওঠা প্রতিটি দেহের জন্য জাহান্নামই হলো উপযুক্ত স্থান। আমার তো ভয় হয়েছিল যে, এ লুকমা থেকে আমার দেহের কিছু অংশ বেড়ে ওঠবে।[১০৩]

আজকাল আমরা লক্ষ্য করি, আমাদের অনেকেই ইমামাত, দা'ওয়াত, তাবলীগ, ওয়ায ও ইরশাদ প্রভৃতি কাজকেই নিজের জীবিকা উপার্জনের একান্ত মাধ্যমে পরিণত করেছে।[১০৪] আমি মনে করি, এ কাজ অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দিত এবং সালাফে সালিহীনের রীতির পরিপন্থী। সালাফে সালিহীন নিজেদের অর্থকড়ি

---

১০৩. আবূ নু'আইম, *হিলইয়াতুল আউলিয়া,* খ.১,পৃ.১৫; মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৯২

১০৪ . ১৯৮১ সালে পরিচালিত বাংলাদেশের আদম শুমারির পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ব্যক্তি তাদের পেশাগত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, তাদের পেশা হচ্ছে পীর। *'দৈনিক করতোয়া'* নামক একটি পত্রিকা এ সংবাদটি প্রকাশ করে এ মন্তব্য করেছে যে, এ সংখ্যাকে বাংলাদেশের মোট গ্রামের মধ্যে ভাগ করলে প্রতি গ্রামের ভাগে মোট চারজন করে 'পীর' পড়বে। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'পীর' পেশাই এখন অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে লাভজনক। (দ্র. দৈনিক করতোয়া, বগুড়া, ১৮/১২/১৯৮৭ খ্রি.,পৃ.৩) আমার মনে হয়, এ সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ হয়তো পেশা শব্দের অর্থই বুঝেননি অথবা এ শব্দ দ্বারা সরল মনে নিজেদের বাস্তব চিত্রটাই তুলে ধরেছেন। যা হোক, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁদের কেউ কেউ পার্থিব উপার্জনের একটি সহজ পথ মনে করে এটাকে একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে থাকেন। এরা নিজেদের জীবদ্দশায় যেমন সুকৌশলে সাধারণ মানুষের ঈমান হনন করে সম্পদ অর্জন করে থাকেন, তেমনি তাঁদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের বংশধরদের জন্য তাঁদের মাযারগুলোকে পার্থিব উপার্জনের একটি সহজ উপায় হিসেবে রেখে যান। বলাই বাহুল্য, যুগে যুগে এরূপ অনেক লোক দেখা যায় যে, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অর্জন করার জন্য সূফীদের বেশ ধারণ করে, অথচ তাসাউফের সাথে তাদের কোনোই সম্পর্ক থাকে না। এ সকল লোককে مستصوف (মুসতাসভিফ) বলা হয়। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে বিশিষ্ট সূফী শাইখ দাতা গঞ্জে বখশ (রাহ.) এভাবে মন্তব্য করেন-.المستصوف عند الصوفية كالذباب، وعند غيرهم كالذئاب-"তারা মাছির ন্যায় হীন ও ঘৃণিত, পার্থিব লোভ-লালসার দাস। সাধারণ লোকদের জন্য তারা হলো নেকড়ে বাঘের মতো।" অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ যেমন ছাগলের পালের মধ্যে প্রবেশ করে এদের ধ্বংস করে, তেমনি এরা জনসাধারণের মধ্যে মেলামেশা করে তাদের ঈমান নষ্ট করে। (দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব,* পৃ. ৪৯)

www.icsbook.info

উদারচিত্তে ব্যয় করে দীনের প্রচার ও খিদমাত করতেন। তাবলীগ, দা'ওয়াত, ওয়ায ও ইরশাদ প্রভৃতি কাজকে কখনো তাঁরা রুটি-রুজি উপার্জনের উপায়ে পরিণত করেননি। তাঁরা এ সকল কিছুর বিনিময় কেবল আল্লাহর কাছেই চাইতেন। জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা যে কোনো পেশা- ছোট হোক বা বড়- অবলম্বন করতেন। তাঁরা ছোট থেকে ছোটতর পেশাকেও নিজেদের জন্য লজ্জাজনক মনে করতেন না।[১০৫] আমাদের জন্য এটিই একান্ত অনুকরণীয়। প্রাচীন সকল হানাফী ইমামের অভিমত হলো- আযান, ইমামাত, তা'লীমে কুর'আন ও ওয়ায- তাবলীগ প্রভৃতি 'ইবাদাতের জন্য কোনো রূপ পারিশ্রমিক, হাদিয়া ও বিনিময় গ্রহণ করা হারাম।[১০৬] পূর্ববর্তী হাম্বালী ইমামগণও এ মত পোষণ করেন।[১০৭] বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ্ আস-সারাখসী (রাহ.) বলেন,

---

১০৫. আমাদের সালাফে সালিহীনের মধ্যে সাইয়্যিদুনা আবূ বাকর, 'উমার, 'উসমান ও 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফ (রাহ.) প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। সাইয়্যিদুনা সুহাইব আর-রূমী ও সা'দ ইবনু মু'আয (রা.) কর্মকার ছিলেন। সা'দ (রা.)-এর হাতদুটি হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতে করতে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে চুমো দিয়ে বললেন, هذه يد لا تمسها النار أبدا.-"এ হাতকে কখনো আগুন স্পর্শ করবে না।" (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ. ৩, পৃ. ৮৬; ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবাহ*, খ. ১, পৃ. ৪২৪-৫)
আমাদের পূর্বসূরি ইমাম ও বিশিষ্ট 'আলিমগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.) বস্ত্রব্যবসায়ী, গাযালী (রাহ.) সুতা ব্যবসায়ী, বাযযার (রাহ.) বস্ত্রব্যবসায়ী, বাকালী (রাহ.) সবজি বিক্রেতা, সায়দালানী (রাহ.) আতরব্যবসায়ী ও খায়্যাত (রাহ.) দর্জি ছিলেন। কুদূরী (রাহ.) হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন, আবূ বাকর আল-জাসসাস (রাহ.) সুরকি তৈরি করতেন, খাইয়াম (রাহ.) তাঁবু বানিয়ে বিক্রি করতেন, খাব্বায (রাহ.) রুটি তৈরি করতেন, যাইয়াত (রাহ.) তেল বিক্রি করতেন, কাফ্ফাল (রাহ.) তালা বানাতেন ও বিক্রি করতেন, সাফফার (রাহ.) বাসন-কোষণ বেচাকেনা করতেন ও দাক্কাক (রাহ.) আটা বিক্রি করতেন,......।
১০৬. তবে অধিকাংশ শাফি'ঈ ও মালিকী ফাকীহের মতে- এ ধরনের 'ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয। (ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তিযকারুল জামি'*, খ. ৫, পৃ. ৪১৮-৯) উল্লেখ্য যে, তাঁদের এ কথার উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে, এ কাজ ভালো এবং সুন্নাত বা মুস্তাহাব্ব। বরং তাঁদের কথার উদ্দেশ্য হলো- তা হারাম নয়। তবে শাফি'ঈ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ফাকীহ্ আল-খাতীব আশ-শারবীনী [মৃ.৯৭৭হি.] (রাহ.)-এর মতে, ইমামাতের জন্য, এমনকি নাফল নামায যেমন-তারাবীহের ইমামাতের জন্যও বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয হবে না। কেননা জামা'আতের যে ফাযীলাত রয়েছে, ইমাম যদি তার জন্য কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করে, তবে সে কোনোরূপ উপকারিতা পাবে না। (শারবীনী,*মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ২, পৃ. ৩৪৪; নাবাবী, *আল-মাজমূ'*, খ. ১৫, পৃ. ৩৯) মালিকীগণের মতে, আযান ও ইকামাতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয। ইমামাতের বিনিময় গ্রহণ করাও জায়িয, যদি তা আযান কিংবা ইকামাতের অনুগামী হয়। পৃথকভাবে ইমামাতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয নয়। তদুপরি মুসাল্লীদের অর্থ থেকে ইমামাতের বিনিময় গ্রহণ করা মাকরূহ। কিন্তু বাইতুল মাল কিংবা ওয়াকফ সম্পদ থেকে ইমামাতের বিনিময় দেয়া

www.icsbook.info

ويكره للإمام والمؤذن طلب الأجر على ذلك من القوم لأنهما يعملان لأنفسهما فكيف يشترطان الأجر على غيرهما ثم هما خليفتان للرسول في الدعاء والإمامة وقال الله تعالى: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فمن يكون خليفته ينبغي أن يكون مثله .

ইমাম ও মুওয়াযযিনের জন্য এলাকাবাসীদের থেকে পারিশ্রমিক দাবি করা মাকরূহ। কেননা তাঁরা দু জনেই তো নিজেদের জন্য এ 'আমাল করে। তা হলে তাঁরা কিভাবে এ 'আমালগুলোর জন্য পারিশ্রমিকের শর্তারোপ করতে পারেন? তদুপরি তাঁরা দু জনেই হলেন ইমামাত ও আযানের জন্য আহ্বানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(হে রাসূল,) আপনি বলুন, আমি আমার দা'ওয়াতের জন্য আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য ছাড়া তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিকই চাই না।"[১০৮] সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর খালীফা হবেন, তাঁকেও অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হওয়া উচিত।[১০৯]

আমি মনে করি, জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেক 'আলিম ও শাইখকে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী যে কোনো পেশা- ছোট হোক বা বড়- অবলম্বন করা উচিত অথবা হস্ত-উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় এবং ইমামাত, দা'ওয়াত, ওয়ায ও ইরশাদ .. প্রভৃতি কাজকে আয়-উপার্জনের পেশারূপে গ্রহণ করা থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকা প্রয়োজন। বরং এ সকল কাজ নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব লাভের আশায় করা সমীচীন। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.-"আল্লাহ তা'আলা পেশাজীবী ঈমানদারকে ভালোবাসেন।"[১১০] সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ .-"হালাল রুজি তালাশ করা

হলে তা গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। (আবূ 'আবদুল্লাহ আল-'আবদারী, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ. ১, পৃ. ৪৫৫; *ফিকহুল 'ইবাদাত 'আলাল মাযহাবিল মালিকী*, পৃ. ১২৯)

১০৭. বুহূতী, *আর-রাওদুল মুরাব্বা'*, পৃ. ৫৩; শানকীতী, *শারহু যাদিল মুস্তানকি'*, খ. ২৮, পৃ. ৫

১০৮. আল-কুর'আন, সূরা আশ-শূরা, ৪২: ২৩

১০৯. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১,পৃ.২৫৬

১১০. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১৩: আত-তাওয়াক্কুল), হা. নং: ১১৮১; কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব* হা. নং: ১০৭২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ৮৯৩৪
হাদীসটি দা'ঈফ। (আলবানী, *দা'ঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ১, পৃ. ২৬১, হা. নং: ১০৪৩)

www.icsbook.info

জিহাদের শামিল। আর আল্লাহ্ তা'আলা পেশাজীবী ঈমানদারকেই ভালোবাসেন।"[১১১] সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক যুবকের দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ভাব ও পরহেযগারীর কথা আলোচনা করা হলো। তখন তিনি বললেন, إِنْ كَانَتْ لَهُ حِرْفَةٌ!-"যদি তার কোনো পেশা থাকতো!"[১১২] একবার বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ [৪৬-৯৬ হি.] (রাহ.)কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এক ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে কেবল আল্লাহর ধ্যানেই নিমগ্ন থাকে আর অপর এক ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি জবাব দেন, التَّاجِرُ الْأَمِيْنُ.-"বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীই।"[১১৩] বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ [১০৭-১৯৮ হি.] (রাহ.) বলেন, لَيْسَ مِنْ حُبِّكَ الدُّنْيَا أَنْ تَطْلُبَ فِيهَا مَا يُصْلِحُكَ.-"দুনিয়ায় প্রয়োজনীয় জীবন উপকরণ তালাশ করা- এটা তোমার দুনিয়াপ্রীতির লক্ষণ নয়।"[১১৪]

ঘ. যথার্থ ও সুন্দরতম উপায়ে ফারযসমূহ আদায়

নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়ন এবং সেই সাথে সামাজিক রোগগুলো নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা বান্দাহদের ওপর কতিপয় 'আমাল ফারয করেছেন। এ ফারয কাজগুলো যেন মানুষের নাফসকে পরিশুদ্ধ করাসহ সমাজ-সংস্কার এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের পথ সুগম করার জন্য মহান রাব্বের পক্ষ থেকে দেয়া এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। যদি বান্দাহগণ এ ফারযসমূহ পূর্ণ

---

১১১. ইবনু আবিদ দুনিয়া, *ইসলাহুল মাল*, হা. নং: ১৯৩; ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮
হাদীসটি দা'ঈফ। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দা'ঈফাহ..*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৬, হা. নং: ১৩০১) তবে এ মর্মের বহু হাদীস রয়েছে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফিয সাখাভী (রাহ.) বলেন, وبعضها يؤكد بعضا لا سيما وشواهدها كثيرة.- এ হাদীসগুলো পরস্পর তাগিদ করে, বিশেষ করে যেহেতু এ হাদীসগুলোর প্রচুর সমর্থনকারী হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে। (সাখাভী, *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ*, খ. ১, পৃ. ৫০৫)

১১২. ইবনু আবিদ দুনিয়া, *ইসলাহুল মাল*, হা. নং: ১৯৫; ইবনু তাহির আল-মাকদিসী, *যাখীরাতুল হুফফায*, হা. নং: ২৯১৪; ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮

১১৩. ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৩০

১১৪. খাল্লাল, *আল-হাসসু 'আলাত তিজারাতি..*, হা. নং: ৭২; ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৩০

www.icsbook.info

একাগ্রতার সাথে ও সুচারুরূপে পালন করে, তবেই তাদের পক্ষে নাফসকে পরিশুদ্ধ করা, সেই সাথে সমাজকে সংশোধন করা এবং এভাবে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহর নির্দেশিত এ সব ফারযের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো- সালাত, যাকাত, হাজ্জ ও সাওম। এগুলোকে ইসলামের এক একটি রুকনরূপে বিবেচনা করা হয়। এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো- বান্দাহকে পূত-পবিত্র করা, তার নাফসকে মন্দপ্রবণতা থেকে মুক্ত করা এবং তাকে আল্লাহভীরু (মুত্তাকী) ও তাঁর একান্ত অনুরক্তরূপে গড়ে তোলা। নিম্নে আমরা এসব গুরুত্বপূর্ণ ফারয এবং নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

ঘ.১. সালাত

সালাত নাফসকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সেই সাথে সমস্ত কল্যাণ ও পরিপূর্ণতা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ভালোবাসা সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হলো এই সালাত। আর এ কারণে সালাতকে দীনের পাঁচটি রুকনের মধ্যে ঈমানের পর দ্বিতীয় প্রধান রুকন এবং ইসলামের প্রধান নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, عَلَمُ الإِسْلَامِ الصَّلَاةُ. - "ইসলামের নিদর্শন হলো সালাত।"[১১৫] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. -"আমাদের এবং তাদের মধ্যে একান্ত অঙ্গীকার হলো সালাত। (অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পরিচয় লাভের একান্ত বিষয় হলো সালাতের প্রতি অঙ্গীকার।) কাজেই যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দেবে, সে প্রকারান্তরে কুফরী কর্মে জড়িত হলো।"[১১৬] অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ. -"ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যকার পার্থক্যের সূচক হলো সালাত বর্জন।"[১১৭]

---

১১৫. আবূ বাকর আদ-দীনাউরী, *আল-মুজালাসাতু...*, হা. নং: ২৩৮০
হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে যদিও অত্যন্ত দুর্বল; কিন্তু এর অর্থ বিশুদ্ধ। বিভিন্ন সাহীহ হাদীসে এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

১১৬. নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ৪৬৩; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ২৬২১; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: ইকামাতুস সালাত...), হা. নং: ১০৭৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২২৯৩৭

১১৭. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ২৫৭

www.icsbook.info

সালাতের আধ্যাত্মিক উপকারিতাসমূহ

❖ সালাত সহজাত আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে

সব মানুষেরই তার চাইতে শক্তিশালী সত্তার বন্দনা করার সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। তাই দেখা যায়, যেসব মানুষ দীনের শিক্ষা পায় না, তারা প্রকৃতি, আগুন, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, পশু-পক্ষী ও সাধু ব্যক্তি প্রভৃতির পূজা করে। এসব কিছুই মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। সালাত এমন এক 'ইবাদাত, যা মহীয়ান স্রষ্টার সাথে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে তার সহজাত আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে।

❖ সালাত অন্তরের সজীবতা ও প্রাণশক্তির উৎস

সালাতে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক- দু'টি দিক রয়েছে। বাহ্যিক দিকের সৌন্দর্য ছাড়াও এর অন্তর্নিহিত চেতনার রয়েছে অশেষ প্রভাব। বস্তুতপক্ষে সালাত পবিত্র অন্তরের প্রাণশক্তি, সজীবতা ও প্রশান্তির উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيَ فِي الصَّلَاةِ -"সালাতের মধ্যেই আমার চোখের শীতলতা অর্থাৎ শান্তি রাখা হয়েছে।"[১১৮] কাজেই পার্থিব জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আবদ্ধ এবং বস্তুগত চাহিদা মেটাতে ক্লান্ত ও শ্রান্ত মানুষের জীবনে সালাত যেন আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার ও সজীবতা অর্জনের এক মুক্ত প্রাঙ্গণ। এ যেন এমন এক স্রোতধারায় অবগাহন, যা ধুয়ে মুছে ফেলে মনের সমস্ত কালিমা ও বস্তুগত গ্লানি। এ কারণেই ইসলামে সালাত কায়িম করার ওপর এতো বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পবিত্র কোরআনে সমস্যা ও সংকটের সময় সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ - "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।"[১১৯] এভাবে সালাত হলো বিপদ-আপদসহ সব সময়ের সহায় এবং অন্তরের সবচেয়ে বড় প্রশান্তির মাধ্যম। তাই সালাত মানুষের জন্য অন্যতম প্রধান জরুরী বিষয়।

---

১১৮. নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ 'ইশরাতুন নিসা'), হা. নংঃ ৩৯৪০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ১৪০৩৭; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাবঃ আন-নিকাহ), হা. নংঃ ১৩৮৩৬

১১৯. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২ঃ ৪৫, ১৫৩

www.icsbook.info

❖ সালাত আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা

মানুষ অনেক বিষয়ের প্রশিক্ষণ পায় সালাতের মাধ্যমে। মানুষের বেয়াড়া কুপ্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা এবং নাফসকে সংশোধিত ও দীপ্তিময় করার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হলো সালাত। সালাতে নাফসকে বিনম্র ও অহঙ্কারমুক্ত করার অনুশীলনের ফলে কুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠার সুযোগ পায় না এবং খারাপ অভ্যাসও নামাযীর আচার-আচরণে স্থান পায় না। এভাবে পরিশুদ্ধ হবার পর নামাযী সমাজকেও কল্যাণ ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾

মানুষকে খুবই অস্থিরচিত্ত দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে বিপদগ্রস্ত হলে হা-হুতাশ করতে থাকে এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে, তবে তারা নয়, যারা সালাত আদায় করে, যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান।[১২০]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾- "আর সালাত কায়িম করো। নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।"[১২১]

বলাই বাহুল্য, মানুষের নাফসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নরূপ প্রবৃত্তি ও প্রবণতা। এ সব প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও ব্যবহার করা সম্ভব হলে মানুষ পরিপূর্ণতার চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হবে। মানুষের সমস্যা হলো তারা অসচেতনতা বা উন্মত্ত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে উন্মত্ততা থাকে, তাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। মহান আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। সালাতে আল্লাহর স্মরণ শাণিত ও প্রদীপ্ত হয়। মানুষ যখন সালাত আদায় করে, তখন তার ভেতরের সতর্ককারী বিবেক সজীব বা প্রাণবন্ত হয়। এ বিবেক তাকে বারংবার অশ্লীলতা ও অন্যায়ের ব্যাপারে সতর্ক করতে থাকে। এ বিষয়গুলোর উচ্চারণ ও পুনরাবৃত্তি নাফসকে বিনম্র ও ভীত-সন্ত্রস্ত রাখে। এ জন্য বারবার সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। সাওম বছরে একবার, হাজ্জও

---

১২০. আল কোরআন, সূরা আল-মা'আরিজ, ৭০: ১৯-২৩
১২১. আল কোরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, ২৯: ৪৫

www.icsbook.info

একবার; কিন্তু সালাত বার বার পড়তে হয়। সালাতের বিশেষ গুরুত্বটা এখানেই। সালাত নিয়মিতভাবে বিনয় ও মনোযোগসহ পড়া হলে শুধু নামাযীর নাফসই নয়, একই সাথে তার আশপাশের পরিবেশও কোমল, বিনম্র ও সুরভিত হয়। সমাজে প্রকৃত ও বিনম্র নামাযীর সংখ্যা যত বাড়বে, ততই স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, লোভ-লালসা এবং অন্যায়-অবিচারের অন্ধকার কমে যাবে; বরং মুক্তি ও কল্যাণের আলো দিনের পর দিন মানুষের মধ্যে প্রদীপ্ততর হয়ে ওঠবে।

❖ সালাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম

সালাত আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম। এর সাহায্যে একজন মু'মিন অন্তত দিনে পাঁচবার আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবার এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পায়। এ কারণে সালাতকে معراج المؤمن (মু'মিনের মি'রাজ) বলা হয়।[১২২] এতে বান্দাহ তার প্রতিটি অবস্থায় এবং প্রতিটি যিকর ও দু'আর মাধ্যমে প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার সাথে গোপন আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। হাদীসে কুদসীতে সূরা ফাতিহা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন বান্দাহ সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ). قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

'সালাত (অর্থাৎ সূরাতুল ফাতিহা)কে আমি আমার এবং আমার বান্দাহর মধ্যে দুভাগে বিভক্ত করেছি। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাহর জন্য। আমার বান্দাহ যা চায়, তা তাকে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

১২২. মুল্লা আল-কারী, *আল-মিরকাত*, খ. ১, পৃ. ১৩৪
কেউ কেউ কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করে থাকেন। আমি কোনো হাদীসগ্রন্থেই এটি তাঁর বক্তব্যরূপে খোঁজে পাইনি। আমার ধারণা, এটি কোনো বুযর্গ 'আলিমের কথা হবে।

www.icsbook.info

সাল্লাম বলেন, যখন বান্দাহ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে, তখন তিনি বলেন যে, আমার বান্দাহ আমার গুণগান করেছে। আর যখন مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে, তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাহ আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে। আর যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলে, তখন তিনি বলেন, এ বিষয়টি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেই রইলো। আর বান্দাহ যা চায়, তা তাকে দেয়া হবে। আর যখন اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে, তখন তিনি বলেন, এটা আমার বান্দাহর জন্য রইলো আর আমার বান্দাহ যা চাইবে তা-ই পাবে।[১২৩]

■ সালাত থেকে সুফল পাওয়ার শর্ত

সালাতের প্রাণ হলো বিনয় ও একাগ্রতা। ইমাম গাযালী (রাহ.) বলেন, عماد الصلاة الخشوع، وحضور القلب مع القراءة، والذكر بالتفهم.-"সালাতের স্তম্ভ হলো বিনয়, একান্ত মনোনিবেশ সহকারে কোরআন তিলাওয়াত এবং গভীর উপলব্ধিসহ আল্লাহর যিকর।"[১২৪] কাজেই সালাত থেকে উপর্যুক্ত উপকারিতাসমূহ পেতে হলে পূর্ণ নিষ্ঠা, বিনয়, ভয় ও আশা, একাগ্রতা, চিন্তা-ফিকর ও ধীর-সুস্থতার সাথে তা আদায় করতে হবে। তা না হলে সালাত থেকে প্রকৃত ও যথার্থ সুফল পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা সফল মু'মিনগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (١) الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (٢)﴾-"নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে সে সব মু'মিন, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত হয়।"[১২৫] আয়াতে উল্লেখিত 'খুশূ' শব্দের অর্থ হলো- কারো সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। উল্লেখ্য যে, এরূপ অবস্থার সম্পর্ক যেমন মনের সাথে হয়ে থাকে, তেমনি দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও হয়ে থাকে। মনের খুশূ' হচ্ছে, মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমতার দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে, তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোনো জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতি সঞ্চার হয়, তার

---

১২৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আস-সালাত), হা. নংঃ ৯০৪
১২৪. গাযালী, *বিদায়াতুল হিদায়াহ,* পৃ. ১১
১২৫. আল কোরআন, সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩ : ১-২

www.icsbook.info

যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে ওঠবে। সালাতে খুশূ' বলতে মন ও দেহের এ অবস্থাটা বোঝায় এবং এটা সালাতের আসল প্রাণ। বর্ণনা করা হয় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে, সে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.- "যদি তার মনে খুশূ থাকতো, তা হলে তার দেহেও খুশূ'র সঞ্চার হতো।"[১২৬] যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা-আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, তবুও শারী'আতে এমন কিছু নিয়ম-কানূন নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, যা একদিকে মনের খুশূ' সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং অন্যদিকে মনের খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় সালাতের কর্মকাণ্ডকে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এ নিয়ম-কানূনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, সালাত আদায়রত ব্যক্তি যেন ডানে-বামে না ফিরে এবং মাথা ওঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়। সালাতের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়িয নয়। সাজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সাজদার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভঙ্গিতে খাড়া হওয়া, জোরে জোরে আড়মোড়া ভাঙ্গা ও ঢেকুর তোলাও সালাতের মধ্যে বে-আদবী হিসেবে গণ্য। তাড়াহুড়া করে টপাটপ সালাত পড়ে নেওয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হলো, সালাতের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ, সাজদাহ, কিয়াম ও জালসাহ

---

১২৬. এ হাদীসটি সাইয়্যিদুনা 'আলী (রা.) ও আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত রয়েছে। (সুলামী, আবূ 'আবদির রাহমান, *আদাবুস সুহবাত*, পৃ. ১২৩, হা. নং: ২০৬; আল-হাকীম আত-তিরমিযী, *নাওয়াদিরুল উসূল*, খ. ৩, পৃ. ৩১০; 'আলাউদ্দীন আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল*, খ. ৮, পৃ. ১৯৭, হা. নং: ২২৫৩০) এ রিওয়ায়াত দুটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।
তবে বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা.) থেকে এ জাতীয় বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ*, হা.নং: ১১৮৮; আবূ নাসর আল-মারওয়াযী, *তা'যীম কাদরিস সালাত*, খ. ১, পৃ. ১৯৪, হা. নং: ১৫০, ১৫১; *'আবদুর রাযযাক*, আল-মুসান্নাফ, [অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: আল-'আবসু ফিস সালাত], হা. নং: ৩৩০৮) উল্লেখ্য যে, হাদীসের উপর্যুক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্যরূপে সুপ্রমাণিত নয়; তবে এটা যে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা.) প্রমুখের বক্তব্য- তা অধিকতর বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত।

www.icsbook.info

প্রভৃতি যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয়, ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে সালাতের মধ্যে জেনে-বোঝে সালাতের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকতে হবে, সালাতের সময় তার মন যেন আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে। এ সময়ের মধ্যে মনে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তা-ভাবনা এসে যায়, তা হলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে, তখনই তার মনোযোগ সে দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় সালাতের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَالْقَلْبُ سَاهٍ.- "গাফিল অন্তর নিয়ে (অর্থাৎ একান্ত মনঃসংযোগ ব্যতীত) সারা রাত জেগে নামায পড়ার চেয়ে চিন্তা-ভাবনার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ দু রাক'আত নামায পড়াই উত্তম।"[১২৭] বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন, كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع .- "যে সালাতের মধ্যে অন্তর উপস্থিত থাকবে না, সে সালাত দ্রুত শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।"[১২৮] বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত আদায় করতেন, তখন তিনি মনে মনে এভাবে কাঁদতেন যে, তাঁর বক্ষদেশ টগবগ করতো। মুতাররিফ (রা.) তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ/ لِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَغْنِي يَبْكِي.

একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় তাঁর বক্ষদেশ টগবগ করছিল

---

১২৭. ইবনু মুবারাক, *আয-যুহদ ওয়ার রাকা'য়িক,* খ. ১, পৃ. ৩০৫, খ. ৩, পৃ. ১৮৩ [হা. নং: ২৮৯, ১১৩৪]; মারওয়াযী, *মুখতাসারু কিয়ামিল লায়ল,* পৃ. ২১৫; আবুশ শাইখ আল-ইস্পাহানী, *আল-'আযমাতু,* হা. নং ৪৩

১২৮. গাযালী, *ইহয়া..,* খ. ১, পৃ. ১৫৭ ও *বিদায়াতুল হিদায়াহ,* পৃ. ১১; আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব,* খ. ২, পৃ. ১৬০

www.icsbook.info

যেমন রান্না করার সময় ডেক বা হাঁড়ি টগবগ করে থাকে। অর্থাৎ তিনি কাঁদতেছিলেন।[১২৯]

সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সালাত আদায়ের জন্য তৈরি হতেন, তখন তাঁর দেহে কম্পন শুরু হয়ে যেতো।[১৩০] বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি বিশিষ্ট যাহিদ হাতিম আল-আসাম্ম [মৃ.২৩৭ হি.] (রাহ.)-এর নিকট তাঁর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন,

যখন সালাতের সময় হয়, তখন আমি একটি যাহিরী ওযু করি এবং একটি বাতিনী ওযু করি। পানি দ্বারা যাহিরী ওযু করি এবং তাওবাহ দ্বারা বাতিনী ওযু করি। অতঃপর মাসজিদে গিয়ে এমনিভাবে সালাতে দাঁড়াই যেন, কা'বাগৃহ আমার সামনে, ডানে জান্নাত, বাঁয়ে জাহান্নাম। আমি যেন পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এবং মালাকুল মাওত আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকবীর বলি, আদবের সাথে দণ্ডায়মান হই, মর্যাদার সাথে কোরআন পাঠ করি, অত্যন্ত ভয় ও বিনয়ের সাথে রুকূ' ও সাজদা করি। অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসে তাশাহহুদ পাঠ করি এবং কৃতজ্ঞতার সাথে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করি।[১৩১]

ঘ.২. যাকাত

'যাকাত' ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি মৌলিক ভিত্তি। ঈমানের পর সালাত, আর সালাতের পরেই যাকাত হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন। 'যাকাত' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থই হলো- পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, উন্নয়ন সাধন ও বৃদ্ধি লাভ। এটি দাতাকে পাপ ও নাফসের কৃপণতা থেকে পবিত্র করে। ধনের কিয়দংশ বিতরণের সাহায্যে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ পবিত্র হয়। তদুপরি যাকাত ধন-সম্পদে বারকাত ও বৃদ্ধির কারণ। শারী'আতের পরিভাষায় দরিদ্র ও অভাবীদেরকে ধনীদের বছর শেষে দেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের স্বত্ব অর্পণ করাকে যাকাত বলা হয়।

---

১২৯. নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ সিফাতুস সালাত), হা. নং: ১২১৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৬৩১৭, ১৬৩২৬
ছাবিত (রা.) তাঁর পিতা থেকেও এরূপ একটি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, [কিতাবঃ আল-ইমামাহ], হা. নং: ৯৭১)

১৩০. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ১৬১

১৩১. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ.১৬১

www.icsbook.info

যাকাত ইসলামের একটি বাধ্যতামূলক অতি গুরুত্বপূর্ণ ফারয। কোরআন মাজীদের বত্রিশ জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে আটাশ জায়গায় সালাত ও যাকাতের কথা একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো- সালাত যেমন 'ইবাদাত, তেমনি যাকাতও 'ইবাদাত। সালাত হলো সরাসরি আল্লাহর 'ইবাদাত আর যাকাত হলো জনসেবার মাধ্যমে আল্লাহর 'ইবাদাত। বস্তুত ইসলামে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সুযোগই নেই। ইসলামে যাকাত এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম খালীফা সাইয়িদুনা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। খালীফা তাদেরকে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমতুল্য মনে করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যারা যাকাত দিতো, তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি ছাগলের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবো। তিনি আরো বললেন, وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. "- আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো।"[১৩২]

যাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আত্মিক বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। যাকাতের নৈতিক ও আত্মিক উপকারিতাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. যাকাতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ হয়

লোভ ও কৃপণতা মানুষের নাফসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ দুটি হচ্ছে নাফসের সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট স্বভাব, কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় জোরালো ভাষায় এ সবের নিন্দা করা হয়েছে। কৃপণ ও লোভী ব্যক্তিরা যাকাত দিতে পারে না। লোভ ও কৃপণতা তাদের অন্তরাত্মাকে সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত করে দেয়। পক্ষান্তরে যাকাত মানুষের এ অনুদার মনোভাবকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, আর তার অন্তরকে করে দেয় সুপ্রশস্ত ও মহান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ. -"সে ব্যক্তি মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, যে যাকাত

১৩২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যাকাত), হা. নং: ১৩৩৫, ৬৫২৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ১৩৩

www.icsbook.info

আদায় করে, অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করে এবং বিপদাপদে লোকদের সাহায্য করে।"[১৩৩] উল্লেখ্য, যে সব ব্যক্তি কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারবে, তারাই সফলকাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾- "এবং ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"[১৩৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.- "তোমরা মনের কার্পণ্য থেকে বেঁচে থেকো। কেননা এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"[১৩৫] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا.-"মনের কার্পণ্য ও ঈমান কখনো কোনো বান্দার অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।"[১৩৬]

বস্তুত যাকাতের ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-সম্পদের মধ্যেই সাধিত হয় না; বরং যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾- " তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। আর এর সাহায্যে আপনি তাদেরকে পূত-পবিত্র করে দিন।"[১৩৭]

খ. যাকাতের মাধ্যমে রূহানী শক্তি বৃদ্ধি হয়

পাশবিকতা রূহানী অশান্তির মূল কারণ, আর বদান্যতা হচ্ছে সকল পাশবিক গুণের বিপরীত। যাকাত মানুষের ভেতরের পাশবিকতাকে অবদমিত করে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ও রূহানী শক্তির প্রাধান্য ঘটায়। যাকাতদাতাদের মনে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা সবসময় জাগরূক থাকে। তারা একমাত্র ধর্মীয় অনুভূতি নিয়েই স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বীয় সম্পদের হিসাব-নিকাশ করে শারী'আত নির্ধারিত খাতে যাকাত প্রদান করে থাকে।

---

১৩৩. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৪০৯৬; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৭৪: আল-জূদ..), হা. নং: ১০৩৪৮

১৩৪. আল কোরআন, সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১৬

১৩৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ৬৭৪১

১৩৬. নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-জিহাদ), হা. নং: ৩১১০; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ৩২৫১; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৯৬৯৩
হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহ ও দা'ঈফু সুনানিন নাসা'ঈ*, খ.৭, পৃ. ১৮২)

১৩৭. আল কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১০৩

www.icsbook.info

গ. যাকাত উন্নত ও পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে

যাকাত ব্যবস্থা ইসলামী সমাজকে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, মনের কঠিনতা ও শোষণ করার সূক্ষ্ম প্রবণতা থেকে পবিত্র করে। উপরন্তু, যাকাতের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা, ত্যাগ, দয়া-দাক্ষিণ্য, নিষ্ঠা, শুভাকাঙ্খা ও সহযোগিতার পবিত্র প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং সেগুলো বিকশিত হয়।

ঘ.৩. সাওম (রোযা)

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে রোযা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। এ রোযা সাইয়িদুনা আদাম 'আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সর্বকালে ও সর্বধর্মে প্রচলিত ছিল। তবে ইসলামেই অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য একমাস রোযা ফারয করা হয়েছে। সমস্ত 'ইবাদাতের মধ্যে রোযার একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তা হলো- অন্য 'ইবাদাতের মধ্যে কিছু না কিছু রিয়া বা লৌকিকতার অবকাশ থাকে। কিন্তু রোযা এমন একটি 'ইবাদাত, যেখানে রিয়ার সামান্যতম সুযোগ নেই। এটি এমন একটি গোপনীয় 'আমাল, যেখানে আল্লাহ ব্যতীত কারো কোনো অংশ নেই। এ কারণেই হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

> বান্দাহ একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পানাহার পরিত্যাগ করেছে। তাই যেহেতু সে শুধু আমার জন্যই রোযা রাখে, কাজেই আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।[১৩৮]

যদি কারো মনে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ভয় না থাকে, তবে সে অতি সহজেই পানাহার করেও মানুষকে দেখাতে পারবে যে, সে রোযাদার। পক্ষান্তরে সারা দিন রোযা রাখার ফলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রচণ্ডতা যখন বৃদ্ধি পায় এবং স্বীয় গৃহে নানাবিধ খাদ্য ও পানীয় মজুদ থাকা সত্ত্বেও তখন রোযাদার একমাত্র আল্লাহর ভয়ে তা গ্রহণ করেন না। কারণ, তিনি এটা বিশ্বাস করেন যে, অন্য কেউ না দেখলেও আল্লাহ সব কিছু দেখেন। কাজে রোযার মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ ব্যতীত কারো বোঝবার সাধ্য নেই। এ কারণেই অনেকেই

---

১৩৮. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, হা. নং: ১১০০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৯৯৯৯

www.icsbook.info

'রোযাকে ঈমানের এক চতুর্থাংশ'ও বলেছেন।[১৩৯] কারণ, রোযার মধ্যে মানুষকে দেখানোর কিছুই নেই। সবর, ইখলাস ও আন্তরিকতা ছাড়া কেউ রোযা রাখতে পারে না।

❖ সাওম আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ

রামাদানের সিয়াম সাধনা বস্তুত মানুষকে আলোকিত ও আদর্শ চরিত্রবান মানুষ রূপে গড়ে তোলার একটা দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ। এর উদ্দেশ্য হলো- প্রকৃত তাকওয়া অর্জন, আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। রামাদান শব্দের অর্থও দাহন বা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া।[১৪০] এখন প্রশ্ন হতে পারে, কিসের দাহন? মানব জীবনে প্রবৃত্তির দাহন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে দুটি স্বভাবগত বিষয় রয়েছে। এক. প্রবৃত্তি ও দুই. বিবেক-বুদ্ধি। বিবেক-বুদ্ধি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সততা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা সৃষ্টিতে এবং সমাজ জীবনে সংহতি, ঐক্য, প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি মানুষকে অসংযত, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খলে পরিণত করে। কখনো এর অসংযত আচরণের ফলে মানুষ পশুত্বের চরম নিম্নস্তরে নেমে যায়। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। এ জন্য এ সব অসৎ গুণ ও স্বভাবকে দাহন করে নাফসকে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সিয়ামের প্রবর্তন করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমারদের ওপর রোযা ফারয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফারয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।[১৪১]

---

১৩৯. যারকানী, *শারহুল মুওয়াত্তা*, খ. ২, পৃ. ২০৪; মুনাভী, *ফায়দুল কাদীর*, খ. ৪, পৃ. ৩৩০

১৪০. 'রামাদান' শব্দটি 'রামাদ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'রামাদ' অর্থ হলো- প্রচণ্ড গরম; বালি, পাথর ইত্যাদির ওপর সূর্যের পতিত কড়া তাপ। বলা হয় যে, رَمِضَ الرجلُ অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে তার পদযুগল জ্বলে গেলো। (ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, খ. ৭, পৃ. ১৬০)

১৪১. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১২৩

www.icsbook.info

তাকওয়ার প্রকৃত অর্থ হলো- সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।[১৪২] মানুষের মধ্যে যে সহজাত পাপপ্রবণতা রয়েছে রোযা মানুষকে এ পাপপ্রবণতা থেকে বিরত থাকতে শেখায়। একজন সত্যিকার রোযা পালনকারী কখনো অযথা ও বেহুদা কথা বলবে না, কখনো কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে রোযা কেবল সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকার নামই নয়; বরং রোযা তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে, যখন রোযাদার যাবতীয় অন্যায় ও অশোভনীয় কথা-কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং সৎ চরিত্রসমূহের বিকাশের প্রচেষ্টায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যদি কেউ মিথ্যা কথা, পাপকর্ম ও জাহিলী আচরণ থেকে বিরত না হয়, তবে তার পানাহার বর্জনে অর্থাৎ উপবাস পালনে আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।[১৪৩]

কারণ, আল্লাহ তা'আলা সে রোযাকেই কেবল গ্রহণ করবেন, যার বুনিয়াদ হবে অন্যায় ও পাপ বর্জন। অর্থাৎ একজন রোযাদার যেমন তার পেটকে পানাহার থেকে বিরত রাখবে, তেমনি সে তার চোখকে অবৈধ কিছু দেখা থেকে, তার কানকে গীবাত, মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথা শ্রবণ করা থেকে, তার মুখকে মিথ্যা ও বেহুদা কথা বলা থেকে এবং তার দেহকে শারী'আত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখবে। জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন,

---

১৪২. খালীফা 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয (রাহ.) তাকওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله.

"তাকওয়া দিনে রোযা রাখা ও রাত জেগে 'ইবাদাত করা এবং এ দু ধরনের 'আমালকে একত্রিত করার নাম নয়; বরং তাকওয়া হলো- আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত বিষয়গুলো ছেড়ে দেয়া এবং তাঁর নির্দেশাবলি পালন করা।" (ইবনু রাজাব, *জামি'উল 'উলুম ওয়াল হিকাম*, পৃ. ১৫৯; বাইহাকী, *আয-যুহদুল কাবীর*, খ. ২, পৃ. ৪৮০, হা. নং: ৯৭৪)

১৪৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৭১০; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সিয়াম),হা. নং: ১৬৮৯; আহমাদ,*আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১০৫৬২

www.icsbook.info

إذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ ،وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ ، وَلاَ تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.

> যখন তুমি রোযা রাখবে, তখন যেন তোমার কান, চোখ ও জিহ্বাও মিথ্যাচার ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে। (অর্থাৎ তুমি কোনোরূপ অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হবে না।) অধিকন্তু, তুমি (তোমার) খাদিমকেও কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। রোযার সময় যেন তোমার চলনে-বলনে সৌম্য ও গাম্ভীর্য ভাব প্রকাশ পায়। রোযার দিনটিকে অন্যান্য দিনের মতো বানিয়ে দিও না।[১৪৪]

ইমাম গাযালী (রাহ.) বলেন,

> রোযার তিনটির স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো- সর্বসাধারণের রোযা, তা হলো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পানাহার ও যৌন কামনা থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয় স্তর হলো- বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রোযা, তা হলো চোখ, কান, জিহ্বা, হাত-পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। তৃতীয় স্তর হলো- উচুঁ স্তরের ব্যক্তিদের রোযা, এ রোযা হলো পানাহার ও কামভাব থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে চোখ, কান, জিহ্বা, হাত-পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখা এবং মনকেও যাবতীয় কুচিন্তা এবং বৈষয়িক দুশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা।[১৪৫]

বস্তুত সিয়াম সাধনা হলো নাফসের কামনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। সূফীগণের মতে, সমস্ত তারীকাত এর মধ্যে লুকায়িত।[১৪৬] শাইখ জুনাইদ আল-বাগদাদী [মৃ.২৯৭ হি.] (রাহ.) বলেছেন, "রোযা তারীকাতের অর্ধাংশ।"[১৪৭] শাইখ 'আলী আল-হাজবিরী [৪০০-৪৬৫হি.] (রাহ.) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, احْبِسْ حَوَاسَّكَ.-"তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখো।"[১৪৮] কেননা মানুষ

---

১৪৪. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৮৯৭৩; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (২৩: আস-সিয়াম), হা. নং: ৩৩৭৪

১৪৫. গাযালী, *ইহয়া*, খ. ১, পৃ. ২৩৪

১৪৬. দাতা গঞ্জে বখশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৭

১৪৭. দাতা গঞ্জে বখশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৭

১৪৮. দাতা গঞ্জে বখশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৭

www.icsbook.info

তার এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক- এর দ্বারা নেক ও পাপ কাজ করতে পারে। এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানীর জন্য সমান উপযোগী। একদিকে জ্ঞান-ও বিবেককে এবং অপরদিকে নাফসকে জৈবিক কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্তে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহারের জন্য সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে। এবার এটা মানুষের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে যে, সে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে তা জ্ঞান ও বিবেকের মাধ্যমে ব্যবহারের চেষ্টা করবে কিংবা তাকে নাফসের লাগামহীন কামনা-বাসনার ওপর ছেড়ে দেবে। সুতরাং এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সিয়াম সাধনা অপেক্ষা আর কোনো উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা নেই। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব যুবক বিয়ে করতে আর্থিকভাবে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের যৌন কামনা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.-"আর যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন কামনাকে নিবৃত্ত করবে।"[১৪৯] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে দু ধরনের চরিত্র রয়েছে। একটি হলো- মানবিক চরিত্র। অন্যটি হলো- পাশবিক চরিত্র। পাশবিক চরিত্র তাকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত ও সংযমহীন রূপে গড়ে তোলে। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হত্যা, ছিনতাই, লুটপাট ইত্যাদি চারিত্রিক স্খলনের সৃষ্টি হয়। এক ধরনের অসংযমী, উচ্ছৃংখল লোক অন্যের অধিকারে হস্ত ক্ষেপ করে এবং সীমালঙ্ঘন করে। সমাজে যাতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার ডানা বিস্তার করতে না পারে, তাই রোযার মাধ্যমে মানুষের উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখার শিক্ষা দেয়া হয়। রোযা চরম খাদ্যাবিলাসী, আরামপ্রিয় ও যৌন স্বেচ্ছাচারীকে সংযমী করে তোলে। সর্বক্ষেত্রে রোযার মাধ্যমে সবরের শিক্ষা পাওয়া যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ. -"রোযা সবরের অর্ধেক।"[১৫০]

---

১৪৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আন-নিকাহ), হা. নং: ৪৭৭৯; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব:আন-নিকাহ), হা. নং: ৩৪৬৪

১৫০. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৩৫১৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৮২৮৭; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১০: মাহাব্বাতুল্লাহ), হা. নং: ৬২২

www.icsbook.info

❖ সাওম মানবিক ও সামাজিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধন করে

পবিত্র মাহে রামাদানের সিয়াম সাধনার মধ্যে আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক দিকও রয়েছে। মাহে রামাদান মানুষের মানবিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রামাদান মাসের রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীসে মাহে রামাদানকে 'শাহরুল মুওয়াসাত' (পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস)[১৫১] বলা হয়েছে। প্রতিটি রোযাদার মু'মিন বান্দাহ রামাদান মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে গরীব-দুঃখী লোকেরা যে কতো কষ্ট অনুভব করে, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং দারিদ্র-পীড়িত অগণিত আদাম সন্তানের অনাহারক্লিষ্ট মুখ তার অন্তরে সহানুভূতি উদ্রেক করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ.-"যে ব্যক্তি রামাদান মাসে তার অধীনস্থ লোকের কাজের চাপ কমিয়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।"[১৫২] সমাজের ধনী-সামর্থ্যবান রোযাদার ব্যক্তি রোযা পালনের সাথে গরীব-দুঃখী, দুস্থ, অভাবী, অনাথ, ইয়াতীম, মিসকীন এবং কপর্দকহীন ব্যক্তিকে প্রয়োজনে অর্থ বণ্টন করে দেবে। তারা ক্ষুধার্ত হলে প্রয়োজনে সাহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করবে। এটা মাহে রামাদানে সহানুভূতি প্রদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.- "যে ব্যক্তি একজন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে এবং ওই রোযাদারের সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না।"[১৫৩] অন্য

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান। শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি দা'ঈফ। (আলবানী, *দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, পৃ. ৪৫৯, হা. নং: ৭০১)

১৫১. ইবনু খুযাইমাহ, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ১৮৮৭; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (২৩: আস-সিয়াম), হা. নং: ৩৩৩৬

১৫২. ইবনু খুযাইমাহ, *আস-সাহীহ*, হা.নং: ১৮৮৭; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (২৩: আস-সিয়াম),হা.নং: ৩৩৩৬
শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা অনুযায়ী, এ হাদীসটি দা'ঈফ। (তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, তাহকীক: শাইখ আল-আলবানী, খ. ১, পৃ. ৪৪৩, হা. নং: ১৯৬৫)

১৫৩. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সাওম), হা. নং: ৮০৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২১৬৭৬

www.icsbook.info

একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.-"আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেটভরে খাওয়াবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাউযে কাউসার থেকে এমনভাবে পান করাবেন, যাতে সে জান্নাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত (পিপাসায়) আর কষ্ট পাবে না।"[১৫৪] বিশিষ্ট তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিস ইবনু শিহাব আয-যুহরী [৫৮-১২৪ হি.] (রাহ.) কে একবার জিজ্ঞেস করা হয় যে, রামাদান মাসে কোন্ 'আমাল বেশি বেশি করা প্রয়োজন? তিনি জবাব দেন, فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ.-"কোরআন তিলাওয়াত করা ও খাবার দান করা।"[১৫৫] সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .... كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে উদার ও দানশীল ছিলেন। রামাদান মাসে তাঁর দান ও বদান্যতা এতোই বেড়ে যেতো যে, তখন তাঁর দানশীলতা প্রবল বেগে বহমান বাতাসকেও হার মানাতো।[১৫৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের বাস্তব শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রামাদান মাসে দান-সাদাকাহ ও বদান্যতার হাত বেশি করে প্রসারিত করতেন এবং এ মাসটিকে তিনি দানশীলতার ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাস হিসেবে গ্রহণ করেন।

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ। শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা অনুযায়ী, এটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহ ওয়া দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী,* খ. ২, পৃ. ৩০৭)

১৫৪. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* (২৩: আস-সিয়াম), হা. নং: ৩৩৩৬; হায়ছামী, *বুগইয়াতুল বাহিছ,* হা. নং: ৩২১
শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা অনুযায়ী, এ হাদীসটি দা'ঈফ। (তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* তাহকীক: শাইখ আল-আলবানী, খ. ১, পৃ. ৪৪৩, হা. নং: ১৯৬৫)

১৫৫. 'আবদুর রাযযাক, *ফিকহুল আদ'ইয়াতি ওয়াল আযকার,* খ. ১, পৃ. ৭২; ইবনু 'আবদিল বার্র, *আত-তামহীদ..,* খ. ৬, পৃ. ১১১

১৫৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (বাব : কাইফা কানা বাদউল ওয়াহয়ি...), হা. নং: ৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-ফাদা'য়িল), হা. নং: ৬১৪৯

www.icsbook.info

ঘ.৪. হাজ্জ

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে হাজ্জ হলো গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। প্রত্যেক সামর্থ্যবান লোকের ওপর হাজ্জ আদায় করা ফারয। হাজ্জের একটি বিশেষত্ব হলো- এটা পালন করতে বান্দাহকে দৈহিক ও আর্থিক উভয়বিধ কোরবানী স্বীকার করতে হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য 'ইবাদাত দৈহিক কিংবা আর্থিক কোরবানীর মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়। এ দিক থেকে হাজ্জ একটি শ্রেষ্ঠ 'আমাল। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, حَجٌّ مَبْرُوْرٌ -" মাবরূর হাজ্জ।"[১৫৭] উল্লেখ্য যে, 'মাবরূর' শব্দটি সাধারণত গৃহীত, মাকবূল অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে হাজ্জ সঠিক নিয়ম মেনে পালন করা হয় এবং যা পালন কালে হাজ্জসম্পাদনকারী ব্যক্তি কোনো প্রকারের পাপ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন না, অধিকন্তু হাজ্জ সম্পাদনের পর তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের চেয়ে পরবর্তী জীবন সুন্দর ও পবিত্র হয় এবং ইসলামের বিধি-নিষেধসমূহ মেনে চলার ব্যাপারে আগের তুলনায় অধিক তৎপর হন, তাকে ইসলামের পরিভাষায় হাজ্জে মাবরূর বলা হয়। বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রা.) বলেন, الحجُّ المبرورُ هو أنْ يرجعَ صاحبُه زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرةِ। -" হাজ্জ সম্পাদনকারী দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখিরাতের প্রতি অনুরাগী হয়ে প্রত্যাবর্তন করাই হল হাজ্জে মাবরূর।"[১৫৮] এ কারণেই কারো কারো মতে, কোনো ব্যক্তি হাজ্জ সম্পাদনের পর যদি সকল পাপাচার থেকে বিরত থাকেন, তা হলেই বোঝা যাবে যে, তাঁর হাজ্জে মাবরূর নসীব হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, যাঁর হজ্জের আগের জীবনের তুলনায় হাজ্জের পরের জীবন অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র হয়, বোঝতে হবে যে, তিনি হাজ্জে মাবরূর করেছেন।

---

১৫৭. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ২৫

১৫৮. কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কোরআন*, খ.২,পৃ.৪০৮; ইবনু হাজর, *ফাতহুল বারী*, খ.৫,পৃ.১৫৫

www.icsbook.info

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক 'ইবাদাতের মধ্যে ঈমান ও জিহাদের পরে হাজ্জই শ্রেষ্ঠ। এ 'ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের নানাবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। এটি দীর্ঘ সময় ধরে নাফসের কামনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং আল্লাহর নিকট নিজেকে পূর্ণ বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নিবেদন করার একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এর প্রতিটি পদক্ষেপেই চলে আত্মশুদ্ধির বাস্তব মহড়া। এখানে কোনো পাপ কিংবা খারাপ কিছু করার কোনো সুযোগই নেই। তদুপরি তা হলো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ ও তাঁর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির এক অনন্য কর্মশালা। নিম্নে আমরা হাজ্জের আত্মিক কল্যাণসমূহ আলোচনা করছি।

❖ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ঈমানের অপরিহার্য দাবি। হাজ্জ হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁর দ্বিধাহীন আনুগত্যের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। শাইখ 'আলী আল-হাজবিরী (রাহ.) বলেন, হাজ্জের মূল উদ্দেশ্যই হলো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা।[১৫৯] পবিত্র স্থানসমূহে বিচরণ, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, হাজারে আসওয়াদে চুম্বন, 'আরাফাতে ও মুযদালাফায় অবস্থান ও জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপসহ হাজ্জের সকল কর্মকাণ্ডেই সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে আল্লাহর প্রতি প্রবল আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের জীবন্ত উদাহরণ।

হাজ্জের পবিত্র ভূমিতে এসেই আল্লাহর প্রিয় নাবী ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল (আ.) তাঁদের নিজেদের জন্য ও অনাগত প্রজন্মের সন্তানদের জন্য অনুগত মুসলিম হওয়ার দু'আ করেছিলেন এভাবে,

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

হে আমাদের রাব্ব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের 'ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১৬০]

---

১৫৯. দাতা গঞ্জে বখশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

১৬০. আল কোরআন, আল-বাকারাহ, ২: ১২৮

www.icsbook.info

হাজ্জের সেই পবিত্র ভূমিসমূহে আজো তাই সম্মানিত হাজীগণের আগমন ঘটে নিরঙ্কুশ আনুগত্যের সে মহড়া দেয়ার জন্যই। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দিতে গিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গিরই সার্থক প্রতিধ্বনি করেছেন এ কথা বলে যে,

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কারো কোনো ক্ষতিও করতে পারো না এবং কারো কোনো উপকারও করতে পারো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে চুম্বন করেছেন- এটা যদি আমি না দেখতাম, তা হলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[১৬১]

হাফিয ইবনু হাজার (রাহ.) বলেন,

وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه و سلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه.

'উমার (রা.)-এর এ উক্তির মধ্য দিয়ে দীনী ব্যাপারে দ্বিধাহীন আনুগত্য এবং শারী'আতের যে সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য জানা যায় না, সে সব ক্ষেত্রেও সুন্দর অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছেন, যদি তার অন্তর্নিহিত মর্ম ও হিকমাত বোঝাও না যায়, তবুও তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে শারী'আতের একটি মহান মূলনীতি।[১৬২]

❖ নাফসকে নিয়ন্ত্রণ ও পাপ বর্জনের প্রশিক্ষণ

হাজ্জ দীর্ঘ সময় ধরে নাফসের কামনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এর প্রতিটি পদক্ষেপেই চলে আত্মশুদ্ধির বাস্তব মহড়া। এখানে কোনো পাপ কিংবা খারাপ কিছু করার কোনো সুযোগই নেই। হাজ্জের মূল উদ্দেশ্য কী, এটা শাইখ জুনাইদ আল-বাগদাদী [মৃ. ২৯৭ হি.] (রাহ.)-এর নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়।

---

১৬১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-হাজ্জ), হা. নং: ১৫২০; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-হাজ্জ), হা. নং: ৩১২৮

১৬২. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৩

www.icsbook.info

এক ব্যক্তি শাইখ জুনাইদ (রাহ.)-এর নিকট আগমন করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে উত্তর দিলো, আমি হাজ্জ করে এসেছি। শাইখ জুনাইদ (রাহ.) হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হাজ্জ করেছো?

আগন্তুক : জি হ্যাঁ, আমি হাজ্জ করেছি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): যখন তুমি হাজ্জ করার নিয়্যাতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলে, তখন কি পাপ বর্জন করার নিয়্যাত করেছিলে?

আগন্তুক : না, আমি তো এ সম্পর্কে কোনো চিন্তা করিনি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তবে তো তুমি হাজ্জ করার জন্য বাড়ি থেকে বের হওনি। আচ্ছা! হাজ্জের সফরে তুমি যে সব মানযিল অতিক্রম করেছো এবং যে সব স্থানে রাত অতিবাহিত করেছো, তখন তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মানযিল এবং সে পথের ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করার নিয়্যাত করেছিলে?

আগন্তুক : না, তা আমি করিনি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তা হলে তো তুমি না আল্লাহর ঘরের দিকে ভ্রমণ করেছো, আর না কোনো মানযিল অতিক্রম করেছো। আচ্ছা! যখন তুমি ইহরাম বাঁধার নিয়্যাত করেছো এবং প্রাত্যাহিক কাপড় দেহ থেকে ত্যাগ করেছো, তখন এর সাথে তোমার খারাপ স্বভাবও কি পরিত্যাগ করেছো?

আগন্তুক : আমি তো সে দিকে খেয়াল করিনি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তবে তো তোমার ইহরাম বাঁধাই ঠিক হয়নি। আচ্ছা! যখন তুমি 'আরাফাতে দণ্ডায়মান হয়েছিলে, তখন কি তোমার মনে এ ধারণা হয়েছিলো যে, তুমি আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান এবং তুমি তাঁকে দেখছো?

আগন্তুক : না, আমার এমন খেয়াল হয়নি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তা হলে তো তুমি যেন আরাফাতেই যাওনি। আচ্ছা! তুমি মুযদালিফায় গিয়ে তোমার কামরিপু পরিত্যাগ করেছো কি?

আগন্তুক : এ ব্যাপারে আমার কোনো খেয়ালই হয়নি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তা হলে তোমার মুযদালিফায় যাওয়াই হয়নি। আচ্ছা! তুমি কা'বা শারীফে তাওয়াফের সময় আল্লাহ্ তা'আলার অসীম সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছো কি?

আগন্তুক : না, আমি এরূপ কিছু অনুভব করিনি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তা হলে তুমি তাওয়াফই করোনি। আচ্ছা! তুমি সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করার সময় এর হাকীকাত ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছো কি?

www.icsbook.info

আগন্তুক : না, আমি এর হাকীকাত উপলব্ধি করিনি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তবে তো তোমার সা'ঈ হয়নি। আচ্ছা! কোরবানী করার সময় তুমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমার কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকার চিন্তা করেছো কি?

আগন্তুক : না, এরূপ তো করিনি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তা হলে তো তোমার কোরবানী করাই হয়নি। এখন বলো, কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তোমার অসৎ সঙ্গী ও অন্যায় কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকার চিন্তা করেছো কি?

আগন্তুক : না, এরূপ চিন্তা করিনি।

শাইখ জুনাইদ (রাহ.): তবে তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ করাই হয়নি। তুমি ফিরে যাও এবং সমস্ত শর্ত মেনে হাজ্জ সম্পন্ন করে মাকামে ইব্রাহীম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছো, যে মাকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ﴾-"ইব্রাহীম (আ.) তাঁর রাব্বের কৃতজ্ঞতার হক আদায় করেছেন।" (৫৩:৩৭)[১৬৩]

❖ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি

হাজ্জ হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের এক অনন্য কর্মশালা। হাজী ইহরাম বাঁধার সময় থেকেই এ নৈকট্য লাভের এক উর্বর পরিবেশ উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করে। সে ইহরামের সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিধানের মধ্য দিয়ে বাহ্যিকভাবে আড়ম্বরহীন একান্ত আল্লাহ প্রেমিক বান্দাহ হিসেবে নিজেকে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে পেশ করে। এটি তাকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শেখায়। এ সময় সে সমগ্র দুনিয়ার প্রাপ্তি প্রত্যাশার চাইতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যকেই আরাধ্য জ্ঞান লাভ করে এবং তাঁর কণ্ঠে বারংবার অনুরণিত হয় -

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

---

১৬৩. দাতা গঞ্জে বখশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩-৪

www.icsbook.info

আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোনো অংশীদার নেই। আমি উপস্থিত, নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নি'মাত এবং রাজত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।

মূলত আল্লাহর নিকট উপস্থিতির এই অন্তর নিংড়ানো ঘোষণা একজন হাজ্জ পালনকারীর মহান রাব্বের নিকট পৌঁছানোর অনুভূতিকে শাণিত করে। সে তখন মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে, সে যেন লা-শারীক মহামহিয়ান এক অসীম সাম্রাজ্যের মালিক ও তার স্রষ্টার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার রাব্বের নৈকট্যের অনাবিল ঝর্ণাধারায় সে অবগাহন করে ধন্য হচ্ছে। একজন বান্দাহর এর চেয়ে আর বড় কল্যাণ প্রাপ্তির কোনো কিছু থাকতে পারে কি?

❖ আখিরাতের অনুভূতি শাণিতকরণ

হাজ্জ আখিরাতমুখী জীবনগড়ার বাস্তব শিক্ষা গ্রহণের একটি কর্মশালাও। কাফনের মতো সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিধান করে খালি মাথায় যখন একজন হাজী ইহরাম বাঁধে, তখন সে সরাসরি মৃত্যু ও তৎপরবর্তী জীবনকে উপলব্ধি করার এক মোক্ষম সুযোগ লাভ করে। একজন মৃত ব্যক্তি যেমন কোনো কিছুই করতে পারে না, ইহরাম অবস্থায় একজন হাজীরও ঠিক তেমনি কিছু করার থাকে না। কোনো পোকামাকড় তাকে কামড়ালেও তাকে মারার কোনো সামান্য অধিকারও নেই। উস্কোখুস্কো চুলটিও বিন্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই। শরীর থেকে কোনো পশমটি পর্যন্ত খসানো তার জন্য বৈধ বলে স্বীকৃত নয়। সে যেন একজন মৃত মানুষ। তদুপরি 'আরাফাতে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি একজন হাজীকে কিয়ামাতের ময়দানের পরিবেশকেই বাস্ত বভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। মোটকথা, হাজ্জের সময় বিভিন্ন আহকামের অনুশীলন দুনিয়ার মায়াজালে আক্রান্ত নানা ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকা মানুষকে জীবনের অবশিষ্ট সময়ে আখিরাতমুখী জীবন গড়তে শেখায় এবং দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-বেদনা, প্রাপ্তি-প্রত্যাশা, গ্রহণ-বর্জন, সহজ ও কঠিন পরীক্ষায় সঠিকভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

ঘ.৫. জিহাদ

'জিহাদ' হলো মানুষের ওপর থেকে গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তির) প্রভুত্ব বিদূরিত করে কেবল মহান সার্বভৌম আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে তাগুতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তির) বিরুদ্ধে জান-মাল উৎসর্গ করে সর্বাত্মক চেষ্টা-সংগ্রাম করা। এ জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফারয ।[১৬৪] বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) একে ইসলামের পাঁচটি রুকনের পর ষষ্ঠ রুকন রূপে গণ্য করেছেন।[১৬৫] প্রত্যেকেই এ পথে পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাহিদা মাফিক নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাবে- এটাই হলো তার প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি এবং মাগফিরাত ও নাজাত লাভের একটি শ্রেষ্ঠ পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

হে সে সব লোক, যারা ঈমান এনেছো! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের নির্দেশনা দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রেহাই দেবে? তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা, যদি তোমরা বোঝে থাকো। তবেই তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা সতত প্রবহমান, (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের পবিত্র ঘরসমূহে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য। তদুপরি আরো একটি অনুগ্রহ তিনি দান করবেন, যা তোমরা

১৬৪. অনেকেই জিহাদকে 'ফারযে কিফায়াহ' বলেছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁদের কথায় 'জিহাদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যুদ্ধ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'জিহাদ' দ্বারা যদি যুদ্ধই উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নারী-পুরুষ, সক্ষম-অক্ষম নির্বিশেষে সকলের ওপর ফারয নয়। তবে আমার কথায় 'জিহাদ' দ্বারা শুধু যুদ্ধই উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যে কোনো রূপ চেষ্টা করাই উদ্দেশ্য। তা যেমন সামরিক হতে পারে, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিকও হতে পারে। জিহাদ যেমন হাতের সাহায্যে হতে পারে, তেমনি মুখ ও কলমের সাহায্যেও হতে পারে, অন্তরে পরিকল্পনা করার মাধ্যমেও হতে পারে। এরূপ জিহাদ পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবি মুতাবিক প্রত্যেকের ওপর নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী ফারয হবে। (যাফর 'আহমাদ উসমানী, *ই'লাউস সুনান*, খ., পৃ...)

৫. ইবনু রাজাব, *ফাতহুল বারী*, খ. ৩, পৃ. ৪৪

www.icsbook.info

> পছন্দ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।[১৬৬]

ইসলাম-পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মের দরবেশ ও সাধকরা আত্মশুদ্ধি, উন্নয়ন ও আল্লাহপ্রাপ্তির মহান উদ্দেশ্যে সংসার ও পার্থিব আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে লোকালয় থেকে দূরে কোথাও জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে গিয়ে কিংবা বনে-জঙ্গলে-তেপান্তরে ঘুরে ঘুরে নির্জনে একাগ্রচিত্তে সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকর, 'ইবাদাত ও ধ্যানকেই একান্ত মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহপ্রাপ্তির জন্য এ পথ আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ছিল না। এটি ছিল সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব রচিত ও নতুন উদ্ভাবিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾-"আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটা তাদের ওপর ফারয করিনি। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে।"[১৬৭]

ইসলাম একটি বিজ্ঞান ও স্বভাবসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে অতীতের সাধক ও দরবেশগণের এ নতুন উদ্ভাবিত সাধনা-পদ্ধতিকে সমর্থন করতে পারে নি; বরং ইসলাম তা সম্পূর্ণরূপে রহিত ঘোষণা করেছে এবং এর পরিবর্তে তাগুতের বিরুদ্ধে জান-মাল উৎসর্গ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক অভিযানে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এক গুহার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে কিছু পানি রয়েছে। তখন সে মনে মনে ভাবলো, ঐ গুহাতে সে অবস্থান করবে এবং সেখানে যে পানি রয়েছে এবং আশেপাশে যে সবজি রয়েছে তা সে ভক্ষণ করবে। এভাবে সে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর সে মনে মনে বললো, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছি, তাঁকে কথাটি বলবো। যদি তিনি অনুমতি দেন তো ভালো, তা-ই করবো। অন্যথায় তা করবো না। এরপর লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে তার মনের ইচ্ছার কথা তাঁকে প্রকাশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে জবাব দিলেন,

---

১৬৬. আল কোরআন, সূরা আস্-সাফ, ৬১: ১০
জিহাদের ফাযীলাত ও গুরুত্বের ওপর কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

১৬৭. আলকোরআন, সূরা আল হাদীদ, ৫৭: ২৭

www.icsbook.info

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِّينَ سَنَةً.

আমি ইয়াহুদী ধর্মদর্শন এবং খ্রিস্টান ধর্মদর্শন যোগে প্রেরিত হইনি। আমি প্রেরিত হয়েছি এক সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত উদারনৈতিক জীবনব্যবস্থা নিয়ে। সে যাতের কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে! আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়িত একটি সকাল বা একটি বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু থেকেই উত্তম। যুদ্ধের কাতারে তোমাদের কারো দাঁড়ানো তার ষাট বৎসরের সালাতের চেয়ে উত্তম।[১৬৮]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে 'ইবাদাতের জন্য অরণ্যে পরিভ্রমণ করতে অনুমতি দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.-"আমার উম্মাতের পরিভ্রমণ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[১৬৯]

আরো বর্ণিত রয়েছে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর সময় কয়েকজন 'আবিদ কূফার বাইরে গিয়ে একটি মাসজিদ তৈরি করেন এবং সেখানে তাঁরা একান্তে নিভৃতে 'ইবাদাত করতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: 'আমর ইবনু 'উতবাহ ও মুফাদ্দাল আল-'আজালী (রাহ.) প্রমুখ। ইবনু মাস'উদ (রা.) এ খবর পেয়ে তাঁদের কাছে যান এবং তাঁদেরকে কূফায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও তাঁদের মাসজিদটি ভেঙ্গে দেন। উপরন্তু, তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, إِمَّا أَنْ تَكُونُوا أَهْدَى مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَوْ تَكُونُوا مُتَمَسِّكِينَ بِذَنَبِ الضَّلَالَةِ.-"হয় তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের চাইতে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত অথবা তোমরা ভ্রষ্টতাকেই আঁকড়ে ধরেছো।"[১৭০]

---

১৬৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২২২৯১; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৭৮৬৮
বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ নাসির উদ্দীন আল আলবানী (রাহ.) এর মতে, হাদীসটির সনদ সাহীহ। (আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সাহীহাহ*, খ. ৬, পৃ. ৪২৩, হা. নং: ২৯২৪)

১৬৯. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-জিহাদ), হা. নং: ২৪৮৮; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আস-সিয়ার), হা. নং: ১৮৯৭৬
বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু আবী দাউদ*, খ. ৭, পৃ. ২৪৮, হা. নং: ২২৪৭)

১৭০. ইবনু রাজাব, *ফাতহুল বারী*, খ. ১, পৃ. ১০২
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, মু'আদ্দাদ (রাহ.) ও তাঁর সাথীরা নির্জনে 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কূফার লোকালয়ের বাইরে এসে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু

www.icsbook.info

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সমাজ ও লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো গুহায় বা আশ্রমে নিভৃতে 'ইবাদাত করার যে রীতি তা ইসলামে অনুমোদিত নয়; এটা অন্যান্য ধর্মের সংসারত্যাগী সাধকদের রীতি। এর পরিবর্তে ইসলাম তাঁর অনুসারীগণকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নির্দেশ দান করেছে। আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي.-"তোমার জিহাদ করা উচিত। কেননা জিহাদই হলো আমার উম্মাতের বৈরাগ্য-সাধনা।"[১৭১] সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান ইবনু মায'উন (রা.)-এর এক ছেলে মারা যাওয়ার পর তিনি এতোই বিমর্ষ হয়ে পড়েন যে, তিনি বাইরে যাতায়াত বন্ধ করে দেন এবং নিজের বাড়ির মধ্যে 'ইবাদাতের জন্য একটি মাসজিদ তৈরি করেন। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছার পর তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْنَا الرَّهْبَانِيَّةَ ، إِنَّمَا رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.- "উসমান! আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর বৈরাগ্য-সাধনাকে ফারয করে দেননি। আমার উম্মাতের বৈরাগ্যসাধনা হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।"[১৭২] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.-"যে ব্যক্তি মারা গেলো এ অবস্থায় যে, সে কোনো যুদ্ধই করলো না কিংবা

মাস'উদ (রা.) এ সংবাদ জানতে পেরে তাদের নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, جئت لأكسر مسجد الضرار.-"আমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মাসজিদটি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে এসেছি।" (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৬,পৃ.২০৬; ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার*, খ.২,পৃ.১২; ইবনুল জাওযী, *গারীবুল হাদীস*, খ.১,পৃ. ২৬৩; আবূ শামাহ, *আল-বা'য়িছ 'আলা ইনকারিল বিদা'*, পৃ.৬৮)

الضرار। অর্থ ফ্যাসাদ, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা। নির্জনে 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে লোকালয়ের বাইরে নির্মিত মাসজিদকে সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) مسجد الضرار। নামে অভিহিত করেন। এর কারণ, এরূপ মাসজিদ দীনের ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে।

১৭১. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ৩৬১; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ১৬৫১; কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ৭৪০

১৭২. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৭০: আস-সাবরু 'আলাল মাসা'য়িব), হা. নং: ৯৩০৪; সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীস*, হা. নং: ৩৫৮৩৭

www.icsbook.info

তার অন্তরে এরূপ কোনো ভাবনাই উদ্রেক হলো না, তবে সে নিফাকের একটি ডালের ওপর মৃত্যুবরণ করলো।"[১৭৩]

'জিহাদ' আত্মশুদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাও। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের স্বভাবের মধ্যে পরস্পর বিরোধী কিছু প্রবণতা (যেমন রাগ, কঠোরতা ও প্রতিশোধস্পৃহা এবং দয়া, সহানুভূতি, ভালোবাসা ও ক্ষমা প্রভৃতি) দান করেছেন এবং এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রও পৃথক পৃথক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন- রাগ, কঠোরতা ও প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতি প্রবণতার আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত প্রায়োগিক ক্ষেত্র হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুরা। অপর দিকে দয়া, সহানুভূতি, ভালোবাসা ও ক্ষমা প্রভৃতি প্রবণতার উপযুক্ত প্রায়োগিক ক্ষেত্র হলো আল্লাহর মু'মিন বান্দাহগণ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহদের গুণাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ -"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।"[১৭৪] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মু'মিনদের রাগ ও কঠোরতার একান্ত ক্ষেত্র হলো কাফিররা, অপর দিকে তাঁদের দয়া ও সহানুভূতির একান্ত ক্ষেত্র হলো তাঁদের মু'মিন ভাইয়েরা।

উল্লেখ্য যে, এ প্রবণতাগুলো যেহেতু মানুষের স্বভাবজাত এবং অবশ্যই প্রকাশমান, তাই এগুলো যদি স্ব স্ব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা না হয়, তা হলে এগুলো বিপরীত ক্ষেত্রে যে ব্যবহৃত হবে, তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ মু'মিনগণ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদেরকে তাঁদের রাগ, কঠোরতা ও প্রতিশোধস্পৃহা পূরণের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে না নেন, তা হলে তাঁদের এ মন্দ প্রবণতাগুলোর ক্ষেত্রে পরিণত হবে তার মু'মিন ভাইয়েরাই। এরূপ অবস্থায় মু'মিন ব্যক্তিদের নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র যেমন কলুষিত হবে, তেমনি মুসলিম সমাজেও এর অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ দেখা দেবে ভাঙ্গন, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও পরাজয়। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

---

১৭৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ইমারাহ), হা. নং: ৫০৪০; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-জিহাদ), হা. নং: ২৫০৪

১৭৪. আল কোরআন, সূরা আল-ফাত্হ, ৪৮: ২৯

www.icsbook.info

যদি তোমরা জিহাদের জন্য বের না হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[১৭৫]

অপর দিকে তাঁরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদেরকে তাঁদের রাগ, কঠোরতা ও প্রতিশোধস্পৃহা পূরণের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন, তবেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে দয়া, সহানুভূতি, ভালোবাসা ও ক্ষমা প্রভৃতি প্রবণতার চর্চা শুরু হবে এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে। এর ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সুন্দর ও নির্মল চরিত্রের বিকাশ ঘটবে, তেমনি তাঁদের সমাজেও বিরাজ করবে অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশ এবং তা উত্তরোত্তর শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিজয়ের পথে এগিয়ে চলবে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে আল্লাহর দীন পরিপূর্ণরূপে বিজয় লাভ করবে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ تَعَالَى.

আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। তখন উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত (দীর্ঘ পথ এরূপ নিরাপদে) অতিক্রম করবে যে, তার মনে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কারো কোনো ভয় থাকবে না।[১৭৬]

ঘ.৬. আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহয়ু 'আনিল মুনকার

'আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহয়ু 'আনিল মুনকার'-এর অর্থ হলো সৎ কাজের আদেশ দান করা ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা। এটা দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফারয । কেউ কেউ একে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন রূপেও গণ্য করেছেন।[১৭৭] প্রত্যেক মু'মিনই অপর মু'মিন ভাইয়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এ দায়িত্ব পালন

---

১৭৫. আল কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৩৯

১৭৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-জিহাদ), হা. নংঃ ২৬৫১; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ২১০৭০

১৭৭. উসাইমীন, *শারহু রিয়াদিস সালিহীন*, পৃ.২২৬

www.icsbook.info

করে যাবে- এটাই হলো তার প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি। অর্থাৎ একজন মু'মিনের সাফল্যের জন্য শুধু এতটুকু পদক্ষেপই যথেষ্ট নয় যে, সে শুধু নিজেই ভালো কাজ করে যাবে; বরং সে নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপ যেমন সংশোধন করবে, তেমনি তাকে তার অন্যান্য ভাইয়ের চরিত্র ও কার্যকলাপ সংশোধনের জন্যও চেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

মু'মিন নর-নারীগণ প্রত্যেকেই একে অপরের বন্ধু। তারা পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দেবে।[১৭৮]

এ বিষয়টি সূরা আল-'আসরে আরো জোরালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

কালের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে নির্দেশ দেয় সত্যের এবং নির্দেশ দেয় সবরের।[১৭৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো অন্যায় কর্ম হতে দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে) পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে তা করতে অক্ষম হয়, তবে সে মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে। যদি সে তাও না পারে, তা হলে সে অন্তত তা কীভাবে প্রতিহত করা যায়- তা অন্তর দ্বারা চিন্তা করবে। এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।[১৮০]

---

১৭৮. আল কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৭১

১৭৯. আল কোরআন, সূরা আল-'আস্‌র, ১০৩: ১-৩

১৮০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ১৮৬

www.icsbook.info

কখনো কখনো সামষ্টিকভাবেও এ দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, উম্মাতের মধ্যে সর্বসময় এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যাদের কাজই হবে লোকদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানানো, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

> আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর এ সব লোকই সফলকাম।[১৮১]

বলাই বাহুল্য, মুসলিম উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্যও এ গুরু দায়িত্ব পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

> তোমরাই হলে সর্বোত্তম দল, মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধ মনেপ্রাণে মেনে নেবে।[১৮২]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, সাফল্য, কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য নিজের সংশোধনই যথেষ্ট নয়; বরং অপরের সংশোধনের চিন্তাও জরুরী। বরঞ্চ নিজের সংশোধন যতটুকু জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ, অন্য মুসলিমের সংশোধনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করাও ঠিক ততটুকুই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের জাতিসমূহের ওপরও এ দায়িত্বটি ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তারা তা পালনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছিল। এ কারণে তারা অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

১৮১. আল কোরআন, সূরা আলি 'ইমরান, ৩: ১০৪

১৮২. আল কোরআন, সূরা আলু 'ইমরান, ৩: ১১০

www.icsbook.info

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ . كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾

বানূ ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মারইয়াম তনয় ‘ঈসা (আ.)-এর মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করতো এবং সীমা লঙ্ঘন করতো। তারা পরস্পরকে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতো না, যা তারা করতো। আর তারা যা করতো তা খুবই খারাপ ছিল।[১৮৩]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে আরো জানা যায় যে, কেবল নিজেদের ‘আমাল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তা না হলে নিজের মুক্তির পথও রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, যদিও নিজে পুরোপুরিই সৎকর্মপরায়ণ হয়।

ঙ. ঈমান ও ভক্তি সহকারে নিয়মিত কোরআন বুঝে পড়া

কোরআন তিলাওয়াত একটি শ্রেষ্ঠ ‘ইবাদাত এবং আত্মশুদ্ধির একটি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। সাইয়িদুনা নু‘মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. - “আমার উম্মাতের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ‘ইবাদাত হলো কোরআন পাঠ।”[১৮৪] অন্য একটি হাদীসে তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ أَحَدًا أُوتِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِيَ فَقَدْ اسْتَصْغَرَ مَا عَظَّمَهُ اللهُ.

যে ব্যক্তি কুর‘আন পাঠ করলো আর মনে করলো যে, অপরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু দেওয়া হয়েছে, তবে সে আল্লাহ তা‘আলা যে বিষয়কে মহিমান্বিত করেছে, তাকে তুচ্ছ মনে করলো।[১৮৫]

---

১৮৩. আল কোরআন, সূরা আল-মা’য়িদা, ৫: ৭৮-৯

১৮৪. বাইহাকী, *শু‘আবুল ঈমান*, (১৯: তা‘যীমুল কোরআন), হা. নং: ১৮৬৫; কাদা‘ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ১২৮৪
হাদীসটির সানাদ দুর্বল। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দা‘ঈফাহ...*, খ. ৬, পৃ. ২৪, হা. নং: ২৫১৫)

১৮৫. আবুল ফাদল আল-‘ইরাকী, *আল-মুগনী ‘আন হামলিল আসফার,* হা. নং: ৮৫৭
হাদীসটির সানাদ অত্যন্ত দুর্বল। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দা‘ঈফাহ...*, খ. ৪, পৃ. ২৯১, হা. নং: ১৮১১)

www.icsbook.info

তিনি অন্যত্র বলেছেন, - إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ، كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ. "মানুষের অন্তরগুলোতে মরিচা ধরে যেমন লোহায় মরিচা ধরে, যদি তাতে পানি লাগে।" জিজ্ঞেস করা হয়, يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا جِلَاؤُهَا ؟- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ মরিচা কিসে দূর হয়?" তিনি জবাব দেন, - كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. "বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ ও কোরআন মাজীদ তিলাওয়াতে।"[১৮৬]

উল্লেখ্য যে, কোরআন মাজীদ কেউ বোঝে পড়ুক বা না-বোঝে পড়ুক- উভয় অবস্থায় পাঠক প্রচুর সাওয়াব ও কল্যাণ লাভ করবে- তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, কোরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তা যদি অর্জন করতে হয়, তা হলে কোরআন বোঝতে হবে, তার নির্দেশ অনুযায়ী 'আমাল করতে হবে। তা না হলে পবিত্র কোরআন থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের যথার্থ কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করা দুরূহ হবে। সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) বলেন, لَا قِرَاءَةَ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا.- "যে পড়ার মধ্যে কোনো চিন্তা-গবেষণা নেই, তা প্রকৃত অর্থে পড়াই হয়নি।"[১৮৭] বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,

...وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول : قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا ، وقد والله أسقطه كله ، ما ترى القرآن له من خلق ولا عمل،...

... আর কোরআনের আয়াতের ওপর চিন্তা-ভাবনার অর্থই হলো তার বিধি-নিষেধ মেনে চলা। আল্লাহর কসম! কোরআনের বর্ণগুলো মুখস্থ করা হলো; কিন্তু তার বিধি-নিষেধের সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলো, এরূপ কর্মনীতি কোনোভাবেই কোরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকরের পর্যায়ে পড়বে না। এমনকি কেউ কেউ তো এরূপ কথাও বলে যে, আমি পুরো কোরআন পড়েছি। একটি অক্ষরও বাদ দেইনি। আল্লাহর কসম! সে পুরো কোরআনই বাদ দিয়েছে। কেননা তার কোনো চরিত্র ও 'আমালের মধ্যে কোরআনের কোনো নিদর্শনই তুমি দেখতে পাবে না।[১৮৮]

---

১৮৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১৯: তা'যীমুল কোরআন), হা. নং: ১৮৫৯; কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ১১৭৮
হাদীসটির সানাদ দুর্বল। (তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, তাহকীক: শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, খ. ১, পৃ. ৪৯০, হা. নং: ২১৬৮)

১৮৭. ইবনুদ দারীস, মুহাম্মাদ, *ফাদা'য়িলুল কোরআন*, হা. নং: ৬৭

১৮৮. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৫৯৮৪; আজুররী, *আখলাকু হামালাতিল কোরআন*, হা. নং: ৩২, ইবনু মুবারাক, *আয-যুহদ*, হা. নং: ৭৯৩

www.icsbook.info

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

এটি একটি বারকাতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং (তাদের) বিবেকবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।[১৮৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾-"তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, না-কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।"[১৯০]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহ.) আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা প্রাপ্তির দশটি মাধ্যমের মধ্যে সর্বপ্রথম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন, قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّدَبُّرِ، وَالتَّفَهُّمُ لِمَعَانِيهِ، وَمَا أُرِيدَ بِهِ.-"চিন্তা-ভাবনার সাথে কোরআন পড়া এবং তার মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝা।"[১৯১]

সালাফে সালিহীনের রীতি ছিল, তাঁরা কোরআন বোঝতে চেষ্টা করতেন, তার আয়াতগুলো নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ ধরনেরও ছিলেন যে, তাঁরা সারা রাত কিংবা অধিকাংশ রাত জেগে একটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন।[১৯২] সাইয়িদুনা ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন,

لَأَنْ أَقْرَأَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَالْقَارِعَةُ وَأَتَدَبَّرَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ تَهْذِيرًا.

"সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে 'ইমরান দ্রুত পড়ে শেষ করার চেয়ে সূরা আয-যিলযাল ও সূরা আল-কারি'আহ দুটি চিন্তা-ভাবনার সাথে পড়া আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।"[১৯৩]

বিশিষ্ট তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী [মৃ. ১০৮ হি.] (রাহ.)ও বলেন,

---

১৮৯. আল কোরআন, সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৯

১৯০. আল কোরআন, সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪
এ অর্থে পবিত্র কোরআনে আরো বহু আয়াত রয়েছে। (দ্র. ৭ : ৬৩; ১৮ : ৫৭; ৩৬ : ৬৯-৭০, ...)

১৯১. ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজুস সালিকীন*, খ. ৩, পৃ. ৭

১৯২. সা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কোরআন*, খ. ১, পৃ. ৪৩০

১৯৩. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ১, পৃ. ২৮৭; আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ১, পৃ. ৬১

www.icsbook.info

لأن أقرا في لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ سُوْرَةَ الزَّلْزَلَةِ وَسُوْرَةَ الْقَارِعَةِ لَا أَزِيْدُ عَلَيْهِمَا وَأَتَفكَّرُ فِيْهِمَا وَأَتَرَدَّدُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُذَّ الْقُرْآنَ هَذًّا أَوْ قَالَ أَنْثُرُهُ نَثْرًا.

রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দ্রুত কোরআন পড়ার চেয়ে কেবল সূরা আয-যিলযাল ও সূরা আল-কারি'আহ দুটি চিন্তা-ভাবনার সাথে বারংবার পড়া আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।[১৯৪]

কিন্তু এখন অবস্থা বলতে গেলে ঠিক বিপরীত। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোরআন শারীফ নিছক প্রাণহীন তিলাওয়াতের গ্রন্থেই পরিণত হয়েছে। কি 'আলিম, কি জাহিল- কোরআন বোঝে পড়ার এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করতে চায় না। কোথাও কোথাও অনেকেই (বিশেষ করে খাতমে কোরআনের দা'ওয়াত ও তারাবীহ নামাযে) দ্রুত কোরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হয়। এ রীতি সালাফে সালিহীনের অনুসৃত রীতির পরিপন্থী তো বটেই; তদুপরি তা শারী'আতে কাম্যও নয়। বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,

إِنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَرَاحِلَ وَجَعَلْتُمُ اللَّيْلَ جَمَلاً فَأَنْتُم} تَرْكَبُوْنَهُ فَتَقْطَعُوْنَ بِهِ مَرَاحِلَهُ، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَوْهُ رَسَائِلَ مِنْ رَبِّهِمْ فَكَانُوا يَتَدَبَّرُوْنَهَا بِاللَّيْلِ وَيَنْفِذُوْنَهَا بِالنَّهَارِ.

তোমরা কোরআন পাঠকে পরিণত করেছো কয়েকটি মানযিলে, আর রাতকে পরিণত করেছো উটে। তোমরা এ উটের ওপর আরোহন করে এ মানযিলগুলো অতিক্রম করো। অথচ তোমাদের পূর্ববর্তী মু'মিনগণ কোরআনকে তাঁদের রাব্বের পক্ষ থেকে বার্তা রূপে জ্ঞান করতেন। তাঁরা রাতের বেলায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন আর দিনের বেলায় তা কার্যকর করতেন।[১৯৫]

যে ব্যক্তি কোরআন শারীফ তিলাওয়াত করে; কিন্তু তা বোঝতে চেষ্টা করে না, তার অবস্থা এই রূপ যে, যেমন কোনো ভৃত্যের নিকট তার মালিকের তরফ থেকে একটি আদেশনামা আসলো। এতে কোন্ কাজ কিভাবে করতে হবে- ভৃত্যের প্রতি সেই নির্দেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভৃত্য আদেশনামাটি শিরোধার্য জ্ঞান

---

১৯৪. ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ*, পৃ. ৯৭, হা. নং: ২৮৭; ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াহ*, খ. ১, পৃ. ২০৫

১৯৫. আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ১, পৃ. ১০৭; গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ১, পৃ. ২৮৪; নাবাবী, *আত-তিবয়ানু ফী আদাবি হামালাতিল কুর'আন*, পৃ. ৫৪

www.icsbook.info

করে পড়তে বসলো, অতি মধুর কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে লাগলো এবং প্রত্যেকটি অক্ষর অতি সাবধানতার সাথে বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে লাগলো; কিন্তু এতে লিখিত আদেশগুলোর কিছুই সে বোঝলো না এবং তা পালন করলো না। পাঠক ভাইয়েরা, ভেবে দেখুন! এ রূপ ভৃত্য তার মালিকের কঠিন আক্রোশে পতিত হয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি পাওয়ার উপযোগী কি না?

উল্লেখ্য যে, কোরআন তিলাওয়াত করার সময় তা থেকে যথার্থ উপকারিতা পেতে হলে পাঠককে এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং এর জন্য তাকে কতিপয় নিয়ম ও আদাব মেনে চলতে হয়। আমরা নিম্নে এ সব নিয়ম ও আদাবের কথা তোলে ধরছি।

❖ পাক-পবিত্রতা সহকারে কোরআন পাঠ করা

কোরআন পাঠ শুরু করার আগে প্রথমে ওযু করে পবিত্র হবে। তারপর কোরআন পড়া শুরু করবে। সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَمَنْ قَرَأَهُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ فَخَمْسٌ وَّعِشْرُونَ حَسَنَةً وَمَنْ قَرَأَهُ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ فَعَشْرُ حَسَنَاتٍ.

... যে ব্যক্তি সালাত ব্যতীত ওযুর সাথে কোরআন তিলাওয়াত করে, সে ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে পঁচিশ নেকী লিখিত হয়, আর বিনা ওযুতে কোরআন পাঠ করলে প্রত্যেক অক্ষরের পরির্বতে দশ দশ নেকী লিখিত হয়।[১৯৬]

❖ পূর্ণ ঈমান ও ভক্তিসহকারে কোরআন পাঠ করা

পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম্য অন্তরে উপলব্ধি করে কায়মনে পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে কোরআন পাঠ করা উচিত। পবিত্র কোরআন আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী- এ বিশ্বাস এবং সেই আল্লাহ্ কতো বড় মহান ও শ্রেষ্ঠ- এ দু'টি বিষয় কোরআন তিলাওয়াতকারীকে সর্বাগ্রে নিজ অন্তরে দৃঢ়রূপে গেঁথে নিতে হবে এবং সেই মহান আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করা যে কতো বড় মহৎ কার্য তাও অন্তরে উত্তমরূপে গেঁথে নেবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

---

১৯৬. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ১, পৃ. ২৭৫

www.icsbook.info

জিজ্ঞেস করা হয়, أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَاءَةً ؟-"সবচেয়ে ভালো কারী কে?" তিনি জবাব দেন, مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ.-" যাকে তুমি আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় কুর'আন পাঠ করতে দেখবে।"[১৯৭] বর্ণিত আছে, 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.) কোরআন শারীফ খোলার সময় ভীত বিহ্বল চিত্তে বলতেন, هو كلام ربي، هو كلام ربي!-"এটি আমার রাব্বের বাণী, এটি আমার রাব্বের বাণী!"[১৯৮] কাজেই কোরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রথমে পূর্ণ বিনয়, নম্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বসতে হবে, তারপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সহকারে তা পাঠ করবে।

❖ ধীরে ধীরে কোরআন পাঠ করা

তারতীল সহকারে ধীরে ধীরে অর্থাৎ তাজবীদ শাস্ত্রের নিয়ম-কানূন মেনে কোরআন পাঠ করতে হবে। তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি ধীরে ধীরে ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। ইয়া'লা ইবনু মামলাক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোরআন পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি এমন কিরাআত বর্ণনা করলেন, যা ছিল স্পষ্ট এবং পৃথক পৃথক হারফে।"[১৯৯] অর্থাৎ তাঁর তিলাওয়াত ছিল ধীরে ধীরে এবং এতোটাই স্পষ্ট যে, হারফসমূহ এক একটি করে গণনা করাও সম্ভব। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী অতি দ্রুত কোরআন পড়া মাকরূহ। তাঁদের মতে, তারতীল বিহীন দু'পারা কোরআন শারীফ পড়ার চেয়ে ঐ সময়ের মধ্যে

---

১৯৭. বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৬১৩৬; 'আবদু ইবনু হুমাইদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৮০২; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, ৮৮৩৪

১৯৮. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ১, পৃ. ২৮১

১৯৯. ....وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.

(আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ১৪৬৬; নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাব: সিফাতুস সালাত), হা. নং: ১০২২; তিরমিযী, *আস-সুনান*, [কিতাব: ফাদা'য়িলুল কোরআন], হা. নং: ২৯২৩)

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ। বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি দা'ঈফ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৬, হা. নং:১৪৬৬)

www.icsbook.info

তারতীলের সাথে এক পারা পড়াই শ্রেয়।[২০০] বর্তমানে খাতমে কোরআনের দাওয়াত পড়তে অভ্যস্ত অনেককেই কোরআন পড়ার সময় এবং সচরাচর হাফিযদেরকে তারাবীহ্ নামাযের সময় অতি দ্রুত কোরআন শারীফ পড়তে দেখা যায়। আবার অনেকেই এতো দ্রুত কোরআন পড়তে পারাকেই গৌরবের কাজ বলেও মনে করেন। তাঁদের কেউ কেউ এতো দ্রুততার সাথে তিলাওয়াত করেন যে, হারফগুলোই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না এবং মুসাল্লীদের বোঝতে অসুবিধা হয়।

❖ চিন্তা-ভাবনা সহকারে কোরআন পাঠ করা

অর্থের দিকে মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে কোরআন পাঠ করতে হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন মাজীদ কেউ বোঝে পড়ুক বা না-বোঝে পড়ুক- উভয় অবস্থায় যদিও পাঠক প্রচুর সাওয়াব ও কল্যাণ লাভ করবে; কিন্তু কোরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তা যদি অর্জন করতে হয়, তা হলে চিন্তা-ভাবনা সহকারে কোরআন পাঠ করতে হবে। তা না হলে পবিত্র কোরআন থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের যথার্থ কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করা দুরূহ হবে।

---

২০০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১৩, পৃ. ২৫৪; ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ,* খ. ২, পৃ. ৪২

বর্ণিত রয়েছে যে, সাইয়্যিদুনা 'আলকামাহ (রাহ.) খুবই সুন্দর করে কোরআন পড়তে জানতেন। একবার তিনি সাইয়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর নিকট একটু দ্রুত গতিতেই কুর'আন তিলাওয়াত করলেন। তা শোনে ইবনু মাস'উদ (রা.) বললেন, فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، رَتِّلْ فَإِنَّهُ زَيْنُ الْقُرْآنِ.-"আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক! ধীর-স্থিরভাবে কোরআন পড়ো। কেননা এটাই হলো কোরআনের সৌন্দর্য।" (ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম,* খ. ১, পৃ. ৭৮)

একবার বিশিষ্ট তাবি'ঈ মুজাহিদ (রা.) থেকে দু জন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাদের একজন এক রাক'আতের মধ্যে সূরা বাকারাহ ও সূরা আলু 'ইমরান তিলাওয়াত করেন এবং অপরজন ঠিক একই সময়ের মধ্যে কেবল সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করেন। উপরন্তু, তাদের দু জনেরই রুকূ', সাজদা ও জালসা একই রূপ। এ দু'জনের মধ্যে কে উত্তম? তিনি জবাব দিলেন- তাদের মধ্যে উত্তম হলো যে ব্যক্তি কেবল সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করেছেন। এ বলে তিনি তিলাওয়াত করলেন- (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ..)-"আর আমি কোরআনকে ভাগ ভাগ করে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি তা লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন।..." [আল কোরআন, সূরা বনী ইসরা'ঈল, ১৭ : ১০৬] (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ. ১৪, পৃ. ২৬৪; আজুররী, *আখলাকু হামালাতিল কোরআন,* হা. নং: ৮৫, পৃ. ৯৬)

www.icsbook.info

❖ কেঁদে কেঁদে কোরআন তিলাওয়াত করা

কেঁদে কেঁদে কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত। সাইয়িদুনা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا.-"তোমরা কুর'আন তিলাওয়াত করো আর কাঁদো। যদি একান্তই তোমাদের কান্না না আসে, তা হলে অন্তত কাঁদতে চেষ্টা করো।"[২০১] সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> إِذَا قَرَأْتُمْ سَجْدَةَ سُبْحَانَ فَلَا تُعَجِّلُوا بِالسُّجُودِ حَتَّى تَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكِ عَيْنُ أَحَدِكُمْ فَلْيَبْكِ قَلْبُهُ.
>
> সূরা বানী ইসরা'ঈল তিলাওয়াতের সময় সাজদার স্থানে উপস্থিত হলে তাড়াতাড়ি সাজদা না করে অন্তরের মধ্যে ক্রন্দনের ভাব জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করো। ক্রন্দনের চিহ্নস্বরূপ চোখে অশ্রু না আসলেও অন্তরে ক্রন্দনের ভাব আনয়ন করো।[২০২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا/ فتحازنوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا .-"এই কোরআন ব্যথিত হৃদয়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই যখন তোমরা কোরআন তিলাওয়াত করবে, তখন তোমরা কাঁদো / চিন্তাক্লিষ্ট হও। যদি একান্তই তোমাদের কান্না না আসে, তা হলে অন্তত কাঁদতে চেষ্টা করো।"[২০৩] সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যাহ (রা.) কিছু লোককে সূরা সাজদাহ পাঠ করতে দেখলেন। এ সময় তারা আয়াতে সাজদায় পৌঁছে সাজদা করলেন। তখন সাফিয়্যাহ (রা.) তাদেরকে ডেকে বললেন, هَذَا السُّجُودُ وَالدُّعَاءُ فَأَيْنَ الْبُكَاءُ؟-"এই তো হলো সাজদা ও দু'আ! ক্রন্দন কোথায়?"[২০৪] বিশিষ্ট যাহিদ সালিহ আল-মুররী [মৃ. ১৭৩/৬ হি.] (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

২০১. আবূ 'আওয়ানাহ, *আল-মুস্তাখরাজ*, হা. নং: ৩১৪৭; কাদা'ঈ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১১০৭

২০২. যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ*, খ. ৩, পৃ. ২৭; রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ. ২১, পৃ. ২০০

২০৩. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: ইকামাতুস সালাত), হা. নং: ১৩৩৭; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আশ-শাহাদাত), হা. নং: ২১৫৮৯; আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৬৮৯; যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ*, খ. ৩, পৃ. ২৭। হাদীসটি সূত্রগতদিক থেকে দুর্বল।

২০৪. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩৬৬৮১

www.icsbook.info

ওয়া সাল্লামের নিকট কোরআন পাঠ করছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, يَا صَالِحُ، هَذِهِ الْقِرَاءَةُ فَأَيْنَ الْبُكَاءُ؟-"হে সালিহ, এই তো হলো নিরেট পঠন। ক্রন্দন কোথায়?" [২০৫]

অতএব, কোরআনের মধ্যে যে সকল শুভ সংবাদ এবং ভীতি প্রদর্শনকারী বাণী আছে, তা মনোযোগের সাথে পাঠ করবে, অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং নিজের দোষ-ক্রটির কথা স্মরণ করলে অবশ্যই অন্তরে দুঃখ-চিন্তার সঞ্চার হয়ে আপনা-আপনি কান্না আসবে।

❖ আয়াতের মর্মানুযায়ী যথাযথ কর্তব্য পালন করা

প্রত্যেক আয়াত তিলাওয়াতের সময় তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা উচিত। শাস্তি ও ভীতিপূর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করার সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে, অনুগ্রহের আয়াত পাঠকালে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে এবং সাজদার আয়াত আসলে 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদা করবে। সাইয়িদুনা হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ، وَلَا بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ تَنْزِيهٍ إِلَّا سَبَّحَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তিলাওয়াতের সময় যখনই কোনো শাস্তি ও ভীতিপূর্ণ আয়াত আসতো, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যখন কোনো অনুগ্রহের আয়াত আসতো, তখন তিনি অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন, আর যখন আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনা সংক্রান্ত কোনো আয়াত আসতো, তখন 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করতেন। [২০৬]

সর্বোপরি, কোরআনের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী 'আমাল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اِقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ.-"কোরআন পড়ো। কোরআন যা কিছু তোমাকে করতে নিষেধ করে, এ জাতীয় কিছু থেকে যদি কোরআন তোমাকে বারণ করতে না পারে, তা হলে তুমি যেন কোরআনই পাঠ করলে না।" [২০৭] অন্য

---

২০৫. গাযালী, *ইহয়া*, খ. ১, পৃ. ২৭৭; যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ*, খ. ৩, পৃ. ২৭

২০৬. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৬৬৭২, ৩৫৬৯৫; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ৩৮৩৮, ৩৮৪০

২০৭. কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ৩৯২, ৭৪১; তাবারানী, *মুসনাদুশ শামিয়ীন*, হা. নং: ১৩৪৫

www.icsbook.info

একটি হাদীসে তিনি বলেন, إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا.-"আমার উম্মাতের অধিকাংশ মুনাফিক হলো উম্মাতের কারীগণই।"[২০৮] অর্থাৎ তারা কোরআন পড়ে; কিন্তু তার মর্মানুযায়ী 'আমাল করে না।

❖ প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বেঁচে থাকা

তিলাওয়াতের সময় মনকে প্রদর্শনেচ্ছা থেকে রক্ষা করা উচিত। যদি তিলাওয়াতের সময় লোকেরা দেখবে, শোনবে এবং প্রশংসা করবে- এরূপ রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকে কিংবা অন্যের সালাতের ক্ষতি হবে মনে করলে চুপে চুপেই কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে। নিম্নস্বরে কোরআন তিলাওয়াতের ফাযীলাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.-"প্রকাশ্যে কোরআন পাঠকারী হলো প্রকাশ্যে সাদাকাহ কারীর মতো। আর গোপনে কোরআন পাঠকারী হলো গোপনে সাদাকাহ কারীর মতোই।"[২০৯] অর্থাৎ গোপনে দান করার মধ্যে যেমন প্রকাশ্য দান অপেক্ষা অধিক সাওয়াব হয়, তেমনি গোপনে কোরআন পাঠ করার মধ্যে প্রকাশ্যে পাঠ করার চাইতে অধিক সাওয়াব হয়।

কিন্তু নিজের কোরআন পাঠ যদি অন্যকে শোনাবার প্রয়োজন হয় আর এ অবস্থায় যদি লোকদেরকে দেখানোর মনোভাব না থাকে এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের সালাতের ক্ষতি না করে, তা হলে উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করতে কোনো দোষ নেই; বরং অবস্থাভেদে তা উত্তমও। কারণ, এতে নিকটবর্তী লোকেরা কোরআন শোনতে পায়। বলাই বাহুল্য, কোরআন শোনলেও যথেষ্ট সাওয়াব হয়। তদুপরি এতে স্বয়ং পাঠকেরও অনেক উপকারিতা রয়েছে। তার মন সজাগ ও সতর্ক হয়। অধিক পড়ার সাহস জন্মে, উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

হাদীসটির সানাদ দুর্বল। (আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, খ. ১, পৃ. ২২৩, হা. নং: ৮৭০)

২০৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৬৬৩৩, ৬৬৩৪, ১৭৩৬৭; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩৫৪৭৬; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৪৫: ইখলাসুল 'আমাল), হা. নং: ৬৫৫৯-৬১ হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সাহীহাহ*, খ. ২, পৃ. ২৪৯, হা. নং: ৭৫০)

২০৯. নাসাঈ, *আস-সুনান*, হা. নং: ২৫৬১; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আত-তাতাও'উ), হা. নং: ১৩৩৫

www.icsbook.info

উল্লেখ্য যে, মুখস্ত পড়া অপেক্ষা চোখে দেখে কোরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। এতে চোখও সৎকর্মে মাশগুল থাকে। বলা হয় যে, দেখে এক খাতম মুখস্ত সাত খাতমের সমান।[২১০]

❖ মধুর ও সুন্দর স্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা

মধুর ও সুন্দর স্বরে কোরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধুর স্বরে এবং বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ. -" তোমরা তোমাদের কণ্ঠগুলো দ্বারা কোরআনকে সুন্দর করে পরিবেশন করো।"[২১১] বলাই বাহুল্য, যার স্বর যত মধুর ও সুশ্রাব্য হয়, তার কোরআন তিলাওয়াত ততবেশি পরিমাণে তার নিজের এবং অন্যের অন্তরে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে।

তবে সুন্দর কণ্ঠের নামে সুর দিয়ে গানের মতো করে কোরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ ও বিদ'আত।[২১২] তদুপরি এভাবে পড়ার কারণে কোরআনের শব্দ ও অর্থের বিকৃতি ঘটলে তা হবে হারাম। সাইয়িদুনা হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> اِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ ، فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ مِنْ بَعْدِيْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالرُّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ.
>
> তোমরা 'আরবদের (কৃত্রিমতা বিবর্জিত) সুর ও কণ্ঠে কোরআন পড়ো। খবরদার! পাপিষ্ঠ ও আহলুল কিতাবদের সুর অনুকরণ করো না। আমার ইন্তিকালের পর অচিরেই এমন কিছু লোক জন্ম নেবে, যারা গান, সন্ন্যাস-কণ্ঠ ও বিলাপের মতো গলা টেনে টেনে কোরআন পড়বে। কোরআন এদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তকরণসমূহ মোহাবিষ্ট এবং তাদের অনুরক্তদের অন্তকরণসমূহও।[২১৩]

---

২১০. গাযালী, *ইহয়া*, খ. ১, পৃ. ২৭৯

২১১. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আস-সালাত), হা. নংঃ ১২৫৬; নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আস-সালাত), হা. নংঃ ১০০৫

২১২. আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ১, পৃ. ২৩১; ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৪২৮; খাদিমী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২২১

২১৩. তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নংঃ ৭৪৩০; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১৯ঃ তারকুত তা'আম্মুক ফিল কোরআন), হা. নংঃ ২৪০৬

www.icsbook.info

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, গানের সুরে কোরআন পড়া সমীচীন নয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন, قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِصِفَةِ التَّلْحِينِ الَّذِي يُشْبِهُ تَلْحِينَ الْغِنَاءِ مَكْرُوهٌ مُبْتَدَعٌ. -"গানের সুরের মতো সুর দিয়ে কোরআন পড়া মাকরূহ ও বিদ'আত।"[২১৪] ইমাম আবূ বাকর আল-আজুররী [মৃ. ৩৬০ হি.] (রাহ.) বলেন,

خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ وَلَمْ يَحِلَّ لِي الْمَقَامُ بِهَا قَدْ ابْتَدَعُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَفِي الْأَذَانِ يَعْنِي الْإِجَارَةَ وَالتَّلْحِينَ.

আমি বাগদাদ ছেড়ে চলে এসেছি। অধিকন্তু, সেখানে আমার বসবাস সুখকরও নয়। কেননা সেখানকার অধিবাসীরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, এমনকি কোরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও আযান দেয়ার ক্ষেত্রেও বিদ'আত চালু করেছে। তারা কোরআন পড়ে এবং আযান দিয়ে পারিশ্রমিক নেয় এবং সুর দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত করে ও আযান দেয়।[২১৫]

❖ পারিশ্রমিকের আশায় কোরআন তিলাওয়াত না করা

পারিশ্রমিক লাভের আশায় কোরআন তিলাওয়াত করা সমীচীন নয়। এরূপ তিলাওয়াত না 'ইবাদাতরূপে গণ্য হবে, না পাঠকারীর আত্মশুদ্ধির কোনো কাজে আসবে। বলাই বাহুল্য, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া বা খাতম করা এবং এ কাজকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হারাম ও বিদ'আত।[২১৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা কিরাম (রা.) ও সালাফে সালিহীনের মধ্যে কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়েছেন বা খাতম করেছেন এবং এ কাজকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন- এ ধরনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, যারা কোরআন পড়ে অর্থকড়ি উপার্জন করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে রুটি-রুজি অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোরআন পড়ে, সে কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার চেহারায় কেবল

---

২১৪. ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৪২৭

২১৫. ইবনুল হাজ্জ, *আল-মাদখাল*, খ. ২, পৃ. ৩৭১

২১৬. এ বিষয়ে আমি আমার *বিদ'আত ১ম খণ্ডে* বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সম্মানিত পাঠকগণকে সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

www.icsbook.info

হাড়গোড়ই অবশিষ্ট থাকবে এবং তাতে গোশত থাকবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করবেন।[২১৭]

'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এক কাহিনীকার ওয়া'ইযের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে কোরআন পড়ে বিনিময় চাচ্ছিল। এ দেখে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পড়লেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ.

যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে তার যা চাওয়ার আছে তা যেন আল্লাহর নিকটই চায়। কেননা অচিরেই এমন এক দল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কোরআন পাঠ করবে এবং মানুষের কাছে এর বিনিময় চাইবে।[২১৮]

চ. ইস্তিকামাত (সর্বপরিস্থিতিতে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকা)

ইস্তিকামাত অর্থ সর্বাবস্থায় ও সকল কাজে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকা। এটি দীনের একটি অপিরহার্য বিষয় এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। নাফস সর্বমুহূর্তে মানুষকে তার স্বভাবগত চাহিদাগুলো - ন্যায়ানুগভাবে হোক কিংবা অন্যায়ভাবে- পূরণ করতে প্রেরণা যোগায় ও তাগাদা দেয়। কাজেই এ স্বভাবগত প্রেরণা ও তাগাদা সত্ত্বেও সর্ব অবস্থায় ও সকল কাজে সত্য ও ন্যায়ের ওপর চলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এর জন্য প্রয়োজন নাফসের ওপর পূর্ণ শাসন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। তা ছাড়া মানব জীবনে

---

২১৭. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১৯: তা'যীমুল কোরআন), হা. নং: ২৩৮৪
ইবনু আবী হাতিম (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসরূপে এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। (মুনাবী, *ফায়যুল কাদীর*, খ. ৬, পৃ. ২৫৪) শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি মাওদূ' (জাল)। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দা'ঈফাহ...*, খ. ৩, পৃ. ৫৩১, হা. নং: ১৩৫৬) যতটুকু জানা যায়, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা নয়। এটা বিশিষ্ট সাহাবী যাযান (রা.)-এর উক্তি। (ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৭৮২৪; ইবনু বাত্তাল, *শারহু সাহীহিল বুখারী*, খ. ১০, পৃ. ২৮৪) পরবর্তীকালে তাঁর এ কথাকে কোনো রাবী হয়তো ভুলক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্যরূপে উল্লেখ করেন।

২১৮. তিরমিযী, *আল-জামি'*, (কিতাব: ফাদা'ইলুল কোরআন), হা. নং: ২৯১৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৯০৩৯, ১৯০৯৭
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতেও, হাদীসটি হাসান। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফুত সুনানিত তিরমিযী*, খ. ১, পৃ. ২৫৬, হা. নং: ২৯১৭)

www.icsbook.info

আল্লাহর পক্ষ থেকে বহু ধরনের পরীক্ষা হয় এবং এ সব পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কার্যত দেখতে চান যে, কে তাঁর প্রকৃত মু'মিন বান্দাহ, আর কে মিথ্যুক, কে তাঁর পূর্ণ অনুগত বান্দাহ, আর কে তাঁর অবাধ্য ও কপট দাবিদার? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সকলেই তাঁরই নিকট ফিরে যাবো।[২১৯]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ﴾

মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। অথচ আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কার্যত সত্যবাদীদের জেনে নেবেন এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরও।[২২০]

সাইয়িদুনা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করেন, يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً؟-"ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কারা সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হন?" তিনি জবাব দিলেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلَابَةٌ زِيْدَ صَلَابَةً، وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ.

সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হন নাবীগণ, তারপর তাঁদের পরবর্তী উৎকৃষ্ট লোকগণ, অতঃপর তাঁদের পরবর্তী উৎকৃষ্ট লোকগণ। বস্তুত বান্দাহকে তার দীনদারির মাত্রা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি দীনের ওপর কঠোরভাবে অটল থাকতে চাইবে, তার বিপদের কঠোরতাও বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে

---

২১৯. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১৫৫-৬

২২০. আল কোরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, ২৯: ২-৩

www.icsbook.info

যে ব্যক্তি দীন পালনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, তার বিপদের মাত্রাও সে পরিমাণে হ্রাস পাবে।[২২১]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ দুনিয়া, বিশেষ করে মু'মিনদের জন্য পরীক্ষাগার। এখানে তাদেরকে নানা দুঃখ-কষ্ট-বিপদের সম্মুখীন করা হয়। তাঁদের মধ্যে যে যতো বেশি সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকতে চাইবে, সে ততো বেশি দুঃখ-কষ্ট-বিপদের সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে সুবিধাবাদী চরিত্রের লোকেরা অধিকতর সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اَلدُّنْيَا سِجْنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ.-"দুনিয়া হলো মু'মিনের জন্য কারাগার স্বরূপ আর কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।"[২২২]

কাজেই প্রত্যেক মু'মিনের প্রতি তার ঈমানের একান্ত দাবি হলো, সে সকল পরিস্থিতিতে ও সকল কাজে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকবে এবং এ জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

অতএব, আপনি সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকুন, যেভাবে আপনাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর যারা (শিরক ও কুফর থেকে) তাওবাহ করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও যেন সত্য পথে অবিচল থাকে আর আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে না। কেননা তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন।[২২৩]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মু'মিনকেই তাঁদের সকল কাজে সর্বাবস্থায় ইস্তিকামাত অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 'ইস্তিকামাত'-এর প্রকৃত অর্থ হলো- কোনো দিকে একটু পরিমাণ না ঝুঁকে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুত এ কোনো সহজ কাজ নয়। কোনো লৌহদণ্ড বা পাথরের খাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়তো এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কতো দুষ্কর তা কোনো সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়। আয়াতে

---

২২১. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ২৯০০; দারিমী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আর-রিকাক), হা. নং: ২৭৮৩

২২২. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যুহ্দ...), হা. নং: ৭৬০৬; তিরমিযী, (কিতাব: আয-যুহদ),*আস-সুনান*, হা. নং: ২৩২৪

২২৩. আল কোরআন, সূরা হুদ, ১১: ১১২

www.icsbook.info

সর্বাবস্থায় সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হলো- 'আকাইদ, 'ইবাদাত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে-বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তিকামাতের পরিপন্থী।

দুনিয়ায় যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তিকামাত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। 'আকাইদের ক্ষেত্রে ইস্তিকামাত না থাকলে মানুষ বিদ'আত থেকে শুরু করে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন-পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, যদিও তার নিয়্যাত ভালো হোক না কেন। অনুরূপভাবে নাবী-রাসূলগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা কিংবা বাড়াবাড়ি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা এরূপ বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে।

'ইবাদাত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনোরূপ কমতি বা গাফলাতি মানুষকে যেমন ইস্তিকামাতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার নিজের পক্ষ থেকে কোনো সংযোজন বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে।

অনুরূপভাবে স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন, বিয়ে-শাদী ও সাধনা তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত মূলনীতিগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পত্তন করেছেন। এ ব্যবস্থা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই একদিকে মানুষের নৈতিক ও মানবিক বিপর্যয় ঘটবে, অপরদিকে সামাজিক বিপর্যয়ও দেখা দেবে।

সুফইয়ান ইবনু 'আবদিল্লাহ আস-সাকাফী (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে আরয করলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ

www.icsbook.info

قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন, যেন আপনার পরে আমার আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেন, قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ.- "তুমি বলো যে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর ইস্তিকামাত অবলম্বন করো।"[২২৪]

'উসমান ইবনু হাদির আল-আযদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, أَوْصِنِي.-"আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন, عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالِاسْتِقَامَةِ، اتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ.- "তাকওয়া ও ইস্তিকামাত অবলম্বন করো। (আর এর সঠিক পন্থা হলো) দীনী ব্যাপারে শারী'আতের অনুশাসন হুবহু মেনে চলো, নিজের পক্ষ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেয়ো না।"[২২৫] বস্তুতপক্ষে এ দুনিয়ায় ইস্তিকামাতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এ জন্যই দীনের বুযর্গ ব্যক্তিগণ বলেন যে, الاستقامة فوق الكرامة- "কারামাতের চেয়ে ইস্তিকামাতের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকাজে ইস্তিকামাত অবলম্বন করেন, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত নাও হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم آيَةٌ هِيَ أَشَدُّ وَلَا أَشَقُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَيْهِ.-"সম্পূর্ণ কোরআনের মধ্যে উপর্যুক্ত আয়াত (অর্থাৎ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ)-এর হুকমের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোনো হুকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়নি।"[২২৬] একবার সাহাবা কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি মুবারাকের কয়েক গাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, لَقَدْ أَسْرَعَ إِلَيْكَ الشَّيْبُ!-"আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে!" তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا.- "সূরা হুদ এবং এ জাতীয় সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করেছে।"[২২৭] সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির ওপর কঠোর

---

২২৪. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ১৬৮
২২৫. দারিমী, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ১৩৯
২২৬. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ৯, পৃ. ১০৭
২২৭. সা'ঈদ ইবনু মানছূর, *আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৩৭০

www.icsbook.info

আযাবের ঘটনাবলিও এর কারণ হতে পারে। তবে ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, "ইস্তিকামাতের নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের কারণ।"[২২৮] বিশিষ্ট সূফী শাইখ আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার আস-সিররী (রাহ.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারাত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি এ কথা বলেছেন যে, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবূ 'আলী আস-সিররী (রাহ.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, উক্ত সূরায় বর্ণিত নাবীগণের কাহিনী ও তাঁদের কাওমসমূহের ওপর আপতিত আযাবের ঘটনাবলিই কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন, . {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} : لا ولكن قوله-"না, বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ কথাটিই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।"[২২৯]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনারূপে এ জগতে শুভাগমন করেছিলেন। ইস্তিকামাতের ওপর সুদৃঢ় থাকাই ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতটুকু গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নাবী ও রাসূলগণের অন্তরে অপরিসীম আল্লাহভীতির প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তিকামাতের ওপর কায়িম থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ইস্তিকামাতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় হচ্ছে কি না? আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ইস্তিকামাতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহে তা তাঁর পূর্ণমাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মাতকে সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ উম্মাতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।[২৩০]

---

২২৮. মুহাম্মাদ আত-তাহির, *আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর*, খ. ১২, পৃ. ১৭৬

২২৯. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ৯, পৃ. ১০৭; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ. ১৬, পৃ. ৪২৪

২৩০. শফী, *মা'আরিফুল কোরআন*, পৃ. ৬৪৬

www.icsbook.info

উপর্যুক্ত আয়াতে ইস্তিকামাতের নির্দেশ দানের পর বলা হয়েছে, "সীমালঙ্ঘন করো না।" এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয়নি। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, 'আকাইদ, 'ইবাদাত, লেনদেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ।

কাজেই যে সকল মু'মিন সকল কাজে ও সর্বপরিস্থিতিতে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকতে সক্ষম হবেন, তাঁরা দুনিয়া-আখিরাতে বড়ই ভাগ্যবান ও সফলকাম এবং তাঁরাই আল্লাহ তা'আলার একান্ত প্রিয় বান্দাহ। এ জাতীয় লোকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রাব্ব হলেন আল্লাহ, অতঃপর তারা তাদের এ কথার ওপর অটল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। সেখানে তারা চিরকাল ধরে থাকবে। এটা তারা যা কর্ম করতো তারই প্রতিফল।[২৩১]

এ আয়াতে رَبُّنَا اللهُ বলে পরিপূর্ণ ঈমান, আর اسْتَقَامُوا বলে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের ওপর অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় 'আমাল করাকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যে সব লোক এ মহৎ গুণের অধিকারী হবেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওলী এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের ভয়ের কোনো কারণ নেই।

ছ. সর্বাবস্থায় ও সকল কাজে সুন্নাতের অনুসরণ

ইসলামে সুন্নাতের ইত্তিবা' অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসরণ যে কতো গুরুত্বপূর্ণ, তা সকলেই জানে এবং এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভ- সকল কিছুই নির্ভর করে সুন্নাতের অনুসরণের ওপর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২৩১. আল কোরআন, সূরা আল-আহকাফ, ৪৭: ১৩-৪

www.icsbook.info

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(হে রাসূল), আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[২৩২]

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা প্রাপ্তি সর্বতোভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের ওপরই নির্ভরশীল। এছাড়া তাঁর ভালোবাসা অর্জনের অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই। বস্তুতপক্ষে যারা আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করে কিংবা তাঁর ভালোবাসা পেতে চায়, এ আয়াতে তিনি তাঁর ভালোবাসার একটি মানদণ্ড তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করে, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবি যতোটুকু সত্য হবে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে ততোটুকু যত্নবান হবে এবং তাঁর সুন্নাতকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাসীর [৭০১-৭৭৪ হি.] (রাহ.) বলেন,

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله .

যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে না- এ আয়াতটি তাদের দাবির বিরুদ্ধে একটি অখণ্ডনীয় দলীল। বস্তুতপক্ষে তারা তাদের দাবিতে মিথ্যুক, যে যাবত না তারা তাদের সকল কথা ও কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ও শারী'আতের অনুসরণ করে।[২৩৩]

তারীকাতের বিশিষ্ট শাইখগণের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তারীকাতের তিনটি মৌলিক ভিত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম হলো- প্রত্যেকটি কথা ও কাজে রাসূলুল্লাহ

---

২৩২. আল কোরআন, সূরা আলু 'ইমরান, ৩: ৩১

২৩৩. ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ২, পৃ. ৩২

www.icsbook.info

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুকরণ। অপর দুটি হলো- হালাল ভক্ষণ এবং নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা।[২৩৪] তারীকাতের সকল শাইখই এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ বাদ দিয়ে বিলায়াতের দাবি করে, সে চরম ভণ্ড ও মিথ্যুক। বিখ্যাত বুযর্গ আবূ ইয়াযীদ আল-বিস্তামী [১৮৮-২৬১ হি.] (রাহ.) বলেন,

> لله خلق كثير يمشون على الماء، لا قيمة لهم عند الله، ولو نظرتم إلى من أعطي من الكرامات حتى يطير، فلا تغتروا به حتى تروا كيف هو عند الامر والنهي، وحفظ حدود الشريعة.
>
> **আল্লাহ**র এমন অনেক সৃষ্টি রয়েছে, যারা পানির ওপর দিয়ে চলে। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের কোনো মর্যাদা নেই। তোমরা যদি কারো কাছে অলৌকিক কার্যাবলি প্রকাশ পেতে দেখো, এমনকি যদি তাকে আকাশেও উড়তে দেখো, তবুও প্রতারিত হয়ো না, যতক্ষণ না যাচাই করে দেখবে যে, শারী'আতের আদেশ-নিষেধ কীভাবে পালন করছে, শার'ঈ সীমারেখা কতটুকু সংরক্ষণ করছে?[২৩৫]

ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯হি.] (রাহ.) বলেন, السُّنَّةُ مِثْلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ.-" সুন্নাত হলো নূহ 'আলাইহিস সালাম-এর কিস্তির মতো। যে সকল ব্যক্তি সেখানে আরোহন করেছিল, তারা মুক্তি পেয়েছিল। আর যারা সেখানে আরোহন করেনি, তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।"[২৩৬] অতএব, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের তরীতে আরোহন করবে অর্থাৎ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত হবে, আর যারা তাঁর সুন্নাতের তরীতে আরোহন করবে না অর্থাৎ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

'সুন্নাতের অনুসরণ' বলতে কী বোঝায়?-এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। এর কারণ হলো- সুন্নাত শব্দের বিভিন্ন অর্থ এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। আমি মনে করি, এখানে এ বিষয়টি পরিষ্কার করা উচিত হবে।

---

২৩৪. 'আলী মাহফূয, *আল-ইবদা'*, পৃ. ৪৬৪

২৩৫. আবূ নু'আইম, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খ. ১০, পৃ. ৪০; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ. ১৩, পৃ. ৮৮; ইবনু হাজার, *লিসানুল মীযান*, খ. ৩, পৃ. ২১৪

২৩৬. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৩৭

www.icsbook.info

সুন্নাত শব্দের বহুবিধ ব্যবহার

'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ- জীবন চরিত ও পদ্ধতি। শারী'আতের পরিভাষায় 'সুন্নাত' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা নিম্নে বক্ষ্যমাণ আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতের কয়েকটি অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনাচার ও রীতি-নীতি

পবিত্র হাদীসে যে সব জায়গায় সুন্নাতের গুরুত্ব ও অনুসরণ সম্পর্কে 'সুন্নাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সে সব জায়গায় তা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনাচার ও রীতি-নীতিকে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রচলিত ফিকহী পরিভাষার আলোকে তন্মধ্যে কোনোটি ফারয ও হতে পারে, কোনোটি ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব্বও হতে পারে।

কাজেই পবিত্র হাদীসে যেখানেই সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ইবাদাত, আচার-ব্যবহার, আদাব-আখলাক, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচার ও রীতি-নীতি অনুসরণ করা। এক কথায়, সুন্নাতের অনুসরণের অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমরা যে দীন ও শারী'আত লাভ করেছি, সে শারী'আতের পরিপূর্ণ অনুসরণ।

২. ওয়াজিবের নিচে এবং মুস্তাহাব্বের ওপরের স্তরের কাজ

সুন্নাত শব্দের ব্যবহার কখনো এমন বিষয়সমূহের ওপর হয়, যা হুকমের দিক থেকে ওয়াজিব স্তরের নিচে এবং মুস্তাহাব্ব স্তরের ওপরে। যেমন- বলা হয়, উযুতে অমুক অমুক কাজ সুন্নাত, সালাতে অমুক অমুক কাজ সুন্নাত।

৩. আদাব, শিষ্টাচার

সুন্নাত শব্দটি কখনো আদাব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়- মাসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত, মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত, পানাহারের সুন্নাত, পোশাক পরার সুন্নাত ইত্যাদি।

www.icsbook.info

উল্লেখ্য যে, এ দু প্রকারের সুন্নাত প্রথম প্রকারের সুন্নাতেরই অংশবিশেষ। এ সুন্নাতগুলোর অনুসরণ যদিও বাধ্যতামূলক নয়; কিন্তু এগুলো ইসলামের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বড়ই ভূমিকা রাখে। এ কারণে 'সুন্নাত' ও 'আদাব' নাম দেখেই সময় ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ জাতীয় 'আমালের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া কিংবা এ সবের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া বড় ধরনের ভুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আমাদের সকল কাজের আদর্শ। কাজেই আচার-আচরণ ও আদাব-আখলাকের ব্যাপারেও তাঁর আদর্শকে গুরুত্ব না দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তদুপরি সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসরণ তাঁর মাহাব্বাতের বড় 'আলামাত ও দলীল।

৪. সম্পূর্ণ নির্মোহ ও সাধারণ জীবন যাপন

সুন্নাত শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে সব কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যে কাজগুলো তিনি কখনো দুনিয়ার প্রতি চূড়ান্ত অনাসক্তিমূলক ভাব থেকেই সম্পাদন করতেন। যেমন- অতি সাধারণ পানাহার, অমসৃণ পোশাক-পরিচ্ছদ, চট বা চাটাইয়ের ওপর শয়ন ও সম্পদ জমা না রাখা প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরিউক্ত তিন প্রকারের সুন্নাতের মতো এ চতুর্থ প্রকার সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রদান করেননি। তবে কারো পক্ষে যদি নিজের শরীরে সীমাহীন ব্যাঘাত সৃষ্টি করা বা অপরের অধিকারের কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করা ব্যতীত এ প্রকার সুন্নাতের অনুসরণ করা সম্ভব হয়, তা হলে এটা নিঃসন্দেহে তার জন্য সাওয়াব ও সৌভাগ্য লাভের কারণ হবে। তবে নিজের শরীরের অত্যাবশ্যকীয় অধিকার বা অপরের অধিকারের কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করে এ প্রকার সুন্নাতের অনুসরণ করতে চেষ্টা করা শারী'আতে কাম্য নয়।

৫. অভ্যাসগত রীতি-নীতি

সুন্নাত শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাসগত রীতি-নীতির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা তিনি 'ইবাদাতরূপেও পালন করেন নি, শারী'আতের বিধান বর্ণনার জন্যও করেননি এবং শুষ্ক ও সাধারণ জীবন যাপনের রীতি হিসেবেও পালন করেননি; বরং তিনি তা একান্তই স্বভাবগত

www.icsbook.info

চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে করেছেন। যেমন- ইযার পরিধান করা, বকরী পালন করা, আরোহনের জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা, খাওয়ার ক্ষেত্রে মধু, মিষ্টি ও লাউ পছন্দ করা[২৩৭] প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, এ প্রকারের কাজগুলো সুন্নাত অনুসরণে উৎসাহ এবং সুন্নাত বর্জনে হুঁশিয়ারী সম্বলিত হাদীসসমূহের আওতা বহির্ভূত। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস অতি উত্তম অভ্যাস। অধিকন্তু, তাঁর এ জাতীয় কোনো অভ্যাসকেই ঘৃণা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এগুলো উম্মাতের জন্য একান্ত অনুসরণীয় সুন্নাত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এগুলো অনুসরণের নির্দেশ দেন নি এবং খুলাফা রাশিদূন ও মুজতাহিদ ইমামগণও এসব নিছক অভ্যাসগত কাজকে অনুসরণীয় সুন্নাতরূপে সাব্যস্ত করেননি।[২৩৮] তবে কেউ যদি কেবল মাহাব্বাতবশত তাঁর কোনো অভ্যাসগত রীতি-নীতিকেও পালন করে, তবে নিঃসন্দেহে তা সাওয়াব ও বারকাত শূন্য হবে না। অবশ্যই তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এবং তাকে সুন্নাতের অন্যান্য প্রকরণের মতো গুরুত্বারোপ করা সমীচীন হবে না।

কেউ কেউ রাত-দিন এই তালাশে লেগে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাঠি কতো বড় ছিলো? ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তি যদি কেবল মাহাব্বাতের খাতিরে এগুলো সন্ধান করে, তা হলে সে কথা ভিন্ন। তবে আশঙ্কার বিষয় হলো- কেউ কেউ কেবল এ সবের ফিকরে পড়ে থাকে এবং দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে বেখবর হয়ে যায় এবং এগুলোকেই দীনদারি ও মাহাব্বাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে।[২৩৯]

সুন্নাত নয়- এমন কাজকে সুন্নাত মনে করা

অনেকেই সুন্নাতের অনুসরণের নামে অতিরঞ্জিতও করে থাকে। তারা সুন্নাত নয়- এমন কিছু কাজকেও সুন্নাত মনে করে নেয়। অথচ যা সুন্নাত নয়, তাকে সুন্নাত মনে করা বিদ'আত। তাই এ ব্যাপারেও খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

---

২৩৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আত-তালাক), হা. নং: ৪৯৬৭; আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (অধ্যায় : আল-আত'ইমাহ, পরিচ্ছেদ: আকলুদ দুব্বা'), হা. নং: ৩৭৮৪

২৩৮. আবদুল মালেক, *তাসাওউফ: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ,* পৃ. ১২০-১২৫

২৩৯. থানবী, *মালফূযাতে হাকীমুল উম্মাত,* খ. ৫, কিস্ত ১, পৃ. ৮৯ (মালফূয : ৯৩)

www.icsbook.info

যেমন- কামীস অর্থাৎ কোর্তার কথা ধরুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পুরো উম্মাতের মধ্যে কোর্তা পরিধানের সুন্নাতটি চলে আসছে। কিন্তু হাদীস শারীফের বিশাল ভাণ্ডারের কোথাও কোনো বিশেষ প্রকারের কোর্তাকে সুন্নাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি। এ বিষয়ে কথা হলো- সমাজে যাকে কোর্তা নামে চিনে, আর তা বিজাতীয় কোনো ইউনিফর্মও নয় এবং পোশাক সম্পর্কিত শারী'আতের কোনো মূলনীতি বিরোধীও নয়, এ ধরনের যে কোনো কোর্তা দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। অতএব, কেউ যদি বলে, 'নিসফ সাক পর্যন্ত দীর্ঘ কল্লিদার কোর্তাই সুন্নাত। এ ছাড়া অন্য কোনো কোর্তা সুন্নাত নয়।' তা হলে এ ধরনের কথাবার্তা একেবারে বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে এবং এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, সুন্নাত নয় এমন জিনিসকে সুন্নাত বলাও বিদ'আত।

অনুরূপভাবে নখ কাটার কথাও উল্লেখ করা যায়। নখ কাটা সুন্নাত; কিন্তু কি নিয়মে নখ কাটতে হবে, কোন্ আঙ্গুল থেকে শুরু করে কোন আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করতে হবে- এ ব্যাপারে হাদীস সম্পূর্ণ নীরব। হয়তো উম্মাতের বুযর্গ 'আলিমগণ বিভিন্ন হিকমাতের ভিত্তিতে কোনো কোনো নিয়ম বাতলিয়েছেন, যা বৈধতার মর্যাদা রাখে বা তাকে সর্বোচ্চ 'আলিমগণের রীতি' বলা যেতে পারে। তাই বলে কোনো বিশেষ নিয়মকে সুন্নাত বলার অবকাশ নেই।

অনুরূপভাবে সূফীদের গুদড়ী পরার কথাও উল্লেখ করা যায়। গুদড়ী বহু তালিযুক্ত পুরানো মামুলী জুব্বা। অনেক সূফীর মতে, এ ধরনের কাপড় পরিধান করা সুন্নাত। বলাই বাহুল্য, আর্থিক অস্বচ্ছলতাবশত এরূপ কাপড় পরতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু একে সুন্নাত বলা বাড়াবাড়ির নামান্তর। পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী ও তাবি'ঈগণের (রা.) সুন্নাতের সারকথা হলো, যেরূপ পোশাক সহজ লভ্য, তা-ই কৃতজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ও কম দামী কাপড় জুটলে যেমন তা পরবে, তেমনি উৎকৃষ্ট পোশাক জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাকের পেছনে লেগে থাকা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি উৎকৃষ্টকে খারাপ মনে করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম [৬৯১-৭৫১হি.] (রাহ.) বলেন: একবার সাল্ত নামক এক দরবেশ পশমের জুব্বা, ইযার ও পাগড়ী পরে বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মদ ইবনু সিরীন [৩৩-১১০ হি.] (রাহ.)-এর কাছে প্রবেশ।

www.icsbook.info

করলেন। মুহাম্মদ ইবনু সিরীন (রাহ.) তাঁর এ পোশাক দেখে অত্যন্ত অপছন্দ করলেন এবং বললেন: আমার ধারণা, কিছু লোক পশমী কাপড় পরিধান করে এবং দলীল হিসেবে পেশ করে যে, সাইয়িদুনা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামও এ কাপড় পরিধান করেছিলেন।[২৪০] অথচ বিশ্বস্ত রাবীগণ আমাকে বর্ণনা করেছেন,

أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَبِسَ الْكَتَّانَ وَالصُّوفَ وَالْقُطْنَ، وسُنَّةُ نبينا أحقُّ أن تُتَّبَعَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিনেন, তুলা, কার্পাস ও পশমের কাপড়ের মধ্যে যখন যা জুটেছে তা-ই পরিধান করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতই আমাদের জন্য অধিক অনুসরণের উপযোগী।[২৪১]

আমাদের দৃঢ়ভাবেই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মনের আবেগ পূর্ণ করার নাম দীন নয়; বরং নিজের সকল আশা-আকাঙ্খা ও আবেগকে শারী'আতের আনুগত্যে নিবেদিত করার নামই হলো দীন। লোকেরা আবেগের তাড়নায় দীন মনে করে যে সকল 'আমাল করবে, তা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারী'আত ও সুন্নাতের সাথে না মিলে, তা হলে এ সকল কাজের পুরোটাই বিফলে যাবে। সুলাইমান আল-আ'মাশ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ [৪৬-৯৬ হি.] (রাহ.)কে ইমামের সালাম ফিরানো পর صلى الله على محمد لا إلهَ إلا اللهُ বলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, مَا كانَ مِنْ قَبْلِهِم يُصْنَعُ هَكذا.- "ইতঃপূর্বে এ ধরনের করা হতো না।" 'আতা ইবনুস সা'য়িব (রাহ.) থেকে বর্ণিত, বিশিষ্ট তাবি'ঈ আবুল বাখতারী [মৃ. ৮২ হি.] (রাহ.) বলেন, هَذِهِ بِدْعَةٌ. - "এটা বিদ'আত।"[২৪২] আবূ রাবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি ফাজরের দু রাক'আত সুন্নাত আদায় করার পর আরো কিছু

---

২৪০. অর্থাৎ তারা মনে করে যে, সব সময় পশমী কাপড় পরাই শ্রেয়। এ কারণে তারা সর্বদা পশমী কাপড় তালাশ করতে থাকে এবং অন্য কোনো কাপড় পরা থেকে নিজেদেরকে বারণ করে। তদুপরি তারা সর্বদা একই ধরনের পোশাক পরার জন্য সচেষ্ট থাকে, যা লঙ্ঘন করাকে তারা অন্যায় মনে করে।

২৪১. ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, খ. ১, পৃ. ৩৬

২৪২. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ১, পৃ. ৩৩৮

www.icsbook.info

(নাফল) নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। এ সময় বিশিষ্ট ফাকীহ্ তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব [১৩-৯৪ হি.] (রা.) তাঁকে এ সময় নামায পড়তে বারণ করলেন। তখন লোকটি বললো, ؟ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟-"আবূ মুহাম্মাদ! আল্লাহ কি আমাকে নামাযের জন্য শাস্তি দেবেন?" সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা.) জবাব দিলেন, لَا وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ. -"তা, অবশ্যই নয়; কিন্তু সুন্নাতের পরিপন্থী কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 'আযাব দেবেন?"[২৪৩]

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ ও আবুল বাখতারী (রাহ.) প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফাকীহ্ রাবীগণ ইমামের সালাম ফিরানোর অব্যবহিত পর صلى الله على محمد لا إله إلا الله -এর মতো যিকরকে মেনে নিতে পারলেন না। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাহ.) ফাজরের দু রাক'আত সুন্নাত আদায় করার পর অতিরিক্ত নাফল নামায পড়াকে সমর্থন করতে পারলেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ 'আমাল করার শিক্ষা দিয়ে যাননি। এগুলো ছিল নিছক তাদের আবেগতাড়িত কাজ। মোট কথা, দীন হলো শারী'আত ও সুন্নাতের অনুসরণের নাম। তাই আমাদের একান্ত দীনী কর্তব্য হলো- শুধু নিয়্যাত খালিস কিংবা মূল কাজটি ভালো- এতটুকুতেই ক্ষান্ত না হওয়া; বরং তার সাথে সাথে উক্ত কাজ সম্পর্কিত শারী'আত ও সুন্নাতের যে সকল হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা আছে, সেগুলোও যথাযথ পালন করা। বিশিষ্ট তাবি'ঈ সুফইয়ান আস-সাওরী [৯৭-১৬১ হি.] (রাহ.) বলেন,

> لايقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة .
>
> কোনো কথাই কবূল করা হবে না, যতক্ষণ না সে অনুযায়ী 'আমাল করা হয় এবং কোনো কথা ও 'আমালই ঠিক হবে না, যতক্ষণ না নিয়্যাত বিশুদ্ধ হয়। আর কোনো কথা, 'আমাল ও নিয়্যাতই ঠিক হবে না, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী পালন করা হয়।[২৪৪]

---

২৪৩. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (কিতাবঃ আস-সালাত), হা. নংঃ ৪৬২১; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ,* হা. নংঃ ৪৭৫৫

২৪৪. আহমাদ ফারীদ, *তাযকিয়াতুন নুফূস,* পৃ. ৮

www.icsbook.info

জ. সুন্দর চরিত্র ও আচরণ

আত্মশুদ্ধির কার্যত প্রতিফলিত রূপ হলো সচ্চরিত্র ও সুন্দর আচার-আচরণ। কাজেই যার আত্মা যতটা পরিশুদ্ধ ও নির্মল হবে, তার চরিত্র ও আচার-আচরণও ততটা উন্নত ও সুন্দর হবে। সৃষ্টির সেরা মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মা যেহেতু সর্বাধিক পরিশুদ্ধ এবং যে কোনোরূপ মানবীয় কদর্যতা ও খারাপ প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, তাই তাঁর চরিত্রও ছিল সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও মহান। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾-"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"[২৪৫] অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্বে যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ. -"আমি উত্তম চরিত্রসমূহকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[২৪৬] বস্তুতপক্ষে দীন, ঈমান ও সচ্চরিত্র- এগুলো পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যার অন্তর ও চরিত্র যতো বেশি সুন্দর, তার দীন ও ঈমানও ততো পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হয়, অনুরূপভাবে যে যতো বড় দীনদার ও ঈমানদার হয়, তার অন্তর ও চরিত্র ততো বেশি সুন্দর ও পবিত্র হয়। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. -"সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হলো সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সকলের চাইতে সুন্দর।"[২৪৭] এ কারণেই অনেকেই দীন ও ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে সুন্দর চরিত্রের কথা বলেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহ.) বলেন, الدِّيْنُ كُلُّهُ خُلُقٌ ، فَمَا زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّيْنِ. -"দীন পুরোটাই চরিত্র। কাজেই তোমার চরিত্র যতোটা উন্নত হবে, তোমার দীনদারীও ততোই উন্নত হবে।"[২৪৮]

উল্লেখ্য যে, সচ্চরিত্র ও সুন্দর আচরণ যেহেতু আত্মশুদ্ধির বাস্তবরূপ, তাই অনেকেই আত্মশুদ্ধি বলতে সচ্চরিত্র ও সুন্দর আচার-আচরণকেই বোঝে থাকেন। এ কারণে কোনো কোনো সূফীও তাসাউফের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে

---

২৪৫. আল কোরআন, সূরা আল-কালাম, ৬৮: ৪

২৪৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাব: তাওয়ারীখুল মুতাকাদ্দিমীন), হা. নং: ৪২২১; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আশ-শাহাদাত), হা. নং: ২১৩০১; বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৮৯৪৯

২৪৭. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সুন্নাহ), হা. নং: ৪৬৮৪; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আর-রিদা'), হা. নং: ১১৬২। ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

২৪৮. ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজুস সালিকীন*, খ. ২, পৃ. ৩০৭

www.icsbook.info

উন্নত ও মহৎ চরিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন- শাইখ আবূ বাকর আল-কাত্তানী (রাহ.) বলেন, اَلتَّصَوُّفُ خُلُقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ.-"তাসাউফ হলো সচ্চরিত্রের নাম। কাজেই যে ব্যক্তি চরিত্রের ক্ষেত্রে যতোটা অগ্রগামী হবে, সে তাসাউফের ক্ষেত্রেও ততোটা অগ্রগামী হবে।"[২৪৯] শাইখ আবুল হাসান (রাহ.) বলেন, لَيْسَ التَّصَوُّفُ رُسُومًا وَلَا عُلُومًا؛ وَلَكِنَّهُ الْأَخْلَاقُ.-"তাসাউফ কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান ও তত্ত্বের নাম নয়; বরং সচ্চরিত্রের নামই হলো তাসাউফ।"[২৫০] শাইখ আবূ হাফস আল-হাদ্দাদ আন-নাইসাপূরী (রাহ.) বলেন, اَلتَّصَوُّفُ كُلُّهُ أَدَبٌ.-"তাসাউফ সর্বতোভাবে শিষ্ট আচরণের নাম।"[২৫১]

উল্লেখ্য যে, চরিত্রের দুটি অংশ রয়েছে। একটি মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধান ও ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে এবং পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে তা পালন করে চলবে। অপর অংশটি আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্কের কারণে যে অধিকারগুলো তার ওপর অর্পিত হয়, সেগুলো পূর্ণ আন্তরিকতাসহ যথাযথভাবে পালন করে চলবে।

তা ছাড়া চরিত্রকে দুটি প্রকারে বিভক্ত করা যায়। এক. যা পালন করে চলা উচিত। এগুলোকে 'আখলাকে হামীদাহ' (সৎ গুণাবলি) বলা হয়। দুই. যা বর্জন করে চলা উচিত। এগুলোকে 'আখলাকে রাযীলা' (অসৎ গুণাবলি) বলা হয়। আত্মশুদ্ধির জন্য দুটিই জরুরী। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো আত্মাকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করার (تحلية) জন্য প্রয়োজন, আর দ্বিতীয়টি আত্মাকে পরিষ্কার ও নীরোগ করার (تخلية) জন্য প্রয়োজন। জনৈক বুযর্গ বলেন,

خواهي كه شود دل چوں آئينه　　ده چيز بيروں كن از دروں سينه

حرص واَمل وغضب ودروغ وغيبت　　بخل وحسد ورياء كبر وكينه.

যদি তুমি আত্মাকে আয়নার মতো পরিষ্কার করতে চাও, তবে আত্মা থেকে দশটি জিনিস দূর করো। এগুলো হলো, ১. লোভ-লালসা, ২. উচ্চাভিলাষ, ৩. রাগ-

২৪৯. ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজুস সালিকীন*, খ. ২, পৃ. ৩০৭
২৫০. হাজবিরী, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ৫০
২৫১. *তদেক*

www.icsbook.info

ক্রোধ, ৪. মিথ্যা বলা, ৫. গীবাত-পরনিন্দা, ৬. কার্পণ্য, ৭. হিংসা-বিদ্বেষ, ৮.প্রদর্শনেচ্ছা, ৯. অহঙ্কার ও ১০. ঘৃণা।

خواهي كه شوى بمنزل قرب مقيم   نه چيز بنفس خويش فرما تعليم

صبر وشكر وقناعت وعلم ويقين   تفويض وتوكل ورضا وتسليم.

তুমি যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাও, তবে নয়টি গুণ তোমাকে অর্জন করতে হবে। ১. ধৈর্য-সংযম, ২. শুকর, ৩. কানা'আত (অল্পে তুষ্টি), ৪. 'ইলম, ৫. ইয়াকীন (আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস), ৬. আল্লাহর প্রতি সমর্পণ, ৭. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা), ৮. আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ও ৯. আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে চলা।[২৫২]

আমরা নিম্নে এ দুপ্রকারের চরিত্রগুলো বিশদভাবে আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো, ইনশা আল্লাহ।

জ.১. আখলাকে হামীদাহ (সৎ গুণাবলি)

জ.১.১. ইখলাস

মানুষ পার্থিব স্বার্থ লাভ কিংবা প্রশংসা ও সুনাম অর্জন বা নিন্দার ভয়েও অনেক 'আমাল করে থাকে। অন্তরকে এ সব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও মুক্ত করে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই 'আমাল করাকে ইখলাস বলা হয়।[২৫৩]

---

২৫২. আহমদ শফী, *ফুয়ুযাতে আহমদিয়া*, পৃ. ৭

২৫৩. বিশিষ্ট সূফী জুনাইদ আল-বাগদাদী [মৃ. ২৯৭ হি.] (রাহ.) বলেন, تصفية العمل من الكدورات.-
"ইখলাস হলো 'আমালকে বিভিন্ন কদর্যতা থেকে মুক্ত করা।" (গাযালী, *ইহয়া*, খ. ৪, পৃ. ৩৮২)
বিশিষ্ট 'আবিদ ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ [১০৫-১৮৭ হি.] (রাহ.) বলেন,

ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

"মানুষের নিন্দার ভয়ে কোনো কাজ ত্যাগ করা 'রিয়া'র মধ্যে শামিল এবং মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য কোনো কাজ করা শিরকের নামান্তর। আর ইখলাস হলো- এ দুটি প্রান্তিক অবস্থা থেকে আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন।" (কুশাইরী, *আর-রিসালাহ*, পৃ.৯৬; গাযালী, *ইহয়া*, খ.৪,পৃ.৩৮২)
বিশিষ্ট সূফী ইয়া'কূব আল-মাকফূফ (রাহ.) বলেন, المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته.-
"মুখলিস হলো সে ব্যক্তি, যে নিজের সৎ কর্মসমূহ গোপন করে রাখে যেমন নিজের কুকর্মগুলো গোপন করে রাখে।" (গাযালী, *ইহয়া*, খ. ৪, পৃ. ৩৭৮)
বিশিষ্ট সূফী আস-সূসী (রাহ.) বলেন,

الإخلاص فقد رؤية الإخلاص فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص.

"ইখলাস হলো ইখলাসকে দেখতে না পাওয়া। কেননা যে ব্যক্তি তার ইখলাসের মধ্যে ইখলাসকে দেখতে পাবে, তার এ ইখলাসও ইখলাসের প্রতি মুখাপেক্ষী।"

www.icsbook.info

এক কথায় 'ইখলাস' বলতে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতাকে বোঝানো হয়। ইসলামের পরিভাষায় 'ইখলাস'-এর বিপরীত শব্দ হলো 'রিয়া'। এর অর্থ হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া পার্থিব স্বার্থ লাভ কিংবা সুনাম ও প্রশংসা অর্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা। 'রিয়া' ভালো কাজকেও বাতিল ও নিষ্ফল করে দেয়। এর ফলে মানুষ তার কাজের কোনো ভালো পুরষ্কার আশা তো করতেই পারে না; বরং, তার এরূপ উদ্দেশ্যের জন্য সাজাও হতে পারে।[২৫৪] আমরা এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকটি 'আমালের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো- যাহিরী অর্থাৎ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, অপরটি হলো- বাতিনী অর্থাৎ নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। 'আমালের যাহিরী দিককে যেমন শারী'আতের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা কর্তব্য, তেমনি বাতিনী দিককেও সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। ইখলাস বা নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন যথেষ্ট নয়।[২৫৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

ইমাম গাযালী (রাহ.) তাঁর এ কথা প্রসঙ্গে বলেন,

وما ذكره إشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالفعل فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب وهو من جملة الآفات.

"তাঁর এ কথার মধ্যে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আত্মকর্মপ্রীতি থেকে বিরত থাকতে হবে। (অর্থাৎ নিজের কর্মের ওপর তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না।) কেননা, ইখলাসের প্রতি তাকানো ও দৃষ্টিদানও একপ্রকার আত্মপ্রীতি। এটাও বিপদের অন্তর্ভুক্ত।" (গাযালী, *ইহয়া*, খ. ৪, পৃ. ৩৮১)

২৫৪. প্রত্যেক ধর্মেই পার্থিব স্বার্থ ও কামনা-বাসনার উর্ধ্বে ওঠে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে কর্ম করার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কর্মকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ যে কর্মে পার্থিব ফলাফলের আকাঙ্খা করা হয় না। দুই. সকাম কর্ম অর্থাৎ যে কর্মে পার্থিব ফলাফল লাভের ইচ্ছা করা হয়। গীতার মতানুসারে- সকাম কর্মের চেয়ে নিষ্কাম কর্ম অনেক শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ। এতে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।" (গীতা, ৩/১৯)
অর্থাৎ (পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি) আসক্তি ত্যাগ করে সর্বদা তুমি কর্তব্য কর্ম সমাধা করো। কারণ, অনাসক্ত কর্মের ভেতর দিয়েই শ্রেষ্ঠ ভগবদ পদ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়।

২৫৫. ইব্রাহীম ইবনুল আশ'আস (রাহ.) বলেন,

إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص إذا كان لله ، والصواب : إذا كان على السنة.

"'আমাল যদি খালিস হয়; কিন্তু তা বিশুদ্ধ না হয়, তরে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে 'আমাল যদি বিশুদ্ধ হয়; কিন্তু খালিস না হয়, তাও গ্রহণযোগ্য হবে না, যে যাবত না তা খালিস ও নিখুঁতভাবে আদায় করা হয়। আর খালিস হলো- যে 'আমাল কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে

www.icsbook.info

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

'আমালসমূহ (অর্থাৎ এগুলোর ফলাফল কিংবা বিশুদ্ধতা) একান্তই নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে কেবল তার নিয়্যাত অনুযায়ীই ফলাফল ভোগ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তির হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরাত দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে হবে অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরাত নিয়্যাত মুতাবিকই বিবেচিত হবে।[২৫৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)কে ইয়ামানের কাযী করে প্রেরণ করার সময় উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ-"তোমার দীনকে খাঁটি করো (অর্থাৎ খাঁটি নিয়্যাতে দীনের বিধি-বিধানসমূহ পালন করো), তবে অল্প 'আমালই তোমার (নাজাতের) জন্য যথেষ্ট হবে।"[২৫৭]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, একজন মু'মিনের নিকট তাঁর ঈমানের দাবি হলো, তার জীবনের প্রতিটি কাজের পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং নিয়্যাতের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে তার সকল কাজই - ছোট হোক বা বড়- আল্লাহর 'ইবাদাতে পরিণত হবে। এমনকি নিয়্যাতের বিশুদ্ধতার কারণে অনেক ছোট ও অল্প 'আমালও বড় উপকার ও কল্যাণে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক [১১৮-১৮১হি.] (রাহ.) বলেন, رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل

সম্পাদন করা হয়। আর বিশুদ্ধ হলো- যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তারীকা অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়।" (ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ইখলাসু ওয়ান নিয়্যাতু,* হা. নং: ১৯)
বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাসীর (রাহ.) বলেন,

فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة، وأن يكون خالصًا من الشرك.

"আল্লাহ তা'আলা কোনো 'আমালকে কবূল করেন না, যে যাবত না তাতে দুটি মৌলিক বিষয় পাওয়া যায়। একটি হলো- 'আমালটি শারী'আতের বিধান অনুযায়ী নিখুঁতভাবে পালিত হতে হবে। অপরটি হলো- তা শির্ক থেকে মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অংশিদারিত্ব থাকতে পারবে না।" (ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ৩, পৃ. ৪০৩)

২৫৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (বাব: কাইফা কানা বাদ'উল ওয়াহয়ি), হা. নং: ১; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ইমারাহ), হা. নং: ৫০৩৬ (মাতন সাহীহু মুসলিমের)

২৫৭. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাব: আর-রিকাক), হা. নং: ৭৮৪৪

www.icsbook.info

كبير تصغره النية.-"অনেক ছোট ছোট 'আমাল নিয়্যাতের কারণে বিশাল মর্যাদার অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে অনেক বড় বড় 'আমাল নিয়্যাতের কারণে তুচ্ছ 'আমালে পরিণত হয়।"[২৫৮]

উল্লেখ্য যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কাজই আল্লাহর 'ইবাদাতে পরিণত হতে পারে, যদি তা সঠিক পন্থায় পালন করা হয় এবং তার পেছনে সৎ উদ্দেশ্য থাকে। যেমন- কেউ খাবার খাচ্ছে, সে যদি এ নিয়্যাতে খায় যে, সে তার শরীর-স্বাস্থ্যকে উন্নত করে তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর মিশন বাস্ত বায়নে নিয়োজিত করবে, তবে তার এ খাবারও 'ইবাদাতে পরিণত হয়। পক্ষান্ত রে কোনো ব্যক্তি যদি বড় বড় 'আমালও করে; কিন্তু তার নিয়্যাত যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে তার সে 'আমালগুলো সম্পূর্ণ বিফলে যাবে। বলা হয় যে, 'আমাল হলো ঈমানের ফসল, আর ইখলাস হলো তার পানি।[২৫৯] কাজেই পানির অভাবে যেমন ফসল শুকিয়ে মারা যায়, তেমনি ইখলাসের অভাবে 'আমালও নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾- "তাঁদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে যে, তারা পূর্ণ অনুরাগ নিয়ে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করবে।"[২৬০] অর্থাৎ তারা যেন এমন খাঁটি অন্তরে আল্লাহর 'ইবাদাত করে, যাতে সেখানে অন্য কারো অংশিদারিত্ব না থাকে, এমনকি তা যেন গোপন শিরক যেমন- লোক দেখানো ও নাম-যশ লাভের মতো অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হয়। আবূ সুমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, হাওয়ারীগণ সাইয়িদুনা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, مَا الإِخْلَاصُ لِلَّهِ ؟ -"আল্লাহর প্রতি ইখলাসের অর্থ কি?" তিনি জবাব দিলেন, أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ لاَ يُحِبُّ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.-"ইখলাস হলো মানুষ 'আমাল করবে; কিন্তু সে তার এ 'আমালের জন্য কোনো মানুষের প্রশংসা পেতে চাইবে না।"[২৬১]

---

২৫৮. ইবনু রাজাব, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম*, পৃ.১৩; গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪; আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ২, পৃ. ২৬৮, ২৭৫

২৫৯. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৭৮

২৬০. আল কোরআন, সূরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮: ৫

২৬১. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩৫৩৭৫; ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ইখলাসু ওয়ান নিয়্যাতু*, হা. নং:১

www.icsbook.info

বলাই বাহুল্য, ঘরের অভ্যন্তরে বা নিভৃতে বসে যারা আল্লাহর 'ইবাদাত করে, হয়তো তাদের জন্য ইখলাসের গুণ অর্জন করা অধিকতর সহজ; কিন্তু যারা ব্যক্তি সংশোধন, জনসেবা ও সমাজ গঠনমূলক কাজ করে, তাদের পক্ষে ইখলাসের গুণ অর্জন করা এবং তাদের প্রতিটি 'আমালকে পার্থিব স্বার্থ লাভ কিংবা সুনাম ও প্রশংসা অর্জনের চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।[২৬২] এ জন্য কঠোর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সামান্যতম গাফলাতিও পার্থিব চিন্তা অনুপ্রবেশের পথ তৈরি করতে পারে।

অন্তরে ইখলাস জাগ্রত করার উপায়

- **অন্তরে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের ধারণা বদ্ধমূল রাখা**

  কোরআনের ১১২ নং সূরায় আল্লাহর একত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সূরার নাম রাখা হয়েছে ইখলাস। এখানে মানুষের নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে সর্বাগ্রে তার অন্তরে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের ধারণাকে বদ্ধমূল করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

- **সবসময় অন্তরে আল্লাহ্-সচেতনতা ও ভয় জাগ্রত রাখা**

  অন্তরে সর্বক্ষণ আল্লাহ্-সচেতনতা ও ভয় জাগ্রত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মনের সব চিন্তা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার খবর রাখেন।

- **কাজ শুরু করার পূর্বে উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা**

সাইয়িদুনা 'আলী ইবনু আবি তালিব (ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ইখলাসু ওয়ান নিয়্যাতু*, হা. নং:২), আবূ হামযাহ [রা] (বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, [৪৫: ইখলাসুল 'আমাল], হা. নং: ৬৪৬৬) প্রমুখ থেকেও ইখলাসের অনুরূপ সংজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে।

২৬২. এ কারণে বিশিষ্ট তাবি'ঈ আইয়ূব আস-সিখাতিয়ানী [৬৬-১৩১ হি.] (রাহ.) বলেন, تخليص النيات على العُمّال أشد عليهم من جميع الأعمال -"নিয়্যাতকে খালিস করা আমালকারীর ওপর সকল 'আমালের চাইতেও কঠিন।" (আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ২, পৃ. ২৬৮; গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৭৮) বিশিষ্ট সূফী সাহ্ল ইবনু 'আবদিল্লাহ আত-তুস্তারী [২০০-২৮৩ হি.] (রাহ.)কে জিজ্ঞেস করা হয়, أي شيء أشد على النفس؟ -"কোন্ বিষয়টি নাফসের জন্য মেনে নেয়া সবচাইতে কঠিন?" তিনি জবাব দেন, "الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب." -"ইখলাস। কেননা, তাতে নাফসের কোনো অংশ নেই।" (গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৮১; কুশায়রী, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ৯৬) জনৈক বিশিষ্ট সূফী বলেন, إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز. -"এক মুহূর্তের ইখলাস চিরকালের মুক্তির উপলক্ষ। কিন্তু ইখলাস তো একটি অতি দুষ্প্রাপ্য বিষয়।" (গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৭৮)

www.icsbook.info

যে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে মানুষ যেন খানিক চিন্তা করে যে, সে কেন এ কাজ করছে, আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, না-কি মানুষকে দেখানোর জন্য।

জ.১.২. সততা

সততা মানবাত্মার সুন্দরতম অলঙ্কার ও মু'মিন জীবনের অন্যতম সুন্দর বৈশিষ্ট্য। মানবাত্মাকে এ অলঙ্কারে সুসজ্জিত করাই আত্মশুদ্ধির অন্যতম লক্ষ্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে সততা এক অতি সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। মানুষের প্রতিটি চিন্তা-পরিকল্পনা, 'আকীদা- বিশ্বাস, চেষ্টা-সাধনা, আচার-আচরণ, কথা ও কর্মের সাথে সততার সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান।[২৬৩] কোনো মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয় যদি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে ইসলামী শারী'আহ সম্মত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়, তা হলেই কেবল ঐ ব্যক্তিকে ইসলামের দৃষ্টিতে একজন পরিপূর্ণ সৎলোক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চিন্তায় বিশুদ্ধতা, ইচ্ছায় পবিত্রতা, কথায় সত্যবাদিতা, আচার-আচরণে সরলতা ও অকৃত্রিমতা, ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষায় দৃঢ়তা, ন্যায়-নীতির প্রতি অবিচলতা ও দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে কারো কোনো ধরনের ঘাটতি থাকলে, তাকে পরিপূর্ণ সৎ লোক হিসেবে ভূষিত করা যায় না। ইমাম আল-গাযালী (রাহ.) বলেন,

اِعْلَمْ أنَّ لَفظَ الصِّدْقِ يُستَعْمَلُ فِي سِتَّةِ مَعَانٍ، صِدْقٌ فِي الْقَوْلِ، وَصِدْقٌ فِي النِّيَّةِ وَالْإِرَادَةِ، وَصِدْقٌ فِي الْعَزْمِ ، وَصِدْقٌ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَزْمِ، وَصِدْقٌ فِي الْعَمَلِ، وَصِدْقٌ فِي تَحْقِيْقِ مَقَامَاتِ الدِّيْنِ كُلِّهَا، فَمَنْ اتَّصَفَ بِالصِّدْقِ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ فَهُوَ صِدِّيْقٌ.

---

২৬৩. প্রত্যেক ধর্মেই সততার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মমতে, এ পৃথিবীতে যাবতীয় দুঃখের মূলে রয়েছে বাসনা। আর এ বাসনাকে নিবৃত্তি করতে হলেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততার অনুশীলন করতে হবে। তা হলেই দুঃখের নিবৃত্তি হবে। মহামতি বুদ্ধ বর্ণিত বাসনা নিবৃত্তির আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলো হলঃ ১. সৎ দৃষ্টি ২. সৎ সংকল্প ৩. সৎ বাক্য ৪.সৎ কর্ম ৫. সৎ জীবিকা ৬. সৎ প্রচেষ্টা ৭. সৎ চিন্তা বা স্মৃতি ও ৮.সৎ সমাধি বা সাধনা। তদুপরি প্রত্যেক বৌদ্ধকে নীতিবান ও শীলবান হিসেবে জীবন যাপন করতে হয়। তাদের প্রসিদ্ধ পঞ্চশীলের মধ্যে অন্যতম হল মিথ্যাচার ও অশোভনীয় কথাবার্তা পরিহার করে চলা।
হিন্দু ধর্মমতে, জীব দুপ্রকারের স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। একটি দৈব স্বভাব ও অপরটি অসুর স্বভাব। সততা, সরলতা, সদাচার, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা প্রভৃতি দৈব স্বভাবের গুণ। আর অসত্য, অধর্ম, কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি অসুর স্বভাবের গুণ। দৈব স্বভাব মোক্ষ লাভের সহায়। আর অসুর স্বভাব বন্ধনের কারণ হয়। (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৬ : ১-৫)

www.icsbook.info

জেনে রেখো যে, সততা ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো- কথায় সততা, নিয়্যাত ও ইচ্ছায় সততা, সিদ্ধান্তে সততা, সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সততা, কাজে-কর্মে সততা ও দীনের প্রত্যেকটি মাকাম বাস্তবায়নে সততা। অতএব, যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেবে, তিনিই হলেন সিদ্দীক (মহা সত্যপরায়ণ)।[২৬৪]

'আকীদা-বিশ্বাসে সততা

ইসলামের দৃষ্টিতে 'আকীদা-বিশ্বাসের সততার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি নিখাদ বিশ্বাস, তাঁর সকল বিধি-বিধানের প্রতি শঙ্কা ও সংশয়হীন সমর্পণ। এর ব্যতিক্রমের নাম মুনাফিকী বা ভণ্ডামী, যা ইসলামে কুফরের চাইতেও জঘন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

প্রকৃত মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর তারা সংশয়ে পড়েনি। নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে। এরাই তো কেবল সত্যনিষ্ঠ।[২৬৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. -"যে ব্যক্তি খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।"[২৬৬] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী [৭৩৬ - ৭৯৫ হি.] (রাহ.) বলেন,

وَإِنَّ مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلِقِلَّةِ صِدْقِهِ فِي قَوْلِهَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِذَا صَدَقَتْ طَهَّرَتِ الْقَلْبَ مِنْ كُلِّ مَا سِوَى اللهِ؛ فَمَنْ صَدَقَ فِي قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَمْ يُحِبَّ سِوَاهُ، وَلَمْ يَرْجُ إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ، وَلَمْ يَتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَى

---

২৬৪. গাযালী, *ইহয়া*, খ. ৪, পৃ. ৩৮৮

২৬৫. আল কোরআন, সূরা হুজরাত, ৪৯ : ১৫

২৬৬. ইবনু রাজাব, *কালিমাতুল ইখলাস*, পৃ. ৪৪
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটির সানাদ সাহীহ। উল্লেখ্য, এ বক্তব্যটি কিছুটা শব্দগত পরিবর্তনসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (দ্র. শায়বানী, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী*, হা. নং: ১৯৩৬; নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ১০৯৪৩; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৪৫, ২৫৩; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৬৪৮৪; ....)

www.icsbook.info

اللهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ إِيْثَارِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ، وَمَتَى بَقِيَ فِي الْقَلْبِ أَثَرٌ لِسِوَى اللهِ فَمِنْ قِلَّةِ الصِّدْقِ فِي قَوْلِهَا.

আর এ কালিমার পাঠকদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তা নিরেট তাদের এ কথার সততায় স্বল্পতার কারণেই হবে। কেননা এ কালিমাটি যদি কারো থেকে যথার্থ খাঁটি মনে উচ্চারিত হয়, তা হলে তার অন্তর আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক কিছু থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। যদি কেউ সত্যিকারভাবে এ কালিমা উচ্চারণ করে, তা হলে সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভালোবাসবে না, তিনি ব্যতীত কারো কাছে কিছু আশা করবে না, তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না, তাঁকে ছাড়া অপর **কারো** ওপর ভরসা করবে না এবং তার নিজের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার প্রাধান্য বলতে **কিছুই** অবশিষ্ট থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো কোনো ছাপ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা হবে তার এ কথার সততায় স্বল্পতার কারণে।[২৬৭]

কাজে-কর্মে সততা

কাজে-কর্মে সততার অর্থ হলো কোন রূপ ফাঁক-ফোকর না রেখে, কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় না নিয়ে আল্লাহর দেয়া সমগ্র বিধান এবং নিজের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব-কর্তব্যকে সুচারুরূপে পালন করে যাওয়া। এ বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হওয়া যায় না। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. - "যে ব্যক্তি প্রতারণা করলো, কাউকে ঠকালো, সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।"[২৬৮] অসৎ ব্যবসায়ীদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন, إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَ بَرَّ وَ صَدَقَ. - "কিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীরা মহাপাপী রূপে উত্থিত হবে। তবে সে সব ব্যবসায়ী নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সৎভাবে লেনদেন করবে, সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করবে।"[২৬৯] অনুরূপভাবে কারো অধীনে চাকরিকালে সুচারু ও নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া সততার দাবি। চাকুরিতে ফাঁকি দিয়ে, অফিসের ক্ষতি করে উপার্জিত অর্থ তার জন্য জাহান্নামের আগুন বয়ে আনবে। সঠিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা হলেই চাকুরি থেকে উপার্জন বৈধ হবে। অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ

---

২৬৭. ইবনু রাজাব, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম*, পৃ. ২১১

২৬৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-বুয়ূ'), হা. নংঃ ১৩১৫

২৬৯. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আত-তিজারাত), হা. নংঃ ২১৪৬

www.icsbook.info

পর্যায়ের কর্মকর্তা পর্যন্ত প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামাতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. - "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[২৭০]

নৈতিক সততা

নৈতিক সততা মানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা অবলম্বনকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা। একজন লোকের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, চেষ্টা-সাধনা, স্বভাব-চরিত্র, উদ্দেশ্য-আদর্শ, ধৈর্য-সহনশীলতা, রাগ-বিরাগ, ইচ্ছা-আকাঙ্খা, পছন্দ-অপছন্দ ও আচার-আচরণ ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নৈতিক সততার সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। যেমন- মিথ্যা ও কপটতার আশ্রয় না নেয়ার বা সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি কতোটা আছে, সৌন্দর্য চর্চার স্পৃহা কতোখানি প্রবল, ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা অন্যায়কে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ দৃঢ়তা বিদ্যমান ইত্যাদি নীতি-নির্ধারণী বিষয়গুলোর মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তির নৈতিক সততা বিচার করা হয়। পবিত্র কোরআনে প্রত্যেক ঈমানদারকে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা জয় করে ন্যায়নীতির ওপর অটল থাকতে এবং সত্যের সাক্ষ্য দান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।[২৭১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সততার বিমূর্ত প্রতীক

সততার বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। শৈশব থেকেই তিনি সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। কথার সততায় তাঁকে ঘোর শত্রুও মুখে 'সত্যবাদী' বলে ডাকতো। রোম সম্রাটের দরবারে আবূ সুফইয়ানকে

---

২৭০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-আহকাম), হা. নংঃ ৬৭১৯

২৭১. আল কোরআন, সূরা আন-নিসা', ৪ : ১৩৫

www.icsbook.info

জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে কখনো মিথ্যা কথা বলতেন কি-না? আবূ সুফইয়ান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, না, কখনো না।[২৭২] আল্লাহর প্রতি নিখাদ বিশ্বাস ও অবিচল আত্মসমর্পণ তাঁকে করেছিল অপার্থিব বলে বলীয়ান। তাই ইসলামের দুশমনদের হাতে মর্মন্তুদভাবে নির্যাতিত হবার পরেও এক মুহূর্তের জন্য সরে দাঁড়াননি সত্য পথ থেকে। কারণ, সত্য বলা, সত্য মানা আর সত্যের ওপর অবিচল থাকাই তো অনুপম আদর্শের প্রাণশক্তি। আর তিনি ছিলেন সে আদর্শেরই প্রতিবিম্ব।

একবার দীনের এক চরম শত্রুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে ছিল অতি ধূর্ত। কৌশলে সে নাবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পৌঁছে তাঁর কাছে সবিনয়ে ক্ষমা চাইলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মাফ করে দিলেন। অথচ তাঁর অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য। তাই সে চলে গেলে নাবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যখন আমার সাথে কথা বলছিল, তোমাদের কেউ তার মস্তকটা উড়িয়ে দিতে পারলে না? সাহাবীগণ (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি চোখে একটু ইশারা করলেই তো পারতেন! নাবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ. -" না, নাবীর চোখ খিয়ানাত করতে পারে না।"[২৭৩] কতো কঠিন সততা! জাত শত্রুর বিরুদ্ধে একটু অগোচরে চোখের পাতা নাড়াবেন, তাও পারছেন না। কারণ, তিনি তো মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যপরায়ণ। তিনি মুখে ও মনে যাকে ক্ষমা করতে যাচ্ছেন, চোখের কোণে আবার বিরোধিতা করবেন কী করে!

জ.১.৩. সাবর বা ধৈর্য

'সাবর' শব্দের বাংলায় অনুবাদ করা হয় ধৈর্য। তবে ধৈর্য শব্দ দ্বারা 'সাবর' শব্দের পুরো অর্থ প্রকাশিত হয় না। ইসলামে 'সাবর' বলতে সাধারণভাবে ধৈর্যের চাইতে অনেক বৃহত্তর ধারণা প্রকাশিত হয়। কেননা ধৈর্য বলতে সাধারণত ভাগ্যের প্রতি নেতিবাচক, নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ বা অনুমোদনের ধারণা

---

২৭২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আল-ঈমান), হা. নংঃ ৭

২৭৩. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-হুদূদ), হা. নংঃ ৪৩৫৯।
শাইখ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, খ. ৯, পৃ. ৩৫৯)

www.icsbook.info

প্রকাশিত হয়। আর ইসলামে 'সাবর' কোনো নেতিবাচক গুণ নয়; এটা সক্রিয় ও গতিশীল গুণ। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সর্বমুহূর্তে ও সর্বপরিস্থিতিতে সাবরের অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছে। এটা হলো দুনিয়া ও আখিরাতে সব ধরনের সাফল্য লাভের চাবিকাঠি। এটা যেমন নাফসের স্বভাবগত কামনা-বাসনার মোকাবেলায় দীন ও শারী'আতের আনুগত্যের ওপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তেমনি এ পথে আপতিত কষ্ট-যাতনা-নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়ে যেতে উৎসাহিত করে। ইসলামে সাবর এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এক হাদীসে একে نِصْفُ الْإِيمَانِ অর্থাৎ ঈমানের অর্ধেক[২৭৪] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, সাবর মানুষের মধ্যে এমন বহু আত্মিক ও নৈতিক গুণের বিকাশ সাধন করে, যা ছাড়া ঈমানের দাবি পূরণ করা সম্ভব নয়। যেমন-

- ❖ সাবর মানুষকে আল্লাহর নি'মাতের শুকর আদায় করতে শিক্ষা দেয়।
- ❖ সাবর মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ায়।
- ❖ সাবর মানুষকে আল্লাহর পথে জিহাদে অবিচল রাখে।
- ❖ সাবর মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর 'ইবাদাত ও আনুগত্যে অটল রাখে।
- ❖ সাবর মানুষকে দয়ালু, সহানুভূতিপ্রবণ ও ক্ষমাশীল করে।

'সাবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- الإمساك في ضيق.। অর্থাৎ সংকীর্ণ অবস্থায় বেঁধে রাখা। যেমন বলা হয়- صبرت الدابة. অর্থাৎ আমি প্রাণীটিকে আহার্য ছাড়াই বেঁধে রাখলাম।[২৭৫] পরিভাষায় 'সাবর' বলা হয়, নাফসকে তার যাবতীয় অবাঞ্ছিত কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা এবং সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল-অবিচল থাকা এবং এ পথে যে সব কষ্ট-যাতনা ও বাধা-বিপত্তি আসবে তা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মেনে নেয়া। রাগিব আল-ইস্পাহানী [মৃ. ৫০২ হি.] (রাহ.) বলেন, الصَّبْرُ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى مَا يَقْتَضِيْهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ أَوْ عَمَّا يَقْتَضِيَانِ حَبْسُهَا عَنْهُ.-"সাবর হলো বিবেক-বুদ্ধি কিংবা শারী'আত অথবা দুটির দাবি অনুযায়ী

---

২৭৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাব: আত-তাফসীর), হা. নং: ৩৬৬৬
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাকিম বলেন, এ হাদীসের সনদ সাহীহ। হাফিয যাহাবী (রাহ.)ও একে সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি মারফূ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসরূপে দা'ঈফ; তবে মাওকূফ হাদীস (অর্থাৎ সাহাবীর উক্তি) রূপে বিশুদ্ধ। (আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ৩, পৃ. ১৭৮, হা. নং: ৩৩৯৭)

২৭৫. রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু...*, পৃ. ২৭৩

www.icsbook.info

নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করা।"[২৭৬] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম [৬৯১-৭৫১ হি.] (রাহ.) বলেন, هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ، وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى، وَحَبْسُ الْجَوَارِحِ عَنِ التَّشْوِيْشِ.-"সাবর হলো নাফসকে অস্থিরতা ও অসন্তুষ্টি থেকে, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বিরত রাখা।"[২৭৭]

বিশিষ্ট 'আলিমগণ সাবরকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তবে সবক'টি প্রকারকে বিশ্লেষণ করলে এগুলো তিনটি ভাগে এসে মিলিত হয়। এ তিনটি ভাগ হলো-

এক. আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ (الصبر على الطاعات)

দুই. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ (الصبر عن المعاصي)

তিন. বিপদাপদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ (الصبر على المصائب) ।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এ দুনিয়া মু'মিনদের জন্য বিরাট পরীক্ষাগার। এখানে তাদেরকে নানা দুঃখ-কষ্ট-বিপদের সম্মুখীন করা হয়। তাঁদের মধ্যে যে যতো বেশি সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকতে চাইবে, সে ততো বেশি দুঃখ-কষ্ট-বিপদের সম্মুখীন হবে। কাজেই প্রত্যেক মু'মিনকে জীবনের সকল অবস্থায় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে, সকল পরিস্থিতিতেই যে কোনো কিছুর বিনিময়ে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকতে হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.-"জান্নাতের দিকে সর্বপ্রথম আমন্ত্রণ জানানো হবে সে সব লোককে, যারা সুখ-দুঃখ নির্বিশেষে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে।"[২৭৮] এ জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মু'মিনকেই ধৈর্যগুণ অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৭৯] ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চর্চা করা হলে আমাদের ধৈর্যগুণ বাড়তে পারে-

---

২৭৬. রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু...*, পৃ. ২৭৩

২৭৭. ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজুস সালিকীন*, খ. ২, পৃ. ১৫৬

২৭৮. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবঃ আদ-দু'আ...), হা. নংঃ ১৮৫১; তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নংঃ ২৮৮

২৭৯. দ্র. আল কোরআন, ২:৪৫, ১৫৩, ১৫৫-৭; ৩:২০০; ৮:৪৬; ....

www.icsbook.info

এক. সমগ্র জাহানের মালিক, নিয়ন্ত্রক ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থাকে বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতার আওতার বাইরে কেউ নেই।

দুই. অন্তরে এই বিশ্বাস সব সময় বদ্ধমূল রাখতে হবে যে, আমাদের জান-মাল আসলে আল্লাহ তা'আলার। কাজেই তিনি যে কোনো মুহূর্তে চাইলে তা নিয়ে নিতে পারেন।

তিন. জগতে যা কিছু ঘটবে তা পৃথিবী সৃষ্টির আগেই আল্লাহ কর্তৃক পরিকল্পিত। কাজেই গোটা জগতও যদি কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করার জন্য একত্রিত হয়, তবু তারা ব্যর্থ হবে, যদি তাতে আল্লাহর অনুমোদন না থাকে।

চার. এটাও মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার বিপদগুলো গুনাহ মাফের বা তার সাজা দুনিয়াতে শেষ করার উসিলা হতে পারে। কাজেই বিপদে ধৈর্যশীল হতে হবে।

পাঁচ. যে কোনো বিপর্যয়ের মুখে আল্লাহর কাছে নত হয়ে শুধুমাত্র তাঁর কাছেই বিপদ উত্তরণের জন্য সাহায্য চাইতে হবে।

ছয়. দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত দেখে এবং সাফল্যের সুযোগ-সুবিধা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে প্রবঞ্চিত না হওয়া। মনে করতে হবে যে, এগুলো পরীক্ষার উপকরণ ও অবকাশ প্রদানও হতে পারে।

জ.১.৪. শুকর (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ পৃথিবীতে সুন্দর দেহ, স্বাস্থ্য, কর্মদক্ষতা, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানসহ অসংখ্য নি'মাত দিয়েছেন। তবে বান্দাহর ওপর আল্লাহর সবচাইতে বড় নি'মাত হলো ঈমান ও ইসলাম। তদুপরি একজন মু'মিন বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার জীবনের সমুদয় কল্যাণ আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণা থেকে নিঃসৃত। কাজেই একজন মু'মিনের ওপর তার ঈমানের একান্ত দাবি হলো- সর্বপরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার এ নি'মাতসমূহের শুকর আদায় করা।

আল্লাহ তা'আলার নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি উপায় হলো- মানুষ তার মুখের কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাঁর প্রশংসা করবে; তবে এ ক্ষেত্রে একজন মু'মিনের নিকট শারী'আতের বড় কামনা হলো- সে তাঁর প্রদত্ত নি'মাতসমূহের হক আদায় করবে, এ নি'মাতসমূহ কখনোই তাঁর অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় করবে না

www.icsbook.info

এবং সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, অভাবে ও প্রাচুর্যে তথা সর্বপরিস্থিতিতে এগুলোকে তাঁর 'ইবাদাত ও আনুগত্যের মধ্যে নিয়োজিত রাখবে। বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) গভর্নর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর নিকট পত্র লিখেন,

> اقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فَضَّل بعض عباده على بعض في الرزق، بل يبتلي به كلا فيبتلي من بَسَط له، كيف شُكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله؟
>
> দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্ত রিযকের (কম হোক বা বেশি) ওপর সন্তুষ্ট থাকো। কেননা পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের মধ্যে একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। উপরন্তু, তিনি এ রিযকের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষায় নিমজ্জিত করেন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যাকে প্রচুর সহায়-সম্পদ দান করেছেন, তাকে পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, সে কীভাবে আল্লাহর শুকর জ্ঞাপন করে এবং তাঁর প্রদত্ত রিযক ও শক্তি-সামর্থ্যের অত্যাবশ্যকভাবে পালনীয় হক কিভাবে আদায় করে? [২৮০]

এ রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নি'মাতের শুকর আদায় করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো- তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি বিষয়ের হক যথার্থ ও সুচারুরূপে আদায় করা। যেমন- আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের শুকর আদায় করার যথার্থ উপায় হলো- আল্লাহর রাস্তায় কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত 'ইলমের শুকর আদায় করার উপায় হলো- তদনুসারে 'আমাল করা এবং তা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[২৮১] এ ধরনের শুক্রে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তার যথার্থ কৃতজ্ঞতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তা তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে এবং জীবনকে সমৃদ্ধ ও বারকাতময় করতে যথার্থ ভূমিকা রাখে। বলাই বাহুল্য, যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ঐকান্তিকতা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তার পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার কোনো আদেশ বা নিষেধ

---

২৮০. ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, রি.নং: ১৩৪৪৩; ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ৪, পৃ. ৫৮৬

২৮১. মুহাম্মাদ 'আলী আল-বাকরী, *দালীলুল ফালিহীন...*, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬; ইসমা'ঈল হাক্কী, *রূহুল বায়ান*, খ. ২, পৃ. ১৬৫

www.icsbook.info

লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কাজেই এরূপ ব্যক্তির আত্মা পরিশুদ্ধ এবং চরিত্র ও জীবন সুন্দর হয়। উপরন্তু, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর নি'মাত আরো অধিকহারে দান করেন। তিনি বলেন, ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾-"যদি তোমরা শুকর করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের নি'মাত বাড়িয়ে দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"[২৮২] এর মানে হলো- যদি তোমরা আমার নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করো এবং নিজেদের কার্যকলাপকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা করো, তবেই আমি এ সব নি'মাত আরো বাড়িয়ে দেবো।[২৮৩] পক্ষান্তরে যদি তোমরা আমার নি'মাতসমূহের না-শুকরী করো, তবে আমার শাস্তিও হবে ভয়ঙ্কর। আল্লাহর না-শুকরী করার মর্ম হলো- আল্লাহর নি'মাতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফারয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নি'মাত ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যে, নি'মাত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আযাবে গ্রেফতার হতে পারে।

❖ অন্যের উপকার ও অবদান স্বীকার করা

আল্লাহ তাআলার নি'মাতের শুকর আদায় করার পাশাপাশি মানুষের উপকার স্বীকার করা এবং তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাও প্রয়োজন। কৃতজ্ঞ মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যেমন ভালোবাসেন, তেমনি মানুষও কৃতজ্ঞ মানুষের জন্য আরও কিছু করার আগ্রহ পোষণ করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, অপরের আন্তরিকতা ও ভালোবাসার উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একটি উত্তম ব্যবস্থা। কেননা, যখন কোনো ব্যক্তি বোঝতে পারে যে, তার ভাই তার কৃত কার্যাবলির গুরুত্ব ও মূল্য যথাযথ উপলব্ধি করছে, তখন ভাইয়ের প্রতি তার আন্তরিক ভালোবাসা আরো বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে

---

২৮২. আল-কুরআন, ১৪ (সূরা ইব্রাহীম) : ৭

২৮৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির আল-বাগাভী (রাহ.) বলেন, { لَئِنْ شَكَرْتُمْ } نعمتي فآمنتم وأطعتم { لأَزِيدَنَّكُمْ } في النعمة.-"যদি তোমরা আমার নি'মাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে ঈমান আনো এবং আনুগত্য করো, তবেই আমি তোমাদের নি'মাত আরো বাড়িয়ে দেবো।" (বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭)

www.icsbook.info

ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি যদি বোঝতে পারে যে, তার আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই, তবে তার হৃদয়াবেগ স্বভাবতই নিষ্প্রভ হতে থাকবে। এ কারণেই এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তিকে সাহায্য করে বা তার সাথে কোনো সদাচরণ করে বা তাকে কোনো ভালো কথা বলে অথবা তাকে কোনো হাদিয়া দেয়, তখন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তা সানন্দচিত্তে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এভাবে সে যে তার আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মূল্য উপলব্ধি করছে, এ কথা তাকে জানিয়ে দেবে। সাধারণত অহঙ্কারী ও স্বার্থান্ধ লোকেরা অন্যের অবদান ও উপকারের কথা সহজে স্বীকার করতে চায় না। তারা এটাকে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করে থাকে। এটা একটা অত্যন্ত গর্হিত চরিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সাহাবীগণ (রা.) বলেন, কেউ যখন তাঁর খিদমাতে কিছু পেশ করতো, তিনি শুকরিয়ার সাথে তা গ্রহণ করতেন এবং কেউ তাঁর কোনো কাজ করে দিলে সে জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তিনি নিজেও লোকদেরকে অপরের উপকার সানন্দচিত্তে স্বীকার করে নেওয়ার এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন,

> مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَوَجَدَ فَلْيُكَافِئْهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.
>
> যার প্রতি কোনো সদাচরণ করা হলো, যদি সে সদাচরণকারীকে কাছে পায়, তবে তার উচিত তাকে বিনিময় দান করা। যদি সে তাকে কাছে না পায়, তবে তার উচিত তার কাজের প্রশংসা করা। কেননা যে ব্যক্তি তার কাজের প্রশংসা করলো, প্রকারান্তরে সে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো, আর যে তা গোপন করলো, প্রকারান্তরে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলো।[২৮৪]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, لاَ يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ.-"যে ব্যক্তি মানুষের শুকর আদায় করে না, বস্তুতপক্ষে সে আল্লাহর শুকরও আদায় করে না।"[২৮৫] তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ.-

২৮৪. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাবঃ আল-হিবাত), হা. নংঃ ১২৩৮৯; *সুনানে আবী দাউদের* (হা. নংঃ ৪৮১৫) মধ্যেও হাদীসটি কিছুটা শব্দগত পরিবর্তনসহ বর্ণিত রয়েছে।

২৮৫. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-আদাব), হা. নংঃ ৪৮১৩; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-বিরর্...), হা. নংঃ ১৯৫৪

www.icsbook.info

"আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় শুকরগুযার বান্দাহ হলো, যে ব্যক্তি মানুষের কাজের সবচেয়ে বেশি শুকর আদায় করে।"[২৮৬]

জ.১.৫. বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা চরিত্রের একটি মহৎ গুণ, যা মানুষের সৌন্দর্য ও সৌকর্যকে পূর্ণতা দান করে। ইসলামে বিনয় ও নম্রতার ধারণাকে দুভাগে আলোচনা করা যায়।

এক. আল্লাহর প্রতি বিনয়। এর অর্থ হলো- আল্লাহর ওপর ঈমান, তাঁর ইচ্ছার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর আদেশসমূহ যথাবিহিত বিনয় সহকারে পালন করা।

দুই. অন্যান্য মানুষের প্রতি বিনয় ও নম্রতা। এর অর্থ হলো- সকল মানুষের প্রতি ভদ্র আচরণ। সকল ধরনের গর্ব, অহঙ্কার, দাপাদাপি, আত্মপ্রদর্শন, অহমিকা ও অপরের ওপর কর্তৃত্ব দেখানোর প্রবণতা পরিহার করে নম্রতা অবলম্বন।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অজস্র জায়গায় বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ ও এর বিভিন্ন রূপ ফাযীলাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, } وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {-"আপনি আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি বিনম্র হন।"[২৮৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেন,

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

"আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে এ মর্মে নির্দেশ নাযিল করেছেন যে, তোমরা বিনম্র ও বিনয়ী হও, যাতে তোমাদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর গর্ব প্রকাশ না করে এবং একে অপরের ওপর চড়াও না হয়।"[২৮৮]

কোরআনের অন্য একটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনার অন্তর যদি নরম না হতো, তা হলে লোকেরা কখনো আপনার কাছে ঘেঁষতো না। আর অন্তরের এ কোমলতা আল্লাহ

---

২৮৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২১৮৪৬; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৪২৫
২৮৭. আল কোরআন, সূরা আশ-শু'আরা', ২৬: ২১৫
২৮৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-জান্নাত....), হা. নং: ৭৩৮৯

www.icsbook.info

তা'আলারই রাহমাত। তিনি বলেন, ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾-"আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের জন্য বিনম্র হয়েছেন। যদি আপনি বদমেজাজী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে লোকেরা আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেতো।"[২৮৯]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বিনয় ও নম্রতা মানুষকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং সাধারণ লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। বলাই বাহুল্য, ঈমানের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতিই হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসা। আর প্রেম-ভালোবাসা ও কঠিন হৃদয় কখনো একত্রিত হতে পারে না। তাই একজন মু'মিন যখন প্রেম-ভালোবাসাপ্রবণ হয়, তখন স্বভাবতই সে নম্র স্বভাবের হয়। নতুবা তার ঈমানে কোনো কল্যাণ নেই। এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ.- "মু'মিন হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসার উজ্জ্বল প্রতীক। যে ব্যক্তি না কাউকে ভালোবাসে আর না তাকে কেউ ভালোবাসে, তার ভেতরে কোনো কল্যাণ নেই।"[২৯০] অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ.- "যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, বস্তুতপক্ষে সে সর্বপ্রকারের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।"[২৯১] তিনি আরো বলেন, مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ.-"যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নম্রতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান বাড়িয়ে দেবেন।"[২৯২] একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنِّي لَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ إِلاَّ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي ...- "আমি কেবল সে সব লোকের সালাতই কবূল করি, যারা আমার মর্যাদার সামনে বিনয়াবনত হয় এবং আমার সৃষ্টির সাথে রূঢ় বা অভদ্র আচরণ করে না, ...।"[২৯৩]

বস্তুতপক্ষে একজন মুসলিম তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নম্রপ্রকৃতির হয়ে থাকে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার দিলকে খুশি রাখা, তাকে কষ্ট পেতে না দেয়া এবং তার প্রতিটি ন্যায় সঙ্গত দাবি পূরণ করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা

---

২৮৯. আল কোরআন, সূরা আলু 'ইমরান, ৩: ১৫৯

২৯০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৯১৯৮, ২২৮৪০; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৫৭৪৪, ৮৯৭৬

২৯১. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ৬৭৬৩, ৬৭৬৪; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৮১১

২৯২. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ৬৭৫৭

২৯৩. বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৪৮২৩, ৪৮৫৫

www.icsbook.info

করে থাকে। এ বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তোলে ধরেছেন-

الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، إِنْ قِيدَ انْقَادَ، وَإِنْ أُنِيخَ اسْتَنَاخَ عَلَى صَخْرَةٍ.

মু'মিন ব্যক্তি সেই উটের মতো সহজ-সরল ও নম্র হয়ে থাকে, যার নাকে পতর পরিহিত। তাকে টানলে সে চলে আসে আর বসাতে চাইলে পাথরের ওপরও বসে পড়ে।[২৯৪]

পবিত্র কোরআন অত্যন্ত সংক্ষেপে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে- أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- "তারা মু'মিনদের প্রতি বিনম্র হবে।"[২৯৫]

জ.১.৬. দয়া ও সহানুভূতি

দয়া ও সহানুভূতি অন্তরের নম্রতা ও কোমলতার একটি প্রতিফলিত রূপ। অর্থাৎ কোনো মানুষের অন্তর যদি নম্র ও কোমল হয়, তবে তার আচরণে তার ভাইয়ের জন্য গভীর ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দরদ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। তার দ্বারা তার ভাইয়ের মনে অণু পরিমাণ কষ্ট বা আঘাত লাগবার কল্পনাও তার পক্ষে বেদনাদায়ক ব্যাপার। এ দয়া ও সহানুভূতির গুণই একদিকে মানুষকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং সাধারণ লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে, অপরদিকে সে আল্লাহর দয়া ও রাহমাত লাভের উপযুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

যারা দয়া করে, পরম করুণাময় তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করো, তবেই আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[২৯৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মানুষের প্রতি দয়া ও রাহম করে না, তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নয়। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাতে সে আল্লাহর রাহমাত থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি রাহম করে, তার জন্য আল্লাহর রাহমাতও অনিবার্য হয়ে যায়। এ কারণেই

---

২৯৪. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৫৭: হুসনুল খুলুক), হা. নং: ৭৭৭৭

২৯৫. আল কোরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ, ৫: ৫৪

২৯৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ১৯২৪; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৯৪৩

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ. -"হতভাগ্য ছাড়া অপর কারো থেকে রাহমাত ছিনিয়ে নেয়া হয় না।"[২৯৭]

কোরআন ও হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী সকল মানুষের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়া কর্তব্য। তারপরও নিম্নোক্ত মানুষদের প্রতি বিশেষভাবে দয়া ও সহানুভূতি দেখাতে বলা হয়েছে-

এক. পিতামাতা। কোরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাতের পরই পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দুই. সন্তান-সন্ততি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আকরা' ইবনু হাবিস (রা.)কে তিরস্কার করেন, যখন তিনি জানতে পারেন যে, সে তার দশজন সন্তানের কাউকে কখনো আদর করে চুমো খায়নি। অধিকন্তু, তিনি বলেন যে, مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ. -"যে মমত্ব প্রদর্শন করে না, সে আল্লাহর নিকট থেকেও মমত্ব লাভ করে না।"[২৯৮]

তিন. স্বামী-স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا. -" তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হলো, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।"[২৯৯] এখানে তিনি বিশেষভাবে স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহারের কথা বলেছেন।

চার. আত্মীয়-স্বজন। আল কোরআনের বহু আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ করতে বলা হয়েছে।

পাঁচ. ইয়াতীম। কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে তাদের প্রতি দরদী হতে বলা হয়েছে।

ছয়. অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি। বিভিন্ন হাদীসে অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে এবং বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

২৯৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ১৯২৩; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৯৪৪

২৯৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৬৫১; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব : আল-ফাদা'য়িল), হা. নং: ৬১৭০

২৯৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আর-রিদা'), হা. নং: ১১৬২; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আন-নিকাহ), হা. নং: ১৯৭৮

www.icsbook.info

সাত. পরিচারক-পরিচারিকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের পরিচারক-পরিচারিকাদের প্রতি কর্কশ ও রূঢ় আচরণ করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিলো দয়া ও সহানুভূতির এক বাস্তব অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾-"আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমস্ত জগতের প্রতি রাহমাত হিসেবে।"[৩০০] অন্য একটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রধান গুণরাজির মধ্যে দয়া ও রাহমাতকে একটি বিশিষ্ট গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾-" তিনি মু'মিনদের প্রতি অতীব দয়াশীল ও মেহেরবান।"[৩০১] বস্তুতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কাজে যেমন মানুষের প্রতি তাঁর পরম দয়া ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি তাঁর প্রচারিত দাওয়াতও ছিল মানবজাতির জন্য এক অনুপম রাহমাত। কারণ,

এক. এটা মানুষকে ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে।

দুই. এটা সমাজের বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করে।

তিন. এটা মানুষকে যুলম-নির্যাতন ও বে-ইনসাফী থেকে মুক্ত করে। বিশেষভাবে ধনী ও ক্ষমতাশীল লোকদের দ্বারা দরিদ্র ও দুর্বলদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করে।

জ.১.৭. অন্যের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করা

মার্জনা অর্থ ক্ষমা করে দেয়া। এটি মানব চরিত্রের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনে মার্জনাকে মু'মিন জীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট তাকওয়ার গুণাবলি তোলে ধরতে গিয়ে বলেন, ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ - " ... আর

---

৩০০. আল কোরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ১০৭

৩০১. আল কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ১২৮

www.icsbook.info

যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে।"[৩০২]

এ বৈশিষ্ট্যটি অতি বড়ো সাহসের কাজ, এটা সহজে অর্জন করা যায় না। কারণ, কোনো মানুষ যখন কষ্ট পায় অথবা তার কোনো ক্ষতি সাধন হয়, তখন সর্বপ্রথম ক্রোধই তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করার প্রয়াস পায়। আর ক্রোধ যদি তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করতে পারে, তা হলে মার্জনা তো দূরের কথা, সে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে। এ কারণে এ গুণ অর্জন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে নাফসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। প্রকৃত দয়া ও নম্রতা যা মানুষের অন্তরে থাকে, আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যদি তার যথার্থ বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়, তবেই তা মানুষের আচরণকে মার্জিত করে। এ ধরনের মানুষই সবসময় তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত করে আল্লাহর ক্ষমাশীলতার সাথে সম্পৃক্ত হতে। ফলে তারা অন্যদের প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল হয়। পবিত্র কোরআনে এ গুণকে একটি সাহসিকতাপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾-"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরলো ও ক্ষমা করে দিলো, তার এ কাজ বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।"[৩০৩]

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় মু'মিনদেরকে এ গুণ অর্জনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এক জায়গায় তাদের সামনে এ যুক্তিও পেশ করা হয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেন এ কথা মনে রাখে, সেও আল্লাহর নিকট ক্ষমার মুখাপেক্ষী। কাজেই তাকে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা পেতে হলে সে নিজেও যেন অন্যের ভুলত্রুটির প্রতি যৌক্তিকভাবে সুবিবেচক ও ক্ষমাশীল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾- "তাদের ক্ষমা ও মার্জনার নীতি গ্রহণ করা উচিত। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করে দিন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী ও দয়া প্রদর্শনকারী।"[৩০৪] একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ.- "কোনো বান্দাহর ওপর যদি কোনো অন্যায় আচরণ করা হয় এবং সে যদি তা আল্লাহর

৩০২. আল কোরআন, সূরা আলু 'ইমরান, ৩: ১৩৪
৩০৩. আল কোরআন, সূরা আশ-শূরা, ৪২: ৪৩
৩০৪. আল কোরআন, সূরা আন-নূর, ২৪: ২২

www.icsbook.info

ওয়াস্তে ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিরাট সাহায্য করেন।"[৩০৫] অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ الْمَكْسِ. -"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছে নিজের অন্যায়ের জন্য কোনো ওযর পেশ করলো; কিন্তু সে তা কবূল করলো না, তার এতোখানি গুনাহ্ হলো যতোটা একজন (অবৈধ) শুল্ক আদায়কারীর হয়ে থাকে।"[৩০৬]

উল্লেখ্য যে, অন্যায়ের সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্র নিকট তার বিশাল প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾-"আর অন্যায়ের বদলা সমান পরিমাণ প্রতিশোধ। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলো এবং আপোষ-রফা করলো, তার প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।"[৩০৭]

এখানে এ বিষয়টিও পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, ক্ষমা অবশ্যই একটি মহত্তম গুণ; কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষে ক্ষমা করলে তার অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার কিংবা তার ধৃষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে তার ক্ষেত্রে ক্ষমা করার চাইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই শ্রেয় বিবেচিত হবে। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সীমা লঙ্ঘন না হয়। কাযী আবূ বাকর ইবনুল 'আরাবী ও কুরতুবী (রাহ.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দুটিই অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম।[৩০৮] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ (রাহ.) বলেন, أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساق. -"পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা অপছন্দ করতেন যে, মু'মিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে

---

৩০৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আশ-শাহাদাত), হা. নং: ২১৬২৬

৩০৬. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৩৭১৮; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৫৭: হুসনুল খুলুক), হা. নং: ৭৯৮১

৩০৭. আল কোরআন, সূরা আশ-শূরা, ৪২: ৪০

৩০৮. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ১৬, পৃ. ৩৯

www.icsbook.info

নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ওপর পাপিষ্ঠদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে।"[৩০৯]

জ.১.৮. সত্য কথা বলা

সত্য কথা বলা মু'মিন জীবনের একটি অপরিহার্য গুণ। একজন মু'মিনের প্রতি ঈমানের একান্ত দাবি হলো, সে সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলবে, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। আল্লাহর নাবী-রাসূলগণ ও তাঁর সকল প্রিয় বান্দাহই সত্যবাদী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও চরিত্রে সত্যবাদিতার অনুপম প্রকাশ ঘটেছিল। এ কারণে তাঁর শত্রু কাফিররাও তাঁকে 'সত্যবাদী' বলে ডাকতো। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রোম সম্রাটের দরবারে আবূ সুফ্ইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে কখনো মিথ্যা কথা বলতেন কি-না? আবূ সুফইয়ান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, "না, কখনো না।"

উল্লেখ্য যে, নুবুওয়াতের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্তর হলো সিদ্দীকদের। আর সত্যবাদিতাই বান্দাহকে এ মহান স্তরে পৌঁছে দেয়। সাইয়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا.

তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরো। অর্থাৎ সর্বদা সত্য কথা বলবে। কেননা সত্যবাদিতা ন্যায়ের দিকে চালিত করে, আর ন্যায় জান্নাতের দিকে চালিত করে। ব্যক্তি সদা সত্য কথা বলতে এবং সত্য অনুসন্ধানে অভ্যস্ত হলে আল্লাহর নিকট তার নাম 'সিদ্দীক' হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৩১০]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

---

৩০৯. ফাররা', *মা'আনিউল কোরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৪৪; কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ১৬, পৃ. ৩৯; যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৪, পৃ. ২৩৩

৩১০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৭৪৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ৬৮০৫ (মাতনটি সাহীহ মুসলিম থেকে গৃহীত)

www.icsbook.info

তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, তবে আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো। এ ছয়টি বিষয় হলো- এক. তোমরা যখন কথা বলবে, সত্য কথা বলবে। দুই. যখন ওয়াদা করবে তা পূর্ণ করবে। তিন. যখন তোমাদের নিকট আমানাত রাখা হয়, তা আদায় করবে। চার. তোমাদের লজ্জাস্থান হিফাযাত করবে। পাঁচ. তোমাদের দৃষ্টিশক্তি সংযত রাখবে। ও ছয়. তোমাদের হাতকে বারণ করবে।"[৩১১]

জ.১.৯. ওয়াদা প্রতিপালন করা

ওয়াদা প্রতিপালন করাও মু'মিন জীবনের একটি অপরিহার্য গুণ। একজন মু'মিনের প্রতি ঈমানের একান্ত দাবি হলো, সে সর্বাবস্থায় কৃত ওয়াদা পালন করে যাবে। হাদীস শারীফে বলা হয়েছে- لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.-"ওয়াদার প্রতি যার দায়বদ্ধতা নেই, বস্তুতপক্ষে তার দীনও নেই।"[৩১২] অন্য একটি হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের একটি প্রধান লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.-"মুনাফিকের লক্ষণ হলো তিনটি। এগুলো হলো- এক. সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। দুই. যখন সে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে। তিন. যখন তাঁর কাছে আমানাত রাখা হয় খিয়ানাত করে।"[৩১৩]

উল্লেখ্য যে, ইসলামে যদিও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যে কোনো চুক্তি লিখিতভাবে করার নির্দেশনা রয়েছে, তবুও এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নয় যে, সব চুক্তিই লিখিত হতে হবে। বরং ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক মুসলিমের কথাই তার স্বাক্ষরের মতো মূল্যবান। তাকে তার প্রতিটি কথাই রক্ষা করে চলা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.-"মুসলিমগণ তাদের কথার ওপরই অটল

---

৩১১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২২৭৫৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ২৭১
বিশিষ্ট হাদীসগবেষক শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি সাহীহ লি-গাইরিহি। (আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ৩, পৃ. ৮৬, হা. নং: ২৯৯৩)

৩১২. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৩১৯৯, ১৩৬৩৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ১৯৪
বিশিষ্ট হাদীসগবেষক শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ৩, পৃ. ৮৮, হা. নং: ৩০০৪)

৩১৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ৩৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ২২০

www.icsbook.info

থাকে।"[৩১৪] এমনকি নিজের শিশুকেও যদি তার কোনো কাজের জন্য পুরস্কার স্বরূপ বা এমনিতেই কিছু প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়, তাও পূরণ করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ.-"যে ব্যক্তি কোনো বালককে বলে যে, আসো, নাও; কিন্তু আসার পর সে তাকে কিছু দিলো না, তবে তা একটি মিথ্যাচার রূপে পরিগণিত হবে।"[৩১৫]

জ. ১.১০. আমানাত আদায় করা

আমানাত আদায় করাও মু'মিন জীবনের একটি অপরিহার্য গুণ। একজন মু'মিনের প্রতি ঈমানের একান্ত দাবি হলো, সে সর্বাবস্থায় আমানাত আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ - "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন (তোমাদের প্রাপ্য কাছে রাখা) আমানাতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।"[৩১৬] হাদীস শারীফে বলা হয়েছে- لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.- "আমানাত রক্ষার প্রতি যার দায়বদ্ধতা নেই, প্রকৃত অর্থে তার ঈমানও নেই।"[৩১৭] বস্তুতপক্ষে ব্যক্তির সত্যবাদিতা ও আমানাতদারির মাধ্যমেই তার দীনদারি ও ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণেই আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) বলেন,

> لَا تَنْظُرُوا إِلَى صَلَاةِ أَحَدٍ وَلَا صِيَامِهِ، وَانْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ إِذَا حَدَّثَ، وَإِلَى أَمَانَتِهِ إِذَا اؤْتُمِنَ، وَإِلَى وَرَعِهِ إِذَا أَشْفَى.
>
> কারো নামায ও রোযার প্রতি তাকাবে না; বরং তাকাবে যে, সে কথা বলার সময় **সত্য কথা বলে কিনা, তার কাছে আমানাত রাখা হলে তা রক্ষা করে কিনা এবং দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যখন তার নাগালে চলে আসে, সে পরহেয (অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বাছ-বিচার) করে কিনা?**[৩১৮]

---

৩১৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আকদিয়াহ), হা. নং: ৩৫৯৬; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আহকাম), হা. নং: ১৩৫২
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩১৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী হুরাইরাহ রা.), হা. নং: ৯৮৩৬

৩১৬. আল কোরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা'): ৫৮

৩১৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৩১৯৯, ১৩৬৩৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ১৯৪

৩১৮. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৩৫: আল-আমানাত..), হা. নং: ৪৮৯৫; তাহাভী, *মুশকিলুল আছার*, হা. নং: ৩৬৪৫
কোথাও কোথাও 'উমার (রা.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যটি এভাবেও বর্ণিত রয়েছে-

www.icsbook.info

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন,

أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلاَةُ وَسَيُصَلِّى أَقْوَامٌ لاَ دِينَ/ إِيْمَانَ لَهُمْ.

তোমরা দীনের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম হারাবে তা হলো আমানাতদারি। আর যে বিষয়টি সর্বশেষ হারাবে তা হলো সালাত। কাজেই অচিরেই এমন অনেক লোক সালাত আদায় করবে, যাদের মধ্যে কার্যত কোনোরূপ দীনদারি/ঈমান নেই।[৩১৯]

মোটকথা, কারো মধ্যে আমানাত রক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ দুর্বলতা ও ত্রুটি দেখা দেবে, তার ঈমান ও দীনদারির মধ্যেও সে পরিমাণ দুর্বলতা ও ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে বলে সন্দেহাতীতভাবে ধরে নেওয়া যায়। 'উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا نَقَصَتْ أَمَانَةُ عَبْدٍ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ مِنْ إِيْمَانِهِ-"বান্দাহর আমানাতদারিতে যতটুকু পরিমাণ দুর্বলতা ও কমতি থাকবে, ঠিক ততটুকু পরিমাণ তার ঈমানের মধ্যেও দুর্বলতা ও কমতি থাকবে।"[৩২০]

'আমানাত' শব্দের সাধারণভাবে অর্থ করা হয় বিশ্বস্ততা। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় এর অর্থ অনেক ব্যাপক। আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে যেমন প্রত্যেক মানুষের ওপর কতিপয় দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তেমনি সমাজের একজন সদস্য হিসেবে তার ওপর পারিবারিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, আর্থিক লেনদেন ও পেশাগত নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্বও রয়েছে। ইসলাম এ সকল দায়িত্ব-কর্তব্যকে আমানাতরূপে দেখে।

لاَ يَغُرَّنَّكَ صَلاَةُ رَجُلٍ وَلاَ صِيَامُهُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ صَلَّى وَلَكِنْ لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

"কোনো ব্যক্তির নামায ও রোযা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। যে চায় সে রোযা রাখবে আর যে চায় সে নামায পড়বে। কিন্তু আমানাত রক্ষার প্রতি যার দায়বদ্ধতা নেই, প্রকৃত অর্থে তার ঈমান নেই।" (বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, [কিতাব: আল-ওয়াদী'আহ], হা. নং: ১৩০৬৯; ইবনুল মুকরি', *আল-মু'জাম*, হা. নং: ৭৫৪)

সাইয়িদাহ 'আয়িশা (রা.) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (দ্র. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, [৩৫: আল-আমানাত...], হা. নং: ৪৮৯৬; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-ঈমান*, হা. নং: ১২)

৩১৯. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আল-ওয়াদী'আহ), হা. নং: ১৩০৭১; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাব: আল-ফিতান...), হা. নং: ৮৫৩৮; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৮৬৯৯, ৮৭০০, ৯৫৬২; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩৬৯৮৪; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৫৯৮১

৩২০. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ৫৭; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩০৯৫৯

www.icsbook.info

মানুষের ওপর সবচাইতে বড় আমানাত হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা পূরণের মাধ্যমে একটি অর্থবহ জীবন যাপন করা। ইসলামের কথা হলো- আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অঙ্গীকার রয়েছে, যা যথার্থ বিশ্বাস, আন্তরিক সাধনা ও নিখুঁত কর্মের মাধ্যমে পূরণ হয়। মানুষের দায়িত্ব হলো- একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা এবং শাইতান ও তার দোসরদের অনুসরণ পরিত্যাগ করা। যদিও আল্লাহ্‌র এই আমানাত রক্ষা করতে মানুষকে দুনিয়ায় অনেক বাধা-বিপত্তির মুখে পড়তে হয় এবং কঠোর সাধনা করতে হয়, তবুও পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে সফল হয়ে আখিরাতে পুরস্কার পেতে হলে তাকে এটি করতেই হবে।

সমাজ জীবনের সাথেও ব্যক্তির আমানাতদারির ওতপ্রোত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের কথা হলো- একজন মুসলিম সে তার ওপর অর্পিত যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য - চাই তা সামাজিক হোক বা প্রশাসনিক অথবা আর্থিক বা পেশাগত- সুচারু ও নিখুঁতরূপে পালন করে যাবে। কোনোরূপ ফাঁক-ফোকর, কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ ও আমানাতের খিয়ানাত। হাদীস শারীফে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. - "যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করলো, কাউকে ঠকালো সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।"[৩২১]

কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা মাত্রই দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব

৩২১. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-ইজারাহ), হা. নংঃ ৩৪৫৪; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-বুয়ূ'), হা. নংঃ ১৩১৫

www.icsbook.info

সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বতী। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চাকর তার মালিকের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৩২২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾

যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য ধ্বংস। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওযন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।[৩২৩]

এ আয়াতে যে تطفيف (কম দেয়া)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল ওযন ও পরিমাপে কম দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অপর কারো কোনো প্রকারের অধিকার আদায়ে গড়িমসি করার মধ্যেও ব্যাপ্ত। একবার 'উমার (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাযের রুকূ'-সাজদা ইত্যাদি ঠিকমতো আদায় করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন, طَفَّفْتَ - "আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে তাতফীফ করেছো অর্থাৎ কম দিয়েছো।" এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে ইমাম মালিক (রাহ.) বলেন, لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. - "প্রত্যেক বিষয়েই পূর্ণমাত্রায় দেয়া ও কম দেয়ার বিষয় রয়েছে।"[৩২৪] সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং বান্দাহর যে কোনো অধিকার আদায় করতে ত্রুটি ও কম করে, সেও تطفيف -এর অপরাধে অপরাধী। অতএব, কোনো ব্যক্তি যদি তার দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে আদায় না করে অথবা কাজে অবহেলা প্রদর্শন করে, এভাবে কোনো প্রশাসক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, আমলা, কর্মচারী, পিয়ন বা দীনী খিদমাতে নিয়োজিত ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব আদায় না করে, তা হলে

৩২২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-জুমু'আহ), হা. নং: ৮৪৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-ইমারাহ), হা. নং: ৩৪০৮

৩২৩. আল কোরআন, সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১-৩

৩২৪. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা,* (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ২২

www.icsbook.info

সেও ওযনে কম দেয়ার অপরাধীর মতো জঘন্য অপরাধী হবে।[৩২৫] যাযান (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন,

> الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ، يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقَالُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا ؟ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، وَيُمَثَّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِ، فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا فَيَهْوِي فِي أَثَرِهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا، فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَهُوَ يَهْوِي فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ.
>
> আল্লাহর পথে শাহাদাত সকল পাপকেই মোচন করে দেয়। তবে আমানাতের ব্যাপারটি ভিন্ন। কিয়ামাতের দিন বান্দাহকে হাযির করা হবে, যদিও সে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে এবং তাকে বলা হবে, তোমার আমানাত আদায় করো। সে বলবে, ইয়া রাব্ব! এখন কীভাবে আমানাত আদায় করবো, দুনিয়া তো নিঃশেষ হয়ে গেছে? তখন ফেরেশতাগণকে বলা হবে, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দুনিয়ায় তার নিকট সমর্পিত আমানাতের একটি প্রতীকী রূপ দেয়া হবে, যা সে চিনতে পারবে। ফলে সে তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকবে। এক পর্যায়ে তা নাগালের মধ্যে চলে আসবে এবং সে তা দু কাঁধে তোলে নেবে। এভাবে সে যখন মনে করবে যে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছে, তখনই তা তার দু কাঁধ থেকে পিছলে পড়ে যাবে। এরপর সে আবার তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকবে। এভাবে চিরকাল ধরে তার এ তৎপরতা চলতে থাকবে।

রাবী বলেন, ইবনু মাস'উদ (রা.) আমানাতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, الصَّلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ، وَالْكَيْلُ أَمَانَةٌ، وَأَشْيَاءُ عَدَّدَهَا، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ.- "সালাত আমানাত, ওযু আমানাত, ওযন আমানাত ও পরিমাপ আমানাত। এভাবে তিনি আরো কয়েকটি বিষয়ের নাম উল্লেখ করলেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ।"

রাবী বলেন, এরপর আমি বারা' ইবনু 'আযিব (রা.)-এর নিকট আসলাম এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর উপর্যুক্ত কথা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি জবাব দিলেন, صَدَقَ أَمَا سَمِعْتَ يَقُولُ اللهُ: { إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

---

৩২৫. মুফতী শাফী, *মা'আরিফুল কোরআন*, খ. ৮, পৃ. ৬৭৭

www.icsbook.info

{ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء: ٥٨].-তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। তুমি কি শোনোনি যে, আল্লাহ কী বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন তোমাদের প্রাপ্য আমানাতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" (নিসা':৫৮)[৩২৬]

জ.১.১১. অল্পে তুষ্ট থাকা

মু'মিন চরিত্রের একটি প্রধান ভূষণ হলো অল্পে তুষ্ট থাকা। একজন মু'মিন ন্যায়ানুগভাবে যখন যা পাবে- চাই তা যতোই অল্প ও সাধারণ হোক না কেন- তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর শুকর আদায় করবে। সে অন্যায়ভাবে কিংবা অপরের স্বার্থহানি করে কোনো কিছু অর্জন করতে উদ্যত হবে না। এগুণটি একদিকে মানুষকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলে, অপরদিকে নাফসকে বহু খারাপ প্রবণতা ও অনাচার থেকে রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ.-"আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, তবেই তুমি সব চাইতে ধনী বলে গণ্য হবে।"[৩২৭]

চরিত্রের এ গুণটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, হাদীসে একে একটি অনিঃশেষ সম্পদ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক মু'মিনকে তা অর্জন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ. -"তোমরা কানা'আত (অল্পে তুষ্টি ভাব)কে আঁকড়ে ধরো। কেননা কানা'আত এমন এক সম্পদ, যা কখনোই নিঃশেষ হবে না।"[৩২৮] অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. - "সে ব্যক্তি সফল হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযক দান করা হলো। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর প্রদত্ত রিযকের ওপর সন্তুষ্টি দান করেছেন।"[৩২৯]

---

৩২৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৩৫: আল-আমানাত...), হা. নং: ৪৮৮৫
বিশিষ্ট হাদীসগবেষক শাইখ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান। (আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৫৭, হা. নং: ১৭৬৩)

৩২৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ২৩০৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৮০৯৫

৩২৮. তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ৬৯২২

৩২৯. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যাকাত), হা. নং: ২৪৭৩

www.icsbook.info

ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নের বিষয়গুলো চর্চা করা হলে এ গুণটি বাড়তে পারে-

❖ নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকানো। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি যা লাভ করবে -তা যতোই অল্প ও সাধারণ হোক না কেন- তা তার কাছে অনেক বেশি ও বড় বলে প্রতীয়মান হবে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ.

তোমরা তোমাদের নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকাবে, তোমাদের ওপরের স্তরের লোকদের দিকে তাকাবে না। তা হলেই তোমরা আল্লাহর নি'মাতকে তুচ্ছ রূপে দেখতে পাবে না।[৩৩০]

❖ নিজেদেরকে সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।

❖ এ ধারণা সব সময় মনে বদ্ধমূল রাখতে হবে যে, যা কিছু আমাদের ভাগ্যে জুটে তা পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। কাজেই আমাদের ভাগ্যে যা আছে- কম হোক বা বেশি, তা-ই আমরা পাবো। মাইমূন ইবনু মিহরান [৩৭-১১৭ হি.] (রাহ.) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْقَضَاءِ فَلَيْسَ لِحُمْقِهِ دَوَاءٌ.-"যে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট নয়, তার নির্বুদ্ধিতার কোনো ওষুধ নেই।"[৩৩১]

জ.১.১২. সকলের সাথে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা

সকলের সাথে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলা উচিত। এ জন্য প্রতিটি মু'মিনের দায়িত্ব হচ্ছে ভদ্র, সুন্দর ও নম্রভাবে কথা বলা, কাউকে কথায় ও কাজে যে কোনো রূপ কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, প্রত্যেককে তার স্ব স্ব অধিকার দান করা এবং তার দুঃখ-কষ্টে কাছে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় এ সকল বিষয়ের প্রতি নানাভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

---

৩৩০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আয-যুহদ), হা. নং: ৭৬১৯
৩৩১. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬

www.icsbook.info

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾-"মু'মিনরাই পরস্পর ভাই-ভাই।"[৩৩২] দৃশ্যত এ আয়াতটি তিনটি শব্দবিশিষ্ট একটি ছোট্ট বাক্য মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং তার আদর্শিক মর্যাদা প্রকাশ করার নিমিত্ত এ ছোট্ট বাক্যটি যথেষ্ট। এ আয়াত থেকে জানা যায়, এক ভাইয়ের সাথে অপর ভাই যেমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও মিলিত হয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য, ঝগড়া-ফ্যাসাদকে প্রশ্রয় দেয় না, ঈমানের সম্পর্কে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকেও ঠিক তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর যুক্ত ও মিলিত হতে হবে। দুই সহোদর ভাই যেমন পরস্পরের জন্য নিজেদের সবকিছুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়, পরস্পর পরস্পরের শুভাকাঙ্খী হয়, সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে এবং একে অপরের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়, ঈমানদারগণের মধ্যেও ঠিক তেমনি সম্পর্ক গড়ে ওঠতে হবে। আর এ হচ্ছে ঈমানের একটি অনিবার্য দাবি। কাজেই যার ঈমান যতোটা সবল ও গভীর হবে, ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি তার সম্পর্কটাও ততোটা সবল ও গভীর হবে।

ভ্রাতৃত্বের এ সম্পর্কের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম الحب لله(আল্লাহর জন্য ভালোবাসা)-এর মতো পবিত্র, ব্যাপক ও মনোরম পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। 'ভালোবাসা' নিজেই এক বিরাট চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর পরিভাষা। এর সাথে 'আল্লাহর জন্য' বিশেষণটি একে তামাম স্থূলতা ও অপবিত্রতা থেকে মহত্ত্বের উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বলাই বাহুল্য, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে ভালোবাসা এ দুটি বিষয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে এর একটি থাকবে, সেখানে অপরটিও দেখা যাবে। একটি যদি না থাকে, তবে অপরটি সন্দেহজনকে পরিণত হবে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. -"তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না, যতোক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।"[৩৩৩] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ. -"যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করলো, আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দান করলো এবং আল্লাহর জন্য কাউকে বারণ করলো, সে তার ঈমানকেই পূর্ণ করে নিলো।"[৩৩৪]

---

৩৩২. আল কোরআন, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১০

৩৩৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আল-ঈমান), হা. নংঃ ২০৩

৩৩৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আস-সুন্নাহ), হা. নংঃ ৪৬৮৩

www.icsbook.info

এ হাদীসে মু'মিনদেরকে গোটা সম্পর্ককেই ভালোবাসার ভিত্তির ওপর স্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং ভালোবাসাকে শুধুই আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়াকে ঈমানের পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য শর্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জ.১.১৩. অপরের কল্যাণ কামনা

মানবীয় চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গুণ হলো অপরের কল্যাণ কামনা। এর দ্বারা মানব-মনের স্বচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়। পবিত্র হাদীসে দীন বলতে কল্যাণ কামনাকে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ. -"দীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা।"[৩৩৫] যাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা উচিত, তাদের মধ্যে সাধারণ মুসলিম ভাইদের কথাও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন সাহাবীর কাছ থেকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার বাই'আত গ্রহণ করেন।[৩৩৬]

উল্লেখ্য, মুসলিম ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনার প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছে যে, মানুষ তাঁর নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যও ঠিক তাই পছন্দ করবে। কারণ, মানুষ কখনো তার নিজের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। বরং নিজের জন্য সে যতটুকু সম্ভব ফায়দা, কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট থাকে। নিজের অধিকারের বেলায় সে সামান্যতম ক্ষতি স্বীকার করতে পারে না, নিজের ফায়দার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না, নিজের অনিষ্টের কথা সে শোনতে পারে না, নিজের বে-'ইযযাতী কখনো বরদাশত করতে পারে না; বরং নিজের জন্য সে সর্বাধিক পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা পেতে আগ্রহী। অতএব, কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যও ঠিক তা-ই পছন্দ করবে। এমনি পবিত্র ধারায় তার আচার-আচরণ বিকাশ লাভ করতে থাকবে। এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের অপরিহার্য শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

---

৩৩৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-ঈমান), হা. নংঃ ২০৫

৩৩৬. জারীর ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নামায কায়িম করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার ওপর বাই'য়াত গ্রহণ করলাম।" (বুখারী, *আস-সাহীহ,* [কিতাবঃ আল-ঈমান], হা. নংঃ ৫৭; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* [কিতাবঃ আল-ঈমান], হা. নংঃ ২০৮)

www.icsbook.info

তিনি বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.-"যে মহান সত্তার হাতে আমার জান নিবদ্ধ তাঁর কসম! কোনো বান্দাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে।"[৩৩৭]

জ.১.১৪. অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া

একজন মু'মিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও শুধু তা পছন্দ করে, তা নয়; বরং তাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকারও দেয়। চরিত্রের এ অত্যুজ্জ্বল গুণকে আত্মত্যাগ (إِيثار) বলা হয়। এর অর্থ হলো- নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের ওপর অন্যের কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তাকে অগ্রাধিকার দেবে। নিজের প্রয়োজনকে মুলতবী রেখে অন্যের প্রয়োজন মেটাবে। নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যকে আরাম দেবে। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অন্যের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। নিজের জন্য প্রয়োজন হলে স্বভাব-বিরুদ্ধ জিনিস মেনে নেবে; কিন্তু স্বীয় ভাইয়ের অন্তরকে যথাসম্ভব অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করবে।

আত্মত্যাগ হচ্ছে একটি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এর দ্বারা মানব-মন সম্প্রসারিত হয়, আর মনের সম্প্রসারণের ফলে মানুষ সংকীর্ণতা ও কার্পণ্য থেকে মুক্তি লাভ করে।[৩৩৮] তবে এ আত্মত্যাগ সকলের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কারণ, এর ভিত্তিমূলে কোনো অধিকার বা কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। এ আত্মত্যাগ সর্বপ্রথম প্রয়োজন-সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। তারপর আরাম-আয়েশের ক্ষেত্রে এবং সর্বশেষ রুচি ও পছন্দের ক্ষেত্রে। এ সর্বশেষ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যেহেতু স্বভাবতই বিভিন্ন প্রকৃতির, তাই তাদের চাহিদা ও পছন্দও বিভিন্ন রূপ। এরূপ অবস্থায় প্রতিটি মানুষই যদি তার চাহিদা ও

---

৩৩৭. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ১৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ১৮০

৩৩৮. প্রত্যেক ধর্মেই নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নতির জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। যেমন- সনাতন হিন্দধর্মে 'ত্যাগবাদ' একটি শ্রেষ্ঠ দর্শন। কৈবল্য উপনিষদের (১/২-৩) শ্লোকে এবং নারায়ণ উপনিষদের (১২/১৪-১৫) শ্লোকে বলা হয়েছে যে, " কেবলমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ত্ব বা মোক্ষ লাভ করা যায়। ত্যাগের মাধ্যমে যে পরম আনন্দ লাভ হয়, তার নাম দেয়া হয়েছে 'ভূমানন্দ লাভ'।" সনাতন হিন্দু ধর্ম মনে করে, নিজস্ব স্বার্থ ত্যাগের দ্বারা চিত্ত সম্প্রসারিত হয়, আর 'চিত্ত সম্প্রসারণ' মানুষকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে এক সুবিশাল ক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। 'ভূমানন্দ' লাভ করা মোক্ষ লাভেরর জন্য অপরিহার্য। (ভবেশ রায়, *সনাতন হিন্দুধর্ম কী এবং কেন*, পৃ.৪৭)

www.icsbook.info

পছন্দের ওপর অনড় হয়ে থাকে, তা হলে মানব-সম্পর্ক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য। পক্ষান্তরে সে যদি অন্যের রুচি, পছন্দ, ঝোঁক-প্রবণতাকে অগ্রাধিকার দিতে শিখে, তা হলে অত্যন্ত চমৎকার ও হৃদতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারে।

এ আত্মত্যাগেরই উচ্চতর পর্যায় হচ্ছে, নিজে অভাব-অনটন ও দূরবস্থার মধ্যে থেকে আপন ভাইয়ের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চাইতে অগ্রাধিকার দেয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের জীবনে এ ধরনের বহু ঘটনার নযীর পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে তাঁদের এ মহত্তম গুণটির প্রশংসা করে বলা হয়েছে- ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ - "এবং তারা নিজের ওপর অন্যের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাব-অনটনের মধ্যে রয়েছে।"[৩৩৯]

বস্তুত নিজেদের অভাব অনটন সত্ত্বেও আনসারগণ (রা.) যেভাবে অভ্যাগত মুহাজির ভাইদের অভ্যর্থনা করেছেন এবং নিজেদের মধ্যে তাঁদেরকে স্থান দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপর্যুক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে আবূ তালহা আল-আনসারী (রা.)-এর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এ ঘটনা থেকে আত্মত্যাগের একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> 'একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন ক্ষুধার্ত লোক এলো। তখন তাঁর গৃহে কোনো খাবার ছিলো না। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমান হিসেবে রাখবে, আল্লাহ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন। আবূ তালহা (রা.) লোকটিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, ঘরে শুধু মেহমানের পেট ভরার মতো খাবারই আছে। তিনি বললেন, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে বাতি নিভিয়ে দাও। আমরা উভয়ে সারা রাত অভুক্ত থাকবো। অবশ্য মেহমান বোঝতে পারবে যে, আমরাও খাচ্ছি। অবশেষে তাঁরা তা-ই করলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে হাযির হলে তিনি বললেন, ضَحِكَ اللّٰهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ

---

৩৩৯. আল কোরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯: ৯

www.icsbook.info

مِنْ فَعَالِكُمَا.- "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ সদাচরণে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এরপর উপর্যুক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।[৩৪০]

এ তো হচ্ছে আর্থিক অনটনের মধ্যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর চাইতেও চমৎকার ঘটনা হচ্ছে ইয়ারমুক যুদ্ধের, যাকে আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা বলা যায়। ঘটনাটি হলো- যুদ্ধের ময়দানে কয়েকজন মুজাহিদ শত্রুদের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা পানি পানি বলে চিৎকার করছিলেন। এমন সময় প্রথমে একজন আহত মুজাহিদের নিকট পানি নিয়ে যাওয়া হলো। ঠিক সে মুহূর্তে নিকট থেকে অপর একজন লোকের আর্তনাদ শোনা গেলো। প্রথম লোকটি বললেন, ঐ লোকটির কাছে আগে নিয়ে যাও। দ্বিতীয় লোকটির কাছে গিয়ে পৌঁছলে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো এবং সে মুমূর্ষাবস্থায়ও লোকটি নিজের সঙ্গীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলেন। এভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি পর্যন্ত একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবং প্রত্যেকেই নিজের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে লাগলেন। কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখা গেলো তার জীবনপ্রদীপ ইতিমধ্যে নিভে গেছে। এভাবে প্রথম লোকটির কাছে ফিরে আসতে আসতে একে একে সবারই জীবনাবসান হলো এবং তাঁদের কারো পানি পান করার সুযোগ হলো না।[৩৪১]

আত্মত্যাগের অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, নিজে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের জিনিসে তুষ্ট থাকা এবং নিজের সাথীকে উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা। বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দুটি মিসওয়াক কাটলেন। তার একটি ছিলো সোজা এবং অপরটি বাঁকা। তাঁর সাথে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি সোজা মিসওয়াকটি তাঁকে দিলেন এবং বাঁকাটি নিজে রাখলেন। সাহাবী বললেন, يا رسول الله كنت والله أحق بالمستقيم مني.- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! সোজাটিই আপনার জন্য বেশি প্রযোজ্য হবে।' তিনি বললেন,

ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من النهار إلا سئل عن صحبته هل أقام فيها حق الله أم أضاعه.

---

৩৪০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ), হা. নংঃ ৩৫৮৭, (কিতাবঃ আত-তাফসীর), হা. নংঃ ৪৬০৭; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-আশরিবাহ), হা. নংঃ ৫৪৮১

৩৪১. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম,* খ. ১, পৃ. ২৭-৮; ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়াতু...,* খ. ৭, পৃ. ১৫

www.icsbook.info

'কেউ যদি কোনো ব্যক্তির সাথে দিনের এক ঘণ্টা পরিমাণও সংশ্রব রাখে, তবে কিয়ামাতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এ লোকটি কি সংশ্রবকালীন আল্লাহর হাক্ক আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে কিংবা তাকে নষ্ট করেছে?'[৩৪২]

এ হাদীসে আত্মত্যাগ যে সংশ্রবেরও একটি অধিকার, তার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

জ.১.১৫. প্রীতি ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে মেলামেশা করা

চরিত্রের একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো- মানুষের সাথে হাসোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে মেলামেশা করা। উল্লেখ্য যে, পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় একদিকে যেমন অপ্রিয় ভাষণ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস ইত্যাদির মাধ্যমে কারো মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়, অন্যদিকে সাক্ষাতের ধরন থেকেই যাতে ভালোবাসার আবেগটা প্রকাশ পায়, তেমনিভাবে সাক্ষাত করা উচিত। এ সম্পর্কে পবিত্র হাদীসে বহু নির্দেশনা রয়েছে। সাক্ষাতের একটি ধরন হলো- সাক্ষাতের সময় রূঢ়তা, কঠোরতা, তাচ্ছিল্য ও নির্লিপ্ততা ইত্যাদি পীড়াদায়ক ও হৃদয়বিদারক আচরণের পরিবর্তে নম্রতা, শিষ্টতা, সৌজন্য ও প্রিয় ভাষণের পরিচয় দিতে হবে। আর একটি ধরন হলো- হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাত করা এবং দেখা হওয়া মাত্রই মুচকি হাসি দেওয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.- "কোনো ভালো কাজকেই কিছুমাত্রও তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদি তা আপন ভাইয়ের সাথে তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সাক্ষাত করাও হয়।"[৩৪৩] অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.-"প্রত্যেক ভালো কাজই এক একটি সাদাকাহ। আপন ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সাক্ষাত করাও একটি ভালো কাজ।"[৩৪৪]

তাচ্ছিল্য ও নির্লিপ্ততার সাথে নয়; বরং আগ্রহ ও মনোযোগসহকারে সাক্ষাত করা চাই এবং এ সাক্ষাতকার যে আন্তরিক খুশির তাগিদেই করা হচ্ছে এ কথা অন্যের কাছে প্রকাশ পেতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৩৪২. গাযালী, *ইহয়া*, খ. ২, পৃ. ১৭৪ ও *বিদয়াতুল হিদায়াহ*, পৃ. ২৩; আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ২, পৃ. ৩৮৭, ৩৯৪
এ হাদীসের কোনো ভিত্তি আমি খোঁজে পাই নি।

৩৪৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ৬৮৫৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২১৫১৯

৩৪৪. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ১৯৭০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৪৭০৯

www.icsbook.info

সম্পর্কে সাহাবীগণ (রা.) বলেন, তিনি কারো প্রতি মনোযোগ প্রদান করলে সমগ্র দেহ-মন দিয়েই করতেন। ওয়াসিলা ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদের ভেতরে বসেছিলেন। এমনি সময়ে সেখানে একটি লোক এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নড়েচড়ে ওঠলেন। লোকটি বললো, يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, যথেষ্ট জায়গা আছে।" তিনি বললেন, إِنَّ لِلْمُسْلِمِ حَقًّا إِذَا رَآهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ . -"মুসলিমের অধিকার হচ্ছে এই যে, তার ভাই যখন তাকে দেখবে, তখন তার জন্য সে একটু নড়েচড়ে বসবে।"[৩৪৫] উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার যায়িদ ইবনু হারিসাহ (রা.) মাদীনায় আসলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুলাকাত করার জন্য বাহির থেকে দরজায় খটখট আওয়ায দেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় না বেঁধে শুধু টানতে টানতেই বাইরে বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহর কসম! আমি না এর আগে, আর না এর পরে তাঁকে এমনি অবস্থায় কখনো দেখেছি। তিনি ভালোবাসার আতিশয্যে যায়িদের গলা জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁকে চুম্বন করেন।[৩৪৬] অনুরূপভাবে যখন জা'ফার ইবনু আবী তালিব (রা.) হাবশা থেকে ফিরে আসেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কপালে চুম্বন করেন।[৩৪৭] 'ইকরামাহ (রা.) ইবনু আবী জাহল যখন তাঁর খিদমাতে গিয়ে হাযির হন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেন এবং তিন তিন বার বললেন, مرحبا بالراكب المهاجر! -"হিজরাতকারী আরোহীকে স্বাগতম!"[৩৪৮]

---

৩৪৫. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৬১: কিয়ামুল মার'য়ি লি-সাহিবিহি..), হা. নং: ৮৫৩৪
হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল। (আলবানী, সাহীহু ও দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর, খ. ১১, পৃ. ২২৪, হা. নং: ৪৭৭৭)

৩৪৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-ইস্তি'যান), হা. নং: ২৭৩২

৩৪৭. আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৮৭৬

৩৪৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-ইস্তি'যান), হা. নং: ২৭৩৫; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাব: মা'আরিফুস সাহাবাহ), হা. নং: ৫০৫৯; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ১০২১, ১০২২

www.icsbook.info

জ.২. আখলাকে রাযীলাহ

জ.২.১. লোভ-লালসা

লোভ-লালসা হলো নাফসের সবচেয়ে মারাত্মক গোপন ঘাতক ব্যাধি ও দীনদারির জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। তা ছাড়া সকল অপকর্মের মূল কারণও হলো এ লোভ-লালসা। নাফসের অন্য দোষগুলো মূলত এর উপসর্গ ও লক্ষণ মাত্র। যখন এ লোভ-লালসা কারো মধ্যে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তখন সে এতোই স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ে যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় এবং চোখের ওপর পর্দা এসে পড়ে। এ সময় সে যা ইচ্ছা করতে পারে। বিশিষ্ট সূফী মাওলানা জালালুদ্দীন **আর-রুমী** (রাহ.) বলেন,

چوں غرض آمد هنر پوشیده شد　　صد حجاب از دل بسوئے دیده شد

যখন স্বার্থ মুখ্য হয়ে পড়ে, তখন জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় এবং অন্তর থেকে শত পর্দা চোখের ওপরে এসে পড়ে।

লোভ-লালসার ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.

মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দেয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের জন্য ততোটুকু ক্ষতিকর নয়, যতোটুকু মানুষের সম্পদ ও মান-সম্মানের প্রতি লোভ তার দীনদারির জন্য ক্ষতিকর।"[৩৪৯] অর্থাৎ দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগল পালের জন্য যতটুকু বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর, তার চাইতেও ব্যক্তির লোভ-লালসা তার দীনদারির জন্য অধিক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর।

বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন, مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ.- " কারো কামনা-বাসনা যতো দীর্ঘ হবে, তার কার্যকলাপও ততো মন্দ হবে।"[৩৫০]

---

৩৪৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহ্দ), হা. নং: ২৩৭৬; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৫৭৮৪

৩৫০. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৭১: আয-যুহ্দ). হা. নং: ১০২৯৯; আবূ বাকর আদ-দায়নূরী, *আল-মুজালাসাতু* .., হা. নং: ২৫৪১

www.icsbook.info

বলাই বাহুল্য, লোভ-লালসা মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা। আর এটা এতোই শক্তিশালী যে, একমাত্র বিবেক-বোধসম্পন্ন পরিশুদ্ধ অন্তরের লোক ব্যতীত আর কেউ এর প্রবল থাবা থেকে রেহাই পেতে পারে না। বলা হয়ে থাকে যে,

لما خلق الله آدم عليه السلام عجن بطينته ثلاثة أشياء الحرص والطمع والحسد فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة فالعاقل يخفيها والجاهل يبديها.

আদাম ('আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টির সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাটির খামিরের মধ্যে তিনটি বিষয় দান করেছিলেন। এগুলো হলো- লোভ, লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষ। কাজেই তা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বংশানুক্রমে সংক্রমিত হতে থাকবে। তবে বিবেকবান লোক তাকে প্রকাশ হতে দেবে না আর অজ্ঞ লোক তা প্রকাশ করবে।[৩৫১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

যদি আদাম সন্তান একটি স্বর্ণের উপত্যকার মালিকও হয়, তবুও সে আরো একটি স্বর্ণের উপত্যকা পেতে লালায়িত হবে। তার মুখ কখনো ভরাট হবে না; তবে একমাত্র (কবরের) মাটিই তাকে ভরাট করতে পারে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে একান্ত মনোনিবিষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলাও তার এ মনোনিবেশকে কবূল করেন।[৩৫২]

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, মানুষ বয়োবৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হয়; কিন্তু তার লোভ-লালসা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ. -"আদাম সন্তান বয়োবৃদ্ধ হতে থাকে, আর এর সাথে সাথে তার দুটি বিষয় যৌবনপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্রমশ সতেজ হয়। এ দুটি বিষয় হলো- সম্পদের প্রতি লোভ ও জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ।"[৩৫৩] অন্য একটি হাদীসে তিনি

৩৫১. যামাখশারী, *রাবী'উল আবরার*, খ.১, পৃ.২৬৪; আবশীহী, *আল-মুস্তাতরাফ*, খ.১,পৃ.১৭৪
৩৫২. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আয-যাকাত), হা. নংঃ ২৪৬৪
৩৫৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আয-যাকাত), হা. নংঃ ২৪৫৯
এ হাদীসটি ভিন্ন ভাষায় সাহীহুল বুখারী (হা. নংঃ ৬০৫৮)তেও রয়েছে।

www.icsbook.info

বলেন, قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ.-"বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির অন্তর দুটি বিষয়ে সতেজ ও সক্রিয় থাকে। এগুলো হলো- দীর্ঘায়ু ও সম্পদের প্রতি মোহ।"[৩৫৪]

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে এ মন্দ প্রবণতাটি নিয়ন্ত্রণ করতে নানা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾- "আর তোমরা নিজেদেরকে মেরে ফেলো না।"[৩৫৫] এর একটি অর্থ হলো- তোমরা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ ও মান-সম্মানের জন্য মরে যেয়ো না। অর্থাৎ মরিয়া হয়ে এগুলো তালাশের পেছনে পড়ো না।[৩৫৬] অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾

> আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সে সকল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আর রাব্বের প্রদত্ত রিয্কই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।[৩৫৭]

এ আয়াতটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তাঁর উম্মাতকে পথ প্রদর্শন করাই এর লক্ষ্য। এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নয়নাভিরাম জীবন-সামগ্রীর অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা এগুলো সবই ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নি'মাত আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিভিন্ন হাদীসে তাঁর উম্মাতকে এ মন্দ প্রবণতাটি নিয়ন্ত্রণ করতে নানা উপায়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ জন্য কখনো তিনি নিজের নির্লোভ জীবনের বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন, আবার

---

৩৫৪. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যাকাত), হা. নং: ২৪৫৮

৩৫৫. আল কোরআন, সূরা আন-নিসা', ৪: ২৯

৩৫৬. আল-কিয়া আল-হারাসী, *আহকামুল কোরআন*, খ.২,পৃ.১১৯; কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ.৫, পৃ.১৫৬

৩৫৭. আল কোরআন, সূরা তোয়াহা, ২০: ১৩১

www.icsbook.info

কখনো কথার মাধ্যমে উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দু কাঁধ ধরে বললেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. -"তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস করো, যেন তুমি একজন প্রবাসী কিংবা পথিক।" অর্থাৎ প্রবাসী বা পথিক ব্যক্তি যেমন প্রবাসে কিংবা পথে কোনো স্থায়ী জীবন যাপনের চিন্তা করে না এবং এ জন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না, তেমনি তুমিও দুনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের এবং এ জন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহের চিন্তা করো না। ইবনু 'উমার (রা.) বলতেন,

> إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
>
> যখন তুমি বিকালে পৌঁছবে, তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না। আর যখন তুমি সকালে পৌঁছবে, তখন বিকালের জন্য অপেক্ষা করো না। কাজেই তুমি সুস্থ থাকতেই রুগ্ন অবস্থার জন্য এবং জীবন থাকতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। অর্থাৎ সুস্থতা ও জীবনকে মহা গানীমাত মনে করো। এ সময় সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য ও 'ইবাদাতের মধ্যে মগ্ন হও।[৩৫৮]

তারীকাতের শাইখগণ যে মুজাহাদা ও আধ্যাত্মিক সাধনা করেন, তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো নাফসকে এ মহা সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত করা।

জ.২.২. আত্মপ্রীতি

মানুষের মধ্যে সহজাতভাবে আত্মপ্রীতির স্বাভাবিক প্রেরণা আছে। এ প্রেরণা অবশ্যই যথার্থ পর্যায়ে দূষণীয় নয়; বরং নিজের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অপরিহার্য এবং উপকারীও। আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাবের মধ্যে তার ভালোর জন্য এ প্রেরণা উজ্জীবিত রেখেছেন। এর ফলে সে নিজের সংরক্ষণ, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু শাইতানের প্ররোচনায় যখন এ প্রেরণা আত্মপূজা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় রূপান্তরিত হয়, তখন তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের উৎসে পরিণত হয় এবং ক্রমে নতুন নতুন দোষের জন্ম দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ আত্মপ্রীতি (إِعْجَابٌ

---

৩৫৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আর-রিকাক), হা. নং: ৬০৫৩

www.icsbook.info

(الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ)ই হলো সবার চেয়ে বড় ও মারাত্মক বিপর্যয়সৃষ্টিকারী মানবিক ত্রুটি।[৩৫৯]

মানুষ যখন নিজেকে ত্রুটিহীন ও সমস্ত গুণের আধার মনে করে নিজের দোষ ও দুর্বলতার অনুভূতিকে ঢাকা দেয় এবং নিজের প্রতিটি দোষ-ত্রুটির ব্যাখ্যা করে নিজেকে সর্বদিক দিয়ে ভালো বলে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করে, তখন এ আত্মপ্রীতির প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এ আত্মপ্রীতি প্রথম পদক্ষেপেই তার সংশোধন ও উন্নতির দ্বার নিজ হাতে বন্ধ করে দেয়। অতঃপর যখন 'আমি কতো ভালো ও যোগ্য' এ অনুভূতি নিয়ে মানুষ সমাজ জীবনে প্রবেশ করে, তখন সে নিজেকে যা মনে করে রেখেছে অন্যরাও তাকে তা-ই মনে করুক- এ আকাঙ্খা তার মনে জাগে। সে কেবল প্রশংসা শোনতে চায়। সমালোচনা তার নিকট পছন্দনীয় হয় না। তার নিজের কল্যাণার্থে যে কোনো উপদেশ বাণীও তার অহমকে পীড়িত করে। এভাবে এ ব্যক্তি নিজের সংশোধনের অভ্যন্তরীণ উপায়-উপকরণের সাথে সাথে বাইরের উপায়-উপকরণও বন্ধ করে দেয়।

বলাই বাহুল্য, সমাজ জীবনে সকল দিক দিয়ে নিজের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী পছন্দসই অবস্থা লাভ করা দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে আত্মপূজারী ব্যক্তি তো এখানে সর্বত্র ধাক্কা খায়। কারণ তার অহম নিজের মধ্যে এমন সব প্রেরণা সৃষ্টি করে, যা সমাজের অসংখ্য গুণ ও যোগ্যতার সাথে তার মানসিক দ্বন্দ্বকে অপরিহার্য করে তোলে। উপরন্তু, এ মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আশা-আকাঙ্খায় সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতার দুঃখ তার বিক্ষুব্ধ অহমকে একের পর এক মারাত্মক অসৎ কাজের দিকে নিক্ষেপ করতে থাকে। সে জীবনে অনেক লোককে নিজের চাইতে ভালো ও যোগ্য দেখে। অনেক লোকের ব্যাপারে সে মনে করে, সমাজ তাদেরকে তার চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়। সে নিজে যে মর্যাদার প্রত্যাশী অনেক লোক তাকে তা দেয় না। সে নিজেকে যে সব মর্যাদার হকদার মনে করে সে পর্যন্ত পৌঁছার পথে অনেক লোক তার জন্য বাধার সৃষ্টি করে। অনেক লোক তার সমালোচনা করে এবং তার মর্যাদাহানি করে। এ ধরনের বিচিত্র অবস্থা তার মনে বিভিন্ন মানুষের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে অন্যের অবস্থা অনুসন্ধান করে, অন্যের দোষ খুঁজে

---

৩৫৯. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৪৭: মু'আলাজাতু কুল্লি যানবিন বিত-তাওবাহ), হা. নং: ৬৮৬৫

www.icsbook.info

বেড়ায়, গীবাত করে, গীবাত শোনে তার স্বাদ গ্রহণ করে, চোগলখুরী করে, কানাকানি করে এবং ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়। আর যদি তার নৈতিকতার বাঁধন ঢিলে হয়ে থাকে অথবা অনবরত ঐ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকার কারণে ঢিলে হয়ে যায়, তা হলে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে মিথ্যা দোষারোপ, অপ্রপ্রচার প্রভৃতি মারাত্মক ধরনের অপরাধ করে বসে। এ সমস্ত অসৎ কাজ সম্পাদন করতে করতে সে নৈতিকতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়।

অধিকন্তু, আত্মপ্রীতির এ প্রবণতাই সামাজিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। কোনো এক ব্যক্তি এ অবস্থার সম্মুখীন হলে তাতে হয়তো কোনো সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় না। এর প্রভাব বড় জোর কয়েক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। তবে যদি সমাজে বহু লোকের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তা হলে তাদের ক্ষতিকর প্রভাবে সমগ্র সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়। বলাই বাহুল্য, যেখানে পরস্পরের মধ্যে কু-ধারণা, গোয়েন্দা মনোবৃত্তি, পরদোষ অনুসন্ধান, গীবাত ও চোগলখুরীর দীর্ঘ সিলসিলা চলতে থাকে, সেখানে অনেক লোক মনের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অসৎ বৃত্তি লালন করে এবং হিংসা ও পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যেখানে অনেক বিক্ষুব্ধ অহম প্রতিরোধ স্পৃহায় ভরপুর থাকে, সেখানে কোনো কিছুই গ্রুপ সৃষ্টির পথ রোধ করতে পারে না। সেখানে কোনো প্রকার গঠনমূলক সহযোগিতা তো দূরের কথা, মধুর সম্পর্কের সম্ভাবনাই থাকে না। এরূপ পরিবেশে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।[৩৬০]

ইসলাম এ প্রবণতাটি দেখা যাওয়ার সাথে সাথে এর চিকিৎসা শুরু করে দিতে বলেছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে এর পথ রোধ করার জন্য নির্দেশ দান করেছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় মু'মিনগণকে নানাভাবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মু'মিন যেন কোনো সময় আত্মপূজা ও আত্মপ্রীতির রোগে আক্রান্ত না হয়, কখনো আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত না হয়, নিজের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি অনুভব ও ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করতে থাকে এবং কোনো বিরাট কাজ করার পরও অহঙ্কারে বুক ফুলাবার পরিবর্তে দীনতার সাথে নিজের রাব্বের সামনে এই মর্মে আর্জি পেশ করে যে, তার কাজের মধ্যে যে গলদ রয়ে গেছে সেগুলো যেন মাফ করে দেয়া

---

৩৬০. মাওদূদী, *ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী*, পৃ. ৩৬-৭

www.icsbook.info

হয়। এ শিক্ষার প্রাণবস্তুকে আত্মস্থ করার পর কোনো ব্যক্তির মনে আত্মপূজার বীজ অঙ্কুরিত হতে পারবে না এবং তা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিতেও সক্ষম হবে না। আমরা পরে তাওবা ও ইস্তিগফার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইন-শা-আল্লাহ।

জ.২.৩. হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নাফসের এক ঘৃণ্য ব্যাধি। সাধারণত আত্মপ্রেমিক ও আত্মপূজারীর আত্মপ্রীতিতে যে ব্যক্তি আঘাত হানে অথবা যাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, তার বিরুদ্ধেই সে হিংসা পোষণ করতে থাকে। এ ব্যাধিটা যদি কারো অন্তরে একবার ঠাঁই পায়, তা হলে অন্য লোকের সাথে তার সম্পর্কই শুধু ছিন্ন হয়, তা নয়; বরং তার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ.-"কোনো বান্দাহর অন্তরের মধ্যে 'ঈমান ও হিংসা- এ দু'টি বিষয় একত্রিত হতে পারে না।"[৩৬১] অর্থাৎ যার সত্যিকার ঈমান আছে সে কখনোই হিংসাপরায়ণ হতে পারে না। পক্ষান্তরে যে হিংসাপরায়ণ হয়, সে প্রকৃত অর্থে খাঁটি ঈমানদার নয়। তা ছাড়া এতে শুধু হিংসাকৃত ব্যক্তিই পার্থিব ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা নয়; বরং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমীর মু'আবিয়া (রাহ.) বলেন, ليس في خلال الشر أشر من الحسد، لأنه قد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. -"হিংসার চাইতে নিকৃষ্ট কোনো চরিত্র নেই। কেননা এর প্রভাব হিংসাকৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার পূর্বে তা হিংসাকারী ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে ফেলে।"[৩৬২] হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা অস্বস্তি ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে থাকে। সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) বলেন, لا راحةَ لِحَسُود.-"হিংসুটে ব্যক্তির কোনো স্বস্তি নেই।"[৩৬৩] বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন, ما رأيت ظالمًا أشبهَ بمظلوم من حاسِد، نَفَس دائم، وحُزن لازم، وغم لاينْفد.-"আমি হিংসুটে ব্যক্তির চাইতে অধিক যুলমকারী কাউকে দেখিনি। তার বাহ্য আকৃতি

---

৩৬১. নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-জিহাদ), হা. নং: ৩১০৯; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ৪৬০৬

৩৬২. ইবনু 'আবদিল বার্, *বাহজাতুল মাজালিস..*, পৃ.৯০

৩৬৩. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৪৩: আল-হাসসু 'আলা তারকিল গিল্ল..), হা. নং: ৬২১০; ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ. ১, পৃ. ১৯৩

www.icsbook.info

অত্যাচারিতের মতোই। স্থায়ী তপ্ত নিঃশ্বাস, অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ও অনিঃশেষ বিষণ্নতা তার নিত্য ঘটনা।"[৩৬৪]

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে হিংসা সম্পর্কে নানাভাবে সতর্ক করা হয়েছে। হিংসা এতোই মারাত্মক ক্ষতিকর ও সর্বগ্রাসী ব্যাধি যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকেই তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾-"এবং (আমি আশ্রয় চাই) হিংসুটের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"[৩৬৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

> পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ব্যাধি তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আর এ ব্যাধি হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ। এটা মুণ্ডণকারী। আমার কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তা চুল মুণ্ডন করে দেয়; বরং তা দীনকেই মুণ্ডন করে দেয়।[৩৬৬]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.-"তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, হিংসা সৎকর্মগুলোকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে (অর্থাৎ ধ্বংস করে দেয়) যেমন করে আগুন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে।"[৩৬৭]

হিংসার অর্থ হলো- কারো প্রতি আল্লাহ তা'আলার দেয়া কোনো নি'মাত (যেমন ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি-যোগ্যতা, মান-সম্মান প্রভৃতি)কে পছন্দ না করা এবং মনে-প্রাণে তার থেকে এ নি'মাতের অপসারণ কামনা করা। হিংসার মধ্যে নিজের জন্য ঐ নি'মাতের কামনার চাইতে অন্যের থেকে অপসারণ কামনাটাই প্রবল থাকে। বস্তুতপক্ষে হিংসা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার প্রতি ভারি বেজার হওয়ার নামান্তর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, كَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ.-"হিংসা ভাগ্যকেই পরাভূত করতে উপক্রম হয়।"[৩৬৮] বিশিষ্ট

---

৩৬৪. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ. ১, পৃ. ১৯৩

৩৬৫. আল কোরআন, সূরা আন-নাস, ১১৩: ৫

৩৬৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ সিফাতুল কিয়ামাহ...), হা. নং: ২৫১০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৪৩০

৩৬৭. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-আদাব), হা. নং: ৪৯০৫; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আয-যুহদ), হা. নং: ৪২১০

৩৬৮. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৪৩: আল- হাসসু 'আলা তারকিল গিল্ল..), হা. নং: ৬১৮৮; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ২৭১২৭; কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ৫৮৬

www.icsbook.info

আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ আল-আসমা'ঈ [১২২-২১৬ হি.] (রাহ.) বলেন, আমার কাছে এ মর্মে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, الْحَاسِدُ عَدُوٌّ لِنِعْمَتِي ، مُتَسَخِّطٌ لِقَضَائِي ، غَيْرُ رَاضٍ بِقِسْمَتِي بَيْنَ عِبَادِي .-"হিংসুটে ব্যক্তি আমার নি'মাতের শত্রু, আমার ফায়সালার প্রতি বেজার এবং বান্দাহদের মধ্যে আমার নি'মাত বণ্টন ব্যবস্থার ওপর অসন্তুষ্ট।"[৩৬৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, لا تُعادُوا نعَم الله.-"তোমরা আল্লাহর নি'মাতের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ومن يُعادي نعَم الله؟-"কে সে-ই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নি'মাতের সাথে শত্রুতা পোষণ করে?" তিনি জবাব দেন, الذين يَحْسُدون الناسَ على ما آتاهم الله من فِضله.-"যারা আল্লাহ প্রদত্ত নি'মাতের জন্য মানুষের সাথে হিংসা করে।"[৩৭০]

হিংসার মূলে থাকে কখনো বিদ্বেষ ও শত্রুতা, কখনো ব্যক্তিগত অহমিকা ও বড়ত্ব ভাব, কখনো অন্যকে অনুগত বানানোর প্রেরণা, কখনো কোনো কাজে নিজের ব্যর্থতা বা দুর্বলতা ও অপরের সাফল্য লাভ, আবার কখনো কেবল মান-'ইযযাত লাভের আকাঙ্খাই এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বলাই বাহুল্য, প্রতিবেশী, সহকর্মী ও সমপেশাজীবীদের মধ্যেই হিংসাত্মক মনোভাব বেশি দেখা যায়[৩৭১] এবং এটা স্থায়ীভাবে কিংবা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মধ্যে চলতে থাকে। জনৈক কবি কতোই চমৎকার বলেছেন,

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى إِمَاتَتُهَا ... إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ بِالْحَسَدِ.

প্রত্যেক শত্রুতা বিলোপের আশা করা যায়। কিন্তু হিংসার ফলে যে ব্যক্তি তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে তা বিলুপ্ত হবার নয়।[৩৭২]

---

৩৬৯. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৪৩: আল-হাসসু 'আলা তারকিল গিল্ল..), হা. নং: ৬২১৩; দীনাউরী (রাহ.) তাঁর *আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল 'ইলম* (হা. নং: ৬৫৮)-এর মধ্যে এরূপ একটি রিওয়ায়াত নকল করেছেন।

৩৭০. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ. ১, পৃ. ১৯৩

৩৭১. বিশর ইবনুল হারিস (রাহ.) বলেন, الْعَدَاوَةُ فِي الْقَرَابَةِ وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي الْإِخْوَانِ.-"আত্মীয়দের মধ্যে শত্রুতা, প্রতিবেশীদের মধ্যে হিংসা এবং ভাইদের মধ্যে উপকার সাধনের চর্চা হয় বেশি।" (বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, [৪৩: আল- হাসসু 'আলা তারকিল গিল্ল..], হা. নং: ৬২১২, ৬২৩০)

৩৭২. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৪৩: আল- হাসসু 'আলা তারকিল গিল্ল..), হা. নং: ৬২১৩; ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ. ১, পৃ. ১৯৩ ; ইবনু 'আব্দিল বার্, *বাহজাতুল মাজালিস*, পৃ.৯০

www.icsbook.info

আমীরে মু'আবিয়া (রা.) বলেন, كُلُّ النَّاسِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِيَهُ ؛ إِلَّا حَاسِدَ نِعْمَةٍ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُرْضِيهِ إِلَّا زَوَالُهَا .-"প্রত্যেক লোককেই আমি সন্তুষ্ট করতে সক্ষম। তবে নি'মাতের প্রতি হিংসুটে ব্যক্তির কথা আলাদা। কেননা, নি'মাতের অপসারণ ছাড়া অন্য কিছুই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।"[৩৭৩]

জ. ২.৪. গর্ব-অহঙ্কার

গর্ব-অহঙ্কার, আত্মাভিমান ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ হচ্ছে এক প্রকারের নৈতিক বিকৃতি, শাইতানী প্রেরণা এবং আল্লাহর নিকট সবচাইতে ঘৃণিত অপরাধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾-"তিনি (আল্লাহ) অহঙ্কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৩৭৪] তদুপরি পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় মানুষের শিক্ষার জন্য অহঙ্কারী শাইতানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, নিজের অহঙ্কারবোধের কারণেই শাইতান আল্লাহর আদেশ সত্ত্বেও আদাম 'আলাইহিস সালামকে সাজদা করতে অস্বীকার করে এবং এ কারণে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়। পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে গর্ব-অহঙ্কারের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.-"যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩৭৫] একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.-"অহঙ্কার হলো আমার চাদর আর বড়ত্ব হলো আমার ইযার। কাজেই যে কেউ এ দু'টির কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে দ্বন্দ্বে জড়াবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"[৩৭৬] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযুক্ত। বান্দাহর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহঙ্কার একটি নির্জলা মিথ্যা বৈ কিছুই নয়। কাজেই অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার শান ও

---

৩৭৩. দীনাউরী, *আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল 'ইলম*, হা. নং: ৬৫৭; ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ. ১, পৃ. ১৯৩

৩৭৪. আল কোরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬: ২৩

৩৭৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ২৭৫

৩৭৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-লিবাস), হা. নং: ৪০৯২; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪১৭৪, ৪১৭৫

www.icsbook.info

মর্যাদা নিয়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার নামান্তর। যে ব্যক্তি এ মিথ্যা গর্ব-অহঙ্কারে লিপ্ত থাকে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সব ধরনের সাহায্য-সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কোনোক্রমেই সঠিক পথ লাভ করতে পারে না। সে অনবরত মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকে। এভাবে সে অবশেষে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়।

মানুষের জন্য নিকৃষ্টতম অহঙ্কার হচ্ছে সত্য তার সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবার পর এবং সে তা উপলব্ধি করার পরও তা প্রত্যাখ্যান করা। আর এক ধরনের অহঙ্কার হচ্ছে অন্যান্য মানুষের সাথে আচরণে যা প্রকাশিত হয়। যেমন হাঁটাচলায় ও বেশভূষায় অহঙ্কার, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য ভাব ও রূঢ়তা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে অহঙ্কারের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে- الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.-"অহঙ্কার বলতে বোঝায় সত্যকে অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।"[৩৭৭] সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও বুযর্গ ভাবা এবং কথাবার্তায়, আচার-আচরণে ও বেশ-ভূষায় এরূপ কিছু প্রদর্শন করা মোটেও সমীচীন নয়। এ কারণে যে ধরনের পোশাক পরলে বা বেশ-ভূষা ধারণ করলে গৌরব ও বড় মানুষী প্রকাশ পায়, নিজেকে পদস্থ ব্যক্তি বলে মনে হয় অথবা নিজেকে বুযর্গ ব্যক্তি বলে ধারণা হয়, সে ধরনের পোশাক পরা ও বেশ-ভূষা ধারণ করা জায়িয নয়।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নিজেকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মনে করা একটি অত্যন্ত নিকৃষ্টতম ও ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তিও। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. -"একটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হলো, নিজেকে নিজে বুযর্গ ও শ্রেষ্ঠ মনে করা। এটা সবার চেয়ে জঘন্য।"[৩৭৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কখনো তিনি আচার-আচরণ ও বেশভূষায় বড় মানুষী ভাব প্রদর্শন করতেন না। তাঁর গোটা জীবনই ছিল বিনয় ও নম্রতার এক অনুপম অনুকরণীয় আদর্শ। বাড়িতে তিনি স্ত্রীদের গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করতেন এবং নিজের কাপড় ও

---

৩৭৭. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-ঈমান), হা. নংঃ ২৭৫
৩৭৮. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* (৪৭ঃ মু'আলাজাতু কুল্লি যানবিন বিত-তাওবাহ), হা. নংঃ ৬৮৬৫

www.icsbook.info

জুতা সেলাই করতেন।[৩৭৯] এক সফরে তিনি এবং তাঁর সাথীগণ খাবার তৈরির জন্য যাত্রা বিরতি করলেন। এ সময় তিনি বসে থাকলেন না; বরং বললেন, "... আমি কোনো কাজ না করে বসে থাকা এবং তোমাদের ওপর কিঞ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাটাকে ঘৃণা করি।" অতঃপর তিনি জ্বালানী কাঠ কাটতে গেলেন। তা ছাড়া যখন তিনি কোনো লোকজনের সমাবেশে যোগ দিতেন, সবসময় খালি জায়গায় বসতেন, কখনো সামনে যাওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করতেন না।

ইসলামের নির্দেশ হলো, প্রত্যেকেই অপরকে - ছোট হোক বা বড়- ভালো নযরে দেখবে। মর্যাদাগত দিক থেকে মুসলিম ভাইদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণির সাথে কিছু বিশিষ্ট আচরণ রয়েছে।

এক. যে সকল লোক বয়সে বড় কিংবা জ্ঞানে-গুণে বা দীনদারীতে শ্রেষ্ঠ। এ শ্রেণীর লোকদের সাথে যখন দেখা-সাক্ষাত হবে, তখন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বকে অকপটে স্বীকার করে নেয়া এবং তাঁদের যথাযথ 'ইযযাত-সম্মান করা উচিত।

দুই. যে সকল লোককে বয়সে কিংবা জ্ঞানে-গুণে নিজের সমপর্যায়ের ভাবা হয়। এদেরকেও 'ইয্যাত-সম্মান করা উচিত। কেননা হতে পারে যে, তারা এমন কিছু গুণের অধিকারী, যা সে জানে না। অপরদিকে সে নিজে তো নিজের যোগ্যতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে। তাই নিজের দুর্বলতার দিকে নযর করে এ শ্রেণির লোকদেরকেও বড় ভাবা ও সম্মান করা উচিত।

তিন. যে সকল লোক নিজের চেয়ে বয়সে ছোট। এ সকল লোককে যেমন দয়া ও স্নেহের নযরে দেখা উচিত, তেমনি নিজের এ দুর্বলতার কথাও অকপটে স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজন যে, তাদের গুনাহ্ আমার থেকে অনেক কম। কেননা আমি তো দুনিয়ায় তাদের আগেই এসেছি এবং তারা শারী'আতের বিধি-নিষেধের আদিষ্ট হওয়ার আগে -না জানি- আমি কতো গুনাহেই লিপ্ত হয়েছি। যদি এমন কোনো লোকের সাক্ষাত হয় যে, যার দীনদারী খুব কম এবং তার ব্যাপারে ব্যাখ্যার অবকাশও কম থাকে, তা হলে সে নিজের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে যে সকল 'ইবাদাত ও ভালো কাজ করার তাওফীক লাভ করেছে, সেগুলোর জন্য আল্লাহ্র দরবারে শুকর আদায় করবে।

---

৩৭৯. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* ৫৬৭৭

www.icsbook.info

অধিকন্তু, সে এ অবস্থায় আল্লাহর নিকট তার পরিসমাপ্তি কামনা করবে। কেননা সে কি এ কথা জানে যে, কোন্ অবস্থায় তার পরিসমাপ্তি ঘটবে?

উল্লেখ্য যে, যারা সদিচ্ছা সহকারে নিজের ও মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন পথে এ রোগটি অনুপ্রবেশ করে। যখন আশেপাশের দীনী ও নৈতিক অবস্থার তুলনায় তাদের অবস্থা অনেকটা ভালো হয়ে ওঠে এবং অন্যের মুখেও তাদের স্বীকৃতি শোনা যায়, তখন শাইতান তাদের মনে এ ভাব সঞ্চার করতে থাকে যে, সত্যিই তোমরা বুযর্গ হয়ে গেছো। শাইতানের প্ররোচনায়ই তারা নিজের মুখে ও নিজের কাজের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে থাকে।

গর্ব-অহঙ্কার থেকে বাঁচার উপায়

- **বন্দেগীর প্রগাঢ় অনুভূতি**

যারা সদিচ্ছা সহকারে নিজের ও মানুষের সংশোধনের জন্য কাজ করে তাদের মধ্যে অবশ্যই বন্দেগীর অনুভূতি নিছক বিদ্যমান থাকা নয়; বরং সর্বমুহূর্তে জীবিত ও তাজা থাকা উচিত। তাদের কখনো এ নির্জলা সত্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর সাথে সুনির্দিষ্ট। আল্লাহর তুলনায় অসহায়ত্ব, দীনতা ও অক্ষমতা ছাড়া বান্দাহর দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই। কোনো বান্দাহর মধ্যে যদি সত্যিই কোনো সদগুণের সৃষ্টি হয়, তা হলে তা আল্লাহর একান্ত দয়া। তা গর্ব ও অহঙ্কারের বিষয় নয়; বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বিষয়। এজন্য আল্লাহর নিকট আরো বেশি দীনতা প্রকাশ করা উচিত এবং এ সামান্য মূলধনকে সৎকর্মশীলতার সেবায় নিযুক্ত করা প্রয়োজন।

- **আত্মসমালোচনা**

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মানুষকে গর্ব-অহঙ্কার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারে, সেটি হচ্ছে আত্মসমালোচনা। যে ব্যক্তি নিজের সদগুণাবলি অনুভব করার সাথে সাথে নিজের দুর্বলতা, দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও দেখে, সে কখনো আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার শিকার হতে পারে না। নিজের গুনাহ ও দোষ-ত্রুটির প্রতি যার নজর থাকে, ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে অহঙ্কার করার কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ তার থাকে না। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইন-শা-আল্লাহ।

www.icsbook.info

▪ মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি

তৃতীয় যে বিষয়টি এ ক্ষতিকর প্রবণতা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে তা হলো কেবল নিজের নিচের স্তরের লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়, যাদের চাইতে সে নিজেকে বুলন্দ ও উন্নত প্রত্যক্ষ করে আসছে। বরং তাকে দীন ও নৈতিকতার উন্নত ও মূর্ত প্রতীকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত, যাদের চাইতে সে এখনো অনেক নিম্ন স্তরে অবস্থান করছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে দীনদারি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিজের চাইতে ওপরের স্তরের লোকদের দিকে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৩৮০] উল্লেখ্য যে, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতির মতো অবনতিও সীমাহীন। সবচাইতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকও যদি নিচের স্তরের লোকদের দিকে তাকায়, তা হলে কাউকে নিজের চাইতেও দুষ্ট ও অসৎ দেখে নিজের উন্নত অবস্থার জন্য গর্ব করতে পারে। এ গর্বের ফলে সে নিজের বর্তমান অবস্থার ওপর নিশ্চিন্ত থাকে এবং নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। বরং এর চাইতেও আরো অগ্রসর হয়ে মনে শাইতানী প্রবৃত্তি তাকে আশ্বাস দেয় যে, এখনো আরো কিছুটা নিচে নামবার অবকাশ আছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র তারাই অবলম্বন করতে পারে, যারা নিজেদের উন্নতির দুশমন। যারা উন্নতির সত্যিকার আকাঙ্খা পোষণ করে, তারা নিচে তাকাবার পরিবর্তে হামেশা ওপরের স্তরের

---

৩৮০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلا صَابِرًا : مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، فَاقْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ فِيهِ عَلَيْهِ ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلا صَابِرًا

"দুটি স্বভাব যার মধ্যে আছে আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাহ রূপে লিপিবদ্ধ করবেন। আর যার মধ্যে এ দুটি স্বভাব নেই আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাহ রূপে লিপিবদ্ধ করবেন না। যে ব্যক্তি দীনের ক্ষেত্রে তার চাইতে ওপরের স্তরের লোকের দিকে তাকাবে এবং তার অনুসরণ করবে আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে তার চাইতে নিম্ন স্তরের লোকদের দিকে তাকাবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দয়া ও অনুগ্রহের ওপর তাঁর প্রশংসা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাহ রূপে লিপিবদ্ধ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দীনের ক্ষেত্রে তার চাইতে নিচের স্তরের লোকের দিকে তাকাবে আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে তার চাইতে উঁচু স্তরের লোকদের দিকে তাকাবে এবং দুনিয়ার যে সব নি'মাত তার হস্তগত হয়নি তার জন্য অনুশোচনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাহ রূপে লিপিবদ্ধ করবেন না।" (তিরমিযী, *আস-সুনান*, [কিতাবঃ সিফাতুল কিয়ামাহ...], হা. নংঃ ২৫১২)

www.icsbook.info

লোকদের দিকে তাকায়। উন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে পৌঁছে তাদের সামনে আরো উন্নতির পর্যায় দেখা দেয়। সেগুলো প্রত্যক্ষ করে গর্ব-অহঙ্কারের পরিবর্তে নিজের দুর্বলতার অনুভূতি তাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধে। এ কাঁটার ব্যথা তাদেরকে উন্নতির আরো উচ্চমার্গে আরোহন করতে উদ্বুদ্ধ করে।[৩৮১]

জ. ২.৫. মিথ্যাচার

মিথ্যাচার একটি চরম নিকৃষ্ট গুণ। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের তিনটি প্রধান লক্ষণের মধ্যে অন্যতম।[৩৮২] পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কথাবার্তা বা লেনদেনে আপন ভাইয়ের সাথে মিথ্যা কথা বলা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস ও জাহান্নামের দিকে চালিত করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ.-"আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে, আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।"[৩৮৩] তা ছাড়া মিথ্যাচার মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতকে চূর্ণ করে দেয়। যেখানে একজন অন্যজনের সাথে মিথ্যা আচরণ করতে পারে, সেখানে কখনো একজন অপরজনের ওপর নির্ভর করতে পারে না। আর যেখানে একজনের কথার ওপর অন্য জনের পক্ষে নির্ভর করা সম্ভব নয়, সেখানে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও আস্থা কিছুতেই বিদ্যমান থাকতে পারে না। পবিত্র হাদীসে এ বিষয়টিকে 'নিকৃষ্টতম খিয়ানাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ.-"সবচাইতে বড় খিয়ানাত হলো এই যে, তুমি তোমার ভাইকে এমন কোনো কথা বললে, সে তোমাকে সত্যবাদী বলে মনে করলো, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথা বললে।"[৩৮৪]

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা মতে, জঘন্যতম মিথ্যাচার হচ্ছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পর্কিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা যা বলেননি এমন কথাকে

---

৩৮১. মাওদূদী, *ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী*, পৃ.২৮-৯

৩৮২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ৩৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ২২০

৩৮৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৭৪৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-বির্র..), হা. নং: ৬৮০৩

৩৮৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৯৭৩; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৭৬৩৫

www.icsbook.info

আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা গোপন নির্দেশনা পাওয়ার মিথ্যা দাবি করা- এ সবই জঘন্য মিথ্যাচার হিসেবে পরিগণিত। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেননি এমন কথা তাঁর নামে প্রচার করাও একটি জঘন্যতর মিথ্যাচার। এটা দীনের অনুসারীদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত করে। ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে বিকৃত এবং তার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ম্লান করবার অসৎ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে হাদীসের অবয়বে মিথ্যা সানাদ সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে অসংখ্য বাণী রচনা করেছে এবং এগুলো বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে সর্তক করে গেছেন। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُناسٌ يُحَدِّثُونَكُم مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُم ولا آباؤُكُم ، فَإِيَّاكُم وَإِيَّاهُم.

> অচিরেই আমার শেষ পর্যায়ের উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু লোক জন্ম নেবে, যারা তোমাদেরকে এমন সব হাদীস শোনাবে, যা তোমরাও শোনোনি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও শোনেনি। অতএব, তোমরা নিজেদেরকে তাদের থেকে রক্ষা করবে।[৩৮৫]

এ কারণে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। পুরোপুরি যাচাই-বাছাই না করে হাদীস বর্ণনা করলে চরম গুনাহ হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.-"যে ব্যক্তি কোনো কিছু শোনেই যাচাই-বাছাই না করে বর্ণনা করতে শুরু করে, তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার জন্য তার এ কাজটুকুই যথেষ্ট।"[৩৮৬]

জ.২.৬ প্রদর্শনেচ্ছা

প্রদর্শনেচ্ছাকে 'আরবীতে 'রিয়া' বলা হয়। এর অর্থ হলো- মানুষ কোনো ভালো কাজ করার সময় বা ভালো কথা বলার সময় এমন ইচ্ছা করা যে, তাকে

---

৩৮৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭৯১৯

৩৮৬. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ৭; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-আদাব), হা. নং: ৪৯৯৪

www.icsbook.info

লোকেরা যেন এরূপ অবস্থায় দেখে এবং তার প্রশংসা করে। এটা দু প্রকারের হতে পারে। যেমন-

ক. বড় শিরকও তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা হলো মুনাফিকদের রিয়া। তারা মনের ভেতরে কুফর গোপন রেখে শুধুই মানুষকে দেখানোর জন্য ইসলাম প্রকাশ করে।

খ. ছোট শির্ক এবং তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী। এটা হলো এমন মুসলিম ব্যক্তির রিয়া, যে কোনো ভালো কাজ সম্পাদন করে; কিন্তু তার উদ্দেশ্য হয় মানুষকে দেখানো।

'রিয়া' ইখলাসের পরিপন্থী একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি এবং মু'মিনের 'ইবাদাত ধ্বংস করার জন্য শাইতানের একটি বড় ফাঁদ। এর ফলে মানুষ আল্লাহর নিকট তার ভালো কাজের কোনো পুরস্কার লাভের আশাই তো করতে পারে না; বরং এ কাজের জন্য সে বিরাট সাজাও পাবে। আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন যে, মানুষ কোন্ নিয়্যাতে নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান-খায়রাত করে। যদি নেক কাজে মানুষের নিয়্যাত বিশুদ্ধ না হয় অথবা তা কেবলমাত্র তাঁকেই সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত না হয়, তবে তিনি মানুষকে আখিরাতে তার জন্য কোনো প্রতিদান দেবেন না। তিনি রিয়াকারী নামাযীদের সম্পর্কে বলেন, ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾-"অতএব, দুর্ভোগ সে সব নামাযীর জন্য, যারা তাদের নামায সম্পর্কে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্য করে।"[৩৮৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। তিনি একে কোনো হাদীসে 'শির্ক আসগার' (ছোট শির্ক), আবার কোনো হাদীসে 'শির্ক খাফী' (প্রচ্ছন্ন শির্ক) নামে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবি হচ্ছে এই যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করবে, একমাত্র তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের আশা পোষণ করবে এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু প্রদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্যে পরিণত করে, মানুষের নিকট থেকে প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করতে চায়। এর অর্থ দাঁড়ায়, সে মানুষকে

৩৮৭. আল কোরআন, সূরা আল-মা'উন, ১০৭: ৫-৬

www.icsbook.info

আল্লাহর শারীক ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্থির করে। এ শিরকের কারণে মু'মিন মুশরিক বলে গণ্য না হলেও তাঁর 'ইবাদাত বাতিল ও নিষ্ফল হয়ে যায়, তা যতোই বেশি ও বড় পর্যায়ের হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

আমি অংশীদারদের শির্ক (অংশীদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শারীক করে, আমি ঐ ব্যক্তিকে এবং তার শির্ককে প্রত্যাখ্যান করি।[৩৮৮]

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি নিজের 'আমালে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সাথে সাথে অন্যের সন্তুষ্টিও আশা রাখে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত। তিনি শুধু সে 'আমালই গ্রহণ করে থাকেন, যা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে থাকে।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নিকট রিয়ামিশ্রিত কোনো 'আমালই গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তা 'আমালকারীর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। যদি কোনো 'ইবাদাত শুরু থেকেই পুরোটাই কেবল মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয়, তবে তার পূরো 'ইবাদাতই বাতিল হয়ে যাবে এবং তার এ 'আমাল 'শিরকে আকবার' বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি 'ইবাদাতের ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে; তবে 'আমালকারী মানুষের কিছু প্রশংসা আশা করে (যেমন কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করতে গিয়ে লোকদেরকে দেখানোর মানসে রুকূ', সাজদাহ লম্বা করে ও তাসবীহ্ বেশি বেশি পড়ে), তবেই তা রিয়া ও ছোট শির্ক বলে গণ্য হবে এবং এর ফলে উক্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে এবং তার ততোটুকু 'ইবাদাত বাতিল হবে, যতোটুকুতে সে রিয়া মিশ্রণ করেছে। উভয় প্রকার রিয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো- প্রথম অবস্থায় 'ইবাদাতকারী লোকটি কাউকে না দেখলে 'ইবাদাতটিই পালন করবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় 'ইবাদাতকারী লোকটি কাউকে না দেখলেও 'ইবাদাতটি পালন করবে।

---

৩৮৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যুহদ...), হা. নং: ৭৬৬৬

www.icsbook.info

সাইয়িদুনা আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাদের বললেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.-"আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যে বিষয়টি আমার নিকট মাসীহ দজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর?" সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!" তিনি বললেন, الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.-"তা হলো শিরকে খাফী বা গোপন শিরক। এর উদাহরণ হলো- একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার সালাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোনো মানুষ তার সালাত দেখছে।"[৩৮৯]

মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ.-"আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি তা হলো শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরক।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলো, وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟-"ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিরক আসগার কী?" তিনি বলেন,

> الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.
>
> রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামাতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে, তখন রিয়াকারীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখানোর জন্য নেক 'আমাল করতে, আজ তাদের কাছে যাও। দেখ, তাদের নিকট এর কোনো বিনিময় পাও কি না?[৩৯০]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.-"যে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়লো, সে প্রকারান্তরে শির্ক করলো, যে দেখানোর

---

৩৮৯. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আয-যুহদ), হা. নংঃ ৪২০৪
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে 'শিরকে খাফী'-এর পরিচয় এভাবে এসেছে- الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانِ رَجُلٍ.
"কোনো ব্যক্তির অবস্থানের কারণে কারো কোনো 'আমাল করতে উদ্যত হওয়া।" (আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ১১২৫২; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, [কিতাবঃ আর-রিকাক], হা. নংঃ ৭৯৩৬)
৩৯০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ২৩৬৩০; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নংঃ ৪৩০১

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে রোযা রাখলো, সে প্রকারান্তরে শির্ক করলো, আর যে দেখানোর উদ্দেশ্যে সাদাকাহ্ করলো, সে প্রকারান্তরে শির্ক করলো।"[৩৯১]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, বান্দাহ্ যত বড় ও মহৎ 'আমালই করুক না কেন, তা রিয়ার কারণে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু, তা তার জন্য কঠিন শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন প্রসিদ্ধ শাহীদ, একজন বড় 'আলিম ও কারী এবং একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর 'ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করলেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[৩৯২]

এ মারাত্মক রোগটি যে কেবল ফলাফলের দিক থেকে কর্মকে নষ্ট করে তা নয়; বরং এ প্রবণতা সহকারে কোনো যথার্থ কাজ করাও সম্ভব নয়। এ প্রবণতার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানুষ কাজের চাইতে কাজের প্রচারের চিন্তা করে বেশি। দুনিয়ায় যে কাজের প্রচার হয় বেশি এবং যেটি মানুষের প্রশংসা অর্জন করে, সেটিকেই সে কাজ মনে করে। যে নীরব কাজের খবর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ রাখেন না, সেটি তার কাছে কোনো কাজ বলে মনে হয় না। এভাবে মানুষের কাজের পরিমণ্ডল কেবল প্রচারযোগ্য কাজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং প্রচারের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর ঐ কাজগুলোর প্রতি আর কোনো প্রকার আকর্ষণ থাকে না। যতোই আন্তরিকতার সাথে বাস্তব কার্যারম্ভ করা হোক না কেন, এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই যক্ষ্মারোগে জীবনীশক্তি ক্ষয় হওয়ার মতো মানুষের আন্তরিকতা অন্তর্হিত হতে থাকে। অতঃপর লোকচক্ষুর বাইরেও সৎভাবে বসবাস করা এবং নিজের কর্তব্য মনে করে কোনো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে প্রত্যেক বিষয়কে লোক দেখানো মর্যাদা ও মৌখিক প্রশংসার মূল হিসেবে বিচার করে। প্রতিটি কাজে সে দেখে, মানুষ কোনটা পছন্দ করে। ঈমানদারির সাথে তার বিবেক কোনো কাজে সায় দিলেও যদি সে দেখে যে, এ কাজটি দুনিয়ায় তার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দেবে, তাহলে তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করার চিন্তা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

---

৩৯১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৭১৪০; বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২৯৪৩

৩৯২. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ইমারাহ),হা. নং: ৫০৩২

www.icsbook.info

ঘরের কোণে বসে যারা নিভৃতে 'ইবাদাত করেন তাদের জন্য এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা অধিকতর সহজ; পক্ষান্তরে যারা ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের কাজ করে, তাদের এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় এমন বহু কাজ তাদের করতে হয়; যেগুলোর কারণে মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে এবং তাদের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ হয়। কখনো তাদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয় এবং এ সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে নিজেদের ভালো কাজগুলোকে জনসমক্ষে তোলে ধরতে হয়। এ অবস্থায় খ্যাতির সাথে খ্যাতির মোহ না থাকা, কাজের প্রদর্শনী সত্ত্বেও প্রদর্শনেচ্ছা না থাকা, জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেটি লক্ষ্যে পরিণত না হওয়া, মানুষের প্রশংসা বাণী সত্ত্বেও তা অর্জনের চিন্তা বা আকাঙ্খা না করা চাট্টিখানি কথা নয়। এ জন্য কঠোর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন। এ রোগ থেকে পরিত্রান পেতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অত্যন্ত সংগোপনে চুপে চুপে কিছু না কিছু সৎ কাজ (যেমন দান-সাদাকাহ) সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিজের মনোজগত বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, সে ঐ গোপন সৎকাজগুলোর ও জনসমক্ষে প্রকাশিত সৎকাজগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলোর ব্যাপারে অধিক আকর্ষণ অনুভব করে। যদি দ্বিতীয়টির সাথে অধিক আকর্ষণ অনুভূত হয়ে থাকে, তা হলে তাকে সাথে সাথেই সাবধান হওয়া দরকার যে, প্রদর্শনেচ্ছা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এ জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে দৃঢ় সংকল্প হয়ে মনের এ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।[৩৯৩]

জ. ২.৭. জাগতিক স্বার্থচিন্তা

প্রদর্শনেচ্ছার মতো জাগতিক স্বার্থচিন্তাও ইখলাসের পরিপন্থী একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি। এটা নেক 'আমালকে বাতিল ও নিষ্ফল করে দেয়। যে 'আমালের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কল্যাণ চাওয়া উচিত, এরূপ যে কোনো 'আমাল দুনিয়ার কোনো স্বার্থ বা কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হলে তার কোনো পুরস্কার আল্লাহর নিকট আশা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, মানুষ কোন্ উদ্দেশ্যে কী কাজ করতেছে। কাজেই মানুষের নিয়্যাত যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে তিনি মানুষকে আখিরাতে তার কাজের জন্য কোনো প্রতিদান দেবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৩৯৩. মাওদূদী, *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী*, পৃ. ৩১

www.icsbook.info

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যারা শুধুই পার্থিব জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দুনিয়ায় পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দেই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছুই কমতি করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। আর তারা যা কিছু করেছিলো তা সবই অকেজো হবে এবং যা কিছু করতো তাও বিফল হবে।[৩৯৪]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾

যে ব্যক্তি (শুধু) দুনিয়ার স্বার্থ ও কল্যাণ কামনা করে, আমি যাকে চাই, যে পরিমাণ চাই তাকে সত্বর এ দুনিয়ায় তা দান করি। অতঃপর তার জন্য আমি জাহান্নাম নির্ধারণ করি। সে তাতে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে।[৩৯৫]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ﴿...فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾-"...লোকদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দিন। বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোনো কল্যাণই নেই।"[৩৯৬]

এ আয়াতগুলো যদিও কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাস; কিন্তু আয়াতের ভাবার্থ দ্বারা বোঝা যায় যে, যে সব মুসলিম তাদের 'আমাল দ্বারা দুনিয়া অর্জন করতে চাইবে, তারাও এ আয়াতের হুকমের আওতায় পড়বে।

উল্লেখ্য যে, বান্দাহ্ যে সব কাজ দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে করে তা দু প্রকারের হতে পারে। যেমন-

---

৩৯৪. আল কোরআন, সূরা হুদ, ১১: ১৫-১৬
৩৯৫. আল কোরআন, সূরা আল-ইসরা', ১৭: ১৮
৩৯৬. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ২০০

www.icsbook.info

ক. যে 'ইবাদাতগুলো শারী'আত বাধ্যতামূলক করেছে (যেমন- হাজ্জ ও জিহাদ প্রভৃতি), এরূপ কোনো 'আমাল যদি শুধু দুনিয়ার স্বার্থ ও কল্যাণ অর্জনের জন্যই সম্পাদন করা হয় এবং পরকালের কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তা শিরকে আকবারের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং 'আমালগুলোর পুরোটাই বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে এরূপ কোনো 'আমাল যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়; কিন্তু এর সাথে দুনিয়ার কিছু স্বার্থ ও কল্যাণ লাভও উদ্দেশ্য থাকে (যেমন- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও গানীমাতের সম্পদ লাভের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে হাজ্জে গমন করা প্রভৃতি), তবে তা শিরকে আসগারের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং যে পরিমাণ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত থাকবে, ততটুকু 'আমালের সাওয়াব আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ.

কোনো যুদ্ধ বা অভিযানে অংশ গ্রহণ করে যদি তুমি গানীমাতের সম্পদ লাভ করো এবং নিরাপদে ফিরে আসো, তা হলে তুমি তোমার পুরস্কারের দু-তৃতীয়াংশ নগদ পেয়ে গেলে। আর যে ব্যক্তি গানীমাতের সম্পদও লাভ করতে পারলো না, অধিকন্তু সে নিহতও হলো, তার পুরস্কার পুরোটাই বাকী রইলো।[৩৯৭]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদি কেউ তার 'আমালের কিছু পার্থিব কল্যাণ ও স্বার্থ দুনিয়ায় লাভ করে, তা হলে সে পরকালে তার আমালের পূর্ণ পুরস্কার পাবে না।

খ. যে কাজগুলোর ব্যাপারে শারী'আত উৎসাহ প্রদান করেছে (যেমন- 'ইলম অর্জন, সম্পদ উপার্জন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা প্রভৃতি), এরূপ কোনো 'আমালও যদি কেবল দুনিয়ার স্বার্থ ও কল্যাণ লাভের জন্য সম্পাদন করা হয় এবং আখিরাতের কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তা শিরক আসগারের পর্যায়ভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ...-"দীনার ও দিরহাম অর্থাৎ সম্পদের পূজারীরা ধ্বংস হোক!...."[৩৯৮] এ হাদীসে যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ

---

৩৯৭. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-'ইমারাহ), হা. নংঃ ৫০৩৫
৩৯৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-জিহাদ), হা. নংঃ ২৭৩০

www.icsbook.info

করে, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনার ও দিরহামের বান্দাহ বা পূজারী বলেছেন। এ থেকে জানা যায় যে, দাসত্ব ও বন্দেগীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে একটি স্তর হলো- ছোট শিরক পর্যায়ের দাসত্ব বা বন্দেগী। বলাই বাহুল্য, যারা কেবল দুনিয়ার স্বার্থ ও কল্যাণ লাভের জন্য কাজ করে, তারা এরূপ শিরকে লিপ্ত।

কিন্তু এরূপ কোনো 'আমাল যদি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় (যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চাকুরি লাভের জন্য 'ইলম অর্জন করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য সম্পদ উপার্জন করা), তবে তা বৈধ বলে গণ্য হবে; কিন্তু যে পরিমাণ দুনিয়ার উদ্দেশ্য তার সাথে মিশ্রিত হবে, ততটুকু 'আমালের সাওয়াব আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে না। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো ভালো 'আমাল করলো, এতে তার উদ্দেশ্য যদি শুধু সম্পদ উপার্জন করা হয়, তবে তার এ 'আমাল শিরকে আসগার বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি 'ইলম অর্জন করলো, এতে তার উদ্দেশ্য যদি শুধুই চাকুরি অর্জন ও দুনিয়ার সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ করা হয় এবং তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সে এ 'ইলমের মাধ্যমে নিজের ও অপরের পারলৌকিক উপকার সাধন করবে এবং জাতির সেবা ও কল্যাণের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করবে, তবে তার এ কাজও শিরকে আসগার বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

যে ব্যক্তি 'ইলম অর্জন করে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হওয়া উচিত; কিন্তু অর্জন করে দুনিয়ার সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে, কিয়ামাতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[৩৯৯]

এ মারাত্মক রোগটি যে কেবল আল্লাহর নিকট মানুষের প্রাপ্য নষ্ট করে তা নয়; বরং এ প্রবণতা সহকারে দুনিয়াতেও কোনো যথার্থ কাজ করা সম্ভব নয়। উদ্দেশ্যগত ত্রুটির প্রভাব অবশ্যই কাজের ওপর পড়ে এবং ত্রুটিপূর্ণ কাজ নিয়ে কোনো প্রচেষ্টায় কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন- ধরুন, দুজন ছাত্রের মধ্যে একজন আত্ম গঠন ও জাতি গঠনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যয়ন

---

৩৯৯. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাব: আল-'ইলম), হা. নং: ৩৬৬৬

www.icsbook.info

করে এবং অপরজন অর্থ উপার্জন ও চাকুরি লাভের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করে। এ দুজন ছাত্রের মাঝে প্রথম জনের মধ্যে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা থাকবে, দ্বিতীয় জনের মধ্যে তা থাকবে না। দ্বিতীয় জনের লক্ষ্য থাকবে কেবল পরীক্ষায় যে কোনোভাবে কৃতকার্য হওয়া এবং ভালো একটি চাকুরি পাওয়া আর প্রথম জন চাইবে সত্যিকারভাবে পড়ালেখা করে একজন সুন্দর ও আদর্শ নাগরিক হওয়া। কাজেই প্রথম জনের পক্ষে অধ্যয়নের কাজটি যেমন সুচারুরূপে পালিত হওয়া সম্ভব, দ্বিতীয় জনের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

ইতঃপূর্বে প্রদর্শনেচ্ছার ক্ষেত্রে যে অসুবিধার কথা বলা হয়েছে এখানেও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা ব্যক্তিগতভাবে কিছু সৎ কাজ করে, তাদের পক্ষে নিয়্যাতকে পার্থিব স্বার্থ চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা বেশি কঠিন নয়। সামান্য পরিমাণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সাচ্চা প্রেরণাই এ জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যারা সমগ্র দেশের জীবন ব্যবস্থা সংশোধন করার এবং সামগ্রিকভাবে তাকে ইসলাম নির্দেশিত ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য কেবল চিন্তা পরিগঠন বা প্রচার-প্রপাগান্ডা অথবা চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করতে পারে না; বরং এই সাথে তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের উদ্দেশ্যের দিকে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মোড় পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এভাবে ক্ষমতা সরাসরি তাদের হাতে আসে অথবা এমন কোনো দলের হাতে আসে, যে তাদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ দুটি অবস্থার যে কোনো একটিতেও ক্ষমতার কথা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের চিন্তা করা যেতে পারে না। ব্যাপারটি এমন যে, সমুদ্র গর্ভে অবস্থান করে গায়ে পানি না লাগাতে দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কোনো ব্যক্তি ও তার দল পরিপূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে এ কাজ করবে এবং এরপরও তার ও তার দলের সদস্যগণের নিয়্যাত ক্ষমতার লোভ বিমুক্ত থাকবে, তা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য কঠিন আত্মিক পরিশ্রম ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, যারা নিজেদের জন্য ক্ষমতা চায় আর যারা নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য ক্ষমতা চায় তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব কার্যত নীতি ও আদর্শের বাহকদের কর্তৃত্ব হলেও নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব চাওয়া এবং তার বাহকদের নিজেদের জন্য কর্তৃত্ব চাওয়া প্রকৃতপক্ষে দুটি আলাদা বিষয়। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে

www.icsbook.info

প্রেরণা ও প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নিয়্যাতের ত্রুটি দ্বিতীয়টির মধ্যে আছে, প্রথমটির মধ্যে নেই। আর প্রথম বিষয়টির জন্য মরণপণ প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিষয়টির সামান্যতম গন্ধও মনের মধ্যে প্রবেশ করবে না- তা সহজ ব্যাপার নয়। এ জন্য কঠোর আত্মিক সাধনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁরা জাহিলিয়্যাতের সমগ্র জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। এ জন্য রাজনৈতিক বিজয় ও কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল। কারণ, এ ছাড়া দীনকে পুরোপুরি বিজয়ী করা সম্ভব ছিল না। আর কার্যত ঐ প্রচেষ্টার ফলে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের হাতে আসলেও কোনো মু'মিন এ সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, ক্ষমতা হস্তগত করা তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অপরদিকে যারা নিজেদের কর্তৃত্ব চেয়েছিলো তাদের দৃষ্টান্তও ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। বর্তমানেও এ দৃষ্টান্ত প্রচুর। দৃশ্যত উভয় দলের মধ্যে কর্তৃত্ব লাভের ক্ষেত্রে মিল দেখা গেলেও নিয়্যাতের দিক দিয়ে উভয় দলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে ইসলামী নীতি আদর্শ অনুযায়ী জীবন ব্যবস্থায় সার্বিক কর্তৃত্ব কামনা করে, তাকে এ পার্থক্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিজের নিয়্যাত ঠিক রাখা উচিত, যাতে নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের প্রত্যাশা কোনো অবস্থায়ও তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে না পারে।[৪০০]

জ.২.৮. গীবাত (পরনিন্দা)

গীবাত অর্থ হলো কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা। গীবাতের সবচেয়ে উত্তম ও বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟-"গীবত কাকে বলে, তা কি তোমরা জানো?" সাহাবীগণ আরয করলেন, اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.-"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন?" তিনি বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ.-"গীবাত হচ্ছে এই যে, তোমার ভাইয়ের এমন কোনো বিষয় চর্চা করা, যা সে অপছন্দ করে।" একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যে দোষের

৪০০. মাওদূদী, *ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী*, পৃ.৩৩

www.icsbook.info

কথা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তা হলেও কী গীবাত হবে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.-"তুমি যে দোষের কথা বলেছো, তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তবে তুমি অবশ্যই গীবাত করলে। আর তুমি যা বলছো, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।"[৪০১]

গীবাত একটি মারাত্মক নৈতিক অপরাধ এবং ইসলামে হারাম ও কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾- "ধ্বংস তাদের জন্য, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়।"[৪০২] পবিত্র কোরআনে একে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾

> কেউ যেন অপরের গীবাত না করে। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? এ কাজকে তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে।[৪০৩]

অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো- কোনো সুস্থ ও বিবেকবান মানুষ যতোক্ষণ তার জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, ততোক্ষণ মৃত মানুষ তো দূরের কথা, যে পশু জীবিত থাকলে হালাল, সেই পশু মৃত হলে তার গোশতও ভক্ষণ করে না, অথচ সে মানুষই সুস্থ মস্তিষ্কে, স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে গীবাতের মতো জঘন্য ফেতনায় নিয়মিত লিপ্ত হয়! বর্তমানে মুসলিমরা ব্যাপকভাবে এ অপরাধটিতে লিপ্ত রয়েছে। বিশেষভাবে মহিলারা এ কাজে বেশ এগিয়ে রয়েছে। সমাজে ব্যাপকভাবে এর চর্চা থাকার কারণে প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও গীবাতের ব্যাপারে উম্মাতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ.- "যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি তামার নখ বিশিষ্ট একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তারা নখগুলো দিয়ে তাদের চেহারা ও বক্ষদেশ আঁচড়াচ্ছিলো। আমি

---

৪০১. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-বির্‌র...), হা. নং: ৬৭৫৮
৪০২. আল কোরআন, সূরা হুমুযাহ, ১০৪: ১
৪০৩. আল কোরআন, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১২

www.icsbook.info

জিজ্ঞেস করলাম, مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟-"জিব্রা'ঈল! এরা কারা?" তিনি বললেন, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ-"এরা হলো সে সব লোক, যারা লোকদের গোশত খেতো অর্থাৎ গীবাত করতো এবং এভাবে তাদের মান-সম্মানের ওপর আঘাত হানতো।"[৪০৪] অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন,

مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .فَيُقَالُ لَهُ : كُلْهُ مَيْتًا كَمَا أَكَلْته حَيًّا . فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَحُ وَيَصِيحُ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে (গীবাত করবে), কিয়ামাতের দিন গীবাতকারীর সামনে গীবাতকৃত ব্যক্তিকে মৃতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে, তুমি মৃতাবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ করো যেমনভাবে জীবিতাবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ করতে। অতঃপর সে অতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিৎকার করতে করতে তা ভক্ষণ করবে।[৪০৫]

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী ও জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا.-"গীবাত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ।" সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ؟-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কীভাবে হয়?! তিনি বললেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ لَهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ .-"ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মা'ফ করে দেন, কিন্তু গীবাত যে করে তার গুনাহ আক্রান্ত প্রতিপক্ষের ক্ষমা না করা পর্যন্ত মা'ফ হয় না।"[৪০৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, গীবাত একটি জঘন্য পাপাচার। এ থেকে সবাইকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে। উপরন্তু, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কাউকে গীবাত করতে দেখে, তা হলে সে সাধ্যমতো তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবে। আর যদি প্রতিরোধের শক্তি না থাকে, তবে অন্তত সে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবাত শোনা নিজে গীবাত করার মতোই

---

৪০৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৮৮০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৩৩৪০

৪০৫. তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ১৬৫৬

৪০৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৪৪: তাহরীমু আ'রাযিন নাস...), হা. নং: ৬৩১৫; দীনাউরী, *আল-মুজালাসাতু..*, হা. নং: ৩৫৪১

www.icsbook.info

অপরাধ : হাদীসে আছে, সাহাবী মায়মূন ইবনু সিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে তা ভক্ষণ করতে বলছে। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করবো? সে বললো, কারণ তুমি তোমার অমুক সঙ্গীর গীবাত করেছো। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তো তার সম্পর্কে কখনো কোনো ভালোমন্দ কথা বলিনি। সে বললো, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। কিন্তু তুমি তার গীবাত শুনেছো এবং সম্মত রয়েছো।[৪০৭]

জ.২.৯. ছিদ্রান্বেষণ

ছিদ্রান্বেষণের অর্থ হলো- আপন ভাইয়ের দোষ খোঁজে বেড়ানো। এটিও গীবাতের মতো একটি মারাত্মক নৈতিক অপরাধ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ -"আর তোমরা দোষ খোঁজে বেড়িয়ো না।"[৪০৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ.
>
> তোমরা মুসলমানদের দোষ খোঁজে বেড়িয়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ খোঁজতে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান, তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন, যদিও সে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকুক না কেন।[৪০৯]

জ.২.১০. চুগলখোরি করা

গীবাতের একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে চুগলখোরি। এর অর্থ হলো- মানুষের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি বা ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্য জনের নিকট বর্ণনা করা। এটাও একটা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। পবিত্র কোরআন এর নিন্দা করতে গিয়ে বলেছে, ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾-"যারা লোকদের প্রতি বিদ্রূপ

---

৪০৭. বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৭,পৃ.৩৪৭; সা'লাবী, *আল-কাশফু ওয়াল বায়ানু*, খ.৯,পৃ.৮৪

৪০৮. আল কোরআন, (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১২

৪০৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ২০৩২; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৮৮২

www.icsbook.info

প্রদর্শন করে এবং চুগলখোরি করে বেড়ায়।"[৪১০] হাদীসেও চুগলখোরি সম্পর্কে কঠোর সর্তক করা হয়েছে। সাইয়িদুনা হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ- "চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।"[৪১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, لاَ يُبَلِّغْنِى أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِى عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ.- "আমার কোনো সাহাবী অপর কারো সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা আমার কাছে পৌছাবে না। কারণ আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন সবার প্রতিই আমার মন পরিষ্কার থাকুক- এটাই আমি পছন্দ করি।"[৪১২]

হাদীস থেকে জানা যায় যে, কবরের 'আযাবের একটি প্রধান কারণও হলো- চুগলখোরি করা। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা বা মাক্কার কোনো একটি বাগানের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। সেখানে তিনি দুজন এমন মানুষের আওয়ায শোনতে পেলেন, যাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. - "তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, অথচ বড় কোনো অপরাধের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না।" অতঃপর তিনি বললেন, بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.- "তাদের একজন পেশাব করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতো না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাতো।"[৪১৩] কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কবরের 'আযাবের এক তৃতীয়াংশ হবে গীবাতের কারণে, এক তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সাবধান না থাকার কারণে এবং এক

---

৪১০. আল কোরআন, সূরা আল-কালাম, ৬৮: ১১

৪১১. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-ঈমান), হা. নংঃ ৩০৩

৪১২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ আল-আদাব), হা. নংঃ ৪৮৬২; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবঃ আল-মানাকিব) হা. নংঃ ৩৮৯৬। ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি গারীব।

৪১৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-ওযু), হা. নংঃ ২১৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আত-তাহারাত), হা. নংঃ ৭০৩

www.icsbook.info

তৃতীয়াংশ চোগলখোরীর কারণে। যেহেতু গীবাতকারী ও চোগলখোর মিথ্যা কথাও বলে থাকে, তাই সে মিথ্যাবাদীর শাস্তিও ভোগ করবে।[৪১৪]

জ.২.১১. রাগ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। এটা আমাদেরকে নানা রকম শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকেও বাঁচিয়ে রাখে। উল্লেখ্য যে, ইসলাম আল্লাহর পথে রাগ বা ক্ষোভের সাথে ব্যক্তি স্বার্থ বা অহংবোধের কারণে সৃষ্ট রাগের মধ্যে পার্থক্য করেছে। প্রথম ধরনের ক্ষোভ ঈমানদারদের মধ্যে তৈরি হয়, যখন তারা দেখে যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধান অমান্য বা অবজ্ঞা করছে। এ ধরনের ক্ষোভ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এটা দৃঢ় ঈমানের আলামাত। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ক্ষুব্ধ বা রাগান্বিত হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষত যদি রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, মানুষ প্রচণ্ড ক্রোধান্ধ হয়ে যায় এবং সামান্য উস্কানীতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া করে। ইসলাম মানুষকে উস্কানীর মুখে একেবারে অনুভূতিহীন হতে বলে না; কিন্তু এটা এই শিক্ষা দেয় যে, রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ক্ষমার মানসিকতা রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট তাকওয়ার গুণাবলি তোলে ধরতে গিয়ে বলেন, ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ - "... আর যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে।"[৪১৫] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এ বৈশিষ্ট্যটি অতি বড়ো সাহসের কাজ, এটা সহজে অর্জন করা যায় না। কারণ, কোনো মানুষ যখন কষ্ট পায় অথবা তার কোনো ক্ষতি সাধন হয়, তখন সর্বপ্রথম স্বভাবত ক্রোধই তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করার প্রয়াস পায়। আর ক্রোধ যদি তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করতে পারে, তা হলে সে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে। এ কারণে এ গুণ অর্জন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে নাফসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও শাসন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. -"সে প্রকৃত শক্তিশালী নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সে-ই প্রকৃত শক্তিশালী, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে

---

৪১৪. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৩, পৃ. ১৪৩; ইবনু রাজাব, *আহওয়ালুল কাবর*, পৃ. ৮৫; ইবনু হাজার আল-হাইতামী, *আয-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবা'য়ির*, খ. ২, পৃ. ২৩৯

৪১৫. আল কোরআন, সূরা আলু 'ইমরান, ৩: ১৩৪

www.icsbook.info

সক্ষম।"[৪১৬] সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাকে সংক্ষেপে কিছু শিক্ষা দিন, যাতে আমি তা মনে রাখতে পারি। তিনি বললেন, لَا تَغْضَبْ.-"রাগ করো না।" সে বারংবার একই কথা বলছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রতিবারই ইরশাদ করেন, لَا تَغْضَبْ.-"রাগ করো না।"[৪১৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উপদেশটি দেওয়ার কারণ এই ছিলো যে, তিনি বোঝতে পেরেছিলেন, কেউ রাগান্বিত হয়ে পড়লে তা তার এবং তার আশেপাশের লোকজনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে কতোটা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে, রাগের মুহূর্তে এই উপদেশটা মেনে চলা এতো সহজ কাজ নয়, তাই তিনি রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায়ও শিখিয়ে দিয়েছেন উম্মাতকে। আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.-"তোমাদের কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তার উচিত সাথে সাথে বসে পড়া, আর রাগ না কমা পর্যন্ত ওই অবস্থায় থাকা। অন্যথায় তার উচিত শোয়ে পড়া।"[৪১৮]

---

৪১৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৭৬৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ৬৮০৯

৪১৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৭৬৫; তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ২০২০

৪১৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৭৮৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা. নং: ২১৩৪৮

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন এই উপদেশ দিয়েছেন আমাদের তা সঠিকভাবে বোঝতে হলে আমাদের জানতে হবে, আমাদের শরীর ও মনের ওপর রাগের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কী কী, আর বসে বা শোয়ে পড়ার সাথে রাগের সম্পর্কটা বা কী? কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তখন তার কিডনির ওপরে অবস্থিত অ্যাড্রেনালিন গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রেনালিন নামক এক প্রকার হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। রাগ, ভয়, রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়া বা এ জাতীয় যে কোনো শারীরিক বা মানসিক চাপের কারণে এই হরমোনের নিঃসরণ ঘটতে পারে। আর এই অ্যাড্রেনালিন গ্রন্থি থেকে নরঅ্যাড্রেনালিন নামক আরও এক প্রকার হরমোন নিঃসরণ ঘটে, যদিও কিনা এই হরমোনের প্রধান উৎস হলো হৃদপিণ্ডে সিম্পেথেটিক স্নায়ুর প্রান্ত ভাগে। তবে এ দু প্রকার হরমোনই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এদের নিঃসরণও ঘটে একই সাথে।

রাগের ফলে আমাদের শরীরে এ দু প্রকারের হরমোনই অধিক পরিমাণে নিঃসরিত হতে থাকে। এর মধ্যে একটা হরমোন যেহেতু হৃদপিণ্ড থেকে নিঃসরিত হয়, তাই রাগান্বিত অবস্থায় আমাদের

www.icsbook.info

যে ব্যক্তি রাগান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভাইকে ক্ষমা করে দেয়, তার জন্য আখিরাতেও রয়েছে শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ.

হৃদপিণ্ড অধিকতর সক্রিয় হয়ে পড়ে, ফলে হৃদকম্পন হয়ে ওঠে আরও দ্রুত ও অনিয়মিত। শারীরিক বা মানসিক চাপের ফলে হৃদপিণ্ডের এই তীব্র পরিবর্তন আমরা অনেকেই প্রায় সময় অনুভব করতে পারি। তা ছাড়াও আমাদের রেগে যাবার ফলে হৃদপিণ্ডের অতি সক্রিয়তার কারণে অতিরিক্ত অক্সিজেনের জোগান দেওয়ার জন্য হৃদপেশীর সংকোচনও বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ফলে ধমনীতে চাপ পড়ে। আর তাই রাগান্বিত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকগুণ বেড়ে যায়। আর যাদের ধমনীর প্রশস্ততা কম, তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কেননা তাদের সঙ্কুচিত ধমনী দিয়ে হঠাৎ অধিক বেগে রক্ত সঞ্চালনের ফলে ধমনীতে সৃষ্ট অতিরিক্ত চাপের কারণে তা ছিঁড়ে যেতে পারে যে কোনো সময়ে। শরীরে এ দু হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে আমাদের রক্তচাপও বৃদ্ধি পায় অনেক, যা ব্লাড প্রেসারের (অধিক বা কম রক্তচাপের) সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য খুবই বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। তা ছাড়া ডায়াবেটিক রোগীদের সাধারণত রাগ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেওয়া হয়। কেননা রাগ বা মানসিক চাপের ফলে সৃষ্ট অ্যাড্রেনালিন আমাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, যা একজন ডায়াবেটিক রোগীর জন্য খুবই বিপজ্জনক।

এবার দেখা যাক, রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উপায় বলে দিয়েছেন আমাদের জন্য তা কতোটা বিজ্ঞানসম্মত? চিকিৎসা শাস্ত্রের বিখ্যাত লেখক হ্যারিসন বলেন, "এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, পাঁচ মিনিট শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন একজন ব্যক্তির রক্তে নরঅ্যাড্রেনালিনের পরিমাণ দুই থেকে তিনগুণ বেড়ে যেতে পারে। দাঁড়িয়ে থাকার কারণে অ্যাড্রেনালিনও সামান্য পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন রকমের মানসিক চাপ রক্তে অ্যাড্রেনালিনের মাত্রা খুব বাড়িয়ে দিতে পারে।"

সহজ কথায় বলতে হয়, শান্তভাবে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেই মানুষের রক্তে নরঅ্যাড্রেনালিনের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে যায়, সাথে অ্যাড্রেনালিনও সামান্য পরিমাণ বেড়ে যায়। এখানে মনে রাখা উচিত যে, অ্যাড্রেনালিন নামক হরমোনটি প্রধানত রাগ বা মানসিক চাপের কারণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দাঁড়ানো অবস্থায় রেগে গেলে এই হরমোনের অতিরিক্ত নিঃসরণ আমাদের শরীরের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। এর থেকেই বোঝা যায়, আজ থেকে পনেরো শ' বছর আগে যখন বর্তমানের তুলনায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞান বা অগ্রগতি ছিল যৎসামান্য, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিয়ে যাওয়া এই উপদেশ বাণীর গুরুত্ব কতোটুকু! "কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়ে পড়ে তার উচিত সাথে সাথে বসে পড়া আর রাগ না কমা পর্যন্ত ওই অবস্থায় থাকা। অন্যথায় তার উচিত শোয়ে পড়া।" এটাই হলো সর্বকালের সর্বাধুনিক ডাক্তারী পরামর্শ।

www.icsbook.info

'যে ব্যক্তি ক্রোধ বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তাকে হযম করে ফেললো, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং হুরের মধ্য থেকে যা সে ইচ্ছা করবে তা মনোনীত করার ইখতিয়ার দেবেন।[৪১৯]

জ. ২.১২. অপ্রয়োজনীয়, অযাচিত ও অনর্থক কথা বলা

মানুষের কথা বলার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার এক মহান নি'মাত এবং এটার যথার্থ ব্যবহার হওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, কথা বলার যোগ্যতাই মানুষকে অন্যসব প্রাণী থেকে আলাদা করে পৃথক মর্যাদা দিয়েছে।[৪২০] ইসলামের নির্দেশ হলো- প্রতিটি মু'মিনের দায়িত্ব হচ্ছে ভদ্র, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ কথা বলা এবং কথার অপব্যবহার না করা এবং অর্থহীন, অশ্লীল ও অযাচিত কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।[৪২১] কথা বলার যৌক্তিক কারণ না থাকলে এবং ভালো ও উত্তম কথা বলা না গেলে নীরব থাকাই শ্রেয়। পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ঈমানদারগণের অন্যতম গুণ এই যে, তারা অর্থহীন কথাবার্তা বলে না এবং অলস বাচালতায় লিপ্ত লোকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলে। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মু'মিনদের গুণাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ -"আর যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকে।"[৪২২] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾-"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণের উদ্দেশ্যে আলোচনা-সমালোচনা করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়।"[৪২৩] এ আয়াতে যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, উদ্দেশ্য হলো তাঁর উম্মাত। এখানে তাদেরকে বাতিল ও মিথ্যাপন্থীদের মাজলিস এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবূ বাকর আল-জাসসাস [৩০৫-৩৭০ হি.] (রাহ.) বলেন,

---

৪১৯. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৭৭৯; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বির্‌র...),হা. নং: ২০২১, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), ২৪৯৩
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব।

৪২০. দ্র. আল কোরআন, সূরা আর-রাহমান, ৫৫:৪

৪২১. দ্র. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৮৩; সূরা আল-ইসরা', ১৭: ৫৩

৪২২. আল কোরআন, সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:৩

৪২৩. আল কোরআন, সূরা আল-আন'আম, ৬: ৬৮

www.icsbook.info

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, যে মাজলিসে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল কিংবা শারী'আতের বিরুদ্ধে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মাজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত।[৪২৪]

পবিত্র হাদীসেও অনর্থক ও অযাচিত কথাবার্তার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.-"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"[৪২৫] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দাহর ঈমান ঠিক হবে না এবং জিহ্বা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অন্তর ঠিক হবে না। আর এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার নিপীড়ন থেকে নিরাপদ নয়।[৪২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাগুলোর অর্থ হলো- মানুষের ঈমান বিশুদ্ধ হবে না যদি তার কথা বিশুদ্ধ অর্থাৎ উত্তম ও ভালো না হয়। অর্থাৎ কথার বিশুদ্ধতার ওপরই ঈমানের বিশুদ্ধতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অধিকন্তু, একজন মানুষ তার মুখের কথার বিষয়ে সতর্ক না হলে সে এই দুনিয়ার জীবন এবং আখিরাতে বহু বিপদের সম্মুখীন হবে। বেপরোয়া ও লাগামহীন কথাবার্তা যেমন আখিরাতে মানুষের ক্ষতির কারণ হবে, তেমনি দুনিয়ার জীবনেও তা মারাত্মক শত্রুতার জন্ম দিতে পারে। 'উকবাহ ইবনু 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুক্তি কোন্ পথে?" তিনি জবাব দিলেন, أَمْلِكْ/أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ...-"তোমার যবানকে নিয়ন্ত্রণ করো।...."[৪২৭] একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৪২৪. জাসসাস, *আহকামুল কোরআন*, খ.৪,পৃ.১৬৬

৪২৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং:৫৬৭২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ১৮২

৪২৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৩০৪৮; কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ৮৮৭। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.)-এর মতে, এ হাদীসের সনদ দুর্বল।

৪২৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহ্দ), হা. নং: ২৪০৬; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২২২৩৫

www.icsbook.info

বলেছেন, وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ.-"কিয়ামাতের দিন আমার কাছে সবচাইতে ঘৃণিত ও আমার নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে বাচাল, কটুভাষী ও দাম্ভিকরা।"[৪২৮] তিনি আরো বলেন,

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي.

তোমরা আল্লাহর যিকরবিহীন অধিক কথাবার্তা বলো না। কেননা, আল্লাহর যিকরবিহীন কথাবার্তা অন্তরকে কঠিন করে তোলে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য থেকে সব চাইতে বেশি দূরে অবস্থানকারী হলো কঠিন অন্তর ওয়ালা ব্যক্তিই।[৪২৯]

ইসলামের আরো নির্দেশনা হলো- দুটি বিবদমান প্রতিপক্ষের মধ্যে শত্রুতা ও বিরোধ কমাতে হলে মন্দ কথার জবাব মন্দ কথা দিয়ে দেবার প্রবণতা ত্যাগ করা উচিত। বরঞ্চ মুসলমানদের উচিত, শত্রুদের বৈরিতার জবাব বন্ধুত্ব দিয়ে দেয়া, যাতে চূড়ান্তভাবে শত্রুতাকারী ব্যক্তির হৃদয় জয় করা যায়। বস্তুতপক্ষে এ পন্থায় শত্রুতাসম্পন্ন লোকেরাও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ.-"তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে সকলের মন জয় করতে পারবে না। কিন্তু দুটি জিনিস দিয়ে তোমরা সবার মন জয় করতে পারবে। তা হচ্ছে সদাহাস্যমুখ ও সুন্দর ব্যবহার।"[৪৩০] তিনি আরো

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি সাহীহ।

৪২৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-বির্র...), হা. নংঃ ২০১৮
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি সাহীহ।

৪২৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আয-যুহ্দ), হা. নংঃ ২৪১১; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৩৪ঃ হিফযুল লিসান), হা. নংঃ ৪৬০০;
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ। তাছাড়া এ হাদীসটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ *'মুওয়াত্তা'* (হা. নংঃ ৯৭৫)-এর মধ্যেও বর্ণিত আছে।

৪৩০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবঃ আল-'ইলম), হা. নংঃ ৪২৭, ৪২৮; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৫৭ঃ হুসনুল খুলুক), হা. নংঃ ৭৬৯৫
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল-হাকিম (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ। তবে শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি দা'ঈফ। (আলবানী, সাহীহু ও দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর; খ. ১১, পৃ. ৩০০, হা. নংঃ ৪৮৫৩)

www.icsbook.info

বলেন যে, "যদি কোনো মুসলিম দেখে যে, তার কারো সাথে আলোচনা মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি ও বিবাদের দিকে মোড় নিচ্ছে, তখন সে যেন বিতর্ক বন্ধ করে নিজের কথার জন্য অগ্রিম ক্ষমা চায়।" তবে ইসলাম সর্বক্ষেত্রে নতজানু হতে বলে না; বরং তাদের বিনয়ী ও আত্মমর্যাদাশীল হতে বলে। কোনো অজ্ঞ, বদমেজাজী ও ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অন্যায় ও অশ্লীল কথার জবাব অন্যায় কথা দিয়ে দিতে গেলে মুসলিম অবশ্যই তার মর্যাদাই হারাবে। এ জন্য এসব পরিস্থিতিতে নীরব থাকাই কল্যাণকর। অতএব, যদিও এমন প্রতিটি পরিস্থিতিই অন্য পরিস্থিতির চেয়ে পৃথক। কাজেই স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উত্তম, সেটা মুসলিম নিজেই বিবেচনা করবে। তবে তাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তার কথার মাধ্যমে যেন শত্রুতা-বৈরিতা কোনোভাবে না বাড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ.-"মু'মিন না দোষারোপকারী হয়, না লা'নাতকারী, না অশ্লীলভাষী আর না বাচাল হয়।"[৪৩১]

পারস্পরিক কথাবার্তায় অনেক সময় তর্ক-বিতর্ক হয়। একজন মু'মিনকে যথাসম্ভব এ তর্ক-বিতর্কও এড়িয়ে চলা দরকার। মুসলিম ইবনু ইয়াসার (রা.) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْمِرَاءَ فَإِنَّهَا سَاعَةُ جَهْلِ الْعَالِمِ وَبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ.-" তোমরা তর্ক-বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এটি 'আলিমের অবিবেচনাপ্রসূত কাজ করার মুহূর্ত। আর শাইতান এর মাধ্যমে তার পদস্খলন ঘটাতে চায়।"[৪৩২] উল্লেখ্য যে, কখনো যুক্তি-তর্কে ইতিবাচক দিকও থাকে। আর এটা হলো- এমন তর্ক বা যুক্তি, যার পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং যেখানে উভয় পক্ষই খোলামেলা সত্যের সন্ধানে উৎসুক। পবিত্র কোরআনে এমন তর্ককে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾-"আর সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে তর্ক-বিতর্ক করো।"[৪৩৩] এ আয়াতের মর্ম হলো- যদি দা'ওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাও অতীব উত্তম উপায়ে হতে হবে। এখানে উত্তম উপায় বলতে বোঝানো হয়েছে,

---

৪৩১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বির্‌র...), হা. নং: ১৯৭৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৩৮৩৯
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ. ৪, পৃ. ৪৭৭)

৪৩২. দারিমী, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ৩৯৬
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হুসাইন সালীম (রাহ.) বলেন, হাদীসটির সনদ সাহীহ।

৪৩৩. আল কোরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬: ১২৫

www.icsbook.info

কথাবার্তায় নম্রতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে, এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বোঝতে সক্ষম হয়। বিশুদ্ধ ও বাস্তবসম্পন্ন দলীল-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে।

পক্ষান্তরে ইসলাম যুক্তি-তর্কের নামে ঐ সব লোকের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়াকে অনুৎসাহিত করেছে, যারা সত্য থেকে তাদের মনের দুয়ার রুদ্ধ করেছে এবং তর্কের খাতিরেই তর্ক করে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ জাতীয় লোকদের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ.- "যে কোনো কাওম হিদায়াত লাভের পরে যখনই অর্থহীন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।" রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথার প্রমাণ হিসেবে তিলাওয়াত করলেন, ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾-"তারা আপনার কাছে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে, তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হলো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।" (আল-কোরআন, ৪৩:৫৮)[৪৩৪] এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকেরাও স্বার্থান্ধ, বাচাল, তর্ককারী লোকের সাথে অর্থহীন আলোচনায় জড়িয়ে পড়ে পথ হারাতে পারে।

জ. ২.১৩. অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক কাজ করা

একজন মু'মিন যেমন অনর্থক ও বাজে কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকেন, তেমনি তিনি যে কোনো অনর্থক ও বাজে কার্যকলাপ থেকেও বিরত থাকেন। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মু'মিনদের গুণাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾- "আর যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকে।"[৪৩৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ -"এবং

৪৩৪. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: তাফসীরুল কোরআন), হা. নং: ৩২৫৩; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-মুকাদ্দামাহ, বাব: ইজতিনাবুল বিদা'..), হা. নং: ৪৮
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৪৩৫. আল কোরআন, ২৩ (সূরা আল-মু'মিনূন): ৩

www.icsbook.info

তারা যখন অসার কার্যকলাপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা ভদ্রভাবে চলে যায়।" এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, মু'মিনরা কখনো বাজে ও অসার কার্যকলাপে লিপ্ত তো হতেই পারে না এবং এরূপ কাজের পাশেও তারা যায় না। এটা সত্যিকার ঈমানের পরিপন্থী। তবে ঘটনাচক্রে যদি তাদের কখনো কোনো বাজে ও অনর্থক কার্যকলাপের পাশ দিয়ে গমন করতে হয়, তখন তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যায়। ইব্রাহীম ইবনু মায়সারাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ইবনু মাস'উদ (রা.) ঘটনাক্রমে একটি বাজে কাজের পাশ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা জানতে পেরে বললেন, أَصْبَحَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَمْسَى كَرِيمًا.-"ইবনু মাস'উদ ভদ্র হয়ে গেছে।" অতঃপর ইবনু মায়সারাহ (রা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[৪৩৬]

মোট কথা, যে সব কাজে কোনো উপকারিতা নেই; বরং ক্ষতিই বিদ্যমান, তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে যে সব কাজে কোনো উপকারও নেই, ক্ষতিও নেই, এ সব অর্থহীন বিষয়ও বর্জন করে চলা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ. -"মানুষ যখন অনর্থক বিষয় ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।"[৪৩৭] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুত্তাকীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حذرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ .-"বান্দাহ মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যে যাবত না সে অবাঞ্ছিত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় (অনেক) নির্দোষ বিষয়ও বর্জন করে চলবে।"[৪৩৮] এ কারণেই উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে অনর্থক ও অর্থহীন কাজ এড়িয়ে চলাকে পরিপূর্ণ মু'মিনের বিশেষ গুণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৪৩৬. ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ৬, পৃ. ১৩১

৪৩৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব : আয-যুহদ), হা. নং: ২৩১৭, ২৩১৮; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-ফিতান), হা. নং: ৩৯৭৬
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি গারীব। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ. ৫, পৃ. ৩১৭)

৪৩৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব : সিফাতুল কিয়ামাহ, ...), হা. নং: ২৪৫১; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪২১৫
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি দা'ঈফ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ. ৫, পৃ. ৪৫১)

www.icsbook.info

ঝ. বেশি বেশি নাফল 'ইবাদাত

আত্মশুদ্ধি ও উন্নয়ন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য ফারয 'ইবাদাতের পাশাপাশি নাফল 'ইবাদাতসমূহ অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নানাভাবে নাফল 'ইবাদাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ -"আপনি সাজদা করুন এবং নৈকট্য লাভ করুন।"[৪৩৯] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদায় (অর্থাৎ সালাতে) লিপ্ত থাকতে নির্দেশ দেন এবং বলা হয়েছে, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের পথ। বলাই বাহুল্য, ফারয আদায় করা ব্যতীত নাফল 'ইবাদাত কোনো উপকারেই আসবে না। ফারয আদায় করার পরই নাফল 'ইবাদাত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ...

"বান্দাহ আমার সান্নিধ্য লাভের জন্য ফারয আদায়ের চাইতে প্রিয় কোনো 'আমাল করে না। আর বান্দাহ নাফল 'ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, শোনে, ধরে ও চলে।[৪৪০] যদি সে আমার কাছে চায়, তা হলে তাকে দিয়ে দেই। যদি আমার আশ্রয় কামনা করে, তা হলে আশ্রয় দান করি।"[৪৪১]

---

৪৩৯. আল কোরআন, সূরা আল-'আলাক; ৯৬: ১৯

৪৪০. যেহেতু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সকল কাজ-কর্ম আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টি মুতাবিক প্রকাশ পায়, এ জন্য এ কথা বলা হয়েছে যে, আমিই যেন তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির বিপরীত সে ব্যক্তি কান দ্বারা কিছু শোনে না, চোখ দ্বারা কিছু দেখে না, তাঁর নির্দেশের বিপরীত হাত-পা চালায় না; বরং যা কিছু করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং নির্দেশের আওতায় থেকে করে, তখন আর তার চোখ, কান, হাত ও পা নিজের রইলো কোথায়! কার্যত আল্লাহ তা'আলারই হয়ে গেছে।

৪৪১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আর-রিকাক), হা. নং: ৬১৩৭

www.icsbook.info

তা ছাড়া ফারয আদায়ের ক্ষেত্রে বান্দাহ থেকে যে দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায়, নাফল 'ইবাদাতগুলো তার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে সাহায্য করে। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إِنَّ النَّوَافِلَ تَجْبُرُ الْفَرَائِضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.-"নাফলসমূহ কিয়ামাতের দিন ফারযের ক্ষতি পুষিয়ে দেবে।"[৪৪২] সাইয়িদুনা তামীম আদ-দারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلاَّ قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَأُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكْمُلِ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ.

"সর্বপ্রথম বান্দাহর ফারয নামাযের হিসাব করা হবে। যদি সে তা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করে, তা হলে তো ভালোই। অন্যথায় বলা হবে, দেখো, তার কোনো নাফল নামায আছে কি না? তার ফারযের ত্রুটিগুলো তার নাফল দ্বারা পূরণ করে দেয়া হবে। যদি ফারযও পরিপূর্ণরূপে আদায় করা না হয় এবং তার কোনো নাফলও না থাকে, তা হলে তার দু পার্শ্ব ধরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৪৪৩]

ঝ. ১. নাফল সালাত

নাফল 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে নাফল নামাযের গুরুত্ব সর্বাধিক। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নানাভাবে বিভিন্ন নাফল নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নাবী-রাসূল ও অলী-আল্লাহগণ সকলেই যথাসাধ্য দিন ও রাতে বেশি বেশি নাফল নামায আদায় করতেন। নাফল নামাযসমূহের মধ্যে নিয়মিতভাবে সকালে ইশরাক ও দুহার নামায, সন্ধ্যায় আউয়াবিনের নামায এবং গভীর রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার গুরুত্ব সমধিক। তা ছাড়া যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করে এবং যে কোনো বিপদ-মুহূর্তে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে নাফল নামায পড়ার বিধানও রয়েছে। বিশেষ করে যখন কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটে যেমন- সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং দেশে মহামারি বা অন্য কোনো

---

৪৪২. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, খ. ২, পৃ. ৫৫

৪৪৩. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: ইকামাতুস সালাত..), হা. নং: ১৪২৫; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩১০৬১, ৩৭০৫৪। শাইখ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

www.icsbook.info

বালা-মুসীবাত আসে, তখন নাফল নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা উচিত। তা ছাড়া বান্দাহ দিনে-রাতে (নিষিদ্ধ সময় ছাড়া) যতো ইচ্ছা নাফল নামায পড়তে পারেন। নাফল যতো বেশি পড়বে, ততোই বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে। পরে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাফল নামাযের ফাযীলাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, নাফল নামাযসমূহ ঘরে একান্ত নিভৃতে পড়াই উত্তম।[৪৪৪] নিয়মিতভাবে নাফল নামায মাসজিদে পড়তে অভ্যস্ত হওয়া সমীচীন নয়।[৪৪৫] সালাফে সালিহীন সাধারণত ঘরেই নাফল নামায পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন।[৪৪৬] তবে যদি ফারয আদায় করার পর ঘরে চলে গেলে নাফল নামায পড়তে অলসতা বা অবহেলা সৃষ্টির প্রবল ধারণা জন্মে অথবা ফারয নামায শেষ করার পরে ঘরে ফেরার সুযোগ না থাকে বা ঘরে স্থিরচিত্তে নামায আদায় করতে কোনো অসুবিধা থাকে, তা হলে মাসজিদে নাফল নামায পড়ে নেয়াই শ্রেয়।[৪৪৭] সাইয়িদুনা যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ.-"তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে নামায পড়বে। কেননা ফারয নামায

---

৪৪৪. ইমাম শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ১, পৃ. ১৪২-৫; মিরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ. ২, পৃ. ১৭৮
জনৈক সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন,
تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ.
"মানুষের পাশে নাফল নামায পড়ার চেয়ে নিজের ঘরে নাফল নামায পড়ার মর্যাদা ঠিক একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার মর্যাদার মতোই। (ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, [কিতাবুস সালাত, বাব নং: ৭৭, হা. নং: ৭] খ. ২, পৃ. ১৫৭) শাইখ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

৪৪৫. তবে যে সব নাফল নামায মাসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট (যেমন তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, সালাতুত তাওয়াফ প্রভৃতি) তার কথা ভিন্ন। সেগুলো মাসজিদেই আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে তারাবীহ নামাযও মাসজিদে জামা'আতের সাথে পড়াই হলো সুন্নাত। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২, পৃ. ৪৫; নাবাবী, *আল-মাজমূ'*, খ. ৩, পৃ. ৪৮৪-৫; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ. ১, পৃ. ৫৪৯-৫৫০)

৪৪৬. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ২, পৃ. ২৫৪
ইবনু 'আবদিল বার্ (রাহ.) বলেন, সালাফে সালিহীনের মধ্যে অনেকেই মাসজিদে নাফল নামায পড়াকে মাকরূহও মনে করতেন। (যাইনুদ্দীন আল-'ইরাকী, *তারহুত তাছরীব*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪)

৪৪৭. দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*, খ. ১, পৃ. ৩১৪; মিরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ. ২,পৃ. ১৭৮

www.icsbook.info

ছাড়া মানুষের উত্তম নামায হলো তার গৃহাভ্যন্তরের নামায।"[৪৪৮] সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.-"তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যেও কিছু নামায পড়ো। ঘরগুলোকে তোমরা কবরসদৃশ বানিও না।"[৪৪৯] জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

"তোমাদের যে কেউ মাসজিদে যখন নামায আদায় করবে, তার উচিত ঘরের জন্যও নামাযের কিছু অংশ নির্ধারণ করা। কেননা তার ঘরের নামাযের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"[৪৫০]

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে বানী 'আবদিল আশহালে এসে মাগরিবের নামায পড়লেন। নামায শেষ করার পর কিছু লোককে দেখতে পেলেন যে, তারা নামায পড়ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ.- "এগুলোতো ঘরের নামায।"[৪৫১] এ হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ফারয নামাযের জায়গা হলো মাসজিদ। আর নাফল নামায হলো ঘরের অংশ। তদুপরি ঘরে নাফল নামায পড়ার মধ্যে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। এর ফলে ঘরের মধ্যে নামাযের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং ঘর আল্লাহ তা'আলার যিকর ও 'ইবাদাতে মাতানো থাকে। তদুপরি তা শাইতানের আক্রমণ থেকেও পরিবারের সকলকেই সুরক্ষিত থাকতে সহায়তা করে। তা ছাড়া এর মাধ্যমে প্রদর্শনেচ্ছার মতো মারাত্মক ক্ষতিকর মনোবৃত্তি জন্ম নেয়া থেকেও নিজেকে অনেকটা পবিত্র রাখা যায়।[৪৫২] বিশিষ্ট সূফী শাইখ দাতা গঞ্জে বখশ [৪০০-৪৬৫] (রাহ.) বলেন, "বুযর্গদের আদর্শ ও ধর্মীয় বিধান হলো এই যে,

---

৪৪৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৬৪৮, (কিতাব: আল-ই'তিসাম), হা. নং: ৬৭৪৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীন), হা. নং: ১৩০১

৪৪৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ৪১৪, (কিতাবুল জুমু'আহ), হা. নং: ১১১৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীন), হা. নং: ১২৯৬

৪৫০. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীন), হা. নং: ১২৯৮

৪৫১. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ১১০৬

৪৫২. নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম,* খ. ৩, পৃ. ১২৯; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ. ৩,পৃ. ৮৮

www.icsbook.info

ফারয নামায প্রকাশ্যে এবং নাফল নামায নির্জনে আদায় করতে হবে, যাতে রিয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।"[৪৫৩]

❖ সালাতুত তাহাজ্জুদ (কিয়ামুল লাইল)

নাফল নামাযসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপর্ণ ও ফাযীলাতপূর্ণ হলো কিয়ামুল লাইল (অর্থাৎ গভীর রাতের নামায)। এটি বান্দাহর মন ও চরিত্রকে নির্মল ও পবিত্র করার এবং সত্য পথে অটল-অবিচল থাকার জন্য একটি অপরিহার্য ও কার্যকর পন্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾-"বস্তুত রাতে ঘুম থেকে ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুব বেশি কার্যকর এবং সে সময়ের কথা একেবারে যথার্থ।"[৪৫৪] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাতের বেলা 'ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা-সাধনা, যা প্রবৃত্তিকে অবদমিত ও বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর পন্থা। যে ব্যক্তি এ পন্থায় নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং দেহ ও মন-মগজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের এ শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, তার পক্ষেই নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সত্য ও ন্যায় পথে অটল থাকা সম্ভব। এ আয়াতের অপর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা এ ধরনের 'ইবাদাত মানুষের ভেতর ও বাইরের মধ্যে সঙ্গতি ও মিল সৃষ্টির অতি কার্যকর একটি উপায়। কারণ, যে ব্যক্তি রাতের নির্জন নিথর পরিবেশে আরাম পরিত্যাগ করে 'ইবাদাতের জন্য শয্যা ত্যাগ করবে, সে নিঃসন্দেহে খালিস মনেই এরূপ করবে। তাতে প্রদর্শনীর বা লোক দেখানোর আদৌ কোনো সুযোগ থাকে না। কাজেই এরূপ ব্যক্তির পক্ষেই পার্থিব নানা স্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

সালাতুত তাহাজ্জুদ উম্মাতের জন্য নাফল (ফারযের অতিরিক্ত) হলেও হাদীসে এর জন্য অনেক তাগিদ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৪৫৩. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজুব*, পৃ. ১৬৪

৪৫৪. আল-কোরআন, সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩: ৬

www.icsbook.info

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

"আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ ভাগে বান্দাহর সবচাইতে কাছে চলে আসেন। কাজেই যদি তুমি পারো, তা হলে তুমি ঐ সময়ে আল্লাহর যিকরকারীদের মধ্যে শামিল হও। কেননা ঐ সময়ের নামাযে ফেরেশতাগণ সূর্যোদয় পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন।"[৪৫৫]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ.

"প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের রাব্ব দুনিয়ার আসমানে নাযিল হন এবং বলেন, 'ডাকার জন্য কেউ আছে কি, যার ডাক আমি শোনবো, চাওয়ার জন্য কেউ আছে কি, যাকে আমি দেবো, গুনাহ মা'ফ চাওয়ার কেউ আছে কি, যার গুনাহ আমি মা'ফ করবো।"[৪৫৬]

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী কায়স (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا.

"তুমি কিয়ামুল লাইল ছেড়ে দিবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তা ছাড়তেন না। এমনকি তিনি যখন অসুস্থ হতেন কিংবা দুর্বল হতেন, তখনও তিনি তা বসে বসে পড়তেন।"[৪৫৭]

বলাই বাহুল্য, তাহাজ্জুদের নামায আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামায। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. - "আল্লাহ তা'আলার

---

৪৫৫. নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-মাওয়াকীত), হা. নং: ৫৭২; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৩৫৭৯

৪৫৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আত-তাহাজ্জুদ), হা. নং: ১০৯৪, (কিতাব: আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৫৯৬২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীনা), হা. নং: ১৮০৮

৪৫৭. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আত-তাতাওউ'উ), হা. নং:১৩০৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২৪৯১৯

www.icsbook.info

নিকট শ্রেষ্ঠতম নামায হলো ফারয নামাযের পর গভীর রাতের নামায।"[৪৫৮]
'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام ... وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.

"আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়তম নামায হলো দা'উদ 'আলাইহিস সালামের নামায। তিনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতেন, তারপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাযে কাটাতেন, আবার রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমোতেন।"[৪৫৯]

তাহাজ্জুদ নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ফারয ছিল। প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদের অন্তর্নিহিত গোপন কথার জন্য রাতের নির্জনতা থেকে অধিক উপযোগী সময় আর কখন হতে পারে?! পবিত্র কোরআনে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেহেতু উম্মাতকে নাবীর অনুসরণ করার হুক্‌ম করা হয়েছে সে জন্য তাহাজ্জুদের তাগিদ পরোক্ষভাবে গোটা উম্মাতের জন্যও প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾-"আর রাতের কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত (ফারয)। হয়তো বা আপনার রাব্ব আপনাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছাবেন।"[৪৬০] আয়াতে 'কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ হলো- নামায পড়া। অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

"হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দাঁড়ান কিছু অংশ ছাড়া, অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশি এবং কোরআন পড়ুন ধীর-সুস্থে।"[৪৬১]

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কেবল ফারযই করা হয়নি; বরং তাতে, রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মাশগুল থাকাও ফারয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ

---

৪৫৮. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবঃ সালাতুত তাতাও'উ), হা. নংঃ ১১৫৫
৪৫৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আত-তাহাজ্জুদ), হা. নংঃ১০৭৯
৪৬০. আল-কোরআন, সূরা আল-ইসরা', ১৭ঃ ৭৯
৪৬১. আল-কোরআন, সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩ঃ ১-৪

www.icsbook.info

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হরহামেশা রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন এবং তাঁর সাহাবী ও তাবি'ঈগণেরও স্বাভাবিক 'আমাল এই যে ছিল, তাঁরা নিয়মিত দীর্ঘ রাত জেগে নামায পড়তেন। এ সময় কখনো নামায পড়তে পড়তে তাঁদের পাগুলো ফুলেও যেতো।[৪৬২] এ সব বান্দাহকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁদের নেকী ও ঈমানদারির সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾- "(পরম করুণাময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হলো তারাই, ...) আর যারা তাদের রাব্বের দরবারে সাজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থেকেই রাত কাটিয়ে দেয়।"[৪৬৩] অন্য আয়াতে তিনি মুত্তাকীগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾-"তারা রাতের সামান্য অংশেই ঘুমাতো আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।"[৪৬৪] আল্লাহর এ প্রিয় বান্দাহগণের এ বিশেষ গুণই তাঁদেরকে কুফরের প্রবল আক্রমণের মুকাবিলায় অটতে রাখতো এবং বিজয় মালায় ভূষিত করতো। বাদরের ময়দানে হাক্কের আওয়ায বুলন্দকারী নিরস্ত্র মুজাহিদগণের অতুলনীয় বিজয়ের বুনিয়াদী কারণগুলোর মধ্যে এটিও একটি ছিল যে, তাঁরা রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর সামনে চোখের পানি ফেলে কাঁদতেন এবং গুনাহ্ থেকে মাফ চাইতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾-"এসব লোক অগ্নিপরীক্ষায় অটল-অবিচল, সত্যের অনুরাগী, পরম অনুগত, আল্লাহর পথে সম্পদ উৎসর্গকারী এবং রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর কাছে ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।"[৪৬৫]

হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের বিভিন্ন ফাযীলাতের কথা বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় তাশরীফ আনেন, তখন প্রথম যে কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে শোনি, তা হলো-

---

৪৬২. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

...فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ.

"...রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ একবৎসর কাল এতো দীর্ঘ রাত জেগে নামায পড়তেন যে, তাঁদের পা মুবারাক ফুলে যেতো।" (নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ কিয়ামুল লাইল), হা. নং:১৬০১; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, [কিতাবঃ আত-তাতাওউ], হা. নং: ১৩৪৪)

৪৬৩. আল-কোরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫: ৬৩-৪

৪৬৪. আল-কোরআন, সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ১৭-১৮

৪৬৫. আল-কোরআন, সূরা আলু 'ইমরান, ৩: ১৭

www.icsbook.info

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"হে লোকসকল, সালাম প্রসার করো, মানুষকে আহার দান করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো আর যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতে তোমরা নামায পড়ো, তবেই তোমরা নিরাপদে জান্নাতে যাবে।"[৪৬৬]

সাইয়িদুনা বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وأن قيام الليل قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ.

"তোমাদের নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়া উচিত। এ হচ্ছে তোমাদের পূর্ববতী নেক লোকগণের স্বভাব। এ নামায তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেবে, গুনাহগুলো মিটিয়ে দেবে, গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং শরীর থেকে রোগ দূর করবে।"[৪৬৭]

আধ্যাত্মিকতার সাধনায় যারা উচ্চ মাকাম অর্জন করেছেন, তারা সকলেই এ সত্য উচ্চারণ করেছেন যে, রাত্রি জাগরণ ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব নয়। বিশিষ্ট সূফী আবূ তালিব আল-মাক্কী (রাহ.) বলেন, ومن علامة المحبة طول التهجد.-" মাহাব্বাতের একটি 'আলামাত হলো তাহাজ্জুদে দীর্ঘ 'ইবাদাত করা।"[৪৬৮] দা'উদ 'আলাইহিস সালামের নিকট এ মর্মে ওহী নাযিল করা হয় যে,

كَذِبَ مَنْ ادَّعَى مَوَدَّتِي ، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي ، أَلَيْسَ كُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ خَلْوَةَ حبيبه ؟

"যে ব্যক্তি আমার ভালোবাসার দাবি করে অথচ সারা রাত ঘুমিয়ে কাটায়, সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক প্রেমিকই কি তার প্রেমাস্পদের সাথে একান্তে মিলিত হতে চায় না?!"[৪৬৯]

---

৪৬৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ...), হা. নং: ২৪৮৫; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আত'ইমাহ), হা. নং: ৩২৫১

৪৬৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৩৫৪৯; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ৪৮৩৩

৪৬৮. আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ২,পৃ. ৯১

৪৬৯. দীনাউরী, *আল-মুজালাসাতু....*, হা. নং: ১৩২; আবূ তালিব আল-মাক্কী, *কূতুল কুলূব*, খ. ২,পৃ. ৯৯; গাযালী, *ইহ্য়া*, খ. ৪,পৃ. ৩৩৩; ইবনু রাজাব, *লাতা'য়িফুল মা'আরিফ*, পৃ. ৪৩

www.icsbook.info

অর্থাৎ সে কেমন প্রেমিক, যে তার মাহবূবের সাথে একান্তে মিলিত হতে চায় না। কাজেই সে যদি তার দাবিতে সত্যবাদী হতো, তা হলে সে অবশ্যই রাতে আমার ডাকে সাড়া দিতো।

❖ সালাতুল ইশরাক

'ইশরাক' অর্থ সূর্যোদয়। এ নামায সূর্যোদয়ের ১০/১৫ মিনিট পর পড়া হয় বলে সাধারণত ইশরাকের নামায নামে পরিচিত। পবিত্র হাদীসে এ নামাযের বিভিন্ন ফাযীলাতের কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমন- আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

"যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফাজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করবে এবং সূর্যোদয়ের পর দু রাক'আত নামায পড়বে, তাকে একটি হাজ্জ ও 'উমরার সাওয়াব দেয়া হবে।"

আনাস (রা.) বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি জোর দিয়ে বলেছেন যে, একটি পূর্ণ হাজ্জ ও একটি পূর্ণ 'উমরাহর সাওয়াব দেয়া হবে। এ কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করেছেন।[৪৭০]

❖ সালাতুত দুহা

'দুহা' অর্থ চাশত (দিনের প্রথম প্রহর)। এ নামায সূর্যোদয়ের খানিকক্ষণ পর থেকে সূর্য মধ্যাকাশে আসা পর্যন্ত সময়ে পড়া হয়। উল্লেখ্য যে, অনেকের মতে- ইশরাকের নামাযও দুহার নামাযের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭১] এ নামায দু রাক'আত থেকে চার বা ছয়[৪৭২] আট রাক'আত[৪৭৩] পর্যন্ত পড়ার নিয়ম রয়েছে। পবিত্র হাদীসে এ

বিশিষ্ট 'আবিদ ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ (রাহ.) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু রাজাব, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম*, পৃ. ৩৬৫)

৪৭০. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব আল-জুমু'আহ),হা. নং: ৫৩৫
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি হাসান।

৪৭১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আহমদ আলী, *বিদ'আত ১ম খণ্ড*, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩২-৩৩৫

৪৭২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رأيت النبي يصلي الضحى ست ركعات فما تركهن بعد.-"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুহার ছয় রাক'আত নামায পড়তে দেখেছি। এর পরে আমি এ নামায পড়া ছেড়ে দেয়নি।" (তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ১২৭৬)

www.icsbook.info

নামাযের বিভিন্ন ফাযীলাতের কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমন- আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوْصَانِي خَلِيلِي -صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أنام.

"আমার বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো- প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, দুহার দু রাক'আত নামায পড়া এবং ঘুমানোর আগে বিতরের নামায পড়া।"[৪৭৪]

আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

"তোমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রত্যেক জোড়ার জন্য প্রতিদিন সকালে সাদাকাহ দিতে হয়। (জেনে রেখো) প্রত্যেক তাসবীহই সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহমীদই সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহলীলই সাদাকাহ, প্রত্যেক তাকবীরই সাদাকাহ, আমর বিল মা'রূফ সাদাকাহ ও নাহয়ু 'আনিল মুনকারও সাদাকাহ। আর এ সবের পক্ষ থেকে দুহার দু রাক'আত নামাযই যথেষ্ট হবে।"[৪৭৫]

❖ সালাতুল আউয়াবিন

মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাক'আত নাফল নামায পড়া হয়। সর্বসাধারণ এ নামাযকে 'সালাতুল আওয়াবীন' নামে অভিহিত করে থাকে।[৪৭৬] পবিত্র হাদীসে এ

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

-"রাসূলুল্লাহ দুহার নামায পড়তেন চার রাক'আত এবং আল্লাহ চাহেন তো (কখনো) আরো বৃদ্ধি করতেন।" (মুসলিম, *আস-সাহীহ*, [কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীনা], হা. নং: ১৬৯৮)

৪৭৩. উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى... "...অতঃপর তিনি দুহার আট রাক'আত নামায পড়লেন।" (মুসলিম, *আস-সাহীহ*, [কিতাব: আল-হায়য], হা. নং: ৭৯১)

৪৭৪. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আস-সাওম), হা. নং: ১৮৮০; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীনা), হা. নং: ১৭০৫

৪৭৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীনা), হা. নং: ১৭০৪

৪৭৬. এ নামায সম্পর্কে কোনো সাহীহ হাদীস না থাকায় কেউ কেউ এ নামাযকে বিদ'আত বলেও আখ্যায়িত করেছেন। (শুকাইরী, *আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা'আত*, পৃ. ১৩০; আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ১,পৃ. ২৮০)

www.icsbook.info

নামাযের বিভিন্ন ফাযীলাতের কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমন আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

"যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ৬ রাক'আত নামায পড়বে, যার মাঝখানে সে কোনো রূপ মন্দ কথা বলেনি, তার সে নামায ১২ বছরের 'ইবাদাতের সমান বিবেচনা করা হবে।"[৪৭৭]

❖ সালাতু তাহিয়্যাতিল অযু

ওযু করার পর দু রাক'আত নামায পড়ার বিধান রয়েছে। এ নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল অযুর নামায' বলা হয়। হাদীসে এ নামাযের খুব ফাযীলাতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

এ কথা সত্য যে, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো কোনোটিই যথার্থ মানের বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে এবং সাহাবা কিরাম (রা.) ও সালাফে সালিহীনের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, সা'ঈদ ইবনু যুবাইর, আনাস, আবুশ শা'সা, 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয, কাযী শুরাইহ ও আল-হাসান আল-বাসরী (রা.) প্রমুখ এ নামায পড়েছেন মর্মে বহু রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবুন আবী শাইবাহ (রাহ.) তাঁর *'আল-মুসান্নাফ'*-এর মধ্যে الصلاة بين المغرب والعشاء (মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী নামায) -নামে একটি শিরোনামও বেঁধেছেন এবং এখানে তিনি অনেকগুলো হাদীস একত্রিত করেছেন। অতএব, কেবল বিশুদ্ধতার অজুহাতে একটি পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'আমালকে বিদ'আত বলে প্রত্যাখ্যান করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করছি না। তবে বিভিন্ন হাদীসে এ নামাযের যে ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে, হতে পারে তাতে লোকদেরকে এ নামাযের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রাবীদের পক্ষ থেকে কিছু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এ কারণে মূল নামাযকে অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়। (এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, আহমদ আলী, *বিদ'আত ১ম খণ্ড*, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩০-৩৩২)

৪৭৭. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ৩৯৯; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ১১৫৭
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, এ হাদীসটি গারীব। 'উমার ইবন আবী খাস'আমের সূত্র ছাড়া অপর কোনো সূত্রে আমরা এ হাদীসটি জানতে পারিনি। তদুপরি ইমাম বুখারী (রাহ.) 'উমার ইবন আবী খাস'আমকে 'মুনকারুল হাদীস' (অর্থাৎ যার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়) বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি তাকে অত্যন্ত দুর্বল রাবী বলে অভিযুক্ত করেছেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাহ.) তাকে হাদীস জালকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন।

www.icsbook.info

"যে কোনো মুসলিম ভালোভাবে অযু করে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দু'রাক'আত নামায পড়বে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়।"[৪৭৮]

❖ সালাতু তাহিয়্যাতিল মাসজিদ

নামাযের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে মাসজিদে প্রবেশকালে আন্তরিক ভক্তি ও ভয় সহকারে প্রবেশ করা এবং প্রবেশ করে বসার আগে দু রাক'আত নামায পড়া উচিত। এ নামাযকে তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামায বলা হয়।[৪৭৯] এটা প্রকারান্তরে আল্লাহর দরবারের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন। আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ-"তোমাদের মধ্যে যে কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে সে যেন দু রাক'আত নামায পড়ার আগে না বসে।"[৪৮০]

❖ সালাতুল ইস্তিখারাহ

ইস্তিখারার অর্থ কল্যাণ কামনা করা, সঠিক পথনির্দেশনা প্রার্থনা করা। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণ কামনা করে ও সঠিক পথের দিশা পাবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে দু রাক'আত নামায পড়া হয় এবং এরপর ইস্তিখারার নির্দিষ্ট দু'আটি[৪৮১] পাঠ করা হয়। এ নামায 'ইস্তি

---

৪৭৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আত-তাহারাত), হা. নং: ৫৭৬

৪৭৯. কারো কারো মতে, এ নামায পড়া সুন্নাত। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ. ৫, পৃ. ১৫৯) কেউ কেউ এ নামায না পড়ে বসে যাওয়াকে মাকরূহ (তানযীহী)ও বলেছেন। ইমাম দাউদ আয-যাহিরী ও তাঁর অনুসারীগণের মতে- এ নামায পড়া ওয়াজিব। (নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম,* খ. ৩,পৃ. ৩৪)
উল্লেখ্য যে, যদি কেউ মাসজিদে প্রবেশ করার পর মু'আযযিন আযান দিতে শুরু করে, তা হলে সে আযানের জবাব দেয়া শেষ করা পর্যন্ত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামায পড়বে না। এটিই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। (ইবনু রাজাব, *ফাতহুল বারী,* খ. ৪, পৃ. ২১০)

৪৮০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আত-তাতাওউ'), হা. নং: ১১১০; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: সালাতুল মুসাফিরীনা), হা. নং: ১৬৮৭, ১৬৮৭

৪৮১. ইস্তিখারার নির্দিষ্ট দু'আটি হলো:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

www.icsbook.info

খারার নামায' নামে পরিচিত। বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে এ নামাযের প্রতি তাগিদ এসেছে। যেমন:

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক কাজে আমাদের ইস্তিখারা অর্থাৎ কল্যাণ ও শুভ কামনার পন্থা শিক্ষা দিতেন, যে রূপ তিনি (গুরুত্বের সাথে) আমাদের কুর'আনের সূরা শিক্ষা দিতেন।"[৪৮২]

❖ ঘরে প্রবেশ ও নির্গমনের সালাত

ঘর থেকে বাইরে বের হবার আগে এবং বাইর থেকে ঘরে প্রবেশের পর দু রাক'আত নামায পড়ার বিধান রয়েছে। হাদীসে এ নামায পড়তে বলা হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوْءِ، وَإِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ.

"যখন তুমি ঘর থেকে বের হবে, তখন দু রাক'আত নামায পড়বে। এ দু রাক'আত নামায তোমাকে খারাপ নির্গমন থেকে রক্ষা করবে। আর যখন ঘরে প্রবেশ করবে,

---

"হে আল্লাহ! আমি আপনার 'ইলমের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দীষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরাতের ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনিই সবকিছুতেই ক্ষমতা রাখেন, আমি কোনো ক্ষমতা রাখি না, আপনি (সব বিষয়ে) অবগত আর আমি অবগত নই। আপনিই গাইব সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণাম হিসেবে যদি এ কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন, তা হলে আমার জন্য তার ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর আমার জন্য তাতে বারকাত দান করুন। আর যদি এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণাম হিসেবে আমার জন্য ক্ষতিকর হয় বলে জানেন, তা হলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন, তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাযী থাকার তাওফীক দিন। তিনি বলেন, এরপর সে তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। (বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আত-তাতাওউ), হা.নং: ১১০৯)

৪৮২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আত-তাতাওউ), হা. নং:১১০৯; আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাব: আল-বিত্‌র), হা. নং:১৫৪০

www.icsbook.info

তখনও দু রাক'আত নামায পড়বে। এ দু রাক'আত নামায তোমাকে খারাপ প্রবেশ থেকে রক্ষা করবে।"[৪৮৩]

❖ সালাতুত তাওবাহ

যদি হঠাৎ কোনো বড় পাপ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে অযু করে দু রাক'আত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট খুব কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং ভবিষ্যতের জন্য এ মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে যে, এরূপ পাপ আর কখনো করবে না। এভাবে তাওবা করলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পাপটি ক্ষমা করে দেবেন। সাইয়িদুনা আবূ বাক্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ.-"যে কোনো ব্যক্তি কোনো গুনাহ করলো, তারপর সে পাক-সাফ হয়ে নামায পড়লো, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলো, তবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।"[৪৮৪]

ঝ. ২. নাফল সাওম

নাফল 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে নামাযের পরেই রোযার স্থান। নাবী-রাসূল ও অলী-আল্লাহগণ সকলেই বেশি বেশি নাফল রোযা রাখতেন। পবিত্র হাদীসে বিভিন্ন নাফল রোযার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং নানা ফাযীলাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের নাফল রোযাসমূহের ফাযীলাত ও গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

❖ একদিন পর পর রোযা রাখা

একদিন পর পর রোযা রাখা অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা, পরদিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া। এ প্রকারের রোযা নাফল সিয়াম সাধনার সর্বোত্তম পদ্ধতি। দা'উদ 'আলাইহিস সালাম এভাবে রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. - "আল্লাহর নিকট সর্বচেয়ে প্রিয় সিয়াম সাধনা হলো দাউদ 'আলাইহিস সালামের

---

৪৮৩. বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৮৫৬৭; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (২১: আস-সালাত), হা. নং:২৮১৪
বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের। (আলবানী, *সাহীহ ও দা'য়ীফুল জামি'ইস সাগীর*, হা. নং: ৫০৬)

৪৮৪. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সালাত), হা. নং: ৪০৬; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: ইকামাতুস সালাত), হা. নং: ১৩৯৫
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান।

www.icsbook.info

সিয়াম সাধনা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন।"[৪৮৫]

❖ 'আশূরার রোযা রাখা

মাহে রামাদানের পর সবচেয়ে ফাযীলাতপূর্ণ সিয়াম সাধনা হলো মুহাররাম মাসের সিয়াম সাধনা। বিশেষ করে এ মাসের ১০ তারিখ 'আশূরার দিনটি অনেক বারকাত, ফাযীলাত ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ দিন রোযা রাখা বড় পুণ্যের কাজ। বিভিন্ন হাদীসে এ দিন রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর নিয়মিত এ দিন রোযা রাখতেন। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় হিজরাতের পর দেখলেন যে, পবিত্র আশূরার দিন ইয়াহুদীরা রোযা পালন করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দিন কেন তোমরা রোযা পালন করো? তারা উত্তর দিলো, এটি অত্যন্ত মর্যাদাবান ও পবিত্র দিন। এ দিন আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরা'ঈলকে ফির'আউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ফির'আউন ও তার দলকে নীল নদে ডুবিয়ে চিরতরে খতম করে দেন। এ জন্য মূসা 'আলাইহিস সালাম এ দিন আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। এ কথা শোনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ.-"তা হলে তো আমিই তোমাদের চেয়ে মূসা 'আলাইহিস সালামের অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিন রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।"[৪৮৬]

উল্লেখ্য যে, কেবল মুহাররামের ১০ তারিখ একদিন রোযা রাখা সমীচীন নয়। এতে ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্য তৈরি হয়। এ কারণে এর আগে ৯ তারিখ কিংবা এর পরে ১১ তারিখ আরো একদিন অথবা ৯, ১০ ও ১১ তারিখ এক সাথে তিন দিন রোযা রাখা উত্তম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا.- "তোমরা আশূরার দিন রোযা রাখবে, তবে তোমাদের রোযা যেন ইয়াহুদীদের রোযার সাথে মিলে না যায়। তাই তোমরা আশূরার পূর্বে ও পরে আরো দুদিন

---

৪৮৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-আম্বিয়া), হা. নং:৩২৩৮; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২৭৯৬

৪৮৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আস-সাওম), হা. নং: ১৯০০

www.icsbook.info

রোযা পালন করবে।"[৪৮৭] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. -"যদি আমি আগামী বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে অবশ্যই আমি ৯ তারিখও রোযা রাখবো।"[৪৮৮] এ দিন রোযা রাখার ফাযীলাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ. -" এ দিনের রোযা বিগত এক বৎসরের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেয়।"[৪৮৯]

❖ শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখা

মাহে রামাদানের পর শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখারও বিশেষ ফাযীলাত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ/فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا. -"যে ব্যক্তি মাহে রামাদানে রোযা রাখলো এবং এর পরপর শাওয়ালে আরো ছয়টি রোযা রাখলো, তা হলে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো।"[৪৯০]

❖ প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা

প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখাও সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. -"তিন দিন রোযা রাখা পুরো বছর রোযা রাখার সমতুল্য।"[৪৯১] এ তিনটি রোযা কেউ ইচ্ছে করলে প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখও রাখতে পারে অথবা মাসের কোনো এক সোমবার, তারপর বৃহস্পতিবার, অতঃপর পরবর্তী সোমবারও রাখতে পারে। অথবা মাসের শুরুতেও পরপর রাখতে পারে কিংবা শেষেও পরপর রাখতে পারে অথবা মাসের যে কোনো তিন দিনও রাখতে পারে। মু'আযাহ আল-'আদাভিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার সাইয়্যিদাহ 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, أَكَانَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. -"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন?" তিনি জবাব দেন, হ্যাঁ। পুনরায় মু'আযাহ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ. -"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের কোন্ কোন্ দিন রোযা রাখতেন?" 'আয়িশা (রা.) উত্তর দেন, لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ. -"মাসের কোন্ কোন্ দিন

---

৪৮৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং:২১৫৪

৪৮৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২৭২৩

৪৮৯. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২৮০৪

৪৯০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২৮১৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৪৩০২

৪৯১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব:আস-সাওম), হা. নং: ১৮৭৮

www.icsbook.info

রোযা রাখতেন- এরূপ কোনো ব্যাপার তিনি হিসাব করতেন না।"[৪৯২] তবে এ তিনটি রোযা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ[৪৯৩] রাখা উত্তম। এ প্রসঙ্গে আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ -"আবূ যার্! যদি তুমি মাসে তিনটি করে রোযা রাখো, তা হলে মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখো।"[৪৯৪]

❖ সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা

সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখারও বিশেষ ফাযীলাত রয়েছে। এ দুটি দিনে বান্দাহর 'আমালসমূহ আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়ে থাকে এবং তিনি বিশেষভাবে বান্দাহর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে থাকেন। এ কারণে সপ্তাহে এ দুটি দিনেও রোযা রাখা মুস্তাহাব্ব। ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন এবং বলতেন, تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. -"এ দুটি দিনে বান্দাহর 'আমালসমূহ আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়।"[৪৯৫] আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. -"'আমালসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়। তাই আমি চাই যে, রোযাদার অবস্থায় আমার 'আমাল পেশ করা হোক।"[৪৯৬] আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। এ দুদিন রোযা রাখার কারণ

---

৪৯২. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২৮০১

৪৯৩. মাসের এ তিন দিনের চন্দ্রালোকিত রাতসমূহ যেহেতু দিনের মতোই উজ্জ্বল থাকে, তাই এ দিনগুলোকে 'আইয়ামুল বীদ' (أيام البيض) অর্থাৎ উজ্জ্বল দিন বলা হয়। এ কারণে এ তিন দিনের রোযাকে 'আইয়ামুল বীদের রোযা' বলা হয়।

৪৯৪. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সাওম), হা. নং: ৭৬১; ইবনু খুযাইমাহ, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ২১২৮
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান।

৪৯৫. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ২৩৩

৪৯৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সাওম) হা. নং: ৭৪৭
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি সাহীহ লি-গাইরিহি। (আলবানী, সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ২৫১, হা. নং: ১০৪১)

www.icsbook.info

সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ. -"এ দু দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকেই ক্ষমা করে দেন।"[৪৯৭]

তবে এ দু দিনের মধ্যে বৃহস্পতিবারের চাইতে সোমবারে রোযা রাখার তাৎপর্য বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিতই এ দিন রোযা রাখতেন। একবার তাঁকে সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ. -"ঐ দিন হলো আমার জন্মের দিন এবং আমার নুবুওয়াত লাভের অর্থাৎ আমার ওপর ওহী নাযিলের দিন।"[৪৯৮]

❖ 'আরাফার দিন রোযা রাখা

যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রাখাও মুস্তাহাব্ব।[৪৯৯] তন্মধ্যে নয় তারিখ 'আরাফার দিন হাজ্জব্রত পালন রত নয়- এমন লোকদের জন্য রোযা রাখার বিশেষ ফাযীলাত রয়েছে। এ দিনের রোযা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. -"তা বিগত এক বৎসরের এবং আগামী এক বৎসরের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেয়।"[৫০০]

---

৪৯৭. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ১৭৪০
এ হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, *সাহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ২৯০, হা. নং: ১৪১৫)

৪৯৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২৮০৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২২৫৯৪

৪৯৯. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ ،...
"যে সকল দিবসে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করা হয় তন্মধ্যে তাঁর নিকট যুল হিজ্জাহ মাসের (প্রথম) দশ দিনের চাইতে অধিকতর প্রিয় কোনো দিবস নেই। এ দিবসসমূহের মধ্যে প্রতিদিনের রোযা এক বৎসর রোযা রাখার সমান মর্যাদা সম্পন্ন।..." (তিরমিযী, *আস-সুনান*, কিতাব: আস-সাওম হা. নং: ৭৫৮; বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৭৮১৬)
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি গারীব। শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এটি দা'ঈফ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জনৈক স্ত্রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুলহিজ্জার নয়টি রোযা, আশূরার দিন এবং প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতেন, ...।" (নাসাঈ, *আস-সুনান*, কিতাব: আস-সাওম, হা. নং: ২৪১৭) শাইখ নাসির উদ্দীন আল্-আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, এ হাদীসটি সাহীহ।

৫০০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২৮০৪

www.icsbook.info

❖ শা'বান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখা

শা'বান মাস অত্যন্ত বারকাতের মাস। তাই এ মাসে বেশি বেশি রোযা রাখা মুস্তাহাব্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অন্য যে কোনো মাসের চাইতে এ মাসে বেশি করে রোযা রাখতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.- "আমি তাঁকে শা'বান মাসে যে অধিক হারে রোযা রাখতে দেখেছি, অন্য কোনো মাসে তাঁকে সে হারে রোযা রাখতে দেখিনি।"[৫০১] কিন্তু এ মাসে নির্দিষ্টভাবে কেবল ১৫ তারিখ রোযা রাখার প্রসঙ্গটি কোনো বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সুপ্রমাণিত নয়। এতদসংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। অনেকেই এ হাদীসটিকে মাওদূ' (জাল) বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[৫০২]

❖ সপ্তাহে শনি ও রোববার রোযা রাখা

সপ্তাহে শনি ও রোববার রোযা রাখাও মুস্তাহাব্ব। কেননা এ দিন দুটি মুশরিকদের সাপ্তাহিক 'ঈদের দিন। তাই এ দিনগুলোতে রোযা রাখা প্রকারান্তরে তাদের বিরোধিতা করার নামান্তর। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি নিজেও এ দিন দুটিতে প্রায়ই রোযা রাখতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ ، كَانَ يَقُوْلُ : إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দিনগুলোতে অধিকাংশ রোযা রাখতেন, তা হলো শনিবার ও রোববার। তিনি বলতেন, এ দিন দুটি মুশরিকদের উৎসবের দিন। আমি চাই যে, তাদের বিরোধিতা করি।[৫০৩]

---

৫০১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আস-সাওম), হা. নং: ১৮৬৮; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং:২৭৭৯

৫০২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা পড়ুন, *বিদ'আত ৩য় খণ্ড,* পৃ. ১১২-৪

৫০৩. ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, (কিতাব: আস-সাওম), হা. নং: ৩৬১৬; ইবনু খুযায়মাহ, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আস-সিয়াম), হা. নং: ২১৬৭
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.) বলেন, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি হাসান।

www.icsbook.info

ঝ. ৩. নাফল সাদাকাহ

দান-সাদাকাহ মু'মিন জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক মু'মিনই নিজ নিজ সাধ্যমতো আল্লাহর পথে খরচ করে থাকে। ইসলামে এ দান-সাদাকাহ এতোই অনাবিল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, এর পেছনে কোনো ধরনের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য কিংবা কোনো প্রদশনের বা গৌরব প্রকাশের মনোভাব কার্যকর থাকে না। বরং একান্ত ভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা এতোই মহান দানশীল যে, তারা তাদের দান-সাদাকাহর বিনিময়ে কোনো পার্থিব প্রতিদান বা শুকরিয়া কামনা করে না। তিনি বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।[৫০৪]

এটি অত্যন্ত কঠিন 'আমাল যে, মানুষ তার সম্পদ ব্যয় করবে, অথচ এই ব্যয়ের পশ্চাতে সে কোনো ধরনের উপকার বা শুকরিয়া পেতে চাইবে না। ইসলামের সুমহান আদর্শ লোকদের এ কঠিন 'আমালের ওপর অভ্যস্ত করে গড়ে তোলে। মুসলিমগণ কেবল বিচার দিনের মহান প্রতিদানের আশায় এ কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে অনেকগুণ বেশি দান করেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রাব্বের

---

৫০৪. আল-কোরআন, সূরা আদ-দাহর, ৭৬: ৮-৯

www.icsbook.info

কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনো আশঙ্কা নেই। তারা চিন্তিতও হবে না।[৫০৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরজীবনাদর্শ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ইতিহাস এই সুমহান ও পবিত্র দান-সাদাকাহর অসংখ্য ঘটনায় সমুজ্জ্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজ্জাগত স্বভাব ছিল দানশীলতা। তাঁর হাতে কোনো মাল এসে পৌঁছলে তা বন্টন করে না দেয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি বোধ করতেন না। উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা.) বলেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিন্তিত দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তাঁর হাতে ৭টি দীনার জমা হয়ে আছে, তা এখনও বন্টন করা হয় নি।"[৫০৬] অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, একদিন রাসূলুল্লাহ 'আসরের নামাযের পর বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসলেন। সাহাবীগণের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন,

ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.

নামায পড়ার সময় খেয়াল হলো, ঘরে একটি স্বর্ণের পাত জমা আছে। এটি সন্ধ্যা বা রাত পর্যন্ত আমার কাছে থাকবে- তা আমি মেনে নিতে পারলাম না। তাই তা দান করে দেয়ার ব্যবস্থা করে এলাম।[৫০৭]

আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসাথে পথ চলার সময় তিনি বললেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ.

আবূ যার! এই উহুদ পাহাড়টির সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার হাতে আসে, তবুও আমি ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া তিন দিনের বেশি এক দীনারও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে হাতে রাখবো না।[৫০৮]

---

৫০৫. আল-কোরআন, সূরা আদ-দাহর, ৭৬: ৮-৯

৫০৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (হাদীসু উম্মি সালামাহ), হা. নং: ২৬৬৭২; তাবারী, *তাহযীবুল আসার*, হা. নং: ২৪৭৮

৫০৭. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-'আমাল ফিস সালাত), হা. নং: ১১৬৩

৫০৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আর-রিকাক), হা. নং: ৬০৮০; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যাকাত), হা. নং: ২৩৫১

www.icsbook.info

বর্ণিত রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হুজরাতে বসে আছেন। এমন সময় এক বালক এসে একটি কাপড় চাইলো। বললো, মা একটি কাপড়ের কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরগায়ে তখন একটি মাত্র কাপড় ছিল। তিনি বালকটিকে বললেন, ঠিক আছে, এখন যাও, কোনো কাপড় এলে অবশ্যই পাবে। এখন আমার কাছে গায়ের চাদরটি ছাড়া আর কোনো কাপড় নেই। চলে গেলো বালকটি। কিছুক্ষণ পর সে আবার ফিরে এসে বললো, মা বলেছেন আপনার গায়ের চাদরটিই দিয়ে দিতে। এবার আর তিনি না করতে পারলেন না। কারণ, কাউকে কোনো বিষয়ে না করতে তাঁর দারুণ কষ্ট হয়। একমাত্র গায়ের চাদরটি খুলে দিলেন। কিন্তু খালি গায়ে বেরোবেন কী করে! তাই হুজরা খানায় বসে রইলেন। এ দিকে নামাযের আযান হয়েছে। সাহাবীগণ (রা.) মাসজিদে অপেক্ষা করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন না। এমন তো কখনো হয় না। কোনো বিপদ হয়নি তো! ইত্যবসরে একজন সাহাবী ওঠে আসলেন। ডাকলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুজরার বাইরে থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বললেন, দেরী হবার কারণ বললেন। সাহাবীটি দ্রুত একটি কাপড় এনে পবিত্র খিদমাতে পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন এবং মাসজিদে গিয়ে ইমামাত করলেন।[৫০৯]

এভাবে দানশীলতার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন অসংখ্য নযীর স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যেগুলোর তুলনা খোঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যা হাতে পেতেন, সাথে সাথে তা অন্যকে দান করে দিতেন। দান করার ক্ষেত্রে তাঁর আনন্দ দান গ্রহণকারীর চেয়েও অনেক বেশি ছিল। নিজের প্রয়োজনের চেয়েও তিনি অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখতেন। শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই নন; তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল সমাজের সদস্যগণও দানশীলতার ক্ষেত্রে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দান-সাদাকাহ ছিলো তাঁদের অধিকতর প্রিয় 'আমাল। তাঁরা কেবল অভাব-অনটন ও দুঃসময়ে দান করতেন, তা নয়; বরং এটি ছিলো তাঁদের নিত্যকর্ম, যা তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁরা সাধ্যমতো কি যুদ্ধ, কি শান্তি, কি দুঃসময় কি সুসময় তথা সর্বাবস্থায় দান করতেন।

---

৫০৯. ....

www.icsbook.info

পরবর্তীতে উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাহগণও সাহাবীগণের এ অনুপম আদর্শ অনুকরণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ যাকাত আদায় করাকেও কার্পণ্যের লক্ষণ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁদের কথা হলো- এর চেয়ে কার্পণ্য আর কী হতে পারে যে, তার আশেপাশের লোকেরা অনাহারে থাকে, বিবস্ত্র থাকে, আর সে সারা বছর অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং দরিদ্রদেরকে এভাবে দেখতে থাকে। বছর শেষে দুশত দিরহাম থেকে শুধু পাঁচ দিরহাম দান করে আর মনে করে যে, সে আল্লাহর নি'মাতের হক আদায় করেছে। তাঁরা আরো মনে করেন যে, মু'মিনদের গুণই হলো দানশীল হওয়া এবং দানশীলের অভ্যাস হলো দান করা। কাজেই দানশীল ব্যক্তি এতো পরিমাণ অর্থ-সম্পদ কখনোই জমা করতে পারে না যে, বছর শেষে তার ওপর যাকাত ফারয হতে পারে। একবার এক 'আলিম বিশিষ্ট 'আবিদ শাইখ আবূ বাক্‌র আশ-শিবলী [২৪৭-৩৩৪ হি.] (রাহ.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করতে হয়? তিনি উত্তরে বললেন,

> 'দু'শ দিরহাম যদি এক বছর কারো নিকট জমা থাকে, তবে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করতে হবে। বিশটি দীনার এক বছর থাকলে বছর শেষে অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হয়। কিন্তু এ মাস'আলা হলো তোমাদের নীতি অনুযায়ী। আমাদের নীতি হলো, তোমার নিকট এমন কোনো সম্পদ থাকাই উচিত নয়, যাতে যাকাত ওয়াজিব হতে পারে।

উক্ত 'আলিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের এ নীতির ইমাম কে? তিনি বললেন,

> এ নীতিতে আমাদের ইমাম হলেন আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা.)। তাবূক যুদ্ধের সময় যখন তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পদ দান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ বাক্‌র! তোমার পরিবারবর্গের জন্য কী রেখে এসেছো? তখন আবূ বাক্‌র (রা.) উত্তর দিলেন, তাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।[৫১০]

জনৈক কবি[৫১১] কতো চমৎকার বলেছেন,

وما وجبت علي زكاة مال ... وهل تجب الزكاة على الجواد؟

"আমার ওপর সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হয় না। দানশীলদের ওপরও কী যাকাত ওয়াজিব হয়?[৫১২]

---

৫১০. হাজবিরী, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ১৭০-১

৫১১. কারো কারো মতে, এ কবিতাটি 'আলী (রা.)-এর রচিত। কারো মতে, বাক্‌র ইবনুন নাত্তাহ-এর রচিত।

www.icsbook.info

অর্থাৎ দানশীলদের হাতে অর্থ-সম্পদ আসার সাথে সাথেই তাঁরা তা দান করে ফেলেন। সারা বছর অর্থ-সম্পদ জমা করে রাখার মতো সুযোগই তাঁদের হয় না। তাই তাঁদের জন্য যাকাতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এর অর্থ এ নয় যে, দানশীল ব্যক্তিদের নিকট বৎসরান্তে যাকাত দেয়ার মতো সম্পদ থাকলেও যাকাত দিতে হবে না। আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যা হাতে পেতেন, সাথে সাথে তা অন্যকে দান করে দিতেন।

ঝ. ৪. নাফল হাজ্জ ও 'উমরাহ

জীবনে একবার হাজ্জ পালন করা ফারয হলেও প্রত্যেক বছর হাজ্জ করতেও কোনো অসুবিধা নেই। অধিকন্তু, সামর্থ্যবান লোকদের জন্য প্রত্যেক বছর কিংবা কয়েক বছর পর পর হাজ্জ করা উত্তম। হাদীসে সামর্থ্যবান লোকদেরকে অন্তত প্রতি চার কিংবা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হজ্জ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يقولُ اللهُ عزَّ وجَلَّ : إنَّ عبدًا أصححتُ له بدنَه ، وأوْسعتُ عليه في الرزقِ ، لَمْ يفِدْ إليَّ في كُلِّ أربعةِ أعْوامٍ لَمَحْرومٌ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তিকে আমি সুস্থ দেহ ও পর্যাপ্ত সম্পদ দান করেছি, সে যদি প্রতি চার বৎসর অন্তর অন্তর আমার কাছে না আসে, তা হলে সে অবশ্যই (আমার রহমত থেকে) বঞ্চিত হবে।[৫১৩]

'উমরাহ্ হলো ছোট্ট হাজ্জ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট তাঁর প্রেরিত এক পত্রে লিখেন, إن العمرة الحج الأصغر.-

---

৫১২. হাজবিরী, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ১৭১; ইবনু 'আব্দি রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ. ১,পৃ. ৬৬; ইবনু হিব্বান, *রাওদাতুল 'উকালা...*, পৃ. ২৩৮; ইবনু সা'ঈদ আল-আন্দালুসী, *আল-মুরাক্বিসাত...*, পৃ. ১৮

৫১৩. তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ৪৯৩; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৮৮২৬

ইমাম বাইহাকী (রা.) তাঁর '*আস-সুনানুল কুবরা*' (৫/২৬২) গ্রন্থে এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল-ফাকিহী তাঁর '*আখবারু মক্কা*' (হা. নং: ৯০৩, ৯০৪) গ্রন্থে সাইয়িদুনা আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী ও সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে এ সংক্রান্ত দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম বাইহাকীর দুটি বর্ণনাতেই চার বৎসরের স্থলে পাঁচ বৎসরের কথা বলা হয়েছে। আর ফাকিহী আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে যে বর্ণনাটি নকল করেছেন সেখানে 'চার কিংবা পাঁচ' বৎসরের কথা সন্দেহের সাথে উল্লেখিত রয়েছে। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সাহীহাহ*, খ. ৪,পৃ. ২২১-৪)

www.icsbook.info

"নিশ্চয় 'উমরাহ হলো ছোট্ট হাজ্জ।"[৫১৪] কাজেই সামর্থ্যবান লোকদের জন্য জীবনে অন্তত একবার 'উমরাহ করা সুন্নাত (মুয়াক্কাদা)। তা ছাড়া যখনই সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে, তখনই 'উমরাহ করা যেতে পারে। এতে বান্দাহ প্রচুর কল্যাণ ও বারকাত লাভ করবে। হাদীসে 'উমরাহর বিভিন্ন ফাযীলাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.-"এক 'উমরাহ পরবর্তী 'উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের সকল পাপের জন্য কাফফারা হয়।"[৫১৫] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
>
> হাজ্জ ও 'উমরা পরপর আদায় করতে থাকো। কেননা হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়ই দারিদ্র ও গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূরীভূত করে, যেমন আগুনের হাপর লোহা সোনা ও রূপার ময়লা দূরীভূত করে।[৫১৬]

উল্লেখ্য যে, রামাদানে 'উমারাহ করার বিশেষ ফাযীলাত রয়েছে। এ মাসে 'উমরাহ হাজ্জের সমতুল্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.- "যখন রামাদান আসবে, তখন তুমি 'উমরা করো। কেননা এ মাসে একটি 'উমরাহ একটি হাজ্জের সমান।"[৫১৭] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي.- " তা (অর্থাৎ রামাদানে 'উমরাহ করা) আমার সাথে হাজ্জ করার সমান।"[৫১৮]

---

৫১৪. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আত-তারীখ, পরিচ্ছেদঃ কুতুবুন্নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হা. নংঃ ৬৫৫৯

৫১৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-'উমরাহ), হা. নংঃ ১৬৮৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-হাজ্জ), হা. নংঃ ৩৩৫৫

৫১৬. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ আল-হাজ্জ) হা. নংঃ ৮১০; নাসা'ঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ মানাসিকুল হাজ্জ), হা. নংঃ ২৬৩১। ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৫১৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-'উমরাহ), হা. নংঃ১৬৯০; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-হাজ্জ), হা. নংঃ ৩০৯৭

৫১৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ আল-মানাসিক), হা. নংঃ ১৯৯২
শাইখ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

www.icsbook.info

ঝ.৫. ই'তিকাফ

ই'তিকাফ একটি বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ 'ইবাদাত এবং আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির একটি অনন্য ব্যবস্থা। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) ই'তিকাফের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

وَشَرَعَ لَهُمْ الِاعْتِكَافَ الَّذِي مَقْصُودُهُ وَرُوحُهُ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَجَمْعِيَّتُهُ عَلَيْهِ وَالْخَلْوَةُ بِهِ وَالِانْقِطَاعُ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِالْخَلْقِ وَالِاشْتِغَالُ بِهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ ذِكْرُهُ وَحُبُّهُ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ هُمُومِ الْقَلْبِ وَخَطَرَاتِهِ، فَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ بَدَلَهَا ، وَيَصِيرُ الْهَمّ كُلُّهُ بِهِ وَالْخَطَرَاتُ كُلُّهَا بِذِكْرِهِ وَالتَّفَكُّرِ فِي تَحْصِيلِ مَرَاضِيهِ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ فَيَصِيرُ أُنْسُهُ بِاللَّهِ بَدَلًا عَنْ أُنْسِهِ بِالْخَلْقِ فَيَعُدَّهُ بِذَلِكَ لِأُنْسِهِ بِهِ يَوْمَ الْوَحْشَةِ فِي الْقُبُورِ حِينَ لَا أَنِيسَ لَهُ وَلَا مَا يَفْرَحُ بِهِ سِوَاهُ فَهَذَا مَقْصُودُ الِاعْتِكَافِ الْأَعْظَمِ.

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য ই'তিকাফের বিধান জারি করলেন। এর উদ্দেশ্য ও প্রাণ হলো- একান্ত নিভৃতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সর্বান্তকরণে নিবিষ্ট থাকা এবং সৃষ্টির সাথে যাবতীয় যোগাযোগ ছিন্ন করে আল্লাহর ধ্যানে একান্তই নিমগ্ন থাকা। যাতে মানবমনের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা জুড়ে তাঁর যিকর, ভালোবাসা ও আকর্ষণই একাধিপত্য লাভ করতে পারে। মনের যাবতীয় চিন্তাই হবে আল্লাহকে ঘিরে এবং এর সকল ভাবনার উদয় হবে তাঁর যিকরকে কেন্দ্র করে। উপরন্তু, সে নিরন্তর তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য অর্জনের চিন্তায় রত থাকবে। এভাবে সৃষ্টির পরিবর্তে আল্লাহর সাথেই তাঁর দহরম গড়ে ওঠবে। এর ফলে সে কবরের নিঃসঙ্গতার সময়- যেখানে আল্লাহ ব্যতীত কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা কোনো আনন্দদায়ক বিষয় থাকবে না তখন- তাঁর এ সম্পর্কের ফল পেতে থাকবে। এটিই হলো ই'তিকাফের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য।[৫১৯]

এ মহান উদ্দেশ্য অর্জন করার অভিপ্রায়ে ই'তিকাফের জন্য এমন মাসজিদ নির্বাচন করতে পারলে ভালো, যেখানে মু'তাকিফ কাউকে চিনবে না এবং তাকেও কেউ চিনবে না। তা হলেই নিভৃতে সর্বান্তকরণে আল্লাহ তা'আলার যিকর ও 'ইবাদাতে সর্বক্ষণ রত থাকা সম্ভব হবে।

সাইয়িদুনা ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সকল নাবী-রাসূলই ই'তিকাফ থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৫১৯. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ. ২, পৃ. ৮৭

www.icsbook.info

﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ'-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো।[৫২০]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সাইয়্যিদুনা ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম থেকে আল্লাহর ঘরে ই'তিকাফের সুন্নাত জারী হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ই'তিকাফের জন্য বৎসরের সেরা সময়- রামাদানের শেষ দশককে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি প্রতি বছর নিজেই রামাদানে এ সময় ই'তিকাফ থাকতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রতি বছর রামাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফে থাকতেন। তাঁর পরে তাঁর সহধর্মিণীগণ (রা.) ই'তিকাফে থাকতেন।[৫২১]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে ই'তিকাফের জন্য উৎসাহিত করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ .

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন ই'তিকাফ থাকলো, আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিনটি পরিখা সৃষ্টি করে দেবেন। প্রত্যেক পরিখার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম দু দিগন্তের চেয়েও বেশি ব্যবধান থাকবে।[৫২২]

ঝ. ৬. রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ 'আমাল। এ 'আমালের মাধ্যমে একসাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা ও

---

৫২০. আল-কোরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ): ১২৫

৫২১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ই'তিকাফ), হা. নং: ১৯২২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ই'তিকাফ), হা. নং: ২৮৪১

৫২২. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৭৫৩৭; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (২৪: আল-ই'তিকাফ), হা. নং: ৩৬৭৯
এ হাদীসটি দা'ঈফ। (আলবানী, *দা'ঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, ৯৫, হা. নং: ১৫৭৩)

www.icsbook.info

সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এটি মু'মিনের আত্মার একটি খোরাক। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরওপর সালাত ও সালাম পাঠের পদ্ধতি, উপকারিতা ও না পড়ার ক্ষতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। পবিত্র কুর'আনেও এর প্রতি ব্যাপক তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

> নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নাবীর ওপর রাহমাত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ, তোমরা নবীর জন্য রাহমাতের দু'আ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম পাঠাও।[৫২৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরওপর সালাত ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দান করেছেন। তবে অন্যান্য নির্দেশের তুলনায় এ নির্দেশের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, এটা এমন একটা কাজ, যেটি তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওপর সালাত ও সালাম পাঠের বহু ফাযীলাত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا-"যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার রাহমাত বর্ষণ করেন।"[৫২৪] শুধু তাই নয়; কোনো কোনো রিওয়ায়াতে এও এসেছে যে, ... وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ-"তার 'আমালনামা থেকে দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হয় এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।"[৫২৫] 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হয়ে কোনো এক খেজুর বাগানে ঢুকে পড়লেন। আমি তাঁর পেছনে অনুসরণ করলাম। অতঃপর তিনি সাজদারত হলেন। তাঁর সাজদা খুবই দীর্ঘায়িত হলো। এমনকি আমি এতে খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম। না জানি, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মৃত্যু দান করলেন এবং জান কাবয করে নিলেন। তারপর আমি তাঁর খুব কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম। তিনি মাথা উঠিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবদুর

---

৫২৩. আল-কোরআন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৫৬

৫২৪. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আস-সালাত), হা. নং: ৯৩৯

৫২৫. নাসা'ঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ সিফাতুস সালাত), হা. নং: ১২৯৭

www.icsbook.info

রাহমান! তুমি এখানে কেন এসেছো? 'আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, আমি আমার ভীতিকর অবস্থার কথা বললাম। অতঃপর তিনি বললেন,

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

নিঃসন্দেহে জিব্রা'ঈল (আ.) আমাকে বলেছেন, আমি কি আপনাকে সুসংবাদ দেবো না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আপনার ওপর সালাত পাঠ করে, আমি তার প্রতি রাহমাত বর্ষণ করি। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পেশ করে, আমি তার শান্তি বিধান করি।[৫২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরওপর সালাত ও সালাম পাঠ তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও। কেউ ঐকান্তিকভাবে এ 'আমাল করলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরভালোবাসায় সিক্ত হবেই। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরপাশাপাশি আল্লাহ তা'আলাও বান্দাহর প্রতি রাহমাতের দৃষ্টিপাত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.-"কিয়ামাতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে আমার ওপর অধিক মাত্রায় সালাত পাঠ করবে।"[৫২৭] 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

দু'আ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে স্থগিত অবস্থায় থাকে। তা ওপরে ওঠে না, যে যাবত না তুমি নাবীর ওপর সালাত পাঠ করবে।[৫২৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরওপর সালাত ও সালাম পাঠ করার অনেক নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। নামাযের মধ্যে প্রসিদ্ধ দরূদে ইব্রাহীমীটি পাঠ করা সুন্নাত। তবে সাধারণত কোনো স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরনাম যখন উচ্চারণ করা হবে, তখন তাঁর ওপর সালাত পাঠ করা

---

৫২৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৬৬২; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাব: আল-ইমামাহ), হা. নং: ৮১০, (কিতাব: আদ-দু'আ), হা. নং: ২০১৯
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি।

৫২৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বিত্র), হা. নং: ৪৮৪; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ৯১১
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব।

৫২৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-বিত্র), হা. নং: ৪৮৬
শাইখ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান।

www.icsbook.info

ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে 'আলিমগণ সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ.- "যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হয়, সে যেন তৎক্ষণাৎ আমার ওপর সালাত পাঠ করে।"[৫২৯] তবে একই মাজলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার সালাত পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। তবে প্রতিবার পাঠ করা মুস্তাহাব্ব। এ ছাড়া যে কোনো সময় ঐকান্তিকভাবে সালাত ও সালাম পাঠ করা অনেক পুণ্যের কাজ। বিশেষ করে জুমু'আর দিন ও রাতে সালাত ও সালাম পাঠ করা খুবই কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
>
> তোমরা জুমু'আর দিন ও রাতে আমার ওপর বেশি করে সালাত পাঠ করো। যে ব্যক্তি এরূপ করবে কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো।[৫৩০]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সালাত ও সালামের মুখাপেক্ষী নন। এর কারণ, তিনি নিজেই রাহমাতুল লিল 'আলামীন, বিশ্ব জাহানের জন্য দয়ার সাগর। আমাদের সালাত ও সালাম পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে সম্মান করা, তা'যীম করা, তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর নাম চর্চা করা। তাঁর এ অনন্য সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সালাত ও সালাম পাঠানোর বিনিময়ে বহুগুণে যে প্রাপ্তি, তা আমাদের নিজেদেরই। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরমাহাব্বাত অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ-সুন্নাত অনুসরণের যে চেষ্টা-সাধনা ও অনুশীলন- প্রকৃতপক্ষে সেটি ঈমানেরই মেহনাত।

ঞ. নাবী-রাসূল ও সাহাবীগণের জীবনী অধ্যয়ন

আত্মসংশোধন ও উন্নয়নের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হলো নাবী-রাসূল ও সাহাবীগণের জীবনী অধ্যয়ন। বলাই বাহুল্য, নাবী-রাসূল ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী

---

৫২৯. তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ৪৯৪৮; নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ৯৮৮৯
শাইখ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ লি-গাইরিহি। (আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৩৪, হা. নং: ১৬৫৭

৫৩০. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (২১: আস-সালাত), হা. নং: ২৭৭১

www.icsbook.info

সাহাবীগণ হলেন ইনসানী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানুষ। যে সকল উপাদান মানব মন ও চরিত্রকে সুন্দর, উন্নত, মহৎ ও পরিপূর্ণ করে তোলতে পারে, তার সবগুলোই তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিভাবে মানুষ তার আত্মার উন্নতি বিধান করবে, কিভাবে তার জীবন গঠন করবে, কিভাবে জীবন সংগ্রামে সে জয়ী হবে- সবকিছুর পরিপূর্ণ আদর্শ তাঁরা আমাদের দেখিয়ে গেছেন। কাজেই যে কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যত পথ-নির্দেশের জন্য তার উত্তম ও সত্যপরায়ণ পূর্বসূরীদেরকে গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করাই সর্বাধিক ফলপ্রসু ব্যবস্থা। ব্যক্তি জীবনে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্যও অতীতের সত্যনিষ্ঠ ও মহৎ লোকদের সংগ্রামমুখর ও স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসও নিজের সামনে সদা হাযির রাখা আবশ্যক। মোটকথা, অতীত প্রজন্মের ইতিহাসের মধ্যে বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মসমূহের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾-"তাঁদের (অর্থাৎ নাবী-রাসূলগণের) কাহিনীতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষার বিশেষ উপকরণ।"[৫৩১] এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশনামা হিসেবে প্রেরিত পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন জায়গায় অতীতের নাবী-রাসূল ও তাঁদের সত্যনিষ্ঠ অনুসারীগণের বহু ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কাজেই যে কোনো ব্যক্তি যদি সে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ এবং তার জীবনকে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে চায়, তবে সে যেন অবশ্যই নাবী-রাসূল ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণের সংযমী ও সংগ্রামমুখর জীবনীসমূহ অধ্যয়ন করে। তা থেকে সে নিঃসন্দেহে তার মনের অনেক খোরাক ও প্রেরণা লাভ করতে পারে।

ট. সর্বক্ষণ আল্লাহর কথা স্মরণ রাখা

ইসলামের একটি অনন্য অবদান হচ্ছে, আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করা এবং তার স্থায়িত্ব দান করা। ইসলাম-পূর্ব যুগে আল্লাহ তা'আলাকে শুধু বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, কঠিন বিপদাপদ ও দুঃখ-পেরেশানীতেই স্মরণ করা হতো এবং তাঁর নিকট দু'আ-প্রার্থনা করার রেওয়াজ চালু ছিল। এমন লোক খুব কমই ছিল, যাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতো। ইসলাম এসে এমন

---

৫৩১. আল-কোরআন, সূরা ইউসূফ, ১২: ১১১

www.icsbook.info

এক অনন্য ব্যবস্থা চালু করে, যাতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত হয়। এখানে এমন কোনো সময় বা কাজ বা অবস্থা খোঁজে পাওয়া দুরূহ হবে, যা যিকর মুক্ত বা যিকর বিহীন রয়েছে।

ইসলামে আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো, বান্দাহ সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ রাখবে এবং প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজে তাঁর আদেশ-নিষেধ ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনের বহু জায়গায় নানাভাবে তাঁর কথা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾-"হে মু'মিনগণ, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো।"[৫৩২] উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা যিকর ব্যতীত এমন কোনো 'ইবাদাত ফারয করেননি, যার পরিসীমা ও পরিধি নির্ধারিত নেই। সালাত দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক সালাতের রাক'আত সুনির্দিষ্ট, রামাদানের রোযা নির্ধারিত সময়ের জন্য, হাজ্জও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্মের নাম, আর যাকাতও বছরে একবার ফারয হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর যিকর এমন একটি 'ইবাদাত, যার জন্য কোনো স্থান, অবস্থা ও সময় সুনির্দিষ্ট নেই এবং যার কোনো সীমা বা সংখ্যাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র ও অযুসহ থাকারও কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, রাত হোক বা দিন, কর্মে রত থাকুক বা অবসর, দাঁড়ানো হোক বা বসা বা শায়িত - সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকরের নির্দেশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾- "যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন করো, তখন তোমরা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো।"[৫৩৩] অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন করবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) তালাশ করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৫৩৪]

---

৫৩২. আল-কোরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৪১

৫৩৩. আল-কোরআন, সূরা আন-নিসা', ৪: ১০৩

৫৩৪. আল-কোরআন, সূরা আন-জুমু'আহ, ৬২: ১০

www.icsbook.info

এ আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, একজন মু'মিনকে সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর কথা স্মরণ রাখতে হয়। কেউ যদি কোনো অবস্থায় বা সময় তা বর্জন করে, তা হলে কোনো কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা সুস্থ বিবেক-বোধসম্পন্ন লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾-".. যারা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, ...।"[৫৩৫] সাইয়িদাহ 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতেন।"[৫৩৬]

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলার যিকর বা স্মরণ জিহ্বার মাধ্যমেও হতে পারে, 'আমালের মাধ্যমেও হতে পারে, এমনকি মনের মাধ্যমেও হতে পারে।[৫৩৭] মন ও জিহ্বার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

> আর স্মরণ করো স্বীয় রাব্বকে আপন মনে অনুনয়-বিনয় সহকারে ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা উচ্চস্বরের চাইতে কম সকালে ও সন্ধ্যায়। আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৫৩৮]

এ আয়াত থেকে আল্লাহ তা'আলার যিকরের দুটি উপায় জানা যায়। যেমন-

এক. জিহ্বা না নেড়ে কেবল মনে মনে আল্লাহর যাত, সিফাত ও কুদরাতের কথা স্মরণ করা, চিন্তা ও কল্পনা করা এবং এর সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও থাকবে না।

দুই. মনের চিন্তা-কল্পনার সাথে মুখেও অনুচ্চস্বরে আল্লাহ তা'আলার গুণ, মহিমা ও কুদরাতের কথা উচ্চারণ করা।

যিকরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় হলো- যে বিষয় যিকর করা হবে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে চিন্তা-ভাবনা ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ এভাবে অন্তরের সাথে মুখও যিকরে অংশ

---

৫৩৫. আল-কোরআন, সূরা আলু 'ইমরান, ৪: ১৯১

৫৩৬. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-হায়য), হা. নং: ৮৫২; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আত-তাহারাত), হা. নং: ১৮

৫৩৭. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ২,পৃ. ১৭১, খ. ১৮,পৃ. ১০৯

৫৩৮. আল-কোরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭: ২০৫

www.icsbook.info

গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই আল্লাহর কথা স্মরণ করা হয়, মুখে কোনো অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতেও যথেষ্ট সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু যিকরের সর্বনিম্ন স্তর হলো- কেবল মুখে আল্লাহর যিকর করা, আর মন তা থেকে বিমুখ থাকা। পবিত্র হাদীসে মুখের মাধ্যমে আল্লাহর যিকর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরখিদমাতে আরয করলো, إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَام قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ-"ইসলামের বিধি-বিধান তো অনেক। আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমি সহজে আদায় করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ-"তোমরা জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে তর-তাজা থাকে।"[৫৩৯]

আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনও তাঁর যিকরের মধ্যে পরিগণিত। বস্তুতপক্ষে তাঁর বিধি-নিষেধ পালন তাঁর যিকরেরই প্রতিফলিত রূপ। যদি কেউ মুখে আল্লাহর যিকর করলো, কিন্তু সে যদি তাঁর বিধি-নিষেধ পালনের প্রতি যত্নশীল না হয়, তবে তার মুখের এ যিকর কপটতা ও ভণ্ডামীরূপে পর্যবসিত হতে পারে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَطَاعَ اللهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللهَ، وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَمَنْ عَصَى اللهَ فَقَدْ نَسِيَ اللهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

> যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলির আনুগত্য করলো, সে-ই প্রকৃত অর্থে আল্লাহর যিকর করলো, যদিও তার সালাত, সাওম ও তিলাওয়াত কুর'আনের পরিমাণ কম হয়। প্রকারান্তরে যে আল্লাহর নাফরমানি করলো, সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ভুলে গেছে, যদিও তার সালাত, সাওম ও তিলাওয়াত কুর'আনের পরিমাণ বেশি হয়।[৫৪০]

আশরাফ আলী থানবী (রাহ.) বলেন,

> "... 'যিকর'-এর মাঝেই ইসলাহ অর্থাৎ সংশোধনের চেষ্টা প্রচেষ্টার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ছাড়া যিকর হয় না। বলা হবে না যে, সে যিকর করেছে। কেননা, 'যিকর' মানে হলো স্মরণ করা। শুধু মুখে নাম জপ করাকে 'স্মরণ করা' বলা হয় না। বরং আসল যিকর হলো, সামগ্রিকভাবে স্মরণ করার নাম। এ কেমন স্মরণ হলো! যাকে স্মরণ করার দাবি করা হচ্ছে, তার সাথে কথা বললো না, তার চিঠির উত্তরও দিলো না, তার সাথে সাক্ষাতও করলো না, সর্বোপরি তার কথাও মানলো

---

৫৩৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৩৩৭৫; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-আদাব), হা. নং:৩৭৯৩

৫৪০. ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ*, হা. নং: ৭০; সা'ঈদ ইবনু মানসূর, *আস-সুনান*, খ. ২,পৃ. ৬৩০; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১০: মাহাব্বাতুল্লাহ), হা. নং:৬৭৭। হাদীসটির সূত্র অত্যন্ত দুর্বল।

www.icsbook.info

না; এটা কখনো স্মরণ হতে পারে না। সুতরাং ইসলাহ ('আমাল সংশোধন) ব্যতীত যিকর এ প্রকৃতির স্মরণের পর্যায়েই পড়বে।" [৫৪১]

❖ যিকরের ফাযীলাত ও উপকারিতা

- **আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহর কথা স্মরণ করা**

যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তা'আলাও তার কথা স্মরণ রাখবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾-"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তবে আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।"[৫৪২] হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.

আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি তার জন্য তেমনই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে লোকজনের মাঝে আমাকে স্মরণ করে, আমিও এমন এক দলের মাঝে তাকে স্মরণ করে থাকি, যা তার দল থেকে উত্তম।[৫৪৩]

- **অন্তরের প্রশান্তি**

'যিকর' হলো অন্তরের সঞ্জীবনী শক্তি। কাজেই বান্দাহ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তার অন্তরে জীবন সঞ্চার হয় এবং তা অনাবিল স্বস্তি ও তৃপ্তি বোধ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾-"যারা ঈমান এনে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকর দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রেখো, যিকর দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।"[৫৪৪] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন, الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟-"মাছের জন্য যেমন পানি, তেমনি কাল্বের জন্য যিকর। চিন্তা করে দেখুন! মাছকে

---

৫৪১. থানবী, *কামালাতে আশরাফিয়া*, পৃ. ২৯২-৩

৫৪২. আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১৫২

৫৪৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব : আত-তাওহীদ), হা. নং: ৬৯৭০; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আয-যিকর ...), হা. নং: ৬৯৮১

৫৪৪. আল-কোরআন, সূরা আর-রা'দ, ১৩: ২৮

www.icsbook.info

যখন পানি থেকে বের করা হয়, তখন তার কী অবস্থা দাঁড়ায়?"[৫৪৫] অর্থাৎ মাছ যেমন কেবল পানিতেই শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে এবং অন্য কোথাও শান্তি পায় না, তেমনি মানুষের কালবও একমাত্র যিকরের মধ্যেই শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে এবং অন্য কোথাও তা শান্তি ও তৃপ্তি বোধ করে না।

- **জীবনী শক্তি অর্জন**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.-"যে ব্যক্তি তার রাব্বকে স্মরণ করে আর যে তার রাব্বকে স্মরণ করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তি।"[৫৪৬] অর্থাৎ 'যিকর' হলো মানুষের অন্তরের খোরাক। এ খোরাক অর্জন করেই তা জীবনপ্রাপ্ত হয় আর এ খোরাকের অভাবেই তার মৃত্যু ঘটে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) বলেন, 'যিকর' হলো কালব ও রূহের খাদ্যস্বরূপ।[৫৪৭] বান্দাহ যতো বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তার কালব ততো বেশি সজীব, পরিপুষ্ট ও প্রশান্ত হবে এবং তার রূহের শক্তি ততো বেশি বাড়বে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করা ছেড়ে দেবে, তার কালব খাদ্যের অভাবে কিংবা কুখাদ্যের কারণে প্রথমে রোগগ্রস্ত হবে, পরে রোগ বাড়তে বাড়তে মারা যাবে এবং তার রূহ শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

- **আত্মিক রোগের প্রতিষেধক**

অনেক লোকের অন্তর কঠিন, নির্দয় ও গাফিল হয়ে থাকে। এটা অন্তরের একটি বড় রোগ। যিকর হলো অন্তরের এ রোগ দূরীভূত করার মহৌষধ ও প্রতিষেধক।[৫৪৮] এর দ্বারা অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি হয় এবং এ কারণে তার কাঠিন্য ও গাফলাতি-ভাব দূরীভূত হয়। জনৈক ব্যক্তি বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাস্রী (রাহ.)-এর নিকট এসে তার অন্তরের কাঠিন্যের কথা জানালো। তখন তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَذِبْهُ بِالذِّكْرِ. -"যিকরের মাধ্যমে তাকে বিগলিত ও নম্র করো।"[৫৪৯] বিশিষ্ট তাবি'ঈ মাকহুল (রাহ.) বলেন, إِنَّ ذِكْرَ اللهِ شِفَاءٌ وَإِنَّ ذِكْرَ

---

৫৪৫. ইবনুল কাইয়্যিম, *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃ. ৬২

৫৪৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৬০৪৪

৫৪৭. ইবনুল কাইয়্যিম, *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃ. ৬৩

৫৪৮. ইবনুল কাইয়্যিম, *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃ. ৯৯

৫৪৯. ইবনুল কাইয়্যিম, *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃ. ৯৯ ও *রাওদাতুল মুহিব্বীন..*, পৃ. ১৬৭

www.icsbook.info

النَّاسِ دَاءٌ -"আল্লাহর যিকর হলো (আত্মিক রোগের) মহা প্রতিষেধক আর মানুষের যিকর হলো (আত্মিক) রোগ বিশেষ।"[৫৫০]

সর্বোত্তম 'আমাল

আবুদ দারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ.

আমি কী তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যা তোমাদের যাবতীয় 'আমালের চাইতে উত্তম, তোমাদের রাব্বের নিকট সর্বাধিক পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্দ্ধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদাত বরণ করার চাইতে উত্তম?

সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করলেন, بَلَى -" অবশ্যই বলবেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى. - " তা হলো আল্লাহ তা'আলার স্মরণ।"[৫৫১]

বলাই বাহুল্য, যিকর যেহেতু আল্লাহ তা'আলার একটি সার্বক্ষণিক 'ইবাদাত এবং যে কোনো অবস্থায় তা আদায় করা যায়, তাই আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই- এমন যে কোনো পদ্ধতি যিকরের জন্য নির্ধারিত করে নেওয়া এবং তাকে সুন্নাত মনে করা কিংবা তাতে অধিক সাওয়াব আছে বা তা অধিক কার্যকর ও উপকারী মনে মনে করা সমীচীন নয়। এরূপ অবস্থায় তা বিদ'আতে পরিণত হবে। আমরা নিম্নে যিকরের কতিপয় বিধিবদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করছি।

ট.১. নির্দিষ্ট সময়, স্থান, অবস্থা ও কাজের জন্য প্রযোজ্য দু'আ মা'ছূরাগুলো পড়া

যদিও ব্যাপক অর্থে সমস্ত নেক 'আমালই যিকরের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু যিকরের সবচাইতে বড় প্রকাশস্থল এবং উত্তম নমূনা হচ্ছে দু'আ। ইসলাম এ দু'আকে

---

৫৫০. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১০: মাহাব্বাতুল্লাহ), হা. নং: ৭০৫; ইবনুল কাইয়্যিম, *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*, পৃ. ৯৯

৫৫১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং:৩৭৯০

www.icsbook.info

একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। বলা হয়েছে, اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ-"দু'আ হলো 'ইবাদাতের মগয।"[৫৫২] অন্য একটি রিওয়ায়াতে এসেছে- إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ- "বস্তুত দু'আই হলো 'ইবাদাত।"[৫৫৩] কাজেই একজন মু'মিনের প্রতি তার ঈমানের একান্ত দাবি হলো- সে যতো বেশি সম্ভব আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا تَعْجَزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ-"তোমরা দু'আ করার ক্ষেত্রে অক্ষম ও দুর্বল হয়ে যেও না। কেননা দু'আ করলে কেউ কখনো ধ্বংস হবে না।"[৫৫৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও উম্মাতকে প্রত্যেকটি কাজ, অবস্থা ও সময়ের চাহিদা ও দাবি অনুযায়ী পড়ার জন্য বিভিন্ন দু'আ শিখিয়ে গেছেন। যেমন- সকাল ও সন্ধ্যার সময় পড়ার দু'আসমূহ (أذكار الصباح والمساء), অযু শুরু করার সময়, অযু শেষে, মাসজিদের দিকে রওয়ানার হওয়ার সময়, মাসজিদে প্রবেশের সময়, মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, আযানের সময়, ঘুম যাওয়ার সময়, ঘুম না আসা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে, ঘুমের মধ্যে ভালো বা খারাপ স্বপ্ন দেখে, ঘুম থেকে হঠাৎ চোখ খুলে গেলে, পার্শ্ব পরিবর্তন করলে, ঘুম থেকে ওঠার সময়, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, ঘরে প্রবেশ করার সময়, পায়খানায় প্রবেশের সময়, পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময়, খাওয়া শুরু করার সময়, খাওয়া শেষে, দাওয়াত খাওয়ার পর, বাজারে যাওয়ার সময়, সফরে যাওয়ার সময়, সফর শেষে ঘরে ফিরে, কাউকে বিদায় জানানোর সময়, ইফতারীর সময়, সাহরীর সময়, বিবাহের 'আকদের পর, বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পর, স্ত্রী সহবাসের সময়, অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের সময়, বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে, মাজলিস শেষে, কাপড় পরিধানের সময়, নতুন কাপড় পরিধান করার সময়, নতুন চাঁদ দেখার সময়, আশ্চর্য কিছু দেখলে বা শুনলে, খুশির সময়, গাছে ফসল আসার সময়, কাজে সাফল্য লাভ করার জন্য, যুদ্ধে বা শত্রুর ওপর জয়

---

৫৫২. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আদ-দা'ওয়াত), হা. নংঃ ৩৩৭১

৫৫৩. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আদ-দু'আ), হা. নংঃ ৩৮২৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ১৮৩৫২

৫৫৪. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নংঃ ৮৭১; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবঃ আদ-দু'আ), হা. নংঃ ১৮১৮

www.icsbook.info

লাভ করে, ভয়ের সময়, চিন্তা-পেরেশানীর সময়, বিভিন্ন বিপদ ও সঙ্কট মুহূর্তে, মানুষ, জিন ও শাইতান প্রভৃতির বিভিন্ন অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য, ঋণ থেকে পরিত্রান লাভের জন্য, কারো কোনো উপকারের কৃতজ্ঞতার জানানোর সময়, মেঘ দেখলে, বৃষ্টিপাতের সময়, ঝড়ের সময়, ... প্রভৃতি কাজ ও সময় পড়ার দু'আসমূহ। পবিত্র হাদীসে এ সকল দু'আর বিভিন্ন রূপ ফাযীলাত ও উপকারিতার কথা বর্ণিত রয়েছে।[৫৫৫]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরশেখানো এ সব দু'আ তাঁর স্বতন্ত্র মু'জিযা এবং নুবুওয়াতের দলীল। এসব দু'আর শব্দাবলি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এগুলো কোনো একজন নাবীর মুখ থেকেই নিঃসৃত। এগুলোতে আছে নুবুওয়াতের নূর, নাবীর ইয়াকীন, 'আব্দে কামিলের আকুতি, প্রেমের আধার বিশ্ব অধিপতির ওপর পূর্ণ আস্থা, তাঁর ভালোবাসার পূর্ণ অভিব্যক্তি, নুবুওয়াতের সরলতা, ব্যথিত ও ব্যাকুল হৃদয়ের কাকুতি-মিনতি। রয়েছে একজন মুখাপেক্ষী ব্যক্তির বারংবার আরজি, প্রভুর দরবারে আদাব রক্ষাকারী সতর্কতা, অন্তরের ব্যথার জ্বলন এবং আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ইয়াকীন ও আশার আনন্দ।

অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরশেখানো দু'আ-যিকর পরিত্যাগ করে আমরা অনেকেই নিজেদের রচিত নতুন নতুন দু'আ-ওযীফা-খাতম এবং পদ্ধতির পেছনে পড়ে আছি। আমরা বলছি না যে, এগুলো পড়া ঢালাওভাবে না-জায়িয।[৫৫৬] তবে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলোর সাথে এগুলোর তুলনা হতে পারে না।[৫৫৭] তদুপরি এ দু'আসমূহ বাদ

---

৫৫৫. এ সকল দু'আ ও যিকর সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন, ইমাম আশ-শাওকানী (রাহ.)-এর সংকলিত "*تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين*", 'আবদুর রাযযাক ইবনু 'আবদিল মুহসিন আল-বাদরের রচিত "*فقه الأدعية والأذكار*".

৫৫৬. নিজের সব সময়ের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধান চেয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট যে দু'আ করা হয় সে ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। এ ক্ষেত্রে কেবল দু'আর আদাব ও শর্তাবলির প্রতি খেয়াল রেখে যে কোনো বাক্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা যায়।

৫৫৭. যেমন ধরুন, 'হিযবুল বাহার' একটি সুন্দর দু'আ। এ দু'আর অধিকাংশ শব্দই কোরআন-হাদীসে যদিও বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান আছে; কিন্তু সরাসরি ঐভাবে উক্ত দু'আ বর্ণিত নেই। আশরাফ 'আলী থানবী (রাহ.)-এর অনুমতিক্রমে এ দু'আটি তাঁর মুনাজাতে মাকবূলের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে তিনি এ সতর্কও করেছেন যে, "নিঃসন্দেহে এ দু'আ একটি বারকাতময় দু'আ। তবে কোরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহের মর্যাদা এবং প্রভাব-ক্রিয়া এর চাইতে অনেক বেশি। স্মরণ রাখবেন, লোকজন এ ব্যাপারে খুব ভুল করে থাকে।" (থানবী, *মুনাজাতে মাকবূল*, পৃ. ২০৮) পরবর্তীতে এ দু'আর ব্যাপারে লোকদের বাড়াবাড়ি দেখে তিনি বলতে বাধ্য হন যে,

www.icsbook.info

দিয়ে শুধুই এ সকল ওযীফা-খাতম পড়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আবার অনেক সময় এ খাতমগুলো শুধু বালা-মুসীবাতের সময়ই পড়া হয়, তাও আবার নিজে না পড়ে অন্যের দ্বারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়ানো হয়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, দু'আ মাছূরাসমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে ঠিক সেভাবেই পাঠ করা উচিত। তন্মধ্যে কোনো শব্দের পরিবর্তন করা কিংবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো শব্দ বা বাক্য সংযোজন করা সমীচীন নয়। সাইয়্যিদুনা বারা' ইবনু 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, যখন তুমি শয্যায় শুইতে যাবে, তখন নামাযের ওযুর মতো ওযু করবে, অতঃপর ডান কাত হয়ে শুয়ে বলবে-

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.

বারা' ইবনু 'আযিব (রা.) বলেন, আমি এ কথাগুলো মুখস্ত করবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পুনরাবৃত্তি করলাম। যখন আমি ' آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ' পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন বললাম, وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ । তিনি বললেন, না, বরং বলো, بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ।[৫৫৮]

হাফিয ইবনু হাজার আল-'আসকালানী (রাহ.) বলেন,

الْحِكْمَة فِي رَدِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى من قال (الرَّسُول) بَدَل (النَّبِيّ) أَنَّ أَلْفَاظ الأَذْكَار تَوْقِيفِيَّة، وَلَهَا خَصَائِص وَأَسْرَار لا يَدْخُلهَا الْقِيَاس فَتَجِب الْمُحَافَظَة عَلَى اللَّفْظ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ

'নাবী' শব্দের পরিবর্তে 'রাসূল' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কারণ হলো- যিকরের শব্দাবলি তাওকীফী (আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত)। এগুলোর কতিপয় বিশিষ্ট মর্ম ও

"সাধারণভাবে লোকদের অন্তরে 'হিযবুল বাহার' সম্পর্কে বিশ্বাস এতো গাঢ় যে, আদ'ইয়ায়ে মাছূরাহ সম্পর্কেও এতোটুকু নেই। এটা সম্পূর্ণ বাড়াবাড়ি। কাজেই এর ওযীফা বন্ধ রাখা দরকার।" (থানবী, *কামালাতে আশরাফিয়াহ,* পৃ. ৪১)

৫৫৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ওযু), হা.নং: ২৪৪, (কিতাবুদ দা'ওয়াত), হা.নং: ৫৯৫২

www.icsbook.info

গূঢ় তাৎপর্য থাকে। এগুলোতে কিয়াসের সুযোগ নেই। তাই যিকরের শব্দগুলো যেভাবেই বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই সংরক্ষণ করা ওয়াজিব।[৫৫৯]

ইমাম নাবাবী (রাহ.) বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মাযিরী [৪৫৩-৫৩৬ হি.] (রাহ.) ও অন্যান্য 'আলিম থেকে নকল করেন,

أنَّ سَبَب الإِنْكَارِأنَّ هَذَا ذِكْر وَدُعَاء، فَيَنْبَغِي فِيهِ الاقْتِصَار عَلَى اللَّفْظ الْوَارِد بِحُرُوفِهِ، وَقَدْ يَتَعَلَّق الْجزَاء بِتِلْكَ الْحُرُوف، وَلَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَات، فَيَتَعَيَّن أَدَاؤُهَا بِحُرُوفِهَا .

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কারণ **হলো- এটা** একটি যিকর ও দু'আ। কাজেই এ ক্ষেত্রে বর্ণিত ভাষার ওপরই অক্ষরে **অক্ষরে** একান্ত নির্ভর করা উচিত। তদুপরি এ অক্ষরগুলোর সাথেও প্রতিদানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সম্ভবত এ শব্দগুলোই আল্লাহ তা'আলা ওহীরূপে তাঁর নিকট অবতীর্ণ করেছেন। এ কারণে এ শব্দগুলো অক্ষরে অক্ষরে আদায় করার ব্যাপারটি সুনির্ধারিত।

এরপর উপর্যুক্ত কথার ওপর ইমাম নাবাবী (রাহ.) এভাবে মন্তব্য করেন, وهذا القول حَسَن .-"এ কথাটি চমৎকার।"[৫৬০]

ট.২. বেশি বেশি দু'আ করা

নির্দিষ্ট কাজ, অবস্থা ও সময়ের সাথে সম্পর্কিত দু'আ-যিকরগুলো ছাড়াও দিনে ও রাতে সাধারণভাবে পড়ার জন্য আরো বহু দু'আ, যিকর ও আশ্রয় প্রার্থনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে শিখিয়ে গেছেন। দিনে ও রাতে যে কোনো সময় যত খুশি এ দু'আগুলো পড়া যায়। পবিত্র হাদীসে এ সকল যিকর ও দু'আর বিভিন্ন ধরনের ফাযীলাত ও উপকারিতার কথা বর্ণিত রয়েছে।[৫৬১] এ জাতীয় যিকরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো-

❖ سُبْحَانَ اللّٰهِ

❖ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

❖ اللّٰهُ أَكْبَرُ

---

৫৫৯. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১১, পৃ. ১১২

৫৬০. নাবাবী, *আল-মিনহাজ শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ. ১৭, পৃ. ৩৩

৫৬১. এ সকল দু'আ ও যিকর সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন, ইমাম আশ-শাওকানী (রাহ.)-এর সংকলিত "*تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين*", 'আবদুর রাযযাক ইবনু 'আবদিল মুহসিন আল-বাদরের রচিত "*فقه الأدعية والأذكار*".

www.icsbook.info

❖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

❖ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

❖ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ/ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

❖ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

❖ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

❖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

❖ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

❖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

উল্লেখ্য যে, এ যিকর ও দু'আসমূহ মুখে উচ্চারণ করার সময় মনে মনে এগুলোর মর্মকথা খেয়াল করতে হবে এবং তা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নিতে হবে। কেউ এগুলোর অর্থ না বোঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে হয়তো কিছু সাওয়াব ও কল্যাণ পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তা যথার্থ যিকর বলে গণ্য হতে পারে না এবং তা থেকে কাঙ্খিত সুফলও পাওয়া যেতে পারে না। কেননা যিকর মানেই হলো স্মরণ করা। আর স্মরণ করার কাজটা একান্তই মনের। সুতরাং মনে এর অর্থের খবর না থাকলে শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই তা যিকরের যথার্থ দাবি পূরণ করে না। যেমন- ধরুন, 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় মনে মনে খেয়াল করতে হবে যে, "হে আল্লাহ! তোমাকেই শুধু সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় বলে বিশ্বাস করি। আমার জীবনে ও তোমার এ যমীনে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি আজীবন সংগ্রাম করে যাবো।" অনুরূপভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার সময় মনে মনে খেয়াল করতে হবে যে, "হে আল্লাহ! তুমিই আমার একমাত্র ইলাহ ও মা'বূদ। আমি কেবল তোমারই 'ইবাদাত ও আনুগত্য করি। তোমাকে ছাড়া আমি আর কারো 'ইবাদাত ও আনুগত্য করি না, করবো না।" অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো- বর্তমানে এরূপ যিকরের চর্চার বড়ই অভাব। প্রায় জায়গায় শুধু আনুষ্ঠানিকতারই চর্চা চলে; হাকীকাত ও রূহানিয়্যাতের চর্চা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না।

আরো উল্লেখ্য যে, নিজের সব সময়ের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধান চেয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট যে দু'আ-প্রার্থনা করা হয় তা যে কোনো ভাষায় করা

www.icsbook.info

যায় এবং যে কোনো স্থান, সময় ও অবস্থায় করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে কেবল দু'আর আদাব ও শর্তাবলির প্রতি খেয়াল রেখে দু'আ করা উচিত। তা ছাড়া দু'আ কবূলের কিছু সর্বোত্তম সময়, স্থান ও অবস্থা রয়েছে। আমরা নিম্নে দু'আর আদাব, দু'আ কবূলের সর্বোত্তম সময়, স্থান ও অবস্থাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো।

❖ দু'আর আদাব ও কবূলের উপলক্ষসমূহ

- আহার্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ হালাল হওয়া
- পূর্ণ ইখলাসের সাথে দু'আ করা
- পবিত্র অবস্থায় দু'আ করা
- কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা
- আকাশের দিকে দু হাত তোলে দু'আ করা

  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.- "তোমাদের প্রতিপালক অতি লজ্জাশীল ও মহানুভব। বান্দাহ যখন দু হাত তোলে দু'আ করে, তখন তিনি হাত দুটি শূন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।"[৫৬২]
- আল্লাহর প্রশংসা করে দু'আ শুরু করা
- দু'আর প্রথমে ও শেষে দরূদ পড়া
- পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দু'আ করা

  সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.- "আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো গাফিল ও অন্যমনস্ক অন্তরের কোনো দু'আই কবূল করেন না।"[৫৬৩]
- অনুচ্চস্বরে দু'আ করা

  কণ্ঠস্বর উঁচু করে ও চিৎকার করে দু'আ করা সমীচীন নয়। ইমামু আহলিল হিজায ইবনু জুরাইজ [৮০-১৫০ হি.] (রা.) বলেন, "দু'আর

---

৫৬২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ১২৭৩; তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুদ দা'ওয়াত), হা.নং: ৩৪৮৯

৫৬৩. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুদ দা'ওয়াত), হা.নং: ৩৪৭৯
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি গারীব। বিশিষ্ট হাদীসগবেষক শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি হাসান। (আলবানী, *সাহীহ ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী,* খ. ৭, পৃ. ৪৭৯)

www.icsbook.info

সময় কণ্ঠস্বর বুলন্দ করা ও চিৎকার দিয়ে দু'আ করা সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ভুক্ত।"[৫৬৪]

- বিনয়াবনত চিত্তে দু'আ করা
- দু'আর ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত হওয়া

  দু'আয় ছন্দোবদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা ও সুর দিয়ে টেনে টেনে দু'আ করা সমীচীন নয়।
- দু'আয় অনর্থক কথা না বাড়ানো[৫৬৫]
- দু'আর বাক্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করা
- বারংবার দু'আ করা
- সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশ ও বিপদাপদ তথা সর্বাবস্থায় দু'আ করা
- দু'আ কবূলের জন্য তাড়াহুড়া না করা
- কবূলের দৃঢ় আস্থা সহকারে দু'আ করা

  সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ.- তোমরা কবূলের দৃঢ় আস্থা সহকারে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করো।"[৫৬৬]
- কোনো অন্যায় বা সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দু'আ না করা

---

৫৬৪. বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল,* খ. ৩, পৃ. ২৩৭

৫৬৫. আবূ নু'আমাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার সাইয়িদুনা সা'দ ইবনু ওয়াক্কাস (রা.)-এর জনৈক ছেলে দু'আ করতে গিয়ে বললেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত, তার সুখৈশ্বর্য, আনন্দ আহলাদ, ... প্রভৃতি প্রার্থনা করছি এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নাম, তার গলবেড়ি, শিকল,...প্রভৃতি থেকে।"

সাইয়িদুনা সা'দ তাঁকে এরূপ করতে দেখে বললেন, প্রিয় বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, "سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ.- অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা দু'আ করার সময় সীমালঙ্ঘন করবে।" অতএব, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যদি তোমাকে জান্নাত দান করা হয়, তবে এর সকল কল্যাণসহ দান করা হবে। আর যদি তোমাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রান দেয়া হয়, তবে এর সকল অনিষ্টসহ তা থেকে তোমাকে মুক্তি দান করা হবে।" (আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* [কিতাবুস সালাত], হা.নং: ১২৬৫) এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দু'আয় অনর্থক কথা বাড়ানোর প্রবণতা শারী'আতে মোটেও কাম্য নয়।

৫৬৬. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুদ দা'ওয়াত), হা.নং: ৩৪৭৯

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি গারীব। বিশিষ্ট হাদীসগবেষক শাইখ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি হাসান। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী,* খ. ৭, পৃ. ৪৭৯)

www.icsbook.info

❖ দু‘আর সর্বোত্তম সময়সমূহ

- লাইলাতুল কাদ্‌র
- রামাদান মাস
- রাতের শেষভাগ
- ফারয নামাযের শেষে[৫৬৭]
- আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়
- জুমু‘আর দিন ‘আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত
- বৃষ্টি অবতরণের সময়
- আল্লাহর রাস্তায় শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের সময়
- রাতে পবিত্র অবস্থায় ঘুম যাওয়ার পর ঘুম ভেঙে জাগ্রত হয়ে ... প্রভৃতি

❖ দু‘আর সর্বোত্তম স্থানসমূহ

- কা‘বার অভ্যন্তরে দু‘আ
- ‘আরাফার দিনে আরাফাত প্রান্তরে দু‘আ
- সাফা পাহাড়ের ওপর দু‘আ
- মারওয়া পাহাড়ের ওপর দু‘আ
- মুযদালাফায় মাশ‘আরে হারামের নিকট দু‘আ
- হাজ্জের সময় জামরা সুগরা ও উসতায় প্রস্তর নিক্ষেপের পর দু‘আ
- যামযামের পানি পান করার সময় ... প্রভৃতি

❖ দু‘আর সর্বোত্তম অবস্থাসমূহ

- আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশরত অবস্থা
- ওযুর পর
- সফর অবস্থায়
- অসুস্থ অবস্থায়
- মাযলূম অবস্থায়
- সন্তান-সন্ততিদের জন্য পিতামাতার এবং পিতামাতার জন্য সন্তান-সন্ততিদের দু‘আ

---

৫৬৭. ‘ফারয নামাযের শেষে’ বলতে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ‘আলিমের মতে, নামাযের শেষাংশ অর্থাৎ তাশাহ্‌হুদের পরের অংশকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দু‘আ পড়ার নিয়ম বিধিবদ্ধ রয়েছে। তবে কারো কারো মতে, তা দ্বারা ফারয নামাযের অব্যবহিত পরের সময়টি উদ্দেশ্য।

www.icsbook.info

- রোযাদারের ইফতারের অবস্থায়
- একান্ত নিরুপায় অবস্থায়
- সাজদাবনত অবস্থায় ... প্রভৃতি

ট.৩. বেশি বেশি তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করা

যত বেশি সম্ভব এবং যখনই সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে, কায়মনোবাক্যে বেশি বেশি নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তাওবা করবে। বর্ণিত আছে, লুকমান 'আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে অসিয়্যাত করে বলেন, يَا بُنَيَّ عَوِّدْ لِسَانَكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَاتٍ لَا يَرُدُّ فِيْهَا سَائِلًا. "-হে প্রিয় বৎস! তোমার জিহ্বাকে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন!) বলতে অভ্যস্ত করো। কেননা, আল্লাহর এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে, যেগুলোতে তিনি কোনো প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেন না।"[৫৬৮] বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,

> أَكْثِرُوا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فِي بُيُوتِكُمْ ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ ، وَفِي طُرُقِكُمْ ، وَفِي أَسْوَاقِكُمْ، وَفِي مَجَالِسِكُمْ ، وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ
>
> তোমরা বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদের ঘরে, খাবারের দস্তারখানায়, রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, মেলা-মাজলিসে এবং যেখানেই তোমরা থাকো সর্বত্রই। কেননা তোমরা জানো না যে, কখন মাগফিরাত নাযিল হবে?[৫৬৯]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওবা ও ইস্তিগফার আত্মপ্রীতি ও আত্মপূজার মতো ধ্বংসাত্মক রোগসমূহ থেকে থেকে বাঁচার একটি প্রকৃষ্ট চিকিৎসা ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় মু'মিনগণকে নানাভাবে বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মু'মিন যেন কোনো সময় আত্মপূজা ও আত্মপ্রীতির রোগে আক্রান্ত না হয়, কখনো আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত না হয়, নিজের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি অনুভব ও ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করতে থাকে এবং কোনো বিরাট কাজ করার পরও অহঙ্কারে বুক ফুলাবার পরিবর্তে দীনতার সাথে নিজের রাব্বের সামনে এই মর্মে আর্জি পেশ করে যে, তার কাজের মধ্যে যে গলদ রয়ে

---

৫৬৮. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আত-তাওবাহ,* হা. নং: ১৫২; ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম,* পৃ. ৩৯৪

৫৬৯. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আত-তাওবাহ,* হা. নং: ১৫১; ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম,* পৃ. ৩৯৪

www.icsbook.info

গেছে সেগুলো যেন মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরচাইতে বড় পূর্ণতার অধিকারী আর কে হতে পারে? পৃথিবীর কোন্ ব্যক্তি তাঁর চাইতে বড় কাজ সম্পাদন করেছে? কিন্তু ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম কাজ সম্পাদন করার পর আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তাঁকে যে নির্দেশ দেয়া হলো তা হচ্ছে-

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং দেখবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করছে, তখন নিজের রাব্বের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট মাগফিরাত কামনা করো। অবশ্য তিনি তাওবা কবূলকারী।[৫৭০]

অর্থাৎ যে মহান কাজ তুমি সম্পাদন করেছো সে সম্পর্কে জেনে রেখো, তার জন্য তুমি নও; বরং তোমার রাব্বই প্রশংসা পাওয়ার হকদার। কারণ তাঁরই একান্ত দয়া ও অনুগ্রহে তুমি এ মহান কাজ সম্পাদন করতে সফলকাম হয়েছো এবং নিজের সম্পর্কে তোমার এ অনুভূতি ও আশঙ্কা থাকা উচিত যে, যে কাজ তুমি সম্পাদন করেছো, না জানি তাতে কোনো অসম্পূর্ণতা বা দুর্বলতা রয়ে গেলো কি-না। এ কারণে আত্মতুষ্ট ও প্রীত হওয়ার পরিবর্তে তোমার রাব্বের নিকট দু'আ করো এবং মাগফিরাত কামনা করো। এমনিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হরহামেশা তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। এ নির্দেশের পর তিনি আরো বেশি বেশি ইস্তিগফার ও তাওবাহ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে প্রায়ই বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি আপনার কাছে মাগফিরাত কামনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবাহ করছি।[৫৭১]

সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ

৫৭০. আল-কোরআন, সূরা আন-নাছ্র, ১১০: ১-৩

৫৭১. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবঃ আস-সালাত), হা. নংঃ ১১১৪

www.icsbook.info

سَبْعِينَ مَرَّةً.-"আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তুর বারের চাইতেও অধিক পরিমাণে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার ও তাওবাহ করি।"[৫৭২] তিনি উম্মাতকেও বেশি বেশি ইস্তিগফার ও তাওবা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ. فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.-"হে জনমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি নিজেও প্রতি দিন একশবার আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইস্তিগফার করি।"[৫৭৩]

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহ আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে হয়ে থাকে এবং তাতে মানুষের কোনো হক জড়িত না থাকে, তা হলে তাওবা সাহীহ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো-

এক. গুনাহটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে।

দুই. কৃতকাজের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

তিন. সেই গুনাহটি ভবিষ্যতে কখনো করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এ তিনটি শর্তের মধ্যে যদি একটিও পাওয়া না যায়, তবে তা তাওবা হবে না। আর যদি গুনাহের কাজটি কোনো মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়, তা হলে তা থেকে তাওবা করার জন্য উপর্যুক্ত তিনটি শর্তসহ অপর একটি শর্তও রয়েছে। তা হলো- যে ব্যক্তির অধিকার বা হক নষ্ট করা হয়েছে, তার নিকট থেকে মুক্তি অর্জন করতে হবে। যেমন- কোনো মানুষের অর্থ-সম্পদ বা এ জাতীয় অন্য কিছু নিয়ে থাকলে তা মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। কারো প্রতি মিথ্যারোপ, মিথ্যা সাক্ষ্য, কারো গীবাত বা নিন্দা চর্চা করে থাকলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।[৫৭৪]

ট.৪. সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে কাজ করা

বান্দাহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ রাখবে, তাঁকে ভয় করে চলবে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনের প্রতি মনোযোগী হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর যিকরের প্রতিফলিত স্বরূপ হলো তাঁর

---

৫৭২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আদ-দা'ওয়াত), হা. নং: ৫৯৪৮
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে একশ বারের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (তিরমিযী, *আস-সুনান*, [কিতাব: তাফসীরুল কোরআন], হা. নং: ৩২৫৯; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, [কিতাব: আল-আদাব], হা. নং: ৩৮১৫)

৫৭৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৮২৯৩

৫৭৪. নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ. ১৭,পৃ. ২৫

www.icsbook.info

বিধি-নিষেধের পরিপূর্ণ আনুগত্য। সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বাধিক তাঁকে ভয় করে চলবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে, প্রকৃত অর্থে সে-ই সকলের চাইতে বেশি যিকরকারী রূপে গণ্য হবে এবং সফলকাম হবে। প্রকারান্তরে যে মুখে আল্লাহর যিকর করে; কিন্তু তাঁর বিধি-নিষেধ অমান্য করে চলে, প্রকৃত অর্থে সে যেন আল্লাহর কোনো যিকর-ই করে নি। সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَلذِّكْرُ طَاعَةُ اللهِ ، فَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّهْلِيْلَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنَ.

যিকর হলো আল্লাহর আনুগত্যের নাম। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে না, সে (প্রকৃত অর্থে) তাঁর যিকরই করেনি। যদিও সে বেশি বেশি তাসবীহ-তাহলীল পড়েছে এবং কোরআন তিলাওয়াত করেছে।[৫৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

হে মু'মিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তবেই তিনি তোমাদের 'আমাল-আচরণ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।[৫৭৬]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾-"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর ভয়ে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ থেকে বিরত থাকে, তারাই কেবল কৃতকার্য।"[৫৭৭]

এ আয়াতগুলোতে মু'মিনদের প্রতি আল্লাহকে ভয় করার চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এর বাস্তব স্বরূপ হলো আল্লাহ ও রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য। সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ছাড়া যেমন মুত্তাকী হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি প্রকৃত যিকরকারীর মর্যাদা লাভ করাও সম্ভব নয়।

---

৫৭৫. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ২,পৃ. ১৭১, খ. ১৮,পৃ. ১০৯

৫৭৬. আল-কোরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১

৫৭৭. আল-কোরআন, সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫২

www.icsbook.info

ট.৫. মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা

মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তাও আত্মশুদ্ধি, আত্মিক শক্তি ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভের অন্যতম ব্যবস্থা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দুনিয়াই মু'মিনের কর্মস্থল এবং সবকিছু তাকে এখানেই করতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে বিশ্বাস করে যে, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় সে যা কিছু করে, তা এখানেই শেষ হয়ে যায় না; বরং এ দুনিয়ার পর আরো একটি জগত রয়েছে, যা স্থায়ী এবং যেখানে তাকে তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে এবং এর জন্য তাকে ভালো কি মন্দ ফল ভোগ করতে হবে। এ বিশ্বাস যতো সুদৃঢ় হবে এবং এ চিন্তা বেশি সময় ধরে স্থায়ী হবে, ততোই তার অনুভব-মনন, কথা, কর্ম ও আচার-আচরণের মধ্যে এ বিশ্বাস ও চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। কোনো মু'মিনের অন্তরে যখন এ বিশ্বাস প্রগাঢ় হয়, তখন সে এ দুনিয়ায় যা কিছু করে, তা বস্তুতপক্ষে এ দুনিয়ার সাফল্য লাভের জন্য করে না; বরং আখিরাতের জন্য করে এবং দুনিয়ার ফলাফলের দিকে তার লক্ষ্য থাকে না; বরং তার লক্ষ্য থাকে আখিরাতের ফলাফলের প্রতি। যে সব কাজ আখিরাতে লাভজনক সেসব সে করে এবং যে কাজের ফলে আখিরাতে কোনো লাভ হবে না বা ক্ষতি হবে, সেগুলো সে বর্জন করে চলে। তার অন্তরজুড়ে বিরাজ করে একমাত্র আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং শাস্তি ও পুরস্কারের চিন্তা। এর মুকাবিলায় দুনিয়ার কোনো শাস্তি ও পুরস্কারের গুরুত্ব তার কাছে থাকে না। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নানাভাবে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ ও আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ. -" পার্থিব সুখ-সম্ভোগের প্রতি মোহভঙ্গকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো।"[৫৭৮] তিনি আরো বলেন, الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. -"বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নাফসের সমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সাফল্যের জন্য 'আমাল করে।"[৫৭৯] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ

---

১৩১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহ্দ), হা. নং: ২৩০৭; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪২৫৮

৫৭৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪২৬০

www.icsbook.info

لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِلْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا.-"সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান লোক হলো যে ব্যক্তি সকলের চাইতে বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে।"[৫৮০]

দীর্ঘদিন গুনাহ্ করার কারণে অন্তরের মধ্যে যে গাফলাতি, কাঠিন্য ও রুচিবিকৃতির সৃষ্টি হয়, তা দূরীভূত করার একটি প্রধান ব্যবস্থা হলো বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। সাইয়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ، كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.-"এ অন্তরগুলোতে মরিচা ধরে যেমন লোহায় মরিচা ধরে যখন তাতে পানি লাগে।" সাহাবীগণ আরয করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا جِلَاؤُهَا ؟-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা পরিষ্কার করার উপায় কী?" তিনি জবাব দিলেন, كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ.-"বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও কোরআন তিলাওয়াত করা।"[৫৮১] উল্লেখ্য যে, ইসলামে কবর যিয়ারাতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ এবং দুনিয়ার প্রতি নির্মোহভাব সৃষ্টি। মানুষ যখন কাব্‌র দেখতে পায় এবং স্মরণ করে, যে জীবনে সে আনন্দ-ভোগ-বিলাসে মত্ত, সে জীবন অচিরেই ফুরিয়ে যাবে, তাকে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতেই হবে, অতঃপর কবরের সংকীর্ণতা ও তার কঠিন শাস্তি নিয়ে চিন্তা করে এবং ভবিষ্যতের কঠোর হিসাব ও জবাবদিহিতার চিত্র হৃদয়পটে ভেসে ওঠে, তখন অবশ্যই তার অন্তর পরকালের ভয়ে একান্তই নরম ও বিগলিত হয়ে যাবে, যা তার বাকী জীবনের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের একান্ত পাথেয় রূপে কাজ করবে। সাইয়্যিদুনা আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً.-"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করা থেকে নিষেধ করতাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারাত করো। কেননা যিয়ারাতের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ

---

৫৮০. হাইসামী, *বুগইয়াতুল বাহিস..*, বাবঃ যিকরুল মাওত, হা. নংঃ ১১১৬-৭;
তাবারানী (রাহ.)ও অন্য একটি সূত্রে সামান্য শব্দগত পরিবর্তন হাদীসটি তাঁর মু'জামসমূহে উল্লেখ করেছেন। (দ্র. *আল-মুজামুস সাগীর*, হা. নংঃ ১০০৮, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নংঃ ২১০৩; *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নংঃ ১৩৬৩৬)

৫৮১. কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নংঃ ১১৭৮; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (১৯ঃ তা'যীমুল কোরআন), হা. নংঃ ১৮৫৯
এ হাদীসটি দা'ঈফ। (আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, খ. ১, পৃ. ২২২, হা. নংঃ ৮৬৬)

www.icsbook.info

গ্রহণের উপকরণ রয়েছে।"[৫৮২] বর্ণিত রয়েছে যে, বিশিষ্ট তাবি'ঈ রাবী' ইবনু খায়সাম (রাহ.) যখনই কোনোরূপ গাফলাতি অনুভব করতেন, তখন তিনি কবরের দিকে চলে যেতেন এবং কাঁদতেন ও বলতেন যে, আমরাও ছিলাম, তোমরাও ছিলে! এভাবে পুরো রাত সেখানে কেটে দিতেন। সকালে যেন তাঁকে কবর থেকে বের করা হতো।[৫৮৩] এ কারণেই অনেক 'আলিমই বলেছেন, অন্তরের জন্য- বিশেষ করে যখন তা কঠোর হয়ে যায়- কবর যিয়ারাতের চেয়ে অধিক উপকারী আর কিছুই নেই। জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ (রাহ.)কে জিজ্ঞেস করলো, ؟ كَيْفَ يَرِقُّ قَلْبِي-"কিভাবে আমার অন্তর বিনম্র হবে? তিনি জবাব দিলেন, اُدْخُلِ الْمَقْبَرَةَ. - "তুমি কবরস্থানে গমন করো।"[৫৮৪]

ঠ. যালিম, দুরাচারী ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা

যালিম, দুরাচারী ও মুনাফিকদের সাথে অবাধ সংশ্রব, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব নিজের ও মিল্লাতের ধ্বংসের একটি প্রধান উপলক্ষ ও সুস্পষ্ট সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা একান্তই সীমালঙ্ঘনকারী। (হে রাসূল,) আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়- যা অচল হয়ে যাওয়ার ভয় করো- এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ করো- আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা

---

৫৮২. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং:১০৯০১। এ হাদীসটি সাহীহ।

৫৮৩. 'আলী মাহফূয, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮

৫৮৪. ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ. ৩,পৃ. ৩৪৬;মিরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ. ৪,পৃ. ৩৭৭

www.icsbook.info

থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ তা'আলা ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।[৫৮৫]

বলাই বাহুল্য, পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নানাভাবে পিতামাতা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু উপর্যুক্ত আয়াতে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সম্পর্কেরই একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক- তা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব- যার বেলায় হোক, দীন ও শারী'আতের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। অর্থাৎ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের ওপর দীন ও শারী'আতের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। যে ক্ষেত্রে এ দু সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, সেখানে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মাতের শ্রেষ্ঠ জামা'আত সাহাবা কিরাম (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কুরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় দীন ও শারী'আতের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অপরদিকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের মূলে রয়েছে অসত্য ও অন্যায়ের সাথে তাদের আপোষকামিতা এবং দুরাচারী ও যালিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। উল্লেখ্য যে, এটিই ছিল বানূ ইসরা'ঈলের ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾.

বানী ইসরা'ইল যখন পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন তাদের 'আলিমরা (শুরুতে) তাদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু তারা তাঁদের কথায় পাপাচার থেকে বিরত থাকলো না। এরপর 'আলিমরা পাপাচারীদের মাজলিসে অংশগ্রহণ করতে লাগলো এবং তাদের সাথে একত্রে বসে খানা-পিনা করতে লাগলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরের অন্তরগুলোর মধ্যে সাযুজ্য তৈরি করে দিলেন। উপরন্তু, দা'উদ ও ঈসা ইবনু মার্‌ইয়াম 'আলাইহুমাস সালামের মুখে তিনি তাদের অভিসম্পাত করেছেন। এর কারণ হলো- তারা অবাধ্যতা করতো এবং সীমা লঙ্ঘন করতো।[৫৮৬]

---

৫৮৫. আল-কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ২২

৫৮৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: তাফসীরুল কোরআন), হা. নং: ৩০৪৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং:৩৫২৯

www.icsbook.info

আজকাল মুসলিমদের মধ্যে সাধারণ লোকদের কথা তো বলাই বাহুল্য; বেশিরভাগ 'আলিম ও শাইখ যালিম, দুরাচারী ও মুনাফিকদের সাথে কেবল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেই চলেন, তা নয়; বরং তাঁদের অনেকেই যালিম ও দুরাচারী শাসকদের দান ও উপহার গ্রহণ করেই জীবন নির্বাহ করেন এবং এ প্রবণতা তাঁদের মাঝে ক্রমশ বেড়েই চলছে। এটা দীনের 'আলিম ও শাইখগণের চরিত্রের একটি নতুন দিক। বস্তুতপক্ষে যালিম ও দুরাচারী শাসকদের দান ও উপহার একটি ফিতনা। এটা নৈতিক চরিত্রকে ঘুনের মতো খেয়ে ফেলে, কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেয় এবং প্রতিভাকে করে দেয় অবদমিত। আমাদের সালাফে সালিহীন এবং যুগে যুগে ইসলামের নিষ্ঠাবান সংস্কারক ও তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণ কখনো এ জাতীয় লোকদের দান ও হাদিয়া-তুহফা গ্রহণ করতেন না।

বর্ণিত রয়েছে, তাউস ইবনু কায়সান [৩৩-১০৬হি.] (রাহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ, ফাকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ইয়ামানে বসবাস করতেন। শাসক ও ক্ষমতাসীনদের অনুগ্রহের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। একবার তিনি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বাহ [৩৪-১১৪হি.] (রাহ.)-এর সাথে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফের ভাই মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফের কাছে যান। তখন শীতকাল ছিল। এ সময় মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ তাউস (রাহ.)-এর শরীরে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি চাদরটি শরীর থেকে ফেলে দিলেন। এতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ রাগে ফুলতে থাকে। কিন্তু তাউস (রা.) এর কোনোই পারওয়া করলেন না। সেখান থেকে বিদায়ের পর ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রাহ.) বললেন,

> والله إن كنت لغنيا أن تغضبه علينا لو أخذت الطيلسان فبعته وأعطيت ثمنه المساكين.
>
> আল্লাহর কাসাম! চাদর আপনার প্রয়োজন না থাকলেও মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফের রাগ থেকে লোকদের বাঁচানোর জন্য তখন চাদরটা গায়ে রেখে দেয়াটাই ভালো ছিল। পরে তা বিক্রি করে মিসকীনদের মধ্যে তার মূল্য বণ্টন করে দিতে পারতেন।

তাউস (রাহ.) জবাব দেন, نعم، لولا أن يقال من بعدي أخذه طاوس فلا يصنع فيه ما أصنع إذا لفعلت. -"তুমি স্বাভাবিক কথাই বলছো। কিন্তু তুমি কি জানো না,

www.icsbook.info

আজ যদি আমি এ চাদর গ্রহণ করতাম, তবে আমার এ কাজ জনগণের জন্য সনদ ও দলীলে পরিণত হতো।"[৫৮৭]

এরূপ অন্য একটি ঘটনা হলো, একবার উমাইয়্যা খালীফা সুলাইমান ইবনু 'আবদিল মালিক (৫৪-৯৯হি.) মাদীনায় এলেন। তিনি মাদীনার গভর্নর সাইয়িদুনা 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয (রাহ.)কে সাথে নিয়ে মাসজিদে নাবাবীতে যুহরের নামায পড়তে আসেন। নামায শেষ করে খালীফা মাকসূরার দরজার দিকে এগোলে সেখানে সাফওয়ান ইবনু সুলাইম [মৃ.১৩২হি.] (রাহ.)কে দেখতে পান। তিনি ছিলেন একজন বুযর্গ তাবি'ঈ। খালীফা সুলাইমান 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয (রাহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বুযর্গ ব্যক্তিটি কে?" 'উমার (রাহ.) জবাব দেন, "আমীরুল মু'মিনীন, ইনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম।" খালীফা তাঁর গোলামকে নির্দেশ দিলেন, পাঁচশ আশরাফীর একটা থলে তাঁকে দিয়ে এসো।" গোলামটি থলেটি নিয়ে সাফওয়ান (রাহ.)-এর নিকট গিয়ে বললো, "আমীরুল মু'মিনীন উপঢৌকন হিসেবে আপনাকে এ থলে দিয়েছেন। তিনি মাসজিদেই আছেন।" সাফওয়ান (রাহ.) গোলামটিকে বললেন, "মিয়া! তুমি ভুল বুঝেছো। থলে তিনি অন্য কাউকে পাঠিয়েছেন।" গোলাম জিজ্ঞেস করলো, "আপনি সাফওয়ান নন?" তিনি জবাব দেন, "সাফওয়ান তো আমিই। কিন্তু তুমি আবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো।" গোলামটি খালীফার দিকে অগ্রসর হতেই সাফওয়ান (রাহ.) মাসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। খালীফা যতক্ষণ মাসজিদে ছিলেন, ততক্ষণ আর মাসজিদে ফিরেননি। গোলামটি অনেক খোজাখুঁজি করে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।[৫৮৮]

ঙ. মানবসেবা

ইসলাম সেবামূলক কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।[৫৮৯] ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর কোনো ধর্মই ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি আইন প্রণয়ন করে

---

৫৮৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৫, পৃ. ৫৪২; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ. ৫৬, পৃ. ৩১২; ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াতি*, খ. ২, পৃ. ২৮৫

৫৮৮. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ. ২৪, পৃ. ১৩০; ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াতি*, খ. ২, পৃ. ১৫৫; আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৩, পৃ. ১৬০

৫৮৯. প্রত্যেক ধর্মেই মানব সেবার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মমতে, কারো প্রতি হিংসা নয়; সকলের প্রতি করুণা ও ভালবাসা প্রদর্শন এবং সকলের সুখ কামনা করা একজন বৌদ্ধের অবশ্যই পালনীয় শর্ত। এ কারণে প্রত্যেক বৌদ্ধকে তার মনোভাব এভাবে প্রকাশ করতে হয়- " সবে সত্তা সুখীতা হন্তু" (অর্থাৎ সকল প্রাণি সুখী হোক)। বুদ্ধের মতে, নির্বাণ লাভ করতে হলে সর্বজীবে

www.icsbook.info

গরীব, দুঃস্থ ও অনাথদের লালন এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেনি। ইসলামে তাদেরকে সহযোগিতা করা প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। যারা ইয়াতীমের প্রতি সদাচরণ করে না, দুঃস্থদের খাদ্য দান করে না- এমন লোকদের কথা কোরআন মাজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

তুমি কি এমন লোককে দেখেছো! যে দীনকে অস্বীকার করে। সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকীনদের খাবার দানে মানুষকে উৎসাহিত করেনা।[৫৯০]

ইসলাম ঘোষণা দেয়, মানুষের সেবা করলে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন। মানুষকে নিয়েই তো আল্লাহর সব আয়োজন। এ দুনিয়ার সবকিছুই তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৫৯১] নাবী-রাসূলগণ সকলেই এসেছিলেন মানুষের কল্যাণের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، وَأَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ. - "সৃষ্টিজীব হলো আল্লাহ প্রতিপাল্য স্বরূপ।

দয়া, মঙ্গল, প্রেম ও মৈত্রীর ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি বলেছেন ঃ "মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরদখে এবম্পি সব্বভূতেসু মানুসম্ভাবয়ে অপরিমানং" অর্থাৎ মা যেমন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পুত্রের প্রাণ রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণির প্রতি অসীম দয়াভাব জন্মাবে। (নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধঃ ধর্ম ও দর্শন*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ৪৪) তদুপরি বৌদ্ধ ধর্মমতে, 'দান পারমিতা' হল বুদ্ধত্ব লাভের অন্যতম উপায়। 'দান পারমিতা' হচ্ছে সকল প্রাণির মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বস্ব এমনকি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীর নিঃস্বার্থভাবে দান করা এবং দানের ফল পরিত্যাগ করা।

হিন্দু ধর্মেও পরোপকার ও দরিদ্রপালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ঋগ্বেদে রয়েছে, " অখ স্বপ্নস্য নির্বিদেহভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ। উভা তা বস্ত্রি নশ্যতঃ ।" অর্থাৎ আমি স্বপ্ন ঘৃণা করি আর যে ধনবান লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাকেও ঘৃণা করি। উভয়ই শ্রীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। (ঋগ্বেদ, ১ঃ১২০ঃ১২) এ ধর্ম মতে, মানবসেবা কেবলমাত্র সামাজিক কর্তব্য বা পুণ্য কাজ নয়। এটা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ঈশ্বর-প্রাপ্তি সাধনার চরম সোপান। অর্থাৎ ধর্মের অন্যান্য অনুশাসন ও নিয়ম পালন করে সাধক দেবত্বের স্পর্শ লাভ করবার পরও মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আরো কিছু বাকী থেকে যায়। তা হচ্ছে 'সর্বভূতহিত' সাধন। শ্রীরাম কৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামীজী বলেন, "আত্মনং মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" অর্থাৎ নিজের মোক্ষের জন্যই জগৎহিতের সাধনা করতে হবে। (*বিবেকানন্দ রচনাবলী*, খ. ৯,পৃ. ৪৮)

৫৯০. আল-কোরআন, সূরা মা'উন, ১০৭ : ১-৩

৫৯১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ - " তিনিই সে সত্তা যিনি পৃথিবীর সকল কিছুকেই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২: ২৯) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ জগতের সকল কিছুর আয়োজন মানুষের কল্যাণের জন্যই।

www.icsbook.info

অতএব, যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি সর্বাধিক কল্যাণ করবে, সে-ই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়।"[৫৯২]

ইসলামের একজন অনুসারীর আল্লাহতে বিশ্বাস করার পর তার একটি প্রধান দায়িত্ব হলো- আল্লাহর বান্দাহদের অধিকার আদায় করা। আল্লাহ দয়ালু হিসেবে হয়তো স্বীয় প্রাপ্য ছেড়ে দিতে পারেন; কিন্তু মানুষের প্রাপ্য যদি কেউ আদায় না করে, তা আল্লাহ তা'আলা মা'ফ করবেন না, যতক্ষণ না ঐ বান্দাহ তা মা'ফ করে দেয়। বস্তুত আন্তরিকতার সাথে মানুষের অধিকারসমূহ আদায় করা মুসলিম জীবনের অপরিহার্য শর্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ এতোই দৃঢ় যে, গৃহদ্বারে মানবে**তর প্রা**ণী একটি কুকুরকে উপবাসী রেখে নিজে উদর পূর্ণ করে আহার গ্রহণ করা মুসলিমের জন্য না-জায়িয। কোরআনে বলা হয়েছে, যারা ইয়াতীমের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশির প্রতি উদাসীন, সে সকল 'ইবাদাতকারী অভিশপ্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ . أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ . يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন কি, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন দান ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা ধুলায়-ধুসরিত মিসকীনকে।[৫৯৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ..﴾

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং সৎ কাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামাত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নাবী-রাসূলের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মাহাব্বাতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য।[৫৯৪]

---

৫৯২. আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৩৩১৫, ৩৩৭০,৩৪৭৮; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা. নং: ৭৪৪৪

৫৯৩. আল-কোরআন, সূরা আল-বালাদ, ৯০: ১১-১৬

৫৯৪. আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৭৭

www.icsbook.info

সমাজের প্রতিটি মানুষ অপরের কল্যাণের জন্য। পরস্পর পরস্পরকে আপদে-বিপদে সাহায্য করা ও সমবেদনা প্রকাশ করা আর্তমানবতার সেবার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

বিধবা রমণী ও গরীব-দুঃখীদের সেবাকারীদের মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা রাতভর নামায আদায়কারী ও দিনভর রোযা পালনকারীর মর্যাদার সমপর্যায়ভুক্ত।[৫৯৫]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের অভাব দূর করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামাতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন।[৫৯৬]

আর্তমানবতার সেবা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর জীবনের সমগ্র দিকই সেবামূলক কাজে ভরপুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরকাছে সর্বপ্রথম যখন অহী আসে, তখন তিনি নিজের জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা.) তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন,

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

আল্লাহর শপথ! তিনি কখনই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বল-দুঃখীদের সেবা করেন, বঞ্চিত ও অভাবীদেরকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।[৫৯৭]

---

৫৯৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আন-নাফাকাত), হা. নং: ৫০৩৮, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৫৬৬০; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৭৩৯৩

৫৯৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-মাযালিম), হা. নং: ২৩১০; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-বিরর...), হা. নং: ৬৭৪৩

৫৯৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: বাদ'উল ওয়াহ্ই), হা. নং:৩

www.icsbook.info

যে বুড়ী[৫৯৮] শত্রুতা করে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরপথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, তার অসুস্থতার সময় তিনি তার সেবা করেছিলেন। যে মক্কাবাসী একদিন নিজ মাতৃভূমি থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, মাক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে আবার আপন করে নিয়েছিলেন। দয়া ও সেবার যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শন করেছিলেন, তা পৃথিবীতে আর কেউ দেখাতে পারেনি। তাঁর সাহাবীগণও তাঁর এ আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। আল্লাহর 'ইবাদাতের পরে মানবসেবাই ছিল তাঁদের মহান ব্রত। খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সাইয়িদুনা আবূ বাকর (রা.) কর্তৃক এক বৃদ্ধা রমণীর বকরীর দুধ দোহনের নিয়মিত দায়িত্ব পালন[৫৯৯] এবং মদীনার শহরতলীর এক অন্ধ বুড়ীর বাড়িতে খিদমাতের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ভোরে নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতা দিয়ে সাইয়িদুনা আবূ বাকর ও উমার (রা.)-এর যাতায়ত[৬০০] প্রভৃতি ঘটনা যুগে যুগে প্রত্যেক মুসলামানকে মানবসেবার প্রতি অনুপ্রেরণা দান করে থাকে।

---

৫৯৮. এখানে বুড়ী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- আবূ লাহবের স্ত্রী উম্মু জামীল আরওয়া বিনতু হারব ইবনি উমাইয়্যাহ। সে আল্লাহর রাসূলের যাতায়াতের পথে কাটা বিছিয়ে রাখতো। (বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ২, পৃ. ৫৫, হা. নং: ৪৮৮) পবিত্র কোরআনে তাকে 'حمالة الحطب' (কাঠ বহনকারিনী) বলা হয়েছে। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, সে রাতের বেলা কাঁটা গাছের ডালপালা এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরজায় ফেলে রাখতো। তাই তাকে কাঠ বহনকারিনী বলা হয়েছে। (মাওদূদী, *তাফহীমুল কোরআন*, খ. ১৯, পৃ. ৩০০)

৫৯৯. বর্ণিত আছে, খিলাফাত লাভের পূর্বে আবূ বাকর (রা.) পাড়ার বকরীগুলোর দুধ দোহন করে দিতেন। কিন্তু খিলাফাতের গুরুদায়িত্ব যখন তাঁর ওপর অর্পিত হয়, তখন এক মহিলা চিন্তায় পড়েন যে, কে তার বকরীর দুধ দোহন করে দেবে? এ দুশ্চিন্তার কথা আবূ বাকর (রা.) জানতে পেরে মহিলাকে বলে পাঠান,

بَلَى، لَعَمْرِيْ لَأَحْلِبَنَّهَا لَكُمْ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يُغَيِّرَنِي مَا دَخَلْتُ فِيْهِ عَنْ خُلُقٍ كُنْتُ عَلَيْهِ.

"আমার জীবনের শপথ! আমি এখনো তোমাদের বকরীগুলোর দুধ দোহন করবো। আমার একান্ত আশা, খিলাফাতের দায়িত্ব আল্লাহর বান্দাদের সেবা থেকে আমাকে বিরত রাখবে না।"
এর পর তিনি তাদের বকরীগুলোর দুধ দোহন করতেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৮৬; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, খ. ১, পৃ. ৩৯৭, *উসদুল গাবাহ*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ. ২, পৃ. ২২১)

৬০০. ঘটনাটি হলো, আবূ সালিহ আল-গিফারী (রা.) বলেন, মাদীনার শহরতলীতে এক অন্ধ বৃদ্ধা বাস করতেন। 'উমার (রা.) প্রতিদিন ভোরে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে আসতেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর পূর্বে কেউ এসে বৃদ্ধার খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যান। লোকটিকে চেনার জন্য 'উমার (রা.) দারুনভাবে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তাই রহস্য উন্মোচন করার জন্য একদিন খুব ভোরে ওঠে তিনি সেখানে যান। গিয়ে দেখেন, খালীফা আবূ বাকর (রা.) তার সেবা-যত্ন সেরে বেরিয়ে আসছেন। 'উমার (রা.) খালীফাকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, أَنْتَ

www.icsbook.info

ঢ. সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন (যুহদ)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য হলো- সরল, সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন। ইসলামের দৃষ্টিতে এ পার্থিব জীবন হলো আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নি'মাত এবং একে ন্যায়ানুগভাবে ভোগ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা প্রশংসনীয়ও। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَنْعَمَ اللّٰهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

আল্লাহ তা'আলা যাকে কোনো নি'মাত দান করেন, নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন যে, যেন তাঁর দেওয়া সে নি'মাতের নিদর্শন তাঁর বান্দাহর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।[৬০১]

তবে এ জীবন ভোগ করার ক্ষেত্রে সরলতা ও অনাড়ম্বরতাই ইসলামে একান্ত কাম্য। কৃত্রিম আচরণ ও জীবন যাপন এবং বড় মানুষী ও অহঙ্কার প্রদর্শন ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ.-"সরলতা ও সাদাসিধে জীবন যাপন হলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।"[৬০২] সাইয়িদুনা 'উমার (রা.) বলেন, نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ.-"আমাদেরকে কৃত্রিম আচরণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।"[৬০৩]

উল্লেখ্য যে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়, তার নিকট পার্থিব জগত একটি মূল্যহীন বস্তুতে পরিণত হয় এবং এ দুনিয়া ও তার সুখ-সম্ভোগের প্রতি তার আগ্রহ লোপ পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর খালীফা ও সাহাবীগণ (রা.) অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। এ দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব, ভোগ-বিলাস, মান-মর্যাদা ও আসবাবপত্রের প্রতি তাঁদের না ছিল কোনো লোভ, না ছিল কোনো আগ্রহ। অনাড়ম্বর পোশাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ খাদ্য, জাঁকজমকহীন মামুলি বাড়ি-ঘর, সাদাসিধে ও গরীবানা জীবন যাপন ছিল তাঁদের জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এ দুনিয়াটা তাঁদের আসল আবাসস্থল নয়; এটা একটা সরাইখানা অর্থাৎ একজন

هُوَ لَعَمْرِيْ!-"আমার জীবন আপনার জন্য কুরবান হোক! হে খালীফাতুর রাসূল, তবে কি আপনিই প্রতিদিন আমার পূর্বে এসে বৃদ্ধার খিদমাত করে যান!" (ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, খ. ১, পৃ. ৩৯৭)

৬০১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং:১৯৯৩৪

৬০২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আত-তাজ্জুল), হা. নং: ৪১৬৩; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪১১৮

৬০৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ই'তিসাম), হা. নং: ৬৮৬৩

www.icsbook.info

মুসাফিরের ক্ষণকালের বিশ্রামস্থল মাত্র। কাজেই একজন মুসাফির সফরের জন্য যে সাদামাটা ও একান্ত প্রয়োজনীয় রসদপত্র সংগ্রহ করে, ঠিক সে ধরনের রসদপত্রই দুনিয়ায় বসবাসের জন্য যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, كُنْ فِــي الدُّنْيَا كَأَنَّــكَ غَرِيــبٌ أَوْ عَــابِرُ سَــبِيلٍ.-" দুনিয়ায় তুমি বসবাস করো এমন নিরাসক্তভাবে, যেন তুমি একজন প্রবাসী কিংবা পথিক।"[৬০৪] দুজাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট এ বলে দু'আ করতেন, اللهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ .-"হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখুন! মিসকীনরূপে মৃত্যু দান করুন এবং কিয়ামাতের দিনে মিসকীনদের দলেই আমার হাশর করুন!"[৬০৫]

তাঁর বিছানা ছিল খেজুর পাতার চাটাই। একদিন ঘুম থেকে জাগলেন। কাছেই ছিলেন প্রিয় সাহাবী 'উমার (রা.)। চেয়ে দেখলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসারা পিঠে খেজুর পাতার দাগ পড়ে আছে। রোম পারস্যের বেদীন বাদশাহরা কতো আড়ম্বরের জীবন কাটায় আর আখিরী নবী সাইয়িদুল মুরসালীন এতো কষ্টে জীবন যাপন করবেন- এসব ভেবেই হয়তো প্রিয়নবীর জন্য একটু কোমল বিছানা তৈরির অনুমতি চাইলেন 'উমার (রা.)। কিন্তু সাইয়িদুল মুরসালীন এই বলে বারণ করলেন যে,

> مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.
>
> দুনিয়ার প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। দুনিয়ায় আমার একমাত্র উদাহরণ হলো ঐ উষ্ট্রারোহী, যে গ্রীষ্মের দিনে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, অতঃপর তা ছেড়ে চলে যায়।[৬০৬]

আরেক দিনের ঘটনা। দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে আদুরের দুলালী ফাতিমা (রা.)-এর গৃহপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হঠাৎ দেখতে পেলেন ফাতিমা (রা.)-এর গৃহদ্বারে একটি রঙিন পর্দা ঝুলছে। নবী-

---

৬০৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আর-রিকাক), হা. নংঃ ৬০৫৩; তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ আয-যুহদ), হা. নংঃ ২৩৩৩

৬০৫. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ আয-যুহ্দ), হা. নংঃ ২৩৫২; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ আয-যুহদ), হা. নংঃ ৪১২৬

৬০৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা. নংঃ ২৭৪৪

www.icsbook.info

নন্দিনী ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে ইতঃপূর্বে কখনো আড়ম্বরের কিছু দেখা যায়নি। মূলত আজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরআগমন উপলক্ষেই এমনটি করা হয়েছিল। এ মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো ভাবলেন, এই আরবে এখনো কতো দুঃখী-দরিদ্র মানুষের রোনাজারি। কতো বুভুক্ষের ক্রন্দন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চিন্তায় অধীর সারাক্ষণ, আর তাঁর দুলালীর দ্বারে রঙিন পর্দা ঝুলবে! চোখেমুখে ক্রোধের ছাপ নিয়ে এবার সেখান থেকেই ফিরে এলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ওদিকে খাতুনে জান্নাত সাইয়িদা ফাতিমা (রা.)-এর মনে সীমাহীন উৎকণ্ঠা। অতঃপর আলী (রা.) খবর নিয়ে এসে জানালো, নবী-নন্দিনীর এ সামান্য বিলাসিতাটুকুও নবীজীর পছন্দ নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষমা চেয়ে সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন যে, আব্বাজানকে বলো, তিনি যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দুঃখী-দরিদ্রদেরকে দান করে দেন।[৬০৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসাহাবীগণের মধ্যেও কেউ কেউ অত্যন্ত ক্ষমতাধর ও ধনৈশ্বর্যের মালিক হওয়া সত্ত্বেও চলাফেরা করতেন একজন মামুলি লোকের মতো। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন এরূপ একজন মহান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কিন্তু তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরহীন, অত্যন্ত সহজ-সরল। তিনি প্রায় এ বলে দু'আ করতেন, اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ لِي الدُّنْيَا وَزَهِّدْنِي فِيْهَا - "হে আল্লাহ, দুনিয়া আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু এর ঘূর্ণাবর্তে নিমগ্ন ও আসক্ত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করো।"[৬০৮] তাঁর খিলাফাত কালেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মুসলিমরা জয় লাভ করে। এতদসত্ত্বেও তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাপনের প্রতি আগ্রহের অবস্থা এই ছিলো যে, তিনি নিজে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা পছন্দ করতেন। খালীফা হওয়ার পরও তিনি কিছু দিন সংসারের খরচের জন্য বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। রাজকোষ থেকে সামান্য ভাতা

---

৬০৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আল-হিবাহ), হা. নং: ২৪৭১। পূর্ণ হাদীসটি হলো-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلَانٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ.

৬০৮. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব,* পৃ. ৭০; হাক্কী, *রূহুল বায়ান,* খ. ৫, পৃ. ৩৩০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও প্রায় অনুরূপ দু'আ বর্ণিত রয়েছে। (দ্র. তাবারানী, *আদ-দু'আ,* হা. নং: ১৪৪৯)

www.icsbook.info

নিতেন। মুসলিম বিশ্বের খালীফা হয়েও তিনি জাতীয় সম্পদ ভোগ করার ব্যাপারে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তা সর্বকালের মানুষের আদর্শ হয়ে থাকবে। একবার তাঁর স্ত্রীর হালুয়া খাওয়ার সাধ জাগলো। তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা স্বামীকে জানালে তিনি উত্তরে বলেন, "তা কেনার মতো সামর্থ্য আমার নেই।" স্ত্রী বললেন, "আচ্ছা! আপনি প্রতি দিনের খরচের জন্য আমাকে যা কিছু দিয়ে থাকেন, তা থেকে আমি কিছু কিছু সঞ্চয় করে হালুয়ার মূল্য সংগ্রহ করবো।" আবূ বাক্‌র (রা.) বললেন, আচ্ছা, তা করো। কয়েকদিনের মধ্যে হালুয়ার অর্থ সংগৃহীত হয়ে গেলো। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আবূ বাক্‌র (রা.) বললেন, "এটা তো আমাদের খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ।" অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, কিছু অর্থ হ্রাস করলেও আমাদের প্রতিদিনের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে। তাই প্রতিদিন যে পরিমাণ অর্থ তাঁর স্ত্রী জমা করেছিল, সে পরিমাণ অর্থ তিনি ভাতা থেকে হ্রাস করে দেন। আর ইতোমধ্যে তাঁর স্ত্রী হালুয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, তাও তিনি রাজকোষে ফিরিয়ে দেন।"[৬০৯]

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) লোকদেরকে এক সাথে নানা সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করা থেকে বারণ করতেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এভাবে লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে লেগে যাবে, ভালো ভালো খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং এর জন্য বাড়াবাড়ি ও কৃত্রিম আচরণ শুরু করে দেবে।[৬১০]

---

৬০৯. ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, খ. ১,পৃ. ৩৯৭

৬১০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাইয়িদুনা 'উমার (রা.)-এর নিকট খবর পৌঁছে যে, ইয়াযীদ ইবুন আবী সুফ্ইয়ান (রা.) নানা আইটেমের খাবার খান। এ খবর জানার পর 'উমার (রা.) তাঁর গোলাম ইয়ারফা' (রা.)কে বললেন, যখন তুমি জানতে পারবে যে, রাতে তাঁর খাবার পৌঁছে গেছে, তখন তুমি আমাকে অবহিত করবে। অতএব, যখন রাতে ইয়াযীদ (রা.)-এর নিকট তাঁর খাবার পৌঁছলো, তখন ইয়ারফা' 'উমার (রা.)কে অবহিত করলো। এরপর 'উমার (রা.) তাঁর বাড়িতে এসে প্রথমে সালাম করলেন, তারপর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ইয়াযীদ (রা.) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। এ অবস্থায় প্রথম খাবার আসলো রুটি-গোস্ত। 'উমার (রা.) তাঁর সাথে বসে খেলেন। এরপর ভুনা গোশত আনা হলো। ইয়াযীদ (রা.) খাবার জন্য হাত বাড়ালেন। এমতাবস্থায় 'উমার (রা.) তাঁকে বারণ করলেন এবং বললেন,

والله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لأن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقتهم.

"ইয়াযীদ! এক খাবারের সাথে দ্বিতীয় খাবার! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা লোকদের সাধারণ রীতির অনুসরণ না করো, তবে লোকেরাও তোমাদের রীতি অনুসরণ করে একপর্যায়ে নিজেদের রীতি ছেড়ে দেবে।" (ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ*, হা.নং:৫৭৮; 'আলী আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং: ৩৫৯২১)

www.icsbook.info

সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। নিজে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মুসলিম জাহানের খালীফা হয়েও তিনি সংসারের কাজ নিজেই করতেন। তাঁর সহধর্মিণী ফাতিমাতুয যাহরা (রা.) নিজের হাতে যাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতেন। তাঁর কোনো দাসদাসী ছিল না।

এ হলো প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও খালীফাগণের সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। আজকের পৃথিবীতে আমাদের নিকট এসব কথা গল্পের মতোই মনে হবে। কারণ এ যুগের ক্ষমতাশীল ও তাদের পরিবারবর্গের পক্ষে এসব বিষয়ের কল্পনাও যেন কষ্টকর।

ণ. আত্মসমালোচনা করা (মুহাসাবাহ)

আত্মশুদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর ও উপকারী ব্যবস্থা হলো আত্মসমালোচনা। মানুষ যখন সদিচ্ছা নিয়ে নিজের নাফসের অবস্থা ও কার্যকলাপ নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে, তখন তার পক্ষে আর মন্দ পথে বা অন্যায় কাজে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকে না। কেননা, যখন সে নিজের নাফসকে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ভৎর্সনা ও শাসন করবে, তখন সে নাফস বাজে পথে ও অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ার জন্য আর প্রেরণা যোগাবে না। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নিজের নাফসের হিসাব-নিকাশ নেয়ার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾-"প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, কাল কিয়ামাতের দিনের জন্য সে কি পাথেয় সংগ্রহ করছে।"[৬১১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

> বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নাফসের সমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সাফল্যের জন্য 'আমাল করে। আর নির্বোধ বা অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে নিজের নাফসের কামনা-বাসনার অনুকরণ করে চলে এবং আল্লাহর নিকট বড় বড় আশা পোষণ করে।[৬১২]

---

৬১১. আল-কোরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯: ১৮

৬১২. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪২৬০

www.icsbook.info

আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা.) বলেন,

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

(কিয়ামাতের দিন) তোমাদের 'আমালের হিসাব নেয়ার আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের নাফসের হিসাব-নিকাশ করো[৬১৩] এবং তোমাদের 'আমালগুলো পরিমাপ করার আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের নাফসকে মাপো। অধিকন্তু, (সে দিনে) 'আমালের বড় হিসাবের জন্য সুন্দররূপে প্রস্তুত হও। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিজেই নিজের নাফসের হিসাব-নিকাশ করবে, কিয়ামাতের দিন তার হিসাব-নিকাশ সহজ হবে।[৬১৪]

মাইমূন ইবনু মিহরান [৩৭-১১৭] (রা.) বলেন, لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.-"বান্দাহ মুত্তাকী হতে পারবে না, যে যাবত না সে নিজের নাফসের হিসাব নেয়, যেমন সে নিজের অংশীদারের হিসাব নিয়ে থাকে যে, তার খাবার কোত্থেকে এলো, তার পোশাক কিভাবে সংগৃহীত হলো।"[৬১৫]

উল্লেখ্য, মানুষ আত্মসমালোচনার এ প্রেরণা আল্লাহর ভয় থেকে লাভ করে থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে যতো বেশি ভয় করে, তার মধ্যে আত্মসমালোচনার মনোবৃত্তিও ততো বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তারীকাতের শাইখগণ মানুষের নাফস ও কর্মজীবনকে পরিশুদ্ধ করতে মুহাসাবা ও মু'আতাবাহ অর্থাৎ আত্মসমালোচনা ও আত্মভৎর্সনার তালীম দেন। বলাই বাহুল্য, এ আত্মসমালোচনা দিনে-রাতে যতো বেশি করা যায়, ততোই ভালো। অন্তত প্রতি দিন শেষে শোয়ার সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কাজগুলো করা হয়েছে তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ সময় চিন্তা করা উচিত, দিনে যে কাজগুলো করা হয়েছে এবং করা হয়নি- তা যথার্থ ও সঠিক হয়েছে কি-না, যদি যথার্থ ও সঠিক হয়, তা হলে তার জন্য আল্লাহর শুকর আদায় করা উচিত। যদি তা যথার্থ ও সঠিক না হয়, তা হলে কি কারণে এমন হলো- তা খোঁজে বের করা দরকার এবং এর জন্য নাফসকে ভৎর্সনা করা উচিত।

---

৬১৩. আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (দীনাউরী, *আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল 'উলূম*, হা. নং: ১২৯০)

৬১৪. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ৩৫৬০০

৬১৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯

www.icsbook.info

মুহাসাবাহর অন্য একটি প্রকরণ হলো- মনের মধ্যে কোনো কাজ করার ইচ্ছা জাগ্রত হবার সময় চিন্তা-ভাবনা করে দেখা যে, কাজটি ভালো না-কি মন্দ? যদি ভালো হয়, তাহলে তা কি আজই সম্পাদন করা উত্তম হবে, না-কি আজ তা থেকে বিরত থাকা উত্তম হবে? যদি তা আজ সম্পাদন করা উত্তম হয়, তা হলে চিন্তা করতে হবে, তা করার পেছনে উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, না-কি কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভই উদ্দেশ্য? যদি চিন্তা-ভাবনার পর মন সাক্ষ্য দেয় যে, তা ভালো ও তার জন্য উপকারী এবং তা আজই সম্পন্ন করা প্রয়োজন, অধিকন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তবেই কাজটি সম্পাদন করতে তৎপর হতে হবে। অন্যথায় কাজটি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বলাই বাহুল্য, এরূপ চিন্তা-ভাবনা প্রতিটি কাজের আগেই কাজের চিন্তা জাগ্রত হবার শুরুতেই করতে পারলে ভালো। বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,

رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَّى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا كَفَّ عَنْهُ.

আল্লাহ তা'আলা সে বান্দাহর প্রতি রাহমাত করুন, যে তার ইচ্ছার কাছে থেমে যায়! (অথাৎ ইচ্ছা জাগ্রত হবার পর সে তা দ্রুত বাস্তবায়নে নেমে পড়ে না; বরং চিন্তা-ভাবনা করে দেখে।) কেননা, প্রত্যেক বান্দাহই কাজের শুরুতে ইচ্ছা করে, তারপর কাজে অবতীর্ণ হয়। যদি চিন্তাভাবনা করে জানতে পারে যে, কাজটি ভালো, তবেই সে তা কার্যকর করে, আর যদি জানতে পারে যে, তা খারাপ, তবে সে বিরত থাকে।[৬১৬]

যদি প্রতিটি কাজের শুরুতে এরূপ চিন্তা-ভাবনা করা না যায়, তা হলে অন্তত প্রত্যেক দিন সকালে ওঠে ফাজরের নামায শেষ করে কিছুক্ষণ বসে এভাবে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে যে, তার আজ কি কি কাজ করার দরকার আছে এবং এ কাজ ও দায়িত্বগুলোর গুরুত্ব কতোটুকু? তন্মধ্যে কোনটি ভালো ও উপকারী এবং কোনটি অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক? কোনটি আল্লাহর জন্য এবং কোনটি কেবল

---

৬১৬. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, (কালামুল হাসান আল-বাসরী রাহ.) হা. নং: ৩৬৩৩৫
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আল-হাসান আল-বাস্‌রী (রাহ.)-এর বক্তব্যের শেষাংশটি এভাবে এসেছে- ... فَإِنْ كَانَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَضَى، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الله أَمْسَكَ. -"...যদি জানতে পারে যে, কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হবে, তবেই সে তা কার্যকর করে, আর যদি জানতে পারে যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো উদ্দেশ্যে হবে, তবে সে তা থেকে বিরত থাকে।" (বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, [৪৭:মু'আলাজাতু কুল্লি যানবিন বিত-তাওবাহ], হা. নং: ৬৮৯৪)

www.icsbook.info

পার্থিব উদ্দেশ্যে? এ সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের নাফসকে এভাবে উপদেশ দেয়া যেতে পারে যে, তুমি আজ অমুক অমুক কাজ করবে, অমুক অমুক কাজ থেকে বিরত থাকবে। সারা দিন এ উপদেশসমূহ মেনে চলবে। সূফীগণের পরিভাষায় নাফসকে প্রত্যহ দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে পরামর্শ দান করাকে المشارطة(মুশারাতাহ) বলা হয়।[৬১৭]

ত. নাফ্সকে শাস্তি দান (বিশেষ মুজাহাদাহ)

যদি কখনো কোনো গুনাহ বা অন্যায় কাজ সংঘটিত হয় অথবা কোনো ভালো কাজ ছুটে যায় এবং তাওবাহ ও ভৎর্সনা দ্বারা কাজ না হয়; বরং তা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হতে থাকে, তা হলে নাফসের জন্য কিছু শিক্ষামূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেমন- প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও সুস্থতার প্রতি খেয়াল রেখে অতিরিক্ত বিশ্রাম ও পানাহার ত্যাগ করা, অতিরিক্ত সাজসজ্জা ত্যাগ করা, মানুষের সাথে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত মেলামেশা পরিহার করা, নিজের ওপর অতিরিক্ত শারীরিক বা আর্থিক কোনো দায়িত্ব (যেমন- নাফল নামায, নাফল রোযা, নাফল সাদাকাহ) আরোপ করা বা নিজের ওপর শারীরিক কোনো হালকা দণ্ড চাপানো, শারীরিকভাবে গরীব-মিসকীনদের খিদমাত ও সেবা করা এবং নিজের অতীতের অসহায়ত্ব ও দুর্দশার কথা বর্ণনা করা প্রভৃতি। নাফসের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য চিকিৎসাস্বরূপ এ প্রকৃতির যে সব 'আমাল করা হয়, সূফীদের পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজাহাদাহ' বলা হয়। কেননা, এতেও নাফ্স দলিত হয় এবং প্রকৃত মুজাহাদাহর প্রশিক্ষণ ও তাকে অভ্যাসে পরিণত করার ক্ষেত্রে এ কাজের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সালাফে সালিহীনের 'আমালের মধ্যেও এভাবে নাফ্সকে শাস্তি দেওয়ার ও দলিত করার নজীর খোঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে এরূপ কাজের কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হলো-

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে বিছানায় আরাম করতেন, সেটি ছিলো চটের। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসেটিকে দ্বিগুণ করে দিতাম। তিনি তার ওপর বিশ্রাম করতেন। এক রাতে আমি সেটিকে আরো দ্বিগুণ

---

৬১৭. গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৪

www.icsbook.info

করে মোট চারপাট করে বিছিয়ে দিলাম, যাতে তিনি আরো বেশি প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, مَا فَرَشْتُمْ لِيَ اللَّيْلَةَ؟-"আজ রাতে তুমি আমার জন্য কী বিছিয়েছিলে?" আমি আরয করলাম, هُوَ فِرَاشُكَ إِلَّا أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنِيَّاتٍ ، قُلْنَا : هُوَ أَوْطَأُ لَكَ.-"সে পুরাতন বিছানাটিই। আমি শুধু তাকে চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম। মনে করলাম, এটা আপনার জন্য অধিক আরামপ্রদ হবে।" তিনি বলেন, رُدُّوهُ لِحَالَتِهِ الْأُولَى ، فَإِنَّهُ مَنَعَتْنِي وَطَاءَتُهُ صَلَاتِيَ اللَّيْلَةَ.-"ওটিকে পূর্বেকার মতো করে দাও। কেননা, সে বিছানার কোমলতা আজ রাতে আমাকে নামায থেকে বিরত রেখেছে।"[৬১৮]

আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'উমার আল-ফারূক (রা.) খালীফা আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে টানছেন। তা দেখে 'উমার (রা.) আরয করলেন, مَهْ ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ،-" আপনি এ কি করছেন? ছেড়ে দিন! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন!" উত্তরে খালীফা আবূ বাক্র (রা.) বললেন, إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ.-"এ জিহ্বা আমাকে অনেক বিপদে ফেলেছে।"[৬১৯]

'উমার আল-মাখযূমী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) তাঁর এক বক্তব্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরওপর সালাত ও সালাম পাঠ করে সমবেত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

> أَيُّهَا النَّاسُ ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَرْعَى عَلَى خَالَاتٍ لِي مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ . فَيَقْبِضْنَ لِي الْقَبْضَةَ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ ، فَأَظَلُّ يَوْمِي وَأَيُّ يَوْمٍ .
>
> হে জনমণ্ডলী, আমি সে যুগও দেখেছি যে, যখন আমি বানূ মাখযূমে আমার খালাদের বকরী চরাতাম। তারা এর বিনিময়ে আমাকে এক মুষ্টি খেজুর আর কিসমিস দিতো। আমি তা দিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিতাম। সে এক করুণ সময় ছিলো।

বক্তব্য শেষে 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফ (রা.) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন,

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا زدت على أن قمت نَفْسَكَ – يَعْنِي : عِبْتَ –

৬১৮. তিরমিযী, *আশ-শামা'য়িল*, হা. নং:৩২৯; বাগাভী, *আল-আনওয়ারু ফী শামা'য়িলিন নাবী*, হা. নং: ৮৩৫

৬১৯. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, হা. নং: ৩৬২১; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৩৪: হিফযুল লিসান), হা. নং:৪৫৯৬, ৪৬৩৬

www.icsbook.info

হে আমীরুল মু'মিনীন, আজ তো আপনি নিজের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বললেন না। তিনি উত্তর দিলেন,

وَيْحُكَ يَا ابْنَ عَوْفٍ ! إِنِّي خَلَوْتُ ؛ فَحَدَّثَتْنِي نفسي ؛ قال : أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَمَنْ ذَا أَفْضَلُ مِنْكَ ؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَرِّفَهَا نَفْسَهَا.

> হে ইবনু 'আউফ, ধিক তোমাকে! আমি একাকী ছিলাম। এ সময় আমার মন আমাকে বলে, তুমি তো আজ আমীরুল মু'মিনীন! মুসলিমদের মধ্যে তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ কে হবে? তাই আমি ইচ্ছা করেছি, স্বীয় নাফসকে দলিত করবো এবং তাকে আমার পূর্বের অবস্থা জানাবো।[৬২০]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে নাফসের নিয়ন্ত্রণ ও শারী'আতের বিধি-নিষেধ পালনে নাফ্সকে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে নাফসের জন্য কিছু শিক্ষামূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, যাতে এ কাজে কোনোরূপ সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করা না হয়। যেমন- হালালকে হারামে পরিণত করা, বিয়ে-শাদী ত্যাগ করা, প্রয়োজনীয় পানাহার, বিশ্রাম ও সাজসজ্জা পরিহার করা, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করা, নিভৃতে 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে লোকালয় ছেড়ে চলে যাওয়া এবং অরুচিকর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করা প্রভৃতি। সনাতন হিন্দু ও খ্রিস্ট প্রভৃতি ধর্মে সাধনার নামে এ সব কাজ প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ইসলামী শারী'আতে এ সব কাজ সমর্থনযোগ্য নয়।

থ. সৎ ও মুত্তাকী লোকদের সুহবাত

নিঃসন্দেহে মানুষের চিন্তা-চেতনা, চরিত্র ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সৎ ও মুত্তাকী লোকদের সুহবাত এবং সংশ্রবের গভীর প্রভাব রয়েছে। সাধারণত যে ব্যক্তির সাথে যার নিরন্তর ওঠাবসা হয়, তার চিন্তা, আচার-আচরণের প্রভাবও ঐ ব্যক্তির ওপর পড়ে থাকে। কেননা বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও সংশ্রব প্রভৃতি ক্রিয়াশীল। এর দ্বারা মানুষ স্বভাবতই দ্রুত প্রভাবিত হয়। কথায় বলা হয়, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' সৎ ও দীনদার লোকদের সুহবাত নাফ্সকে পরিশুদ্ধ করে, ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে, অন্তর জীবিত করে এবং সত্য পথে চলতে প্রেরণা যোগায়। পক্ষান্তরে অসৎ ও দূরাচারী লোকদের সুহবাত মানুষকে বিপথগামী করে দেয়, অন্তরকে দুনিয়ার বিভিন্ন ধান্দায় মাশগুল করে রাখে ও আল্লাহর স্মরণ

---

৬২০. দীনাউরী, *আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল 'ইলম*, হা. নং: ১৬৮২; 'আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা. নং: ৩৫৯৯২

www.icsbook.info

থেকে গাফিল করে দেয় বিশিষ্ট সূফী মাওলানা জালালুদ্দীন আর-রূমী [৬০৪-৬৭২হি.] (রাহ.) বলেন,

صحبت صالح ترا صالح کند   صحبت طالح ترا طالح کند

সৎ লোকের সংশ্রব তোমাকেও সৎ লোকে পরিণত করবে এবং অসৎ লোকের সংশ্রব তোমাকেও মন্দ লোকে পরিণত করবে।

এ কারণেই ইসলামে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের সুহবাত ও সংসর্গ অবলম্বনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে অসৎ সঙ্গ বর্জনের জন্যও কঠোরভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

'সৎসঙ্গী হলো মেস্ক বহনকারী আর অসৎ সঙ্গী হলো হাপরে ফুঁকদানকারী সদৃশ। মেস্ক বহনকারীর সান্নিধ্যে গেলে হয়তো সে তোমাকে আতর হাদিয়া দেবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে আতর খরিদ করবে অথবা অন্ততপক্ষে তুমি সুগন্ধি পাবে। কিন্তু হাপরে ফুঁকদানকারীর সান্নিধ্যে গেলে হয়তো সে তোমার কাপড় জ্বালিয়ে ফেলবে অথবা তুমি দুর্গন্ধ পাবে।[৬২১]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ

সৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো মেস্ক বহনকারীর মতোই। যদি তুমি তার থেকে মেস্ক নাও পাও, ঘ্রাণ তো অবশ্যই পাবে। পক্ষান্তরে অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো হাপরধারীর মতো। তার হাপরের স্ফুলিঙ্গ তোমার গায়ে না লাগলেও ধোঁয়া তো অবশ্যই লাগবে।[৬২২]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, নাফসের সংশোধন ও চরিত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের সুহবাত একটি অতি কার্যকর ও উপকারী ব্যবস্থা। ইমাম আল-বাইহাকী [৩৮৪-৪৫৮হি.] (রাহ.) বলেন,

---

৬২১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আল-বুয়ূ'), হা. নংঃ ১৯৯৫, (কিতাবঃ আয-যাবা'য়িহ ওয়াস সাইদ), হা. নংঃ ৫২১৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবঃ আর-বির্ ওয়াস সিলাতু...), হা. নংঃ ৬৮৬০

৬২২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবঃ আল-আদাব), হা. নংঃ ৪৮৩১

www.icsbook.info

وَمَعْلُومٌ فِي الْعَادَاتِ أَنَّ ذَا الرَّأْيِ بِمُجَالَسَتِهِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى يَزْدَادُ رَأْيًا، وَأَنَّ الْعَالِمَ يَزْدَادُ بِمُخَالَطَةِ الْعُلَمَاءِ عِلْمًا، وَكَذَلِكَ الصَّالِحُ وَالْعَاقِلُ بِمُجَالَسَةِ الصُّلَحَاءِ وَالْعُقَلَاءِ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ ذُو الْخُلُقِ الْجَمِيلِ يَزْدَادُ حُسْنَ خُلُقٍ بِمُجَالَسَةِ أُولِي الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ.

স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন জ্ঞানীদের সাথে ওঠাবসা করে, তখন তার বুদ্ধিমত্তা আরো বৃদ্ধি পায়। একজন 'আলিম যখন অন্য আলিমগণের সংস্পর্শে আসে, তখন তার 'ইলম আরো বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে একজন সৎ, ন্যায়বান ও জ্ঞানী লোক অন্য সৎ, ন্যায়বান ও জ্ঞানী লোকদের সুহবাতে এলেও তা-ই হয়। কাজেই সৎ গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুহবাতে একজন সচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন হবে- এটাও অনস্বীকার্য।[৬২৩]

সাহাবা কিরাম (রা.) জাহিলিয়্যাতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার পর একমাত্র নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরপবিত্র সুহবাত ও সংশ্রবের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন পরিশুদ্ধ আত্মা, উন্নত চরিত্র, পবিত্র জীবন ও উচ্চ মর্যাদা। হানযালাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ বাক্‌র (রা.) আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হানযালাহ! কেমন আছো? আমি বললাম, হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে। আবূ বাক্‌র (রা.) এটা শোনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি এ-ই কী কথা বলছো! আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সান্নিধ্যে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন আমাদের মনে হয় যেন, আমরা এগুলো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসান্নিধ্য থেকে চলে আসি, তখন আমরা পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক ধন-সম্পদের মোহে অধিকতর লিপ্ত হয়ে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসান্নিধ্যের সব কিছু ভুলে যাই। এটা শোনে আবূ বাক্‌র (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমার অবস্থা তো অনুরূপ। অতঃপর আমি এবং আবূ বাক্‌র (রা.) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরখিদমাতে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানযালাহ তো মুনাফিক হয়ে গেছে। এটা শোনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা কিভাবে?

---

৬২৩. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (৫৭: হুসনুল খুলুক), খ. ১০, পৃ. ৩৫১

www.icsbook.info

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার সান্নিধ্যে অবস্থান করি এবং আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন আমাদের মনে হয় যেন, আমরা এগুলো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা যখন আপনার সান্নিধ্য থেকে চলে আসি, তখন আমরা পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক ধন-সম্পদের মোহে লিপ্ত হয়ে পড়ি এবং দীনের সব কিছু ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً.

ঐ আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ! তোমরা আমার সামনে অবস্থানকালীন সময়ে যেরূপ থাকো, সর্বদা যদি ঐ রূপ থাকতে পারতে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ রাখতে পারতে, তা হলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতো। কিন্তু হে হানযালাহ! এক এক সময় এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে আসলে এক মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং এখান থেকে চলে যেয়ে জাগতিক জীবনে লিপ্ত হয়ে গেলে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। কেননা প্রত্যেকটি বস্তুর একটা নিজস্ব প্রতিক্রিয়া আছে।) এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন।[৬২৪]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরপবিত্র সুহবাতের সুবাদে সাহাবীগণের অন্তরে ঈমানের এমন জ্যোতি উদয় হয়, যাতে তাঁদের অন্তরসমূহ দুনিয়ার আবিলতা থেকে পরিশুদ্ধি লাভ করে, তাঁদের রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা এক একজন আদর্শ ও আলোকিত মানবরূপে গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে তাবি'ঈগণও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সুহবাত ও সংশ্রবের মাধ্যমে পবিত্র অন্তরসম্পন্ন উচ্চ মর্যাদাশীল মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। কাজেই নাফসের সংশোধন, অন্তরকে জীবিতকরণ, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও সত্য পথে অটল থাকার ক্ষেত্রে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও মুত্তাকী লোকদের সুহবাত ও সংশ্রব যে অতিশয় প্রয়োজন ও ভীষণ ফলদায়ক, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, নাফসের এমন অনেক সূক্ষ্ম ও গোপনীয় ব্যাধি রয়েছে, যেগুলো কেবল নিজের 'ইলম ও বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে অনুভব করা সম্ভব নয়। আর কেউ কেউ এ ব্যাধিগুলো অনুভব করতে পারলেও তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা

---

৬২৪. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আত-তাওবাহ), হা. নং: ৭১৪২

www.icsbook.info

সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া সব কিছু জানার পরও সর্বপরিস্থিতিতে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এরূপ ঘটনাও ঘটে থাকে যে, কোনো কোনো 'আলিম মনে করেন যে, তাঁরা চরিত্রের দিক দিয়ে উচ্চ মানসম্পন্ন ও আল্লাহভীরু এবং তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল রয়েছেন। অথচ কার্যত দেখা যায় যে, তাঁদের চরিত্রের মধ্যে নানা মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে এবং তাঁরা সত্য ও ন্যায় থেকেও অনেক দূরে। এ জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চিত লোকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾-"তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ত্রুটিমুক্ত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি **জানেন** যে, কে (সত্যিকার অর্থে) পরহেয করে চলে।"[৬২৫] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾-"আপনি কি দেখেননি সেসব লোককে, যারা নিজেদেরকে পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত বলে দাবি করে। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করেন।"[৬২৬] অন্য একটি আয়াতে অন্তরের পরিশুদ্ধিকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের ওপর তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না হতো, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ পরিশুদ্ধ হতে পারতো না। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করেন। আর আল্লাহ হলেন সম্যক শ্রবণকারী ও মহাবিজ্ঞ।[৬২৭]

কাজেই জানা যায় যে, কেবল 'ইলম অর্জনই নৈতিক সংশোধন লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের সংসর্গে অবস্থান করে 'আমালী তারবিয়াত (প্রশিক্ষণ) হাসিল করারও প্রয়োজন রয়েছে। 'ইলম কেবল সঠিক-সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করে মাত্র। আর শুধু পথ জেনে নেওয়াই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ সাহস করে পদক্ষেপ না নেওয়া হবে, পথ অতিক্রম করা না হবে। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য প্রয়োজন- সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠ ও মুত্তাকী লোকদের সুহবাত ও সংশ্রব, যাঁরা তাকে তার দোষ-ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিতে পারবেন এবং সংশোধন করতে

---

৬২৫. আল-কোরআন, সূরা আন-নাজম, ৫৩: ৩২
৬২৬. আল-কোরআন, সূরা আন-নিসা', ৪: ৪০
৬২৭. আল-কোরআন, সূরা আন-নূর, ২৪: ২১

www.icsbook.info

পারবেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ.-"এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মু'মিন হচ্ছে অপর মু'মিনের ভাই।"[৬২৮] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হলো, সে যখনই তার মু'মিন ভাইয়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখতে পাবে, তখন সে তাকে একান্ত ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোবৃত্তি থেকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে শোধরানোর চেষ্টা করবে। এ কারণেই কোনো মু'মিনের জন্য সত্যনিষ্ঠ মু'মিন সমাজ ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বসবাস করা সমীচীন নয়। এ অবস্থায় বিপথগামী হওয়ার ও শাইতানের ফাঁদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের সাথে বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾-"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে থাকো।"[৬২৯] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾-"যারা সকাল-বিকাল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকে, আপনি তাঁদের সান্নিধ্যে ধৈর্যের সাথে অবস্থান করুন।"[৬৩০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে উম্মাতকে একাকী, নিঃসঙ্গ এবং জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করা থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ

মেষপালের জন্য যেমন নেকড়ে বাঘ রয়েছে, তেমনি শাইতান হলো মানুষের নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে বাঘ দল থেকে বিচ্ছিন, দূরে অবস্থানকারী ও একপাশে অবস্থানকারী মেষকে পাকড়াও করে। কাজেই তোমরা (লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে) পাহাড়ে-পবর্তে অবস্থান করা থেকে বেঁচে থাকো। তোমরা দল ও সাধারণ জনগণের সাথে বসবাস করো।[৬৩১]

---

৬২৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আল-আদাব), হা. নংঃ ৪৯২০

৬২৯. আল-কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ১১৯

৬৩০. আল-কোরআন, সূরা আল-কাহ্ফ, ১৮: ২৮

৬৩১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (হাদীসু মু'আয রা.), হা. নংঃ ২২১০৭; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নংঃ ৩৪৪

www.icsbook.info

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন,

فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে চাইবে, সে যেন দলকে আঁকড়ে ধরে। কেননা শাইতান একজনের সাথে বিদ্যমান থাকে। সে দুজন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।[৬৩২]

তিনি আরো বলেন, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ إِلَى النَّارِ -"আল্লাহর হাত (অর্থাৎ সমর্থন বা সহযোগিতা) থাকে দলের সাথে। আর যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৬৩৩] আল্লাহ তা'আলা সকল মু'মিনকেই সম্মিলিতভাবে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ -"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু (কোরআন বা ইসলাম)কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৬৩৪] বলাই বাহুল্য, আল্লাহর এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। তবে অবশ্য হাত থেকে ফসকে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি হাত থেকে ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরো। যদি কদাচিৎ কারো হাত ফসকে যায়, তা হলে অন্যরা মিলে তার হাত ধরে ফেলবে এবং রজ্জুর সাথে পুনরায় সংযুক্ত করে দেবে। এ কারণে ইসলামে কেবল নিজে সৎ কর্ম করা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাকেই যথেষ্ট মনে করা হয় না; বরং অপরকেও সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অন্যায় থেকে বারণ করাকে একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যরূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

----------o---------

৬৩২ . আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু 'উমার রা.), হা. নং: ১৭৭

৬৩৩ . তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-ফিতান), হা. নং: ২১৬৭

৬৩৪ . আল-কোরআন, সূরা আলু-'ইমরান, ৩: ১০৩

www.icsbook.info

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আল-কোরআন

খ. আত-তাফসীর ও 'উলূমুল কোরআন

ফাররা', আবূ যাকারিয়া ইয়াহয়া (১৪৪-২০৭ হি.), *মা'আনিউল কোরআন*

তাবারী, আবূ জা'ফার (২২৪-৩১০ হি.), *জামি'উল বায়ান ফী তা'ভীলিল কোরআন*, বৈরূত ঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০

ইবনু আবী হাতিম, 'আবদুর রাহ্মান আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি.), *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*

জাসসাস, আবূ বাক্‌র (৩০৫-৩৭০ হি.), *আহকামুল কোরআন*

আল-কিয়া আল-হারাসী, 'ইমাদুদ্দীন 'আলী (৪৫০-৫০৪ হি.), *আহকামুল কোরআন*

বাগাভী, মুহ্‌য়ুস সুন্নাহ (৪৩২-৫১৬ হি.), *মা'আলিমুত তানযীল*, রিয়াদ ঃ দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৭

যামাখশারী, আবুল কাসিম মাহমূদ (৪৬৭-৫৩৮ হি.),*আল-কাশশাফ 'আন হাকা'য়িকিত তানযীল*

রাযী, ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ (৫৪৪-৬০৬ হি.), *মাফাতীহুল গায়ব*

কুরতুবী, 'আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (মৃ. ৬৭১হি.), *আল-জামি' লি আহকামিল কোরআনিল কারীম*

বায়দাবী, নাসিরুদ্দীন (মৃ.৬৮৫ হি.), *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাভীল*

ইবনু কাসীর, আবুল ফিদা (৭০১-৭৭৪ হি.), *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, রিয়াদ ঃ দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৯

সা'লাবী, আবদুর রাহমান (৭৮৬-৮৭৫ হি.),*আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কোরআন*

হাক্কী, ইসমা'ঈল (মৃ.১১২৭ হি.), *রূহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কোরআন*

ইবনু 'উজাইবাহ, আহমাদ আশ-শাযুলী (১১৬০-১২২৪ হি.), *আল-বাহরুল মাদীদ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০২

আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ (১২১৭-১২৭০হি.), *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিল 'আযীম ওয়াস সাব'ইল মাসানী*

শাফী', মুফতী মুহাম্মদ (), *মা'আরিফুল কোরআন* (অনু. ও সম্পা.: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), আল-মাদীনাঃ বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হি.

রাগিব ইস্পাহানী, আবুল কাসিম আল-হুসাইন (মৃ. ৫০২ হি.), *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কোরআন*

www.icsbook.info

গ. আল-হাদীস

গ.১

ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯হি.), *আল-মুওয়াত্তা*

'আবদুর রাযযাক আস-সান'আনী, (১২৬-২১১হি.), *আল-মুসান্নাফ* , বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.

সা'ঈদ ইবনু মানসুর (মৃ.২২৭ হি.), *আস-সুনান,* রিয়াদঃ দারুল 'উসাইমী, ১৪১৪

ইবনু আবী শাইবাহ, আবূ বাকর 'আবদুলাহ (১৫৯-২৩৫হি.), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস আসার*

আহমাদ, ইমাম ইবনু হাম্বাল (১৬৪-২৪১হি.), *আল-মুসনাদ*

দারিমী, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ (১৮১-২৫৫হি.), *আস-সুনান*

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল (১৯৪-২৫৬ হি.), *আল-জামি' আস-সাহীহ*

মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (২০৪-২৬১হি.), *আস-সাহীহ*

ইবনু মাজাহ, আবূ 'আবদুলাহ মুহাম্মাদ (২০৯-২৭৩ হি.), *আস-সুনান*

আবূ দাউদ, সুলাইমান (২০২-২৭৫ হি.), *আস-সুনান*

তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ (২০৯-২৭৯ হি.), *আল-জামি'*

হারিস, ইবনু আবী উসামাহ (১৮৬-২৮২হি.), *আল-মুসনাদ,* মাদীনাঃ মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ, ১৯৯২

নাসা'ঈ, আহমাদ (২১৫-৩০৩হি.), *আস-সুনানুস সুগরা*

---, *আস-সুনানুল কুবরা*

আবূ বাক্র আশ-শাইবানী (২০৬-২৮৭হি.), *আল-আহাদ ওয়াল মাসানী,* রিয়াদঃ দারুর রায়াহ, ১৯৯১

বাযযার, আবূ বাকর আহমাদ (মৃ.২৯২হি.), *আল-বাহরুয যাখির (মুসনাদুল বাযযার)*

আবূ ইয়া'লা, আহমাদ আল-মুসিলী (মৃ.৩০৭হি.), *আল-মুসনাদ*

ইবনু খুযাইমাহ, আবূ বাকর মুহাম্মাদ (২২৩-৩১১হি.), *আস-সাহীহ*

আবূ 'আওয়ানাহ,ইয়া'কূব আন-নাইশাপূরী (মৃ.৩১৬), *আল-মুস্তাখরাজ*

তাহাভী, আবূ জা'ফার আহমাদ (২৩৯-৩২১হি.),*শারহু মা'আনিয়িল আসার*

---, *মুশকিলুল আছার*

আবূ বাকর আদ-দীনাউরী, আহমাদ (মৃ.৩৩৩ হি.), *আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল 'ইলম*

ইবনু হিব্বান, আবূ হাতিম আল-বাস্তী (মৃ.৩৫৪হি.), *আল-মুসনাদুস সাহীহ*

তাবারানী, আবুল কাসিম সুলাইমান (২৬০-৩৬০হি.), *আল-মু'জামুল কাবীর* ---, *আল-মু'জামুল আওসাত*---, *আল-মু'জামুস সাগীর*---, *মুসনাদুশ শামিয়্যীন*

দারা-কুতনী, 'আলী ইবনু 'উমার (৩০৬-৩৮৫হি.), *আস-সুনান,* বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৬৬

হাকিম, মুহাম্মাদ আন-নাইশাপুরী (৩২১-৪০৫হি.), *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস সাহীহাইন*

কাদা'ঈ, মুহাম্মাদ *(মৃ.৪৫৪হি.), মুসনাদুশ শিহাব,* বৈরূত ঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬

বাইহাকী, আবূ বাকর আহমাদ (৩৮৪-৪৫৮হি.), *শু'আবুল ঈমান*---, *আস-সুনানুল কুবরা*

www.icsbook.info

ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী, 'আবদুর রাহমান (৭৩৬-৭৯৫ হি.), *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম*
হাইসামী, নূরুদ্দীন (৭৩৫-৮০৭হি.), *মাজমা'উয যাওয়া'য়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়া'য়িদ*, বৈরূত, ১৯৬৭---, *বুগইয়াতুল বাহিছ 'আন যাওয়িদি মুসনাদিল হারিছ*
সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৮৪৯-৯১১হি.), *আল-জামি'উল কাবীর---*, *আল-জামি'উস সাগীর*
'আলী আল-মুত্তাকী, 'আলাউদ্দীন 'আলী (৮৮৮-৯৭৫হি.), *কানযুল 'উম্মাল*

গ.২

ইবনুল মুবারাক, 'আবদুল্লাহ (১১৮-১৮১হি.), *আয-যুহদ ওয়ার রাকা'য়িক*
ইমাম ইবনু হাম্বাল (১৬৪-২৪১হি.), *আয-যুহদ*
বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.), *আল-আদাবুল মুফরাদ*
তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ (২০৯-২৭৯ হি.), *আশ-শামা'য়িল*
ইবনু আবিদ্দুনিয়া, 'আবদুল্লাহ (২০৮-২৮১হি.), *ইসলাহুল মাল----*, ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আত-তাওবাহ----, আল-ইখলাসু ওয়ান নিয়্যাতু
ইবনুদ দারীস আল-বাজালী, মুহাম্মাদ (২০০-২৯৪ হি.), *ফাদা'য়িলুল কোরআন*
মারওয়াযী, মুহাম্মাদ ইবনু নাসর (২০২-২৯৪ হি.), *মুখতাসারু কিয়ামিল লায়ল*
খাল্লাল, আবূ বাকর (মৃ.৩১১হি.) *আল-হাসসু 'আলাত তিজারাতি ওয়াস সিনা'আতি*
আল-ফাকিহী,আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (মৃ. ৩৫৩ হি.), *আখবারু মাক্কা*
আজুররী, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ (মৃ.৩৬০ হি.), *আখলাকু হামালাতিল কোরআন*
আবুশ শাইখ আল-ইস্পাহানী (২৭৪-৩৬৯ হি.), *আল-'আযমাতু*, রিয়াদঃ দারুল 'আসিমাতু, ১৪০৮ হি.
ইবনুল মুকরী, আবূ বাকর মুহাম্মাদ, (২৮৫-৩৮১হি.), *আল-মু'জাম*
বাইহাকী (৩৮৪-৪৫৮হি.), *আয-যুহদুল কাবীর*
বাগাভী, মুহ্য়ুস সুন্নাহ (৪৩২-৫১৬ হি.), *আল-আনওয়ারু ফী শামা'য়িলিন নাবী*,
ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী, 'আবদুর রাহমান (৭৩৬-৭৯৫ হি.), *কালিমাতুল ইখলাস*

গ.৩

ইবনু তাহির আল-মাকদিসী , মুহাম্মাদ (৪৪৮-৫০৭ হি.), *যাখীরাতুল হুফফায*, রিয়াদঃ দারুস সালাফ, ১৯৯৬
ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ 'আবদুর রাহমান (৫৮০-৬৫৬হি.), *আল-মাওদূ'আত*
আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, 'আবদুর রাহীম (৭২৫-৮০৬হি.), *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার ফী তাখরীজু আহাদীসিল ইহয়া'*
মুল্লা আল-কারী, 'আলী (মৃ.১০১৪হি.), *আল-মাওদূ'আতুল কুবরা*
আলবানী, মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন (১৩৩২-১৪২০হি.),*আস-সিলসালাতুস সাহীহাহ ---*, *আস-সিলসিলাতুদ দা'ঈফাতু ওয়াল মাওদূ'আতু---*, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব---*, *সাহীহ ও দা'য়ীফুল জামি'ইস সাগীর*

ঘ. শারহুল হাদীস ও 'উলূমুল হাদীস

ইবনু 'আবদিল বার্‌র, ইউসূফ (৩৬৮-৪৬৩ হি.), *আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ*
নাবাবী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহয়া (৬৩১-৬৭৬হি.), *আল-মিনহাজু শারহু সাহীহি মুসলিম*

www.icsbook.info

ইবনু রাজাব, যায়নুদ্দীন আবুল ফারাজ আল-হাম্বালী (৭৩৬-৭৯৫হি.), *ফাতহুল বারী*
ইবনুল হাজার আল-'আসকালানী (৭৭৩-৮৫২হি.), *ফাতহুল বারী*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ
'আইনী, বাদরুদ্দীন মাহমূদ (৭৬২-৮৫৫হি.), *'উমদাতুল কারী*, বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল 'আরবী, তা.বি.
মুল্লা আল-কারী, 'আলী (মৃ.১০১৪হি.), *মিরকাতুল মাফাতীহ*, দিল্লী, তা.বি.
মুনাভী, মুহাম্মাদ আবদুর রা'উফ (৯৫২-১০৩১ হি.), *ফায়দুল কাদীর*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪---, *আত-তায়সীর বি-শারহিল জামি'ইস সাগীর*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল ইমাম আশ-শাফি'য়ী, ১৯৮৮
যারকানী, মুহাম্মাদ (১০৫৫-১১২২হি.), *শারহুল মুওয়াত্তা*
মুহাম্মাদ 'আলী আল-বাকরী (মৃ.১০৫৭ হি.), *দালীলুল ফালিহীন লি তুরুকি রিয়াদিস সালিহীন*
যাফর 'আহমাদ উসমানী, *ই'লাউস সুনান*
উসায়মীন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ (মৃ.১৪২১ হি.), *শারহু রিয়াদিস সালিহীন*
সালিহ, ড. সুবহী, *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু*, (বৈরূত : দারুল 'ইলম, ১৯৯১)

ঙ. 'আকাইদ

বাইহাকী, আবূ বাকর আহমাদ (৩৮৪-৪৫৮হি.), *আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত*
ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ 'আবদুর রাহমান (৫৮০-৬৫৬হি.), *তালবীসু ইবলীস*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০১
ইবনুল হাজ্জ, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-'আবদারী (৭৩৭হি.),*আল-মাদখাল*, দারুত তুরাস
শাতিবী, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম (মৃ.৭৯০হি.), *আল-ই'তিসাম*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসা, তা.বি.
সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৮৪৯-৯১১হি.), *আল-আমরু বিল ইত্তিবা'ওয়ান নাহয়ু 'আনিল ইবতিদা'*
'আলী মাহফূয, শাইখ,*আল-ইবদা' ফী মাদাররিল ইবতিদা'*, (অনু.: *সুন্নাত ও বিদ'আত*, মুহাম্মদ গিয়াসুদ্দীন), দেওবন্দঃ যমযম বুক ডিপো, ২০০৪
শুকাইরী, মুহাম্মাদ আবদুস সালাম, *আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা'আত*
ইবনু 'আশূর, *আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর*, তিউনিসঃ দারু সাহনূন, ১৯৯৭
সালিহ আল-ফাওযান, *ইয়া'নাতুল মুস্তাফীদ বি-শারহি কিতাবিত তাওহীদ*, মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০২
তুওয়াইজারী, হাম্মুদ ইবনু 'আবদিল্লাহ, *ইসবাতু 'উলুয়িল্লাহ*
আহমদ আলী, *বিদ'আত ১ম - ৩য় খণ্ড*

চ. ফিকহ্ ও ফাতাওয়া

শাফি'ঈ, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (১৫০-২০৪হি.), *আল-উম্ম*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফাহ
ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমাদ (৬৬১-৭২৮ হি.), *মাজমু'উল ফাতাওয়া*
ইবনু মুফলিহ, শামসুদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৮-৭৬৩হি.), *আল-ফুরূ'*, 'আলামুল কুতুব

www.icsbook.info

নাবাবী, ইয়াহ্ইয়া (৬৩১-৬৭৬হি.), *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব*, আল-মাত'বাআতুল মুনীরিয়্যাহ
যাইনুদ্দীন আল-'ইরাকী, আবদুর রাহীম (৭২৫-৮০৬ হি.), *তারহুত তাসরীব ফী শারহিত তাকরীব*
মিরদাভী,'আলাউদ্দীন (৮১৭-৮৮৫হি.), *আল-ইনসাফ ফী মা'আরিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ*, বৈরূত : দারু ইহয়া'ইত্ তুরাসিল আরবী
দাসূকী, মুহাম্মাদ (মৃ.১২৩০ হি.)*আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*,
ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৪৪-১৩০৬ হি.), *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫

ছ. রাকা'ইক, আখলাক ও আদাব

আবূ তালিব আল-মাক্কী (৩৮৬হি.), মুহাম্মাদ, *কূতুল কুলূব*
কুশাইরী, আবুল কাসিম (৩৭৬-৪৬৫ হি.), *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ*
দাতা গঞ্জে বখশ, 'আলী-আলহাজবিরী (৪০০-৪৬৫হি.), *কাশফুল মাহজুব*, (অনু.: মুহাম্মদ সিরাজুল হক), ঢাকা : ইসলামিয়া কোরআন মহল, ১৯৯৯
গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মদ (৪৫০-৫০৫হি.), *ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন* ---, *বিদায়াতুল হিদায়াহ* ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ (৬৯১-৭৫১ হি.),*মাদারিজুস সালিকীন*---, *আল-ওয়াবিলুস সাইয়ি*---, *রাওদাতুল মুহিব্বীন*..
ইবনু রাজাব, 'আবদুর রাহমান (৭৩৬-৭৯৫হি.), *লাতা'য়িফুল মা'আরিফ*
মুজাদ্দিদ আলফে সানী, আহমাদ আল-ফারূকী (৯৭১-১০৩৪হি.), *আল-মাকতুবাত*
খাদিমী, আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ (১১১৩-১১৭৬হি.), *বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাতুন ফী শারহিত তারীকাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*
ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ 'আবদুর রাহমান (৫৮০-৬৫৬হি.), *আত-তাযকিরাতু ফিল ওয়ায*
ইবনু মুফলিহ, শামসুদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৮-৭৬৩ হি.),*আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*
শাওকানী, মুহাম্মাদ (১১৭৩-১২৫০ হি.), *তুহফাতুয যাকিরীনা শারহু 'উদ্দাতিল হিসনিল হাসীন*
থানবী, আশরাফ 'আলী, *মালফূযাতে হাকীমুল উম্মাত*---, *মুনাজাতে মাকবূল*---, *কামালাতে আশরাফিয়া*
মাওদূদী, সাইয়্যিদ আবুল আ'লা (১৩২১-১৩৯৯ হি.), *ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী*
আহমাদ ফারীদ, ড., *তাযকিয়াতুন নুফূস*
'আবদুল হাদী, *ইসলাহুল কুলূব*
আবদুল জব্বার, মাওলানা মুহাম্মদ, *আল-ইহসান* (সংকলন), চট্টগ্রাম: শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী, ১৯৯৯---, *এলমে তাছাউফের হাকীকত*
'আবদুর রাযযাক, আল-বাদর, *ফিকহুল আদ'ইয়াতি ওয়াল আযকার*

www.icsbook.info

আবদুল মালেক, মাওলানা, মুহাম্মদ, *তাসাওউফ: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ,* ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪২৮ হি.

জ. সীরাত, রিজাল ও তারীখ

ওয়াকিদী, মুহাম্মাদ (১৩০-২০৭ হি.), *ফুতূহুশ শাম*
ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ (১৬৮-২৩০হি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৯৬৮
সালামী, আবূ 'আবদির রাহমান (৩২৫-৪১২হি.), *তাবাকাতুস সূফিয়্যাহ*
আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী, আহমাদ (৩৩৬-৪৩০হি.), *হিলয়াতুল আওলিয়াহ*
ইবনু 'আসাকির (৪৯৯-৫৭১হি.), 'আলী আদ-দিমাশকী, *তারীখু দিমাশক (তারীখু ইবনি 'আসাকির)*
ইবনুল আছীর, 'ইযযুদ্দীন (৫৫৫-৬৩০হি.), *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ---, আল-কামিল ফিত তারীখ*
ইবনুল জাওযী (৫৮০-৬৫৬হি.), *সিফাতুস সাফওয়াতি*
মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, আহমাদ (৬১৫-৬৯৪ হি.), *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ফী মানাকিবিল আশারাহ*
যাহাবী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (৬৭৩-৭৪৮হি.), *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা'*
ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল 'ইবাদ*
ইবনু কাসীর, আবুল ফিদা ইসমা'ঈল (৭০০-৭৭৪হি.) *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*
ইবনু হাজার আল-'আসকালানী (৭৭৩-৮৫২হি.), ***লিসানুল মীযান***---,*আল-ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবাহ*

ঝ. বিবিধ

'আলী (রা.) (মৃ.৪০ হি.), *দিওয়ানু 'আলী রা.*
ইবনুল মুবারাক, আবদুল্লাহ (১১৮-১৮১হি.), *দিওয়ানু ইবনিল মুবারাক*
ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, আহমাদ (২৪৬-৩২৮ হি.), *আল-'ইকদুল ফারীদ*
ইবনু হিব্বান, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ (মৃ. ৩৫৪ হি.), *রাওদাতুল 'উকালা*
সা'লাবী, আবদুল মালিক (৩৫০-৪২৯হি.), *ইয়াতীমাতুদ দাহর*
ইবনু 'আবদিল বারর (৩৬৮-৪৬৩হি.), *বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস*
যামাখশারী, আবুল কাসিম মাহমূদ (৪৬৭-৫৩৮হি.), *রাবী'উল আবরার*
ইবনু সা'ঈদ আল-আন্দালুসী, আলী (৬১০-৬৮৫ হি.), *আল-মুরাক্কিসাত ওয়াল মুতাররিবাত*
বুসীরী, শারফুদ্দীন (৬০৮-৬৯৬), *দিওয়ানুল বুসীরী*
আবশীহী, মুহাম্মাদ (৭৯০-৮৫২ হি.), *আল-মুস্তাতরাফ ফী কুল্লি ফান্নিন মুস্তাযরাফ*
ঋগ্বেদ, কলকাতঃ হরফ প্রকাশনী, ২০০৪
নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন,* ঢাকা : অবসর প্রকাশনী, ১৯৯০,
সনাতন ধর্ম কী এবং কেন, (সংকলন): ভবেশ রায়, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স

www.icsbook.info

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set